বঙ্কিম বাবুর

(গুপ্তকথা)

"সবহু মাতঙ্গমে মোতি নাহি মানি,
সকল কণ্ঠ কি নহে কোকিল কি বাণী।
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত,
সকল পুরুষ নারী নহে গুণবন্ত ॥
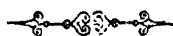
শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যাপতি

কর্ত্তৃক প্রণীত।

(প্রথম দ্বিসহস্র।)

1890.

উৎসর্গপত্র।

কাব্যামোদী বিবিধগুণালঙ্কৃত

রাজশ্রীযুক্ত

সার্ মহারাজা যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কে, সি, এস্, আই।

মহাত্মন্!

রাজারাজভোগ, দরিদ্র ব্রাহ্মণের ক্ষমতাতীত বলিয়া, ভক্তি-
[illegible] "বঙ্কিমচন্দ্রকে" আপনার সেবায় নিয়োজিত
[illegible]।

আশ্রিত

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞপ্তি।

—::—

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি এবং প্রচার, জাতীয়-জীবন-গঠনের মুলভিত্তি। রাজনীতি বল, সমাজনীতি বল, আর ধর্ম্মেতিহাসই বল, সকলই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি এবং প্রচারের উপর নির্ভর করিতেছে। কোন দেশ, কোন কালে জাতীয় সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন রোম এত বড় হইযাছিল, কেবল সাহিত্য-প্রচার লক্ষ্য করিযা। আধুনিক ইউরোপও কেবল সাহিত্য প্রচার করিয়াই এত বড় হইযাছে। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর।

সকল দেশেই সাহিত্যের আদর আছে। সভ্য জাতি মাত্রেই আপন আপন সাহিত্যের আদর করিযা থাকেন। আদর নাই কেবল পোড়া বাঙ্গালা দেশে—বাঙ্গালী বাবুদের নিকটে। আদর যে একেবারে ছিল না—তাহা নহে ; পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই। কেন নাই? তাহা বলা দুঃসাধ্য। সাহিত্য, গৃহিণীর রাঙা পায়ে রূপার মলের বন্দোবস্ত করিতে পারে না, ধান ভেণে চাল করিয়া দিতে পারে না ; অথবা, চাকুরীর প্রমোশন করিয়া [illegible] না বলিযাই [illegible] আদর নাই, তাহা কে বলিতে পারে।

আদর নাই থাকুক, কিন্তু এক দিন না এক দিন জগৎ-সাহিত্যে নিশ্চযই [illegible] তিত, অভিশপ্ত, অধম বাঙ্গালী, এক দিন না [illegible] দিন জগতের [illegible]প্রধান জাতি হইতে পারুক আর নাই পারুক, কিন্তু [illegible] পরিগণিত হইবেই হইবে। সেই ভবিষ্যৎ আশায় [illegible] এই [illegible]ক্ষেত্রে সাহিত্যের বীজ রোপণ করিলাম। [illegible] হইয়া বীজ অঙ্কুরিত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

[illegible]
১৭ই ভাদ্র।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।

পূর্ব্বভাষ।

বৈশাখ মাস।—বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত।—দিনদেবের খরতাপে জল, স্থল, শূন্যমান—সমস্তই যেন অগ্নিময়।—ভূচর, খেচর, জলচর কাহারো কোথাও শান্তি নাই।—পথে, ঘাটে, মাঠে কোথাও জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। নিখিল বিশ্ব-সংসার একেবারে নিস্তব্ধ।—পিপাসাতুর চাতকের কণ্ঠনিনাদ ব্যতীত অপর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হয় না।

এই ভয়ানক সময়ে সুরঙ্গপুরের সুবিস্তীর্ণ বিজন প্রান্তরের উপর দিয়া একটী পূর্ণযৌবনা রমণী ধীরে ধীরে ক্লান্তপদে রতিগঞ্জের অভিমুখে চলিয়াছে। যুবতীর বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চবিংশতি অতীত;—পরিধানে একখানি জীর্ণ শীর্ণ মলিন বস্ত্র;—বক্ষের উপর একটী শিশু-সন্তান। সন্তানটী পূর্ণ দুই মাসেরো কি না—সন্দেহ!

রমণী চলিয়াছে।—সেই অপোগণ্ডের ভার বহন করিয়া ধীরে ধীরে সেই ত্রিপান্তর প্রান্তরের উপর দিয়া চলিয়াছে। প্রখর সূর্য্যকিরণে রমণীর প্রাণ ওষ্ঠাগত;—পিপাসায় কণ্ঠ-তালু বিশুষ্ক;—দুই তিন দিনের অনাহারে শরীর অবসন্ন।—প্রান্তর মধ্যে এমন একটী সামান্য বৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই যে, রমণী তাহার ছায়ায় বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করে;—অনন্যোপায়ে অতিকষ্টেই রমণী চলিয়াছে।

বক্ষস্থ শিশুটী মুক্তকণ্ঠে রোদন আরম্ভ করিয়াছে। সে রোদনে পাষাণ-হৃদয়ও, বোধ হয়, দ্রবীভূত হইয়া যায়!—কিন্তু সে রমণীর হৃদয় যে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নহে,—বালকের জীবন-মরণের প্রতি তাহার যে, কিছুমাত্র দৃক্‌পাত নাই,—রমণীর কঠিন হৃদয় যে, চিন্তান্তরের খর-স্রোতে গাঢ় নিমগ্ন,—তাহার বিশাল চক্ষের নির্ম্মম রুক্ষ দৃষ্টিই যেন তদ্বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

. তবে কি এ রমণী বালকের গর্ভধারিণী নহে ?—তাহার জাতির সম্মান রক্ষা করিতে হইলে—না হওয়াই সম্ভব।

রমণী পরম রূপবতী।—রূপবতী ছিল এক দিন। সম্প্রতি সে রূপ-লাবণ্যের রূপান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে।—তাহার বদনশ্রী বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন, -বিশাল নয়ন যুগল বিশুষ্ক—শোকে কিম্বা সুখে তাহা হইতে বোধ হয় যেন কখন বিন্দুমাত্র অশ্রু-বারি নিপতিত হয় নাই,—কুটিল কটাক্ষ বিষবর্ষী,—নয়ন-জ্যোতি প্রতিহিংসার জ্বলন্ত অনলে প্রদীপ্ত। রমণী যেন উন্মাদিনী।—সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশপাশ অসম্বদ্ধ—উভয় স্কন্ধের উপর দিয়া অযত্নে প্রবাহিত।—রমণী সধবা কি বিধবা, তাহাও অনির্ণেয়।

বালক কাঁদিতেছে,—রমণী চলিয়াছে। ক্রমে সেই ভীষণ প্রান্তর পার হইয়া রমণী একটী ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রাম-প্রবেশের পথের একপার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ,—শ্রান্তি-দূর করিবার মানসে রমণী সেই রোরুদ্যমান বালককে বক্ষে ধরিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইল,—কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অশ্বত্থমূলে বসিয়া পড়িল। বালক এইবার থামিয়াছে। বৃক্ষের শীতল চ্ছায়া-প্রাপ্তে বালকের একটু তন্দ্রা বশ আসিয়াছে। ক্রমে ক্রমে বালক অবসন্ন-দেহে রমণীর অঙ্কে স্পন্দহীন হইয়া পড়িল। রমণী উন্মাদনয়নে শিশুর মুখের প্রতি একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া উন্মাদস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মরিয়াছে!—বেশ হইয়াছে। ভগবান করুন, তাই হোক্।—প্রাণ ধরিয়া স্বহস্তে আমি ইহাকে কখনই প্রাণে মারিতে পারিতাম না।—অত্যাচারের কথা মনে পড়িলে আমাকে যেন রাক্ষসী করিয়া তুলে।—ওহো——"

বলিতে বলিতে রমণী থামিল।—তাহার সেই বিশাল বিশুষ্ক নয়ন দ্বয় হইতে যেন বিদ্যুতাগ্নি ছুটিয়া গেল। রমণীর আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। অঙ্কস্থিত অপোগণ্ডের প্রতি আবার তাহার দৃষ্টি পড়িল। ধীরে ধীরে বালকের অঙ্গ-বস্ত্রখানি অপসৃত করিয়া তাহার বক্ষের উপর হস্ত প্রদান করিল। দেখিয়া বুঝিল,—বালক মরে নাই, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এবং অসহ্য রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া পরিশেষে অশ্বত্থ-বৃক্ষের শীতল চ্ছায়া-স্পর্শে আপনা হইতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। রমণী

শূন্যমনে একদৃষ্টে বালকের সেই পরম সুন্দর মুখখানির প্রতি অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার অন্তরে কি ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রমণী একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"আহা! বাছা আমার ঘুমাইতেছে!"

রমণী আবার থামিল। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া আবার কি ভাবিল। অবশেষে আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—"আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে! শান্তির সুকোমল ক্রোড়ে আমাকে আর এ জীবনে বিধাতা এমন করিয়া নিদ্রা যাইতে দিবেন না! ওঃ! এই স্থানে আমাদের প্রথম মিলন! এই স্থানে প্রাণেশ্বরকে আমি প্রথম দেখি! এই অশ্বথের মূলে আমাদের প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ হয়! এইখানে আমি আমার মনপ্রাণ বিক্রয় করি। কিন্তু সেই এক দিন, আর এই এক দিন। এক দিন এই বৃক্ষমূলে আমি এককালে সপ্ত স্বর্গ হাতে পেয়েছিলেম;—আর আজ সেই বৃক্ষতলে আমি পথের ভিখারিণী! ওহো! কে আমি? কি ছিলাম আর কি হইলাম? আমার সাধের পথে কে কাঁটা দিলে? আমি যে পিতামাতার বড় আদরের কন্যা ছিলাম। সে আদরের কি এই পরিণাম হইল? ওঃ! আমার সে স্নেহময় পিতামাতা এখন কোথায়? দুঃখিনী কন্যাকে কি তাঁদের আর মনে আছে?—না, না,—তাঁরা যে, পবিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন;—আমি যে মহাপাপিনী! অনন্ত-নরকেও যে আমার স্থান হইবে না!"

বলিতে বলিতে শিশু-ক্রোড়ে রমণী চকিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমি কোথায় যাইতেছি?—নগরে!—কেন?—দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষার জন্য! না, না,—জীবন সত্বে তা আমি পারিব না।"

বলিয়াই রমণী শিশু-সন্তানটীকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া সুরঙ্গ-পুরের যে মাঠ ধরিয়া আসিয়া ছিল, সেই মাঠের উপর দিয়া আবার ফিরিয়া চলিল।—উর্দ্ধশ্বাসে চলিল। দুই-তিন দিনের অনাহারজনিত দেহের দারুণ কষ্ট উপেক্ষা করিয়া,—সেই বিশ্বপ্রদাহক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ

ভেদ করিয়া,—সেই জন-বন-শূন্য প্রকাণ্ড প্রান্তরের উপর দিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। দুগ্ধপোষ্য বালক সেই ভাবেই তাহার বক্ষের উপর নিমগ্ন রহিল।

*　　*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

আকাশে চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে।—পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর নির্ম্মল বক্ষে কৌমুদীরাশি অবাধে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।—বিশ্বজগৎ সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে।

ত্রিযামা দ্বিতীয় প্রহরে পদার্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইতি মধ্যে দেখা গেল, শিশুবক্ষে সেই রমণী সেই দীনবেশে অতিকষ্টে সুরঙ্গপুরের সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া রতিগঞ্জের অভিমুখে পুনর্ব্বার ফিরিয়া চলিয়াছে;—মৃতকল্পার ন্যায় চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।—রমণী দুই এক পদ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রান্তর পার হইয়া অবশেষে রতিগঞ্জের একটী ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া রমণী যে তাহার পর কোথায় গেল, কি করিল, তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না।

বালকের কি হইল,—মরিল কি বাঁচিয়া রহিল, তাহারো কিছুই জানা গেল না।

প্রথম প্রসঙ্গ।

সূচনা।

পূর্ব্বভাষে বর্ণিত ঘটনার পর আরো ত্রয়োবিংশতি বর্ষ অতীত;—সময়-চক্রের আবর্ত্তনে ধরাধামে শরৎ ঋতুর আবির্ভাব।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বঙ্গরাজ্য একপ্রকার অরাজক।—দেশের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা।—রাজা অমর-কুমার অপ্রাপ্ত-বয়স্ক; সুতরাং, মন্ত্রিসভার হস্তে রাজকার্য্যের ভার সমর্পিত।—প্রজা-পুঞ্জের কষ্টের একশেষ।—দেশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গীরদার সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান। প্রত্যেকেই স্বেচ্ছাচারী;—প্রত্যেকেই দুর্দ্দমনীয়।—দিল্লী-সাম্রাজ্যের পতনদশা।—সুবার সুবাদারগণ বিলাসপ্রিয়;—অকর্ম্মা। কেহ কিছুই দেখে না;—কেহ কাহাকেও মানে না।—যথেচ্ছাচারিতার প্রবল স্রোতে কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ উৎসন্নপ্রায়। তাহার উপরে ভারতে আবার দারুণ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত।—চৈতন্যদেবের নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মস্রোত বঙ্গের চতুর্দ্দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই স্রোতে অনেকের হৃদয় মাতিয়া উঠিয়াছে,—অনেকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—অনেকের হৃদয়ে বিষম বিদ্বেষ-ঝটিকা তুলিয়া দিয়াছে।—গৃহে গৃহে ধর্ম্মবিরোধ—আত্মবিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে।

সেই সময়ে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহাত্মগণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এই অভি-নব ধর্ম্মের পোষকতা করেন, তন্মধ্যে শঙ্করপুরের সুপ্রসিদ্ধ জায়গীরদার রাধা-কান্ত রায় সর্ব্বপ্রধান।—ইনি ছিলেন, যুবরাজ অমরকুমারের পিতার বৃদ্ধ সচিব।—বৃদ্ধরাজার মৃত্যুর পরও সেই কার্য্যই ইনি করিয়া আসিতে ছিলেন। রাজ্যমধ্যে রাধাকান্তরায়ের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল।—নিজেও তিনি একজন অতি বিচক্ষণ, সজ্জন ও প্রজারঞ্জন লোক ছিলেন।—এপর্য্যন্ত কেহ কখন কোন বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ দোষ

দেখিতে পায় নাই।—কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ হইলে পদে পদে অপদস্থ হইতে হয়। দশজনের চক্রে সাধুলোকও অসাধুর শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া পড়েন।—দশচক্রে যে ভগবান ভূত—এ কথাটী নিতান্ত অপ্রবৃত নহে।

পরম বৈষ্ণব নিরীহ বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়েরও ক্রমে সেই দশা ঘটিল। তাঁহার অদৃষ্ট-স্রোত ক্রমে ভিন্ন পথে প্রবর্ত্তিত হইল।—তাঁহার সৌভাগ্যের প্রতি কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িল।—রাধাকান্ত রায়ের কপাল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল।

বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় এক্ষণে নূতন ধর্ম্মের উপাসক;—নূতন ধর্ম্মের প্রতিপোষক;—প্রকারান্তরে নূতন ধর্ম্মের প্রচারক। এই অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া ক্রমে ক্রমে মন্ত্রিসভার অন্যান্য পারিষদ্‌বর্গের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে আরম্ভ হইল। মতভেদ গৃহভেদে পরিণত হইয়া পড়িল। সমগ্র মন্ত্রিসভা অবশেষে তাঁহার বিপক্ষে একযোগ হইয়া দাঁড়াইল। রাজ্যের অন্যান্য উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিলেন।—কতলোকে তাঁহার নামে কত নিন্দা,—কত গ্লানি,—কত কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল।—তাঁহাকে লইয়া সমগ্র সুরঙ্গপুরের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল—"রাধাকান্ত রায়ের জাতি নাই।"—কেহ বলিল—"ধর্ম্ম নাই।"—কেহ বলিল—"রাধাকান্ত বৃদ্ধবয়সে ম্লেচ্ছ হইয়াছেন"।—এইরূপে যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, মুখে আসিতে লাগিল, সে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবেরা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত একেবারে আহার-ব্যবহার—আদানপ্রদান পর্য্যন্ত রহিত করিয়া দিলেন।—দেখিতে দেখিতে রাধাকান্ত রায় সমাজচ্যুত হইয়া পড়িলেন।

বিপদ বিপদেরি অনুসরণ করে।—কেবল সমাজচ্যুত হইয়াই নিরীহ বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় নিষ্কৃতি পাইলেন না। অচিরাৎ তিনি মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক—"রাজকার্য্যে অনাবধানতা"—অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন।—বাদী মন্ত্রিসভা,—বিচারক মন্ত্রিসভা;—সহজেই অপরাধ সপ্রমাণ হইল।—অবিলম্বে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল,—"সুরঙ্গপুরের যুদ্ধ-সচিব রাধাকান্ত রায় রাজা-

জ্ঞায় ছয় মাসের জন্য রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইবেন।—রাজধানী সুরঙ্গ-পুরের চতুঃসীমার কোন দিকে ত্রিশক্রোশের মধ্যে কোথাও তিনি বাস করিতে পাইবেন না।—সপ্তাহ মধ্যে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে সপরিবারে তিনি কারাবদ্ধ হইবেন এবং তাঁহার যাবতীয় ধনসম্পত্তি রাজ-কোষ-জাত হইবে।"

এই সংবাদ শ্রবণে অতি অল্পমাত্র লোকেই আনন্দিত হইয়াছিল। যাঁহারা আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোক;—অনেকেই তাঁহার সহোপাঠী—প্রতিদ্বন্দী। কিন্তু ইতর-সাধারণ অধিকাংশ লোক এই শোচনীয় সংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেও, কেবল ধনে প্রাণে অকারণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার ভয়ে, এই অন্যায় দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিতে সাহসী হয় নাই। বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় সর্ব্ববিষয়েই লোকরঞ্জন ছিলেন;—দেশে বিদেশে অনেকেই তাঁহাকে আন্তরিক ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মান্য করিত;—অনেক কারণে অনেকেই তাঁহার গুণে চিরবাধ্য হইয়াছিল;—অনেকেই তাঁহার মতেরও পোষকতা করিত। কিন্তু, রাজদণ্ডের ভয়ে কেহ কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিত না। তাঁহার জন্য অনেকেই গোপনে গোপনে চক্ষের জল ফেলিল;—অনেকেই অন্তরে অন্তরে কাঁদিতে লাগিল।

উচ্চপদস্থ অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণ অপেক্ষা মনস্বী রাধাকান্ত রায় ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বিদ্যাবুদ্ধি—সকল বিষয়েই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শরীরের সামর্থও বিলক্ষণ ছিল;—শস্ত্রবিদ্যাও ভালরূপ জানিতেন।—কিন্তু, এদিকে আবার ছিলেন, অভিমানের দীপশলাকা;—অল্পঘর্ষণেই জ্বলিয়া উঠিতেন।—প্রাণে ধরিয়া কোন বিষয়ের জন্য কখন কাহারো নিকটে কোনরূপে ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারিতেন না;—কাহারো অযথা মতের পোষকতা করিয়া সত্যের অপলাপ—নিজের মানের খর্ব্বতা করা তাঁহার স্বভাবে কখন ঘটিত না। বিনা অপরাধে স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও মানহানি হইবার আশঙ্কায়, তিনি তাহার কোনরূপ প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নিজের মত পরিত্যাগ করিয়া রাজস্ব-সচিবগণের মতের

পোষকতা করিতে পারিলে,—তাঁহাদের মতে চলিতে পারিলে, তাঁহার নির্ব্বাসন-দণ্ড স্থগিত হয়। কিন্তু, কাপুরুষ চাটুকারের কুৎসিৎ তোষামোদ-কার্য্যে তাঁহার মতি হইল না;—যুক্তির প্রশস্ত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পঙ্কিল পথের অনুসরণ করা, তাঁহার পক্ষে ঘৃণাকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি অবাধে অন্যায় রাজদণ্ড শিরে ধারণ করিয়া ধন, জন, পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে সুরঙ্গপুর পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু, যান কোথায়?—কোন্ দেশে গিয়া বাস করেন?—এই চিন্তায় বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সুরঙ্গপুরের চতুঃসীমানার ত্রিশক্রোশের মধ্যে কোথায় বাস করিতে পাইবেন না;—যান কোথায়? তাঁহার নিজের জায়গীর শঙ্করপুর সুরঙ্গপুর হইতে পঁচিশ ক্রোশের ভিতর;—উপায় কি?—যান কোথায়?

বৃদ্ধ রাধাকান্ত বিষম চিন্তায় চিন্তিত;—যান কোথায়? এক সপ্তাহের মধ্যে দেশত্যাগ না করিলে সপরিবারে কারাবদ্ধ হইবেন।—দেখিতে দেখিতে একসপ্তাহের ত তিন দিন অতিবাহিত;—আর চার দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই চারি দিনের মধ্যে তাঁহাকে সুরঙ্গপুর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে হইবে।—উপায় কি?—যান কোথায়?

ধনকুবের রাধাকান্ত রায় রাজাজ্ঞায় নির্ব্বাসিত হইতেছেন,—ভাল মন্দ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কেহ বা মৌখিক, কেহ বা আন্তরিক কত দুঃখ—কত আত্মীয়তা জানাইল। যে ব্যক্তি তাঁহার পতন-কামনা না করিয়া জীবনে কখন জল গ্রহণ করিত না, সে ব্যক্তিও এসময় একবার মৌখিক আত্মীয়তা দেখাইতে আসিল।—ব্যথায় যেন কতই ব্যথিত, কতই মর্ম্মাহত—সেই ভাবে কতই সহানুভূতি দেখাইল। কিন্তু, প্রস্থান সময়ে মনে মনে মন্ত্রিসভাকে দীর্ঘজীবী হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ না করিয়া যাইতে পারিল না।—যাহা হউক, এসময়ে দেশের বিদেশের আত্মীয়-পর, ধনি-নির্ধন, ছোট-বড় সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার লোকেই অকারণে নির্ব্বাসিত সুরঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ-সচিব রাধাকান্ত রায়ের বাটীতে এক

একবার সানুগ্রহ পদধূলি দিয়াছিল।—সেই সঙ্গে আনন্দপুরের রাজা রায় ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবও একবার আসিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রায় ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব বঙ্গের অন্যান্য করদ হিন্দুরাজন্যগণের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে একজন ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন।—তিনি দেওয়ান দোল গোবিন্দের উপর নিজ রাজত্বের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া প্রায় তেইশ চব্বিশ বৎসর সুরঙ্গপুরে আসিয়া বাস করিতেছেন। কিন্তু, সুরঙ্গপুরের রাজ্যতন্ত্রের কোন সম্বন্ধেই তিনি কখন লিপ্ত থাকিতেন না। উপস্থিত ধর্ম্মবিপ্লবে তিনি ভালমন্দ কোন মতামতও কখন প্রকাশ করেন নাই। এ কারণ, রাজ্যের সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ লোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ সদ্ভাব ছিল। স্বতঃ-পরত সকলেরই মান ও মন রক্ষা করিয়া চলিতেন। নিঃস্বার্থভাবে সাধারণের উপকার-সাধনে প্রাণপণে যত্নবান হইতেন।—কিন্তু কখন কোন বিষয়ের জন্য নিজের স্কন্ধে কোনরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন না।—যে, যে প্রকৃতির লোক, তাহার সহিত সেই ভাবেই মিশিতেন,—সেই ভাবেই চলিতেন। এই জন্য শাক্ত, বৈষ্ণব, আস্তিক, নাস্তিক, রাজা, প্রজা, ধনী, নিধন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত; ভালও বাসিত।

নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইবার চতুর্থদিবস-অপরাহ্ণে বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় একাকী বিশ্রামগৃহে উপবেশন করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্যতা-নিরূপণে চিন্তানিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রায় ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেই গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রাজ-বন্ধুকে সমাগত দেখিয়া রাধাকান্ত রায় তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা করতঃ আসন প্রতিগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রায় ভূপেন্দ্রনারায়ণও যথারীতি প্রত্যভিনন্দন করিয়া নিকটস্থ আর একখানি বেত্রাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

উপস্থিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বন্ধুদ্বয়ের অনেক যুক্তি-পরামর্শ হইয়া অবশেষে স্থির হইল যে, রাধাকান্ত রায় সপরিবারে রায় ভূপেন্দ্রনারায়ণের আনন্দপুরের রাজদুর্গে গিয়া এই ছয়মাস কাল বাস করিবেন। সেখানে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন;—কোন বিষয়ে কোনরূপ অভাব বা কষ্ট পাইতে হইবে না।

বিপন্ন রাধাকান্ত রায় এক বিষম দুর্ভাবনার দারুণ ভার হইতে মুক্তি পাইলেন।

পরদিন অপরাহ্নে সকলে জানিল যে, রাজাজ্ঞায় চৈতন্যভক্ত রাধাকান্ত রায় কন্যা-পুত্র—দাসদাসী-সহ সুরঙ্গপুর পরিত্যাগ করিয়া আনন্দপুরে প্রস্থান করিলেন।

অভদ্রা ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহে গ্রহচক্রের পরিবর্তনে ভক্ত বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় এইরূপে অকারণে অবিচারে সপরিবারে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

সুরঙ্গপুরের অনেক পরিবার কিছুদিনের জন্য পিতৃহীন—রক্ষকহীন, প্রতিপালকহীন হইয়া পড়িল।—অনেকের চক্ষের জলে দিনপাত হইতে আরম্ভ হইল।—অনেকের বক্ষে বিষম শেল বিঁধিল। অনেকে বুঝিল, অনাথবান্ধব ধর্ম্মরাজ আজ পাপ কুরুরাজের কুমন্ত্রণায় অন্যায় বিচারে বনবাস আশ্রয় করিলেন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

আনন্দ-দুর্গ।

সুরঙ্গপুর হইতে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে আনন্দপুরের সুবিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালা। সেই পর্ব্বতশ্রেণীর একটী গিরিশঙ্কটের মধ্যদেশে আনন্দপুরের রাজদুর্গ সংস্থাপিত।—দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার চতুর্দ্দিকে সুগভীর পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত।—দুর্গের চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহকবাট সংযুক্ত চারিটী প্রকাণ্ড ফটক। প্রত্যেক ফটকের সম্মুখস্থ পরিখার উপরে একটী করিয়া লৌহনির্ম্মিত সেতু। প্রত্যেক ফটকে আটজন করিয়া সশস্ত্র অশ্বারোহী অবিরত প্রহরায় নিযুক্ত। সম্মুখের ফটকে অতিরিক্ত চারিজন অশ্বসেনা।—ইহারা সন্দেশবহ।

সম্মুখের ফটক পার হইয়াই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনভূমি—সৈন্যপ্রদর্শনীর সুদৃশ্য স্থান।—প্রাঙ্গনভূমির দক্ষিণদিকে একটী বিস্তৃত অট্টালিকাশ্রেণী। এই অট্টালিকার মধ্যে রাজার নির্দ্দিষ্টবৃত্তি-ভোগী সৈন্যগণ বাস করে। সৈন্যাবাসের পশ্চাতে আবার একটী প্রাঙ্গন। সেই প্রাঙ্গন পার হইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে হয়।—প্রাসাদের মধ্যস্থলে ভগবান্ বুদ্ধ-দেবের পবিত্র যোগমন্দিরের গগনস্পর্শী শীর্ষদেশে পীতবর্ণের পতাকা ফর্ ফর্ শব্দে উড্ডীয়মান।—আনন্দপুরের রাজপরিবার বৌদ্ধধর্ম্মের উপা-সক ছিলেন।

প্রাসাদের পশ্চাতে সুরম্য পুষ্পকানন;—নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ ও অন্যান্য পাদপরাজিতে সর্ব্বদা সুশোভিত।—উপবন-মধ্যে দুইটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা-মধ্যে বিবিধ মৎস্যরাজি নিরন্তর নির্ভয়ে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে।—সেই সুরম্য উপবন-ভাগে মল্লিকা, মালতী, জাতি, জুথি, গোলাপ প্রভৃতি সুরভি কুসুম-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া অকাতরে অজস্রভাবে নিরন্তর পরিমল বিতরণ করিতেছে;—তাল, তমাল, দাড়িম্ব, খর্জ্জুর, আম্র প্রভৃতি সুরসাল ফলবান্ পাদপশ্রেণী সাদরে নানাজাতীয় সুকণ্ঠ পক্ষীগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে।—সেই সমস্ত পক্ষীগণের কলনাদে উপবনভাগ নিরন্তর প্রতিধ্বনিত।

উপবন পার হইলেই দুর্গের পশ্চাদ্দ্বার।—এই পশ্চাদ্দ্বারের পশ্চাৎ-স্থিত সানু-প্রদেশ ক্রমে এক দুর্ভেদ্য নিবিড় অরণ্যের সহিত মিলিত হইয়াছে।—দুর্গের অপর তিন দিকের সানুভাগ কৃষিজীবি অধি-বাসীগণের দ্বারা অধ্যুষিত,—তাহাদেরি কুটীররাজিতে পরিপূর্ণ। কৃষিজীবি ব্যতীত রাজধানীর মধ্যে অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস নাই।—ফল কথা, নগর আনন্দপুর আনন্দময়ী প্রকৃতির অপূর্ব্ব প্রতিকৃতির একখানি সুন্দর দৃশ্যপট।——রাজধানীর যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই অপূর্ব্ব প্রাকৃত সৌন্দর্য্য।—কোথাও কৃষিজীবির পরিশ্রমজাত স্বভাব-সুন্দর শ্যামল শস্যক্ষেত্রের নয়নরঞ্জন শোভা; কোথাও অযত্ন-সঞ্জাত বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন দুর্ভেদ্য অরণ্যের দৃষ্টিরোধক দারুণ দৃশ্য। কোথাও স্বচ্ছন্দসলিলা নির্ঝরিণী মরকত-শয্যার

উপর দিয়া ঝর্-ঝর্ শব্দে, ধীরপ্রবাহে প্রবাহিতা;—কোথাও ভীষণ জলপ্রপাত গভীর গর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্তর কাঁপাইয়া—কর্ণ বধির করিয়া প্রশস্ত খাতমুখে নিপতিত। কোথাও শ্যামল সুন্দর উপত্যকা-ভূমি বিশ্রামশীলা সুশীলা সুন্দরী বালার ন্যায় তুষারধবল তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ-দ্বয়ের মধ্যে শোভমানা;—কোথাও ভীমদর্শন অভ্রভেদি বন্যপাদ-রাজি জগতের অনিত্যতা সন্দর্শন করিবার জন্যই যেন উন্নতমস্তকে সদর্পে দণ্ডায়মান। অথবা যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই স্বভাবের ভীষণ ভ্রুকুটী, প্রকৃতির প্রাকৃত দৃশ্য;—কবির চিত্তবিমুগ্ধকর, পাপীর হৃদয়দ্রোহনকারী নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য।

আনন্দপুরের আরণ্যপ্রদেশ নানাজাতীয় বন্য-পশু-পক্ষীর কলরবে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। কোথাও মেষপাল—কোথাও বন্য বরাহগণ—কোথাও নরভুক্ শার্দ্দূল—কোথাও নয়নরঞ্জন মৃগশাবক সভয়ে নির্ভয়ে স্বাধীন-ভাবে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ফল কথায়, আনন্দগিরির পার্ব্বত্য-প্রদেশ ভয় ও বিস্ময়ের আবাস-ভূমি।—কিন্তু, এক দিন এই ভয়ানক পার্ব্বত্য-প্রদেশও আর্য্য-সন্তানগণের বীরদর্পে দর্পিত—বীর-নাদে কম্পিত—যশোরশ্মিতে উদ্ভাসিত—আর্য্য-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের কার্য্য আমরা সমাধা করি।—যে বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—যে সূত্র ধারণ করিয়াছি, সেই সূত্র ধরিয়াই অগ্র-সর হই।—যাহা লইয়া কথা, সেই তত্ত্বেরই অনুসরণ করি।—অনধিকার-চর্চ্চায় প্রয়োজন কি?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রায় চতুর্ব্বিংশতি বৎসর গত হইল আনন্দ-পুরের উপস্থিত রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাজদুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরঙ্গপুরে অবস্থান করিতেছেন।—দুর্গ মধ্যে কেবল তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী গোল-গোবিন্দ কয়েকজনমাত্র সৈন্য ও অনুচর লইয়া বাস করিয়া আছে। কি কারণে বলিতে পারি না, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে একবারের জন্যও রাজধানীতে পদার্পণ করেন নাই। তবে লোকে বলিত, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্র নারায়ণের অকাল মৃত্যুতে—সেই

শোকে তিনি রাজধানীর বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন।—দোলগোবিন্দই রাজ্যের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করে। আর রাজ্যেও সেই পর্য্যন্ত কোন উপদ্রব ছিল না—যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং, রাজারও আসিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই।

গৃহে গৃহী না থাকিলে, গৃহসজ্জার দ্রব্যাদির অবস্থা কথনই ভাল থাকে না।—আনন্দপুরের রাজবাটীর সম্বন্ধেও এ নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যদিও রাজসংসারে অনেক দাসদাসী—লোকজন ছিল, তথাপি, ব্যবহার ও অধিকারীর অভাবে গৃহসজ্জার দ্রব্য-সামগ্রী অযত্নরক্ষিতের ন্যায় শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল।—অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ম্ম-প্রভৃতি মরিচাযুক্ত হইয়া গিয়াছিল।—সৌধের স্থানে স্থান অযত্ন-সম্ভূত বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া ছিল।—দূর হইতে সেই ঘনশ্যামল-গিরি-অঙ্গ-কলিত, বৃক্ষাঙ্গমণ্ডিত রাজবাটী সন্দর্শন করিলে সহজেই উপলব্ধি হইত, যেন নীলাকাশের নীলোৎসঙ্গে মেঘমুকুলিত অমারজনীর তমিস্রজাল মিশাইয়া রহিয়াছে।

প্রায় একপক্ষ হইল, রাধাকান্ত রায় সপরিবারে আনন্দপুরের এই রাজ-প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতেছেন। রাধাকান্ত রায়ের পরিবারবর্গের মধ্যে একটী পুত্র ও একটীমাত্র কন্যা। পুত্রের নাম বরদাকান্ত;—কন্যা সুশীলা। পুত্রের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর অতীত;—এই অল্প বয়সেই বরদাকান্ত সুশিক্ষা-প্রসাদে শৌর্য্য-বীর্য্যে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে সকল রকমেই পিতৃগুণের অধিকারী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। কন্যা সুশীলা সবে মাত্র পঞ্চদশের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। সুশীলা রূপ-গুণের আদর্শ। সামাজিক গোলমালে বৃদ্ধ রাধাকান্ত উপযুক্ত কন্যার এপর্য্যন্ত উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিবার কোন উপায় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।—এক ঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়া কে জাতি খোয়াইতে যাইবে?

রাধাকান্ত রায়ের গৃহ-শূন্য। সুশীলাকে প্রসব করিয়া তাঁহার গর্ভ-ধারিণী সূতিকাগৃহেই বিসূচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সেই পর্য্যন্ত রাধাকান্তরায় আর পুনর্ব্বার দার-গ্রহণ করেন নাই।

নিজের কন্যাপুত্র ব্যতীত রাধাকান্ত রায়ের আর একটী পালিত পুত্র

ছিল।—তাঁহার নাম বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিত বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্ব্বিংশতি বৎসর।—বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রূপবান্, তেমনি গুণবান; যেমন বিনয়ী, তেমনি অসীম সাহসী বীর-পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বগুণের আধার। চন্দ্রেরও কলঙ্ক-দোষ আছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শরীরে কোন দোষ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র নির্ম্মল;—মন পবিত্র;—রূপ অনুপমেয়। বিশ্বশিল্পী বিধাতা একাধারে সকল গুণ একত্রে দর্শন করিবার মানসেই যেন বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অজ্ঞাতকুলশীল বঙ্কিমচন্দ্র আশৈশব উদারপ্রকৃতি রাধাকান্ত রায়ের স্নেহে ও যত্নেই প্রতিপালিত।—রাধাকান্ত রায়কেই তিনি পিতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন।—বরদাকান্তের সহিত একত্রে বর্দ্ধিত,—একত্রে শিক্ষিত; এ কারণ, উভয়ের হৃদয়েই অকৃত্রিম সোদর-প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বরদাকান্তকে সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠ সহোদরের চক্ষে দেখিতেন;—মনে প্রাণে ছোট ভায়ের মত ভাল বাসিতেন; গুণশীল বরদাকান্তও বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজ অগ্রজ-জ্ঞানে সর্ব্বদা ভয়, ভক্তি, মান্য করিতেন। কখন কোন বিষয়ে বরদাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অবাধ্য হইয়া চলিতেন না;—চলিতেও পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলার গৃহশিক্ষক; সুমতি সুশীলাও তাঁহাকে অপরিসীম স্নেহ-ভক্তি করিতেন। বরদাকান্ত বঙ্কিমকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন।—সুশীলা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে দাদা বলিতেন না;—বলিতে পারিতেন না। দাদা বলিতে তাঁহার মুখে যেন বাঁধিত। "তাঁকে"—"ওঁকে"—"তিনি"—"উনি";—একত্রে থাকিলে,—"তুমি" "তোমার"—ইত্যাদি-রূপ অসম্বন্ধ-সম্বোধনে সম্ভাষণ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

আনন্দপুরে আসিয়া দেখিতে দেখিতে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। রাধাকান্ত রায় বেশ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন;—কোন কষ্ট নাই; কোন দিনের জন্য কোন বিষয়ে কোন অভাব নাই;—দেওয়ান দোলগোবিন্দ প্রভুস্থানীয়-জ্ঞানে প্রাণপণে তাঁহার সকল আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে;—অল্পদিনের মধ্যে গ্রামের লোকেরা সকলেই তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অল্পদিন থাকিয়াই আনন্দপুরের মধ্যে

তাঁহার বিলক্ষণ নাম-ডাক বাড়িয়াছে ;—ছোট বড় সকল লোকেই তাঁহাকে জানিয়াছে,—চিনিয়াছে,—শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আনন্দপুর-প্রদেশটা অরণ্যময়।—রাজবাটীর পূর্ব্ব-পশ্চিম দুইদিকের অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে নিবিড় জঙ্গল।—সেই জঙ্গল পার হইলে তবে আবার লোকালয় দৃষ্ট হয়।—দক্ষিণ-দিক পাঁচছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত ক্রমাগত বন ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ। সেই পাহাড়-শ্রেণীর একাংশে দুর্দ্দান্ত ভীলজাতির এক প্রকাণ্ড দুর্গ।—ভীলসর্দ্দার মহাবীর প্রায় দুইশত অনুচর লইয়া সেই দুর্গমধ্যে বাস করিত।—তাহারা রাজাকে কর দিত না ;—সম্রাটকে মানিত না,—কাহাকেও ভয় করিত না। অর্থের আবশ্যক হইলে পরপীড়ন,—পরস্ব অপহরণ ;—পরধন লুণ্ঠন করিত।—এক কথায়; দস্যুবৃত্তিই তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ও একমাত্র উপজীবিকা ছিল। তাহাদের দারুণ অত্যাচারের ভয়ে দিবা-ভাগেও সে বনপথ দিয়া গতিবিধি করিতে কেহ সাহস করিত না। অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াও মহাবীরের দলবলকে কেহ এপর্য্যন্ত দমন করিয়া উঠিতে পারে নাই।—তবে তাহারা আনন্দপুরের কোন প্রতি-বাসীর উপর কখন কোনরূপ অত্যাচার করিত না। মহাবীরের আর এক সহোদর ছিল ; তাহার নাম রণবীর। এই দস্যু-সহোদরদ্বয় দুর্দ্দান্ত প্রতাপে সেই বনভূভাগে আধিপত্য করিত।—তাহাদের নামে কেবল আনন্দপুর বলিয়া কেন,—সমগ্র বঙ্গদেশ কম্পিত হইত।

বরদাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যহ বৈকালে বনভ্রমণে বহির্গত হইতেন। কখন বা দেবীপুরের চৌধুরীদের বাটীতেও বেড়াইতে যাইতেন।—আনন্দ-পুর হইতে দেবীপুর প্রায় তিনক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এইরূপে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত হইল।

একদিন অপরাহ্নে বরদাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র রাজবাটীর দক্ষিণদিকের পর্ব্বতমালার উপরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে সহসা বন-প্রদেশ ভেদ করিয়া অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে এক অদ্ভুত রমণীমূর্ত্তি তাঁহা-দের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীর পরিধানে বৃক্ষ-বল্কল ;—বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ বল্কল দ্বারা দৃঢ়-বদ্ধ ;—শিরে বল্কলের মুকুট,—বৃক্ষপত্রে সুস-

জ্জিত।—রমণীর গলে বনফুলের মালা;—অঙ্গে বনফুলের অলঙ্কার। বিকট হাসি হাসিয়া, বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, রমণী বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল,—"বুঝিয়াছি, তোরা আসিয়াছিস্ ভূতের বাড়ীতে। থাক্, থাক্,—দেখ্‌তে পাবি এই আমাবশ্যায় দিন,—কেমন মজা!"—বলিতে বলিতে উন্মাদিনী শব্দ করিয়া বনের ভিতর আবার ঢুকিয়া পড়িল। আর তাহাকে দেখা গেল না। বরদাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ, অকস্মাৎ আরণ্যপ্রদেশে সেই অদ্ভুত প্রকৃতির রমণীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া—দ্বিতীয়তঃ, তাহার সেই প্রকার অদ্ভুত বাক্যের রহস্য-ভেদ করিয়া উঠিতে না পারিয়া, উভয়েই ভীত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বরদাকান্ত বলিলেন, "চল, দাদা, আমরা দেখি এ স্ত্রীলোকটা কে,—গেল কোথায়? বোধ হয়, পাগল;—কেমন?"

"পাগল তাহাতে আর সন্দেহ কি?"—সহাস্যে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"পাগল তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু উহার অনুসরণে কোন ফল নাই; বরং তাহাতে বিপদ্‌ঘটনার সম্ভাবনা। চল, বরং, আমরা বাড়ীতে গিয়া তোমার পিতাকে সমস্ত জানাইগে।"

বরদাকান্ত সম্মত হইলেন। অনন্তর উভয়ে রাজবাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়া বনমধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় রাধাকান্ত রায়কে একে একে জানাইলেন। রাধাকান্ত রায় স্বভাবত কোন অন্ধ-বিশ্বাসের বশীভূত না হইলেও, এই ঘটনায় কিছু আশঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনোমধ্যে নানাপ্রকার সন্দেহস্রোত বহিতে আরম্ভ হইল। আনন্দপুরে আসিবার পূর্ব্বে রায় ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন;—"লোকে বলে, আমাদের রাজবাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আছে।"—তাহাতে রাধাকান্তরায় উত্তর করেন,—"জীবিত প্রেতপিশাচের উপদ্রব অপেক্ষা মৃত ভূতের উপদ্রব বরং ভাল।" কিন্তু বরদা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শ্রবণে তাঁহার হৃদয় যেন একবার কম্পিত হইয়া উঠিল।—অন্তরে কি যেন এক প্রকার অভিনব ভীতিভাবের সঞ্চার হইল।

তৃতীয় প্রসঙ্গ।

ছায়ামূর্ত্তি।

অদ্য অমানিশা।—দিঙ্মণ্ডল গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পুরজন ও অনুজনেরা একে একে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কেবল পরাধীনতা-পরতন্ত্র রক্ষী কয়েকজন কর্ম্মদোষে জাগ্রত।

বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়ও শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া পরিধেয় বসনাদি উন্মোচন পূর্ব্বক শয়ন-পরিচ্ছদও পরিধান করিলেন। কিন্তু, অকস্মাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অন্তরে যেন একপ্রকার অভূত-পূর্ব্ব ভীতিভাবের সঞ্চার হইল।—অকস্মাৎ তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।—কক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার সভয়ে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না;—ভয়ের কারণও কিছু দেখিতে পাইলেন না।

রাধাকান্ত রায় মনে মনে হাসিলেন।—ভাবিলেন,—"আমি কি পাগল!—কিসের ভয় করিতেছি?"—এই ভাবিয়া অন্যমনস্ক হইবার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে তিনি আলোকাধারের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু মনের গোলমাল মিটিল না।—চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে আঘাত-প্রতিঘাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আবার বরদাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের বৈকাল-ভ্রমণের কথা তাঁহার মনে পড়িল;—পাগলিনীর কথা মনে আসিল;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বাক্য স্মরণ হইল; আবার তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তখন তিনি একে একে সমস্ত কথা ভুলিয়া তাদৃশী চিন্তাকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিবার কল্পনা করিলেন।—কিন্তু, তাহা হইল না।

ক্রমে চিন্তা-বিশৃঙ্খলতায় তাঁহার অন্তর অধিকতর অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। যতই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আর ভাবিবেন না; ততই যেন ভাবনা-রাক্ষসী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।—দীপাধারের আলোকরশ্মি সত্ত্বেও তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন ক্রমে ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছেন।

তখন তিনি একে একে গৃহের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন। শয্যাতল খুঁজিলেন।—পরিত্যক্ত পরিধেয় বসনগুলি এক এক খানি করিয়া খুলিয়া দেখিলেন।—দেখিলেন, কোথাও কেহ লুকাইয়া আছে কি, না। কিন্তু, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।—কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তথাপি তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না;—অন্তঃকরণ কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না।—পুনর্ব্বার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কক্ষের প্রত্যেক চিত্রপট,—প্রাচীরস্থ প্রত্যেক গবাক্ষ,—গৃহের প্রত্যেক কোণ,—দ্বারের প্রত্যেক পার্শ্ব,—চাঁদোয়া, মশারি, ঝালর প্রভৃতি প্রতি-পদার্থ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন।—কিন্তু কিছুই দেখিতেও পাইলেন না,— মনের ভ্রমও ঘুচিল না।

তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্বে পরিচ্ছদাগার। ধীরে ধীরে সেই গৃহের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক আলোক-হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহের একপার্শ্বে প্রাচীর-সংলগ্নে লৌহ-নির্ম্মিত একটী প্রমাণ বর্ম্ম দোদুল্যমান ছিল। বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় বর্ম্মটী নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।—বহুদিনের অব্যবহারে বর্ম্মটী ধূলি ও মরিচায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল; তাঁহার হস্তস্পর্শে কেবল প্রচুর পরিমাণে ধূলিরাশি উৎকীর্ণ করিয়া দিল।

তখন তিনি পরিচ্ছদাগারটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহের দ্বার ও গবাক্ষসমূহ একে একে রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং অমূলক ভয়ের বশীভূত হইয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হওত আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া নিদ্রাদেবীর উপাসনার উদ্দেশে শয্যাতল আশ্রয় করিলেন।

শয়ন করিলেন;—নিদ্রালাভে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য নানাপ্রকার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—কিন্তু নয়নে নিদ্রা আসিল না। কি যেন এক প্রকার উদ্বেগ—নৈরাশ্য—আশঙ্কা থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার হৃদয়কে বিচলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। কোনমতে তাহাদিগকে তিনি অন্তর হইতে অপসৃত করিতে পারিলেন না।—তখন তিনি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে, তিনি ত জ্ঞানত কখন কোনরূপ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, তবে তাঁহার ভয় কি?—কিন্তু, তথাপি তাঁহার হৃদয় আশঙ্কাশূন্য হইল না।—তর্কসিদ্ধান্তে মনের উদ্বেগ দূর হইল না।—তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন কাহার ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখ দিয়া বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে! তৎক্ষণাৎ তিনি সভয়ে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। চক্ষু মুদিয়াও শান্তি নাই। আবার তিনি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার শয়নকক্ষ যেন সহসা আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে;—কে যেন তাঁহার শয্যার শিরোদেশে দণ্ডায়মান!

রাধাকান্ত রায় ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কিন্তু, কক্ষের গাঢ় অন্ধকার ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার নয়নগোচর হইল না।—তিনি পুনর্ব্বার নয়ন মুদিলেন।

নয়ন মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। তখন কোনরূপে নিদ্রাভিভূত হইবার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন।—উদ্বিগ্নচিত্তের শান্তি কোথায়?—বৃদ্ধের চিত্ত অজ্ঞাত-কারণে উদ্বিগ্ন;—অজ্ঞাত-ভয়ে অভিভূত।—তিনি পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন, যদি পরিচ্ছদাগারের লৌহ-বর্ম্ম সজীব হইয়া তাঁহার কক্ষমধ্যে বিচরণ করে;—যদি এরূপ সংঘটন হয়!—তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না; মনকে ভাবিবার অবসর দিলেন না;—ঊর্দ্ধপৃষ্ঠ হইয়া শয়ন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে উত্তেজিত-চিত্তে দুঃস্বপ্ন-বিতাড়িত-তন্দ্রাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

এই ভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত হইল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।—স্বপ্নে কি দেখিতে লাগিলেন, তাহাও স্মরণ রাখিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন;—অকস্মাৎ তাঁহার তন্দ্রাবেশ দূরীভূত হইল;—অকস্মাৎ তিনি জাগিয়া উঠিলেন।

বোধ হইল, তিনি যেন কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুযন্ত্রণার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন।—তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে আপ্লুত হইয়া গেল;—আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল;—শরীরের শিরায় শিরায় তড়িৎ ছুটিল;—সবলে হৃৎপিণ্ডের আঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল;—শ্বাস-রোধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। ঠিক যেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তে কোন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের উচ্চতম প্রদেশ হইতে সজোরে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন;—তাঁহার জীবন কণ্ঠাগত হইয়াছে,—শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ হইয়া আসিয়াছে।

কয়েকক্ষণ অতীত।—রাধাকান্ত রায় ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।—ভয়ের ভীষণমূর্ত্তি একটু একটু করিয়া ক্রমে তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল।—ক্রমে যেন তিনি একটু একটু করিয়া আপনাকে সুস্থবোধ করিতে লাগিলেন।—তখন তিনি ভাবিলেন, সমস্তই স্বপ্ন-মাত্র—সমস্তই অলীক।—স্বপ্নে ঐ রূপ শব্দ শুনিয়াই, ভয় পাইয়া তিনি বোধ হয় জাগিয়া উঠিয়াছেন। নতুবা, প্রকৃতপক্ষে কিছুই নহে।

বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় এইরূপে মনকে আশ্বাসিত করিতেছেন, এমন সময়ে সেই আর্ত্তস্বর পুনর্ব্বার তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

যে রাধাকান্ত রায় সমরাঙ্গণে একদিন অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন;—অকুত-সাহসে যিনি একদিন শতসহস্র শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছেন; আজ সেই রাধাকান্ত রায়ের বলবীর্য্য, সাহস, বিক্রম—সকলি একেবারে তিরোহিত;—আজ তিনি পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় দুর্ব্বল-হৃদয়ে ভয়ের আশঙ্কায় অভিভূত।—পুনর্ব্বার সেই প্রকার মুমূর্ষুর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া তাঁহার ললাটে—গণ্ডে—কক্ষদেশে মুহুর্মুহু ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিতে লাগিল;—সর্ব্বশরীর মৃতদেহের ন্যায় শীতল হইয়া আসিল;—হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল।—ঠিক যেন তাঁহার আসন্ন-কাল উপস্থিত। প্রাণবায়ু যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে।—প্রতিক্ষণে তিনি যেন কোন অপার্থিব পদার্থের সন্দর্শন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।—এক এক ক্ষণ তাঁহার পক্ষে যেন এক এক যুগ-স্বরূপ প্রতীয়মান

হইতে লাগিল।—প্রতিক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে নব নব ভীতিভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল।—তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহাকে হস্ত পদ-বন্ধন করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে!

পঞ্চবিংশতিপল অতিক্রান্ত।—এই পঞ্চবিংশতিপল অবিশ্রান্ত ভয়াবহ চিন্তা-স্রোতে ভাসমান হইয়া অবশেষে বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় একান্তচিত্তে সেই চিন্তাভয়বিনাশন সর্ব্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন।—আশু বিপদ্‌ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, রক্ষাময় আশুতোষের প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন।—কিন্তু, আবার!—আবার সেই মুমূর্ষুর মর্ম্মভেদি আর্ত্তনাদ!—এবার তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল, সত্য সত্যই যেন কেহ মৃত্যুশয্যায় নিপতিত হইয়া মর্ম্মযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে!

কিন্তু, এক কথা;—এ স্বর আসিতেছে কোথা হইতে?—একি যথার্থই কোন পার্থিবের কণ্ঠধ্বনি?—না;—মর্ত্ত্যের স্বর এ কখনই নয়।—এ স্বর অমানুষিক!—নিশ্চয় পরলোকগত অগতিপ্রাপ্ত কোন দুর্ভাগ্য প্রেতাত্মার করুণ-নিনাদ!—তাহাই নিশ্চয়!—নতুবা এই গভীর নিশীথে—এরূপ নির্জ্জন স্থানে মনুষ্যের কাতর কণ্ঠস্বর কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহার শয়ন কক্ষের এক পার্শ্বে পরিচ্ছদাগার,—সে গৃহে জনপ্রাণীর সঞ্চার নাই;—অপর পার্শ্বে নৃত্যশালা,—তাহাতেও কেহ নাই।—তবে এ স্বর আসিল কোথা হইতে?—একবার নয়।—তিনবার!—বার বার তিনবার!

বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শয়নকক্ষ অল্পে অল্পে আলোকিত হইয়া উঠিল।—তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ ও কৌতূহল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।—উপবেশন করিয়া সেই আলোকরশ্মি কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা জানিবার জন্য কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে আলোকের দীপ্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাঁহারও কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার বোধ হইল যেন, পরিচ্ছদাগারের দ্বার নিঃশব্দে অল্পে অল্পে উন্মুক্ত হইল,

পীতবসনে আপাদমস্তক পরিবৃত একটী পুরুষ-মূর্ত্তি ধীর-পদ-বিক্ষেপে সেই গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ রাধাকান্ত অমনি একটা বিকট চীৎকার করিয়া আপন শয্যার উপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

* * * * * * *

* * * * * *

বেলা সাতটা বাজিয়াছে। রাধাকান্ত রায় প্রতীক্ষা-গৃহে উপবেশন করিয়া আছেন। গতরাত্রের ঘটনাবলিতে তাঁহার হৃদয় উদ্বিগ্ন;—বদন-মণ্ডল বিষণ্ণ;—নয়ন নিস্প্রভ;—শরীর শিথিল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রতীক্ষা-গৃহে প্রবেশ করিয়া শুনিয়াছেন, বরদা ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রাত-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন;—কুমারী সুশীলাও তাঁহাদের সহিত গমন করিয়াছেন।—সকলেই অবাস্তের পুষ্পবাটিকায় বায়ুসেবন করিতেছেন।

রাধাকান্ত রায় বিমর্ষ-ভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপন মনে কত কি চিন্তা করিয়া অবশেষে দেওয়ান দোলগোবিন্দকে ডাকিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ প্রসঙ্গ।

প্রাতভ্রমণ।—প্রণয়ের পরিণাম।

বরদাকান্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র কুমারী সুশীলাকে লইয়া প্রাতভ্রমণচ্ছলে সুখশরতের স্বভাব-সুন্দর প্রাকৃত শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ক্রমে অবাস্তের উপবন অতিক্রম করিয়া রাজবাটীর দক্ষিণ-দিকস্থ সেই নিবিড় অরণ্য-ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সম্মুখে নিবিড় বনবিভাগের দৃষ্টিরোধক ভীষণ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া কুমারী সভয়ে কহিয়া উঠিলেন,—“একি! আমরা কোথায় আসিলাম?”

বরদাকান্তও চমকিত হইয়া সবিস্ময়ে সহোদরার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তাই ত! আমরা কোথায় আসিলাম!"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রশান্তস্বরে কহিলেন,—"কথায় কথায় আমরা একেবারে বনের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি।"

বরদাকান্ত অদূরস্থিত পর্ব্বতমালা দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ পর্ব্বতের উপর, কাল আমরা সেই পাগলীকে দেখিয়াছিলাম;—কেমন, না?"

"ঐ খানেই বটে।"

"পাগলী কে?"—সুশীলা সকৌতূহলে বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাগলী কে?"

হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"কে, তা কেমন করিয়া বলিব?—বনের পাগল;—বনে বনে বেড়ায়,—বনেই থাকে,—সে কি আর আমাদের নিকটে তাহার পরিচয় দিতে আসিয়াছিল?—না, আমরা তাহাকে তাহার সাতপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলাম? সুশীলাও একটী পাগল—"

সুশীলা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভা হইলেন। বরদাকান্ত কহিলেন,—"চল, দাদা, আজ আমরা পাগলীর ঘর দেখিয়া আসি।—কাল সন্ধ্যা হইয়াছিল বলিয়া যাইতে দিলে না,—কিন্তু আজ আমি যাইব।—তাহার সেই রকম কথা শুনিয়া অবধি কাল হইতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। সুশীলা আসিবে?"

সুশীলা মাথা নাড়িলেন। বস্তুত অনভ্যস্ত আরণ্য-পথে অনেক্ষণ পর্য্যটন করিয়া কোমলাঙ্গী সুশীলার কোমল পদতলদ্বয়ে বিলক্ষণ বেদনা বোধ হইতেছিল। এক্ষণে পাহাড়ে উঠিবার নাম শুনিয়া সকাতরে কহিলেন,—"আমি আর চলিতে পারি না;—আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছে।"

বরদাকান্ত কহিলেন, "তবে, তুমি দাদার নিকটে এইখানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর; আমি একবার দেখিয়া আসি।"

এই কথা বলিয়া বরদাকান্ত কাহারো প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে আনন্দগিরির অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

বরদাকান্ত প্রস্থান করিলে বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এস, সুশীল, আমরা এই তৃণাসনে উপবেশন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করি।"

অনন্তর উভয়েই সেই নিশীথ-শিশিরাভিষিক্ত শাদ্বল-শ্যামল নবীন দূর্ব্বাদলের উপরিভাগে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণকাল উভয়েই নিস্তব্ধ।—উভয়েই বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত। ক্ষণকালের জন্য কাহারো মুখে কোন কথা নাই।—ক্ষণকাল পরে কুমারী সুশীলা মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া মৃদুমধুর-স্বরে কহিলেন,—"দাদা একাকী অমন নিবিড় বনের ভিতর গেলেন;—কোন বিপদ না ঘটিলে হয়! এ-দিকে যে সব ডাকাতের ভয়ের কথা শুনি——"

বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গিনীর বাক্যের প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"দিনের বেলা কোন ভয় নাই।—বিশেষত, বরদাকান্ত সামান্য ভ্রমণের বেশেই বহির্গত হইয়াছেন;—ডাকাতেরা সঙ্গে কিছু আছে এমন বুঝিলে, তবে লোকের উপর আক্রমণ করে। আর, দোলগোবিন্দও বলিয়াছে যে, আজকাল আর ডাকাতের তত উপদ্রব নাই। প্রায় দুই তিন বৎসর তাদের সম্বন্ধে কোন কথাই আর শোনা যায় না।"

"তুমি কেন সঙ্গে গেলে না?"

"আমি তোমার কাছে থাকিলাম।—কেন, আমার সঙ্গে থাকিতে কি তুমি ভাল বাসনা?"

"আজ তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে? কবে আমি তোমার সহবাস ভাল না বাসি?—আমরা কি দুজনে একত্রে প্রতিপালিত হই নাই?—তোমাকে কি আমি সহোদর অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করি না? আর, এই কি আমাদের প্রথম একত্রে ভ্রমণ?"

"না, না;—তা কেন?—কিন্তু, আশা করি, এই-ই যেন আমাদের শেষ না হয়——"

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কথা-কয়েকটী এত অস্বাভাবিক অধীরতার সহিত উচ্চারিত হইল যে, তচ্ছ্রবণে সরলা সুশীলার সরল হৃদয়খানি চমকিত হইয়া উঠিল। তিনি শিক্ষক-সহচরের মনোভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতেন না

পারিয়া অবাঙ্মুখে একদৃষ্টে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্ব্বার অপেক্ষাকৃত প্রশান্তভাবে প্রশান্তস্বরে বলিতে লাগিলেন ;

দেখ, সুশীল, আমরা চিরদিন একত্রে এক অন্নে প্রতিপালিত হোয়ে আসছি। বাল্যকাল হোতে এতদিন একত্রে খেলেছি,—একত্রে বেড়ইয়েছি ;—কিন্তু, শঙ্কা হয়, আমাদের শৈশবের এই সুখস্বপ্ন, বোধ হয়, শীঘ্রই ভঙ্গ হবে ;—"

"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

স্বভাব-মধুর-স্বরে সুশীলা কহিলেন,—"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

যুবক কহিলেন,—"থাক্, সুশীলা, ও-কথায় আর প্রয়োজন নাই ;—কি কথায় কি কথা এসে পোড়লো।—কেন আজ আমার মনের ভাবের এমন পরিবর্ত্তন হলো? অথবা, তুমি একজন সম্ভ্রান্ত ধনবানের কন্যা ; আর আমি একজন—"

যুবকের কথায় বাধা দিয়া কুমারী সুশীলা কাতরকণ্ঠে কহিয়া উঠি-লেন ;—"কেন, কেন?—আজ তুমি আমায় অমন সম্বোধন কোল্লে কেন?—আমি তোমার কাছে কি কোন অপরাধ কোরেছি?—ভগ-বান জানেন, আমার মনের মধ্যে ত অন্যভাব কিছুই নাই।"

"সে কি, সুশীল, অপরাধ কি?—অপরাধ কাকে বলে তা কি তুমি জান?"—স্নেহ-কোমল মধুর-বচনে সঙ্গিনীর বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া সহচর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিম-কটাক্ষে সুশীলার স্বভাবসুন্দর কোমল মুখখানির প্রতি সরল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দেখিলেন, যুবতীর বিশাল নয়ন-দুটী জলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে ;—মধুর বিম্বোষ্ঠাধর-দুখানি মৃদুমন্দ কম্পিত হইতেছে। যুবক আবার বলিতে লাগিলেন ;—

"সুশীল, তুমি অপরাধ কোর্ত্তে পার না।—তুমি অপরাধিনী হবে, অসম্ভব।—তা ছাড়া, তোমার অপরাধ গ্রহণ কোর্ব্বো আমি?—যে নিরাশ্রয় তোমার পিতার অন্নদাস!—যে তোমার—"

আর বলিতে পারিলেন না—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবৃত্তি-বৈলক্ষণ্য লক্ষিত

হইল।—তাঁহার মর্ম্মসন্ধিতে কে যেন সূচী বিদ্ধ করিয়া দিল।—যুবক নিরস্ত হইলেন।—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গভীর অন্তঃকরণের অন্তস্তলে অভিমানেরও ঈষৎ প্রতিবিম্ব পড়িল।—যুবকের চিত্ত অজ্ঞাত কারণে, অনির্দ্দিষ্ট গতিতে উধাও হইয়া ছুটিল।

"এমন ত কখন হও নাই—বঙ্কিম!"—গম্ভীর অথচ মধুরস্বরে বিস্ময়ের কটাক্ষে সুশীলা বলিয়া উঠিলেন,—"এমন ত কখন হও নাই, বঙ্কিম।" সুশীলা এতদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ধরিলেন! জ্ঞানের সঞ্চার হওয়া অবধি, কথা কহিতে, লোককে ডাকিতে—শিখিতে—চিনিতে পারা অবধি, যে সুশীলা যাঁহাকে—"তুমি", "আমি", "ও" "উনি"—ব্যতীত কখন আর কোন সম্বোধন করেন নাই—করিতেন না;—বোধহয় করিতেও পারিতেন না; সেই সুশীলারও আজ প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য সঞ্চার।—সেই সুশীলা আজ কহিলেন,—"এমন, ত কখন হও নাই, বঙ্কিম!—" বলিয়াই সলজ্জে সসঙ্কোচে স্বীয় মুক্তাদন্তে জিহ্বার নির্ব্বোধ-উক্তির জন্য তাহাকে সঙ্গোপনে তাড়না করতঃ আনত-আননে পুনর্ব্বার কহিলেন,—"না, না, তুমি, ত পূর্ব্বে কখন এমন হও নাই;—স্থির হও! মনস্থির কর!—কেন তোমার মন এমন হলো?—তুমি কি আমাকে তোমার সহোদরার ন্যায় ভাব না——?"

"না;—জগদীশ্বর জানেন,—না।—প্রাণের সুশীল! এই আমার প্রাণের কথা—"

বলিতে বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র চুপ করিলেন। অকস্মাৎ অভাবনীয় আনন্দ ও আশঙ্কা আসিয়া বঙ্গজকুমারীর কোমল হৃদয়খানি যুগপৎ অভিভূত করিয়া ফেলিল।—যুবতীর অন্তরে অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল;—স্বভাব-সুন্দর আরক্তিম গণ্ডস্থল অপেক্ষাকৃত রক্তিমাভা ধারণ করিল।—নির্ণিমেষ দৃষ্টি নিম্নে মিশাইল।

দুই-ক্ষণকাল দুই জনেই নিস্তব্ধ।—ক্ষণদ্বয় পরে বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্দ্দিকে একবার সচকিতে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

"যা বোল্‌ছিলাম, তাই বলি।—বোল্‌ছিলাম কি, এই সুখের দিন আমাদের শীঘ্রই শেষ হবে;—এদিন আমাদের আর অধিক দিন থাক্‌বে

না, সর্ব্বদাই আমি এই ভয় করি।—সর্ব্বদাই আমি এই ভাবি যে, আমাদের বয়স হয়েছে,—জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে;—তোমারও বিবাহের বয়স হয়েছে; তুমি একজন সম্ভ্রান্ত ধনবান—স্বরঙ্গপুরের সুবিখ্যাত যুদ্ধসচিব রাধাকান্ত রায়ের যুবতী কন্যা;—আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক, অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক;—নির্দ্দোষ শৈশবের ক্রীড়াসহচরের ন্যায় তোমার সঙ্গে এখন আর আমার এত মাথামাথি রাখা ভাল দেখায় না;—উচিতই নয়! তুমি কিছু চিরকাল তোমার পিত্রালয়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না। জীবনের ঘটনা-স্রোতে, বোধ হয়, অতি সত্বরে তোমার অদৃষ্টকে সংসারের নূতন তত্ত্ব দেখাবে,—তোমাকে নূতন তত্ত্ব শিখাবে; তুমি নূতন জীবনে প্রবেশ কোর্ব্বে। অতি শীঘ্রই তুমি তোমার সাধের পিতৃগৃহ পরিত্যাগ কোরে, চিরদিনের জন্য অপরের গৃহবাসিনী,—অপরের অঙ্কবাসিনী হবে;—অনেকের ছিলে একজনের হবে। কিন্তু যে-দিন তুমি তোমার পিতৃভবন পরিত্যাগ কোরে স্বামাগৃহে গমন কোর্ব্বে, সেই দিন আমার হৃদয় চিরদিনের জন্য কালমেঘে আচ্ছন্ন হোয়ে যাবে। সেই দিন থেকে চিরদিনের মত ঘোর অন্ধকারে এ-হৃদয় ডুবে থাক্‌বে।—না, না, সুশীলা, আমায় মাপ কর! মনের কথা না জিজ্ঞাসা কোল্লে আজ আমি তোমায় এ-সব কথা কখনই বোল্‌তাম না।—সুশীল, স্বেচ্ছায় আমি এ-সব কথা প্রকাশ করি নাই; কখন যে কোর্ত্তাম, তাও বোধ হয় না;—কিন্তু, আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছিলো—"

বঙ্কিমচন্দ্র নিরস্ত হইলেন।—সুশীলা কোন উত্তর করিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, সুশীলার সর্ব্বাঙ্গ মন্দ মন্দ কম্পিত হইতেছে;—গণ্ডস্থল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আরক্তিম-ভাব ধারণ করিয়াছে;—সুনীল নয়ন-দুটী একদৃষ্টে ধরাতল নিরীক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে।—সুশীলা একমনে ভাবিতেছে।—বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্ববাক্যের অনুসরণে পুনর্ব্বার কহিলেন;——

"যে দিন হোতে আমার মনোভাবের ঈদৃশী অবস্থা ঘটেছে, সেই দিন হোতেই আমি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হোয়ে আস্‌ছি।—মুখে আমার মনের ভাব কখন প্রকাশ পেতে দিই নাই।—বহুকষ্টে মনে মনেই তাহা গোপন কোরে আস্‌ছি। কিন্তু, সুশীল, আর এ পরাধীন জীবন যাপন

কোর্ত্তে আমার ঘৃণা বোধ হয়।. আমার বয়স প্রায় চব্বিশ পঁচিশ হোতে চোল্লো,—বহুদিন পূর্ব্বে থেকেই আমার নিজের জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল।—কিন্তু জানি না, কি মোহমন্ত্রে আমার রসনাকে জুড় করে রেখেছে।—আমি তোমার মাননীয় পিতা'কে আমার মনের কথা কতবার বল্‌বার ইচ্ছা কোরেছি,— কিন্তু বোল্‌তে পারি নাই। স্বদেশের কোন হিতকর কার্য্যে আমার জীবন উৎসর্গ করি,—এই আমার চিরসংকল্প!—সে সংকল্প সাধনের জন্য কতবার মনে কোরেছি, কিন্তু পেরে উঠি নাই।—সুশীল, আর আমি তোমার পিতার গলগ্রহ হোয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করি না।—তবে এখন না,—এ উপসময় না;—যেদিন তোমার পিতা—আমার জীবনদাতা—পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবেন,—যেদিন তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনরুদ্ভাসিত দেখ্‌বো, সেই দিন আমি তোমাদের নিকট চিরদিনের মত বিদায় হব।—সেই দিন হোতে এই তরবারির সাহায্যে এমন জীবনে প্রবেশ কোরবো যে, হয় জগতে অদ্বিতীয় হব, না হয়, রণ-সজ্জায় অনন্তশয্যা প্রস্তুত কোর্‌বো;—হয় তোমার পিতৃ-ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ কোর্‌বো, আর না হয় তোমার ভক্তিভাজন পিতার নিকটে, তোমাদের নিকট চিরদিনের মত অকৃতজ্ঞ থেকে অকালে কালকে আলিঙ্গন দিব। মনের সকল সাধ পূর্ণ হবে!"

"ও কি কথা?—বঙ্কিম! ও কথা বোলো না"—

এইবার সুশীলা আর থাকিতে পারিলেন না। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সজলনয়নে ঐ কথা-কয়েকটী বলিতে বলিতে দুই মৃণালভুজ বিস্তৃত করিয়া সকাতরে বঙ্কিমের গলদেশ পরিবেষ্টন করত নিজের আরক্তিম মুখখানি তাহার বক্ষমধ্যে লুক্কায়িত করিলেন।—যুবতীর নয়ন-বারিতে যুবকের অঙ্গ সিক্ত হইল।—যুবকও কাঁদিলেন।—কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর-কণ্ঠে যুবক কহিলেন,—"আমি অতি হতভাগ্য!—না, না, সুশীল, তোমার যাতে মনকষ্ট হয়, সে কাজ আমি কখন কোর্ব্বো না;—কোর্ত্তেও পার্‌বো না। বল, আমায় কি কোর্ত্তে হবে?"

"তুমি আমাদের ত্যাগ কোরে কোথাও কখন যেতে পার্‌বে না।"

"তুমি আমাকে থাক্‌তে বল?"

"বলি।"

"থাক্‌বো।"

সুশীলা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে উন্মাদিনী।—সুশীলার মনের অন্ধকার ঘুচিয়াছে। এতদিনের পর সুশীলা জানিয়াছেন, বঙ্কিম তাঁহাকে সহোদরের চক্ষে দেখেন না।—তিনিও তাঁহাকে সহোদর-বোধে ভাল বাসেন না।—তাঁহাদের পরস্পরের ভালবাসা, ভ্রাতাভগ্নিতে সচরাচর যেরূপ স্নেহ—যেরূপ ভালবাসা হইয়া থাকে,—সেরূপ নহে।—এ ভালবাসা বিভিন্ন উপাদানে ঘটিত।—এ ভালবাসার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র;—প্রকৃতি স্বতন্ত্র; পরিণাম স্বতন্ত্র! এতদিনের পর উভয়েই জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের ভালবাসা অকৃত্রিম—অপ্রমেয়—অপার্থিব—অনন্ত-সুলভ।—এ ভালবাসার আদি নাই,—অন্ত নাই,—ক্ষয় নাই,—লয় নাই।—এতদিনে তাহারা উভয়ে উভয়ের মনের ভাব জানিতে পারিয়াছেন;—উভয়ে উভয়ের হৃদয় চিনিতে পারিয়াছেন।—এতদিনের পর উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেন সুশীলা বঙ্কিমচন্দ্রকে এতদিন নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেন না।—এতদিনের পর উভয়েই জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের ভালবাসার ভিত্তিতে কি অজ্ঞাত কারণ অঙ্কুরিত হইয়াছিল! কিন্তু, বুঝিতে পারিলেন না কেবল, সেই অঙ্কুর হইতে পরিণামে কি ফল সমুৎপন্ন হইবে।

আজ যদি বরদাকান্ত জগতে নিজের জন্য কোন প্রশস্ত গৌরবক্ষেত্র প্রসারিত করিতে সহোদরার নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে কুমারী সুশীলা অবলীলাক্রমে অম্লানবদনে স্নেহের সহোদরকে সস্নেহ-আলিঙ্গনে বিদায় দিতে পারিতেন;—মনে প্রাণে কোনরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত না।—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সময়ান্তরে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন,—এই আশঙ্কায় তাঁহার অন্তর আজ আকুল হইয়া উঠিল;—বিদায় লইবেন শুনিয়া বালিকা হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম ঘটিল।—বিদায়ের কথা মনে করিয়াই সুশীলার সরল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।—সেই কারণেই সুশীলা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের পরস্পরের ভালবাসা ভিন্ন উপাদানে গঠিত।—এ ভালবাসা সহোদর-স্নেহের পরিণাম নহে,—অকৃত্রিম প্রণয়ের অনন্ত উৎস!

দণ্ডদ্বয় অতীত।—দণ্ডদ্বয় নবপ্রণয়ীদ্বয় পরস্পর পরস্পরের গলদেশে ভুজ সংলগ্ন করিয়া সেই দূর্ব্বাতলে উপবিষ্ট।—দণ্ডদ্বয়ের জন্য উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত।—কিয়ৎক্ষণ হইল বরদাকান্ত সেই উন্মাদিনীর অন্বেষণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের অদূরে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; প্রেমিকদ্বয়ের সে দিকে দৃষ্টি নাই,—তাঁহারা পরস্পরে স্ব-স্ব-চিন্তা-স্রোতেই ভাসমান।—উভয়ে উভয়ের মনোমদে উন্মত্ত।—কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বরদাকান্ত যাহা দেখিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য বলিয়া বোধ হইল।—তাঁহার ভগ্নি একজন অজ্ঞাত-কুলশীল পরান্নভোজী যুবকের বাহুপাশে সংবদ্ধা।—অতি অসহ্য!—রাধাকান্ত রায়ের ন্যায় অভিমানীর বংশধরের চক্ষে এ দৃশ্য অতি অসহ্য!—কিন্তু বরদাকান্ত অনেক বিবেচনা করিয়া উপস্থিত মনোভাব গোপন ও অতিকষ্টে নিজ উপস্থিত মনোবেগ সম্বরণ করত ধীরে ধীরে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে অগ্রসর হইয়া ঔদাস্যভাবে কহিলেন—"বাড়ী যাবে না?"

অকস্মাৎ বরদাকান্তকে সম্মুখে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এবং সুশীলা উভয়েই নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।—শশব্যস্তে উভয়ে উভয়ের কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"পাগলিনীকে দেখ্‌তে পেলে?"

"না।"

"তবে এত বিলম্ব হলো যে?"

"পরে বোল্‌বো।—বেলা অধিক হোয়েছে—এক্ষণে বাটী যাওয়া যাক, চল।"

বরদাকান্ত, বঙ্কিমচন্দ্র এবং সুশীলা আনন্দপুরের রাজবাটীর অভিমুখে ফিরিলেন।—ক্রমে তাঁহারা অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন,—এমন সময়ে সহসা তাঁহাদের সম্মুখে সেই অদ্ভুত-রমণী-মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইলেন।

উন্মাদিনীকে দেখিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চিনিতে পারিয়া সকৌতূহলে বলিয়া উঠিলেন,—"এই আমাদের সেই পাগ্‌লি। কাল আমরা পাহাড়ের উপর একেই দেখেছিলাম।—কেমন বরদা, এরি অন্বেষণে তুমি গিছ্‌লে—না?

"হাঁ ;—এই সেই পাগ্‌লি।"

বরদাকান্ত এই কথাটী বলিবামাত্র পাগলিনী অট্টহাসি হাসিয়া বরদাকান্তকে লক্ষ্য করত বলিয়া উঠিল,—"এটী তোর ভগ্নি?—হাঃ! হাঃ! হাঃ!— দিব্যি মেয়ে;—আইবড়,—না?"

"হা;—কার সঙ্গে বে হবে বল্ দেখি?"

উন্মাদিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলী হেলাইয়া হাসিতে হাসিতে এক দৌড়ে নিকটস্থ বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।—বরদাকান্ত রোষকষায়িত-লোচনে কুটিল-কটাক্ষে তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।—কিন্তু, সে রোষাগ্নি উন্মাদিনীকে ভস্মীভূত করিয়া উঠিতে পারিল না!

দণ্ডার্দ্ধের মধ্যে তাহারা তিনজনে রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সুশীলা অন্তঃপুর-দ্বার দিয়া নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। বরদাকান্ত কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে পিতৃসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

* * * * * *

* * * * * *

সেই দিন অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র শুনিতে পাইলেন যে, তিনি আর রাধাকান্ত রায়ের সংসারের কোন সংস্রবে থাকিতে পাইবেন না।

পঞ্চম প্রসঙ্গ।

নৈশ অবযান।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণা হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজের কক্ষে উপবেশন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতেছেন। কত কথা তাঁহার মনে পড়িতেছে;—কত ব্যথায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। তিনি ভাবিতেছেন,—তাঁহার দয়ালু প্রতিপালক রাধাকান্ত রায় হটাৎ এমন

নিষ্ঠুর হইলেন কেন?—কি জন্য আমি আর তাঁহার সংসারের কোন সম্বন্ধে থাকিতে পাইব না।—বরদাকান্ত সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত আর একটীবারো সাক্ষাৎ করিলেন না কেন?—সরলা সুশীলা পড়িবার জন্য আজ তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন না কেন?—কি হইল?—তিনি তাঁহাদের নিকটে এমন কি অপরাধ করিলেন?

বঙ্কিমচন্দ্র একাকী বসিয়া এইরূপে কত কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অল্পে অল্পে তাঁহার কক্ষদ্বার উন্মোচন করিয়া রাধাকান্ত রায়ের জনৈক পাচক-ব্রাহ্মণ সেই গৃহে প্রবেশ করিল।—ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কৃতাঞ্জলি-শিরে কহিলেন,—"প্রাতঃ-প্রণাম!"

ব্রাহ্মণও দক্ষিণহস্ত তুলিয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করত কহিল, "প্রাতর্জ্জয়োঽস্তু!"

"কোন সংবাদ আছে?"

"আহার কোর্ব্বেন না?"

"এ সংসার হোতে আমার অন্ন উঠেছে। কর্ত্তা হুকুম দেছেন, আমি আর এ-সংসারের কিছুতে থাকৃতে পাব না,——"

বলিতে বলিতে বঙ্কিমের বক্ষস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল।—কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল,—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণের নাম সদানন্দ ভট্টাচার্য্য।—সদানন্দ কহিল, —"আপনি কাঁদ্‌বেন না।—আপনার চক্ষে জল দেখ্‌লে আমাদের বুক ফেটে যায়। কর্ত্তা যে, কেন এ-রকম আদেশ কোরেছেন, আমরা ত' তার কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই।—যাঁকে প্রাণের সহিত ভাল বাস্‌তেন;—বড়বাবুর অপেক্ষা অধিক স্নেহ কোর্ত্তেন,—সকল বিষয়ে যাঁর পরামর্শ লয়ে চোল্‌তেন,—তাঁকে আজ হটাৎ এমন কথা কেন বোল্লেন?—যাহোক আমি একবার কর্ত্তার কাছে যাই;—কারণটা কি একবার জেনে আসি। আপনি বসুন এইখানে।—কোথাও যাবেন না;—কিছু ভাববেন না। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে আস্‌ছি।

এই কথা বলিয়া সদানন্দ ভট্টাচার্য্য সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গেল।—বঙ্কিমচন্দ্র আবার আপন কক্ষে একাকী হইলেন।

আবার তিনি চিন্তার দুর্দ্দমনীয় স্রোতে তাঁহার নির্দ্দোষ হৃদয়খানি ভাসাইয়া দিলেন।

পূর্ণ এক দণ্ড অতীত।—এক দণ্ডকাল পরে সদানন্দ ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল।—সদানন্দ আসিয়া তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিল,—"কর্ত্তা আপনাকে তাঁর সংসার পরিত্যাগ কোরে যেতে আদেশ করেন নাই।—তবে আজ থেকে আপনি আর তাঁর সংসারিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ কোর্ত্তে পারবেন না; তাঁর কন্যা-পুত্রের সহিত আলাপ পরিচয়, অধিক কি, তাঁদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কোর্ত্তে পাবেন না;—এই গৃহ মধ্যে আপনাকে একলা থাক্‌তে হবে;—বাটীর কারো সহিত কোন সম্বন্ধে লিপ্ত থাক্‌বেন না;—আপনার গৃহে আপনি থাক্‌বেন, যখন যা আবশ্যক হবে আমাকে বোল্‌বেন,—আমি দিয়ে যাব।—যতদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তা অন্য কোনরূপ আদেশ না দেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনাকে এই ভাবে চোল্‌তে হবে।—বুঝ্‌তে পাল্লেন?"

মুহূর্ত্তকাল উন্মাদ-হৃদয়ে উন্মাদ-নয়নে সদানন্দ ভট্টাচার্য্যের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়!—তাঁহার আদেশ আমার সর্ব্বতোভাবে শিরোধার্য্য। আমি অকৃতজ্ঞ নহি;—কখন হবও না। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন কোরে আমি দুরন্ত নরকের দ্বার মুক্ত কোর্ব্বো না।—আপনি তাঁহাকে জানাবেন, আমার প্রতিপালক অনাথবান্ধব রাধাকান্ত রায়কে জানাবেন, যতদিন আমার এ দেহে জীবন থাক্‌বে, ততদিন তাঁহার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। তিনি যা আদেশ কোরেছেন,—যখন যে আদেশ কোরে পাঠাবেন,—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না কোরে—আমি তৎক্ষণাৎ তা প্রতিপালন কোর্ব্বো। অনুগ্রহ কোরে এই কথা তাঁকে জানাবেন।—এক্ষণে আপনি আসুন;—আমি আজ আর কিছু আহার কোর্ব্বো না।"

ব্রাহ্মণ উঠিল।—ধীরে ধীরে কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা ধীরে ধীরে রুদ্ধ করত রাধাকান্ত রায়ের কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল বঙ্কিমচন্দ্র আবার ভাবিতে বসিলেন। ভাবিতে

লাগিলেন তিনি—কে?—তাঁহার পিতা কে?—রাধাকান্ত রায় তাঁহার কে?—সুশীলা তাঁহার কে?—আর ভাবিতে পারিলেন না।—দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বহিল।—অশ্রুজলে তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল।—শয্যাতল পর্য্যন্ত ভিজিল।—তখন তিনি শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে আরম্ভ করিলেন।—পদচারণা করিতে করিতে তিনি কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিক হোয়েছে।

অনন্তর তিনি আপন পরাধীন জীবনকে ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—যদি তিনি আজ রাধাকান্ত রায়ের ঔরসজাত পুত্র হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল অপরাধের জন্য তিনি আজ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতেন; ক্ষমাও পাইতেন। অথবা, যদি তিনি কৃতজ্ঞতার কৃতদাস না হইতেন, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি রায়-পরিবার পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে পারিতেন;—আপন জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টাও করিতে পারিতেন। কিন্তু, এ অবস্থায় তিনি যদি ক্ষমার জন্য প্রার্থী হয়েন,—তাঁহার যদি সে প্রার্থনা রক্ষিত না হয়,—তাহা হইলে তাঁহার সে অপমান আর রাখিবার স্থান থাকিবে না। আবার যদি স্থানান্তরে গমন করেন, তাহা হইলেও চিরদিনের জন্য ইহসংসার অকারণে তাঁহাকে সকলের নিকটে অপরাধী হইয়া থাকিতে হইবে; চিরদিনের জন্য অযথা কলঙ্ক তাঁহাকে শিরে করিয়া বহন করিতে হইবে। আবার, রাধাকান্ত রায়ের আদেশ প্রতিপালন না করিয়া তিনি যদি কোনরূপে তাঁহার অবাধ্যতা করেন, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়;—চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ইহজগতে অকৃতজ্ঞ নরাধম হইয়া কালযাপন করিতে হয়।—অতএব করেন কি?

বঙ্কিমচন্দ্র ভাবিতেছেন, করেন কি?—কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পদচারণা করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, করেন কি?—পরিশেষে কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রতিপালকের আদেশ প্রতিপালন করিতেই তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।—সুশীলার নিকটে কৃতপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া রায়-পরিবারে—সেই দারুণ অপমানের ভার বহন করিয়াও—রায়-পরিবারেই অবস্থান করা স্থির করিলেন।—এবং, এই সমস্ত ভাবিয়াই প্রথ-

মেও তিনি সদানন্দ ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—"কর্ত্তার আদেশ শিরোধার্য্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্ব্বার শয্যায আসিযা উপবেশন করিলেন। তিনিও উপবেশন করিযাছেন, এমন সময়ে সদানন্দ ঠাকুর তাহার জন্য এক থালা অন্নব্যঞ্জন লইযা সেই গৃহে প্রবেশ করিল।—অন্নব্যঞ্জন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"আবার এ-সব কেন?—আমি ত আজ রাত্রে কিছুই আহার কোর্ব্বো না বোল্লাম——"

"না, কিছু খাবেন বৈকি?—রাত্রে উপবাসী থাক্‌তে নাই। কর্ত্তাকে আপনার কথা সমস্ত বোল্লাম। তিনি তাহাতে কিয়ৎক্ষণ চুপ কোরে থেকে পরে বোলে দিলেন যে, আপনার যখন যা আবশ্যক হবে, সমস্তই আমাকে বোল্‌বেন;—বাটীর লোকজন যেমন আপনাকে মান্য করে, সেই রূপই কোর্ব্বে;—কোন অংশে আপনার অন্য কোন কষ্ট হবে না, তবে যতদিন পর্য্যন্ত তাঁর পুনরাদেশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত আপনাকে আপনার এই কক্ষে একলাটী বাস কোর্ত্তে হবে। যাহোক, এখন উঠে কিছু আহার করুন।"

বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন যে, রাধাকান্ত রায অদ্বিতীয় উদার-প্রকৃতির লোক।—কেহ যখনই কোন বিষযে তাঁহার নিকটে কোনরূপ অপরাধ করিয়াছে, তখনই তাহার উপর ক্ষণকালের জন্য ক্রোধ হইয়াছে। আবার ক্ষণকালের পরে সে ক্রোধের উপশম হইয়া গিযাছে।—ক্ষণকাল পূর্ব্বে আবার সে যেমন স্নেহের পাত্র, তেমনি স্নেহের পাত্রই হইয়া দাঁড়াইযাছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রতিপালকের সেই মহৎ-প্রকৃতির পুনঃ পরিচয পাইয়া মনে মনে অনেকটা আনন্দ অনুভব করিলেন এবং অন্তরে অন্তরে আপনাকে ও আপনার মহৎ-প্রতিপালককে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণকে কহিলেন;—"সুশীলা কোথায জান?"

"সুশীলার শরীরটা কিঞ্চিৎ অসুস্থ হওয়াতে তিনি আজ আর কিছু আহার করেন নাই;—কমলার নিকটে শয়ন কোরে আছেন।"

কমলা সুশীলার ধাত্রী।—সহচরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"সুশীলার অসুখ কোরেছে?" উৎকণ্ঠা ও ব্যাগ্রতার সহিত

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুশীলার অসুখ কোরেছে?—আর বরদা?——"

"তিনি কর্ত্তার নিকটে বোসে এতক্ষণ কি বোল্‌ছিলেন আমাকে দেখে চুপ্‌ কোল্লেন। তার মনটা যেন আজ ভার-ভার—"

"আচ্ছা, আপনি এখন আসুন।"

ব্রাহ্মণ অন্নব্যঞ্জনাদি কক্ষের একপার্শ্বে রক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে আহার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করত তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কক্ষদ্বার রুদ্ধ করত শয্যাতলে পুনরায় উপবেশন করিলেন।

আবার ভাবনা। এবার ভাবিতেছেন, সুশীলার অসুখ করিয়াছে। এ অসুখ শারীরিক কি মানসিক? সুশীলা কমলার সহিত তাহার নিজের কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন;—কেন? তাঁহার অসুখের কারণে, কি তাঁহার পিতার আদেশ? কিজন্য এরূপ হইল? বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছেন, সকলি তাঁহার নিজের দোষে ঘটিয়াছে। তিনিই সকল দুর্ঘটনার মূল। তাঁহার ইচ্ছা হইল দৌড়াইয়া গিয়া একবার সুশীলাকে তিনি দেখিয়া আইসেন; তাঁহার সুশীলাকে একবার সান্ত্বনা করিয়া আইসেন।—কিন্তু, তাহা যে অসম্ভব। এই ভাবিয়াই আবার তাঁহার আশা-তরণী নিরাশ-নদে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। আবার তিনি কাঁদিলেন।

আবার কিয়ৎক্ষণ অতীত। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার তিনি ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। "রাধাকান্ত রায় একেবারে তাঁহাকে সংসার হইতে দূর করিয়া দিলেন না কেন? তাঁহাকে সংসারে থাকিতে আদেশ করিলেন কেন? এরূপ নির্লিপ্ত ভাবে তাঁহাকে রায়-পরিবারে থাকিতে হইবে কেন? তবে কি, সুশীলাকে স্থানান্তরিত করা হইবে? না, না, বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় প্রাণ ধরিয়া প্রাণের পুত্তলি সুশীলাকে কখন নয়নের অন্তরাল করিতে পারিবেন না। তাঁহাকেই রায়-পরিবার হইতে দূরীভূত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, তাঁহার প্রতি একেবারে সেই আদেশ হইল না কেন? যে সংসারের কেহ হইতে পারিবেন না, সে সংসারে থাকিতে পারিবেন—এ রহস্যের মর্ম্ম কি? বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কিছুই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া গিয়াছেন,—গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণের অবমাননা করা হয়।—আর না খাইয়াই বা কতদিন থাকিবেন ;—আজ না হয়, কাল আবার ত খাইতে হইবে।—এই ভাবিয়া আহার করিবার জন্য আসনে উপবেশন করিলেন।—যথারুচি যৎকিঞ্চিৎ আহারও করিলেন। আহারান্তে আচমন করিবার জন্য কক্ষের পশ্চাৎ-দ্বার উন্মুক্ত করত কক্ষ-পশ্চাৎ-স্থিত সরোবরোদ্দেশে গমন করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত।—শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ ;—সুতরাং, সে একপ্রকার অমানিশারই সমান।—প্রকৃতি প্রগাঢ়-তমোজালে সমাচ্ছন্না ; কেবলমাত্র সুদূরস্থিত গগনপ্রাঙ্গন তারকাপুঞ্জের ক্ষীণালোকে কথঞ্চিৎ উদ্ভাসিত।—অথবা গম্ভীরা প্রকৃতির সুবর্ণখচিত সুনীলাম্বরে বিশ্বজগৎ আচ্ছাদিত। বঙ্কিমচন্দ্র কক্ষের পীঠে বসিয়াই হস্তমুখ ধৌত করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাহা না করিয়া ভৃঙ্গারক-হস্তে সরোবরের তীরে গমন করিলেন।—আচমনাদি সমাপন করিয়া প্রত্যাগমনের জন্য ঘাটের উপরে দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, দূরে একটা কিসের আলোক! এত রাত্রে অবাস্তের উপবনে অসম্ভাবিত আলোক-রশ্মি সন্দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার হইল।—তিনি ইহার কারণ নিরূপণ করিবার জন্য জলপূর্ণ ঝারিটী সেই স্থানেই রক্ষা করিয়া, যে দিক হইতে সেই আলোকের দীপ্তি আসিতেছিল, সেই দিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু, যতই তিনি সেই আলোকরশ্মি লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাহা আরো দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।—আলোকমালাও একেবারে তাঁহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হয় না, তিনিও তাহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইতে পারেন না।—এইরূপে অর্দ্ধদণ্ড অতীত। অর্দ্ধদণ্ড ধরিয়া সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অনৈসর্গিক আলোকরশ্মির অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমে তিনি অবাস্তের উপবন-প্রান্তস্থিত দুর্গের গুপ্ত-দ্বারের সন্নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয়-বিস্ময়-কৌতূহল আরো শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।—তিনি

দেখিলেন গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত,—দ্বারের অদূরে বহির্দ্দেশে আপাদমস্তক পীত-পরিচ্ছেদে আবৃত দীর্ঘাকার এক মনুষ্যমূর্ত্তি,—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত-মূর্ত্তির অদূরে সেই অনৈসর্গিক আলোকরশ্মি!—সেই গভীর নিশীথে সেই প্রকার অনৈসর্গিক-দৃশ্য-দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে স্বীয় অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বলে হৃদয়ের অসীম সাহস একত্রিত করিয়া পুরোবর্ত্তী পুরুষমূর্ত্তিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক দৃঢ়হৃদয়ে দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"কে তুমি?—কি চাও?"

উত্তর নাই।—মনুষ্যমূর্ত্তি নিশ্চল।—বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন;—মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর,—নিশ্চল।—তৃতীয়বার প্রশ্ন। এইবার সেই নিশ্চল-মূর্ত্তি নিজ দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে তাহার অনুসরণ করিবার জন্য সঙ্কেত করিল। বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই অকুত-সাহস,—চিরকালই কৌতূহলপ্রিয়।—এই নৈশ অবযানের পরিণাম দেখিবার জন্য তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরে ধীরে সেই মানব-মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।—মূর্ত্তিও ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল;—আলোকরশ্মিও একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল।—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যতই মনে করেন, এইবার মনুষ্যমূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী হইবেন;—এইবার তাহাকে ধরিবেন,—এই-বার তাহাকে চিনিবেন;—এইবার তাহার রহস্য বুঝিবেন; ততই সেই অদ্ভুতমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখ হইতে যেন আরো দূরস্থিত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে ক্রমে তাঁহারা এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।—অরণ্যের কিয়দ্দূরে গমন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখি-লেন, সম্মুখে একটী সমাধিস্তম্ভ।—আনন্দপুরে আসিয়া শুনিয়া ছিলেন, এই স্তম্ভ রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবের মৃত সহোদর দেবেন্দ্র-নারায়ণ দেব এবং তৎমৃতপত্নীর স্মরণার্থ নির্ম্মিত।—তাঁহাদের কিরূপে মৃত্যু হইয়াছে,—তাঁহারা কিরূপ মহৎ-প্রকৃতির লোক ছিলেন,—সেই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক সেই স্তম্ভ-প্রস্তরে খোদিত।—বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একদিনও এদিকে আসিয়া এসমস্ত বিশেষ করিয়া স্বচক্ষে দর্শন

করেন নাই। আজ এই গভীর নিশীথে তাহা হইল। কিন্তু এই সমাধি-স্তম্ভদৃষ্টিমাত্র সহসা তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল;—হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল;—অজ্ঞাত-কারণে তাঁহার অন্তর যেন কাঁদিয়া উঠিল।

যাহা হউক, অতি-কষ্টে তিনি সে মনোবেগ সম্বরণ করিয়া অরণ্যের চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে পাইলেন, সেই সমাধি-স্তম্ভের তলভাগে জনৈক শুভ্রবসনাবৃত ব্যক্তি করদ্বয়ে বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া জানুপাতিয়া উপবিষ্ট;—তাঁহার পথপ্রদর্শক সেই অদ্ভুতমূর্ত্তি সেই উপবেশনকারীর প্রতি অঙ্গুলি হেলাইয়া অদূরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান;—দূরে আলোকরশ্মি স্বতই প্রজ্জ্বলিত।

চত্বারিংশৎ পল অতীত। এই চত্বারিংশৎ পল একাধিক্রমে বঙ্কিম-চন্দ্র কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অদ্ভুত অপূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্য দর্শন কবিতে লাগিলেন। চত্বারিংশৎ পল পরে সেই উপবেশনকারী ব্যক্তি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ও সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া, ধীরপদে সমাধি-স্তম্ভের অপর দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই মুহূর্ত্তে তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সম্মুখস্থ অদ্ভুত মূর্ত্তি ইঙ্গিতদ্বারা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিবারণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করিল।—বঙ্কিমচন্দ্র অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যেন কেবল দৈব-কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইয়া আপন কক্ষে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। আসিবার সময় সরোবরের সোপান হইতে তাঁহার সেই জলপূর্ণ ঝারিটী আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুবক আর বসিতে কিম্বা ভাবিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে প্রাকৃতমোহ আসিয়া তাঁহার শরীরকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল।—তিনি অবিলম্বে নিজ শয্যার উপর নিদ্রিত হইযা পড়িলেন।

* * * * * * *
* * * * * *

প্রভাতে সূর্য্যের আরক্তিম আভা পূর্ব্বাকাশে দেখা দিয়াছে;—সুষুপ্ত

জগৎ সচেতন হইয়াছে ;—বঙ্কিমচন্দ্রেরো নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। রাত্রের সমস্ত ঘটনা একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তিনি শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। একবার মনে করিলেন, সমস্তই স্বপ্ন ;—মানসিক উৎকণ্ঠায় চিত্তের বিকারে স্বপ্নযোগেই তিনি সেই সমস্ত দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তাঁহার সেই জলপূর্ণ ঝারির কথা মনে পড়িল ; তখন তিনি কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অবান্তস্থিত সেই সরোবরের নিকটে গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, সেই ঝারি সোপানের উপরে সেই ভাবেই জলপূর্ণ রহিয়াছে। অনন্তর তিনি অবান্তদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলেন ; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সন্দেহাকুলচিত্তে নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করত নিজশয্যায় আসিয়া পুনরায় উপবিষ্ট হইলেন এবং উপবেশন করিয়া গত রজনীর সেই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনাবলির রহস্য ভেদ করিবার জন্য বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সেই রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম হইলেন না। তখন তিনি আক্রান্ত-হৃদয়কে কোনরূপে প্রবোধ দিবার জন্য একবার সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সমস্তই স্বপ্নজাল-বিতাড়িত উদ্বিগ্ন-চিত্তের ভ্রান্তি-মাত্র !—কিন্তু আবার ভাবিলেন, জলের ঝারি সরোবর-সোপানে কিরূপে রহিয়া গেল।—তিনি যখন সেই অনৈসর্গিক আলোকরশ্মির অনুসরণ করেন, তখনই ত জলের ঝারি সরোবরের সোপানে রাখিয়া গিয়াছিলেন ; ফিরিয়া আসিবার সময় ত সে ঝারি তিনি কক্ষে লইয়া আইসেন নাই। তবে এ ঘটনা কখনই স্বপ্নদৃষ্ট নহে।

তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।—হৃদয় কাঁপিল বটে, কিন্তু ভয়ে নহে ; বিস্ময়ে।—তিনি ভাবিলেন, এ অদ্ভুত সংঘটন অবশ্যই অমানুষি ;—নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য—নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে।—কখন না কখন ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।—কখন না কখন ইহার রহস্যভেদ হইবে।—এ নিগূঢ় ঘটনা গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য ;—কাহারো নিকটে প্রকাশ করা উচিত নহে।—এই স্থির করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে একাকী প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

সে দিবস আহার, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ —সকল সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র

কেবল ভাবিয়াছিলেন,—সে আলোক কোথাকার;—তাঁহার পথ-প্রদর্শক সেই পীতবসনাবৃত ব্যক্তি কে;—পার্থিব কি অপার্থিব;—সমাধি-স্তম্ভের সোপানোপোবিশিষ্ট সেই অনুতাপীই বা কে;—এ সমস্ত ভৌতিক কি প্রকৃত।

প্রসঙ্গ নাই।

* * * * *
* * *
* *
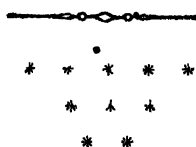
পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর একমাস গত হইয়াছে। এই এক মাসের মধ্যে আনন্দপুরে আর কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। তবে রাধাকান্ত রায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবকে আনন্দপুরে আসিবার জন্য একখানি জরুরি পত্র পাঠাইযাছেন।—সকলে প্রতিদিনই কেবল তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবেই জীবন যাপন করিতেছেন। পান, ভোজন, শয়ন, বিশ্রাম—সমস্তই তাঁহার নিজের নিভৃত-কক্ষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। রায়-পরিবারের কাহারো সহিত তাঁহার আর কোন সংস্রব নাই;—কর্ত্তার আদেশে কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে পায় না;—তিনিও কাহারো সহিত কোন ঘনিষ্টতা রাখেন না।—কেবল ব্রাহ্মণ সদানন্দ দিনের মধ্যে তিন চার বার তাঁহার নিকটে আসে;—আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দেয়;—নানামতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করে; যখন যাহা আবশ্যক হয়, আনইয়া দেয়;—সকল রকমে তাঁহার ফায়-ফরমাজ খাটে।

মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বনভ্রমণে বহির্গত হয়েন। একাকীই ভ্রমণ করেন। বরদাকান্ত আর তাঁহার সহিত বেড়াইতে যান না;—সখে

ঘাটে দৈবাৎ কথন পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন না ;—পরস্পর পরস্পরের অভিমুখী হইলে—বঙ্কিমচন্দ্র যথারীতি অভিনন্দন করিলে, প্রত্যিভিনন্দন করেন না ;—ঘৃণায়, অভিমানে, বিকৃত-মুখে, বিরাগ-দৃষ্টিতে বিদ্বেষ-ভ্রুকুটী করিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হযেন। কিন্তু, কারণ কিছুই বুঝিযা উঠিতে পারেন না।

একমাস হইল, সুশীলার সহিত আর তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ নাই। অন্তঃপুরে আর তিনি যাইতে পান না।—সুশীলাকে আর তাঁহার পড়া বলিযা দেওযা হয না।—সুশীলাও আর বাটীর বাহির হইতে পান না; মনের কথা, মনের ব্যথা, মনের আগুন মনে মনেই পোষণ করেন,—মনের দুঃখে আপন কক্ষেই কালযাপন করেন।—ধাত্রী কমলা সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাকে।—সেই তাহার সেবা-শুশ্রূষা করে।—কিন্তু, মনের শান্তি আর কেহ তাঁহাকে দিতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেক চিন্তা করিযাও কিছুতেই পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত রজনীর সেই অদ্ভুত ঘটনার ভিত্তি নিরূপণ করিতে সক্ষম হন নাই। তাহার পথপ্রদর্শক সেই অপার্থিব মূর্ত্তিকেও আর একবারের জন্য তিনি দেখিতে পান নাই।—সমাধিস্তম্ভের সোপানোপবিষ্ট সেই অনুতাপী ব্যক্তিই বা কে তাহাও স্থির করিযা উঠিতে পারেন নাই।—অথচ সেই রাত্রের সেই ঘটনা অমূলক-স্বপ্নমূলক বলিয়াও তাহার মনোমধ্যে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে নাই ;—সন্দেহ জন্মিতে পারেই নাই।—কারণ, সেই ঘটনার পরদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র বনভ্রমণে বহির্গত হইয়া সেই সমাধিস্তম্ভের সমীপবর্ত্তী হইযা চিনিতে পারিযাছিলেন যে, পূর্ব্বরাত্রে অপার্থিব মূর্ত্তির সহিত তিনি সেই স্থানেই সেই উপবেশনকারী ব্যক্তিকে সন্দর্শন করেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের ভালবাসা?—তিনি কি সে প্রেম—সে ভালবাসা এখনও পর্য্যন্ত হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন?—বর্ব্বর কাফ্রি-জাতিকে জিজ্ঞাসা কর ;—দুর্ব্বৃত্ত নির্দ্দয় দাস-বিক্রেতাগণ যখন তাহাদিগকে স্বদেশ—স্বজাতির অঙ্ক-বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরন্ত সাগরের পারে দূরান্তর দ্বীপপুঞ্জে লইয়া গিয়া দাসত্বের দারুণ শৃঙ্খলে চির-

জীবনের মত আবদ্ধ করে,—সেই সময়ে তাহার প্রাণের বস্তুর জন্য তাহার মন-প্রাণ কাঁদিয়া উঠে কি, না। জিজ্ঞাসা কর চিরবন্দীকে;—সেই অন্ধ-কারা-গৃহের ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও সে এক-বারের জন্য তাহার প্রাণপ্রতিমার মুখমণ্ডলখানি চিন্তা করে কি, না।—জিজ্ঞাস সৈনিক-পুরুষকে,—ভীষণ সমর-ক্ষেত্রে অসংখ্য শত্রুর সম্মুখীন হইয়া, সময়ের ভীষণ-তরঙ্গে প্রিয়-জীবনরত্ন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়া, তাহার জীবনাধিক কোন জীবনের জন্য সে বারেকের তরেও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে কি, না।—না;—চারুশীলা সুশীলার সেই স্বর্গীয় প্রতিমূর্ত্তি খানি ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে পায় নাই; শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, উপবেশনে, ভ্রমণে, বিশ্রামে—সকল সময়েই তিনি সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর চিন্তায় একান্তচিত্তে নিমগ্ন থাকিতেন। সেই রূপরাশি মনে প্রাণে ধ্যান করিতেন। সেই নাম অহর্নিশা জপ করিতেন। কখন বা নিজের নিভৃত কক্ষমধ্যে একাকী উপবেশন করিয়া,—কখন বা আনন্দগিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া,—কখন বা নিবিড় অরণ্য মধ্যে একাকী বিচরণ করিয়া,—তিনি কেবল একান্তচিত্তে তাঁহার চিত্তহারিণীর চিন্তাতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি এখনো সংসার-বিরাগী, বিবেকী হইতে পারেন নাই;—সংসারের সুখ-চিন্তা অদ্যাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই;—বয়োধর্ম্মের অনুরোধে এখনো তিনি একজন দুর্দ্দমনীয় দুরাশার অনুগত ক্রীতদাস,—দারুণ উচ্চাভিলাষের অনুরক্ত উপাসক।

আশাই জগতের সর্ব্বজীবের আশ্বাসদাত্রী। একমাত্র আশার আশ্বাসেই জীবগণ জগতে জীবন ধারণ করিয়া আছে। আশা না থাকিলে জগৎ থাকিত না;—সৃষ্টি থাকিত না,—কিছুই থাকিত না। আজ আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও সেই একমাত্র কুহকিনী আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত; সেই আশ্বাসেই তাদৃশ দুর্ভাগ্য-স্রোতে ভাসমান হইয়াও ভবিষ্যৎ-সুখ-চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি মনে মনে ভাবিতেন;—ভাবিতেন কেন—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইবে;—শীঘ্রই তিনি কোন উন্নত-পদবীতে আরোহণ করিবেন;—তাঁহার প্রাণ-প্রিয়-

তমা সুশীলা তাঁহারই হইবেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তি সেই নৈশ অবযানের সেই অপার্থিব, মূর্ত্তির সাক্ষাৎ—সেই অদ্ভুত সংঘটন! কিন্তু কেন হইবে, কিসে হইবে,—কবে হইবে—তাহা তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সদানন্দ ঠাকুরের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ আনন্দপুরে আসিতেছেন। কেন আসিতেছেন, তাহা শোনেন নাই। সদানন্দ ঠাকুরও তাহা জানিত না। কিন্তু আমরা জানি, তিনি নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়সর্ব্বস্বা সুশীলার পাণিগ্রহণ করিতে আসিতেছেন। পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় কন্যা-সম্প্রদান করিবার মানসে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতেছেন। এ সংবাদ রাধাকান্ত রায়, বরদাকান্ত, সুশীলা এবং কমলা ব্যতীত অপর কেহই জানিত না; সুতরাং, বঙ্কিমচন্দ্র কেমনে জানিবেন? তবে সাধারণে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিযাছে যে, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ নিজ রাজত্বে আসিতেছেন, তাহাতে আর নূতনত্ব কি?

পুত্র বরদাকান্ত প্রথমে পিতার এই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন: তিনি বলিযাছিলেন যে, সুশীলা যুবতী—সর্ব্বরূপগুণবতী, বুদ্ধিমতী—একজন সম্ভ্রান্ত লোকের একমাত্র দুহিতা;—এরূপ অবস্থায় একজন ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী প্রৌঢ়ের করে তাহাকে সম্প্রদান করা কোন রূপে যুক্তিযুক্ত নহে। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ন বংশপরম্পার অনুরোধে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিপোষক। সেই কারণেই বৌদ্ধ-পদ্ধতির অনুসারে তদীয় সপত্নীক জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহাদের স্মরণার্থ সমাধিস্তম্ভ স্থাপিত। ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবের বয়ক্রমও পঞ্চাশৎবর্ষ অতীত। জানি না, কি কারণে তিনি এপর্য্যন্ত অকৃত-দার।

পুত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিবাদে পিতা কহিলেন,—"দেখ বৎস! আমাদের উপস্থিত যেরূপ সময়, তাতে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সুশীলার যে সহজে পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির কোরে উঠ্‌তে পারি, এমন ত বোধ হয় না। আর সুশীলাকে পাত্রস্থা না কোরেও নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতে উচিত হয় না। বিশেষতঃ, তোমার মুখে যে সমস্ত কথা শুনলাম, সেকথা

সাধারণে প্রকাশ হোলে অপমান রাখ্‌বার আর স্থান থাক্‌বে না। চারিদিকে শত্রুবর্গ ;—সামান্যে তিল হোতে তাল হয়ে উঠ্‌বে ; সুশীলাকে সম্প্রদান করা ভার হোয়ে পড়বে। তাই বলি, উপস্থিত সম্বন্ধে আর কাল-বিলম্ব করা কোন মতেই যুক্তি-যুক্ত নহে। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণও ধনে, মানে, কুলে, শীলে—সকল বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তিনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কোর্‌বেন এও আমাদের পক্ষে একটা বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। তবে যদি বল, তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী ; তাতে দোষ কি ? বৌদ্ধ বোলে তিনিত আর ম্লেচ্ছ নন্। বৌদ্ধধর্ম্ম ত আর আমাদের হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত নয়। ভগবান্ নারায়ণের দশঅবতারে এক অবতার বুদ্ধদেব। জগতে শান্তি বিতরণ কর্‌বার উদ্দেশ্যেই লক্ষীপতি ভগবান্ বুদ্ধ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরে অবনীতে অবতীর্ণ হন। সুতরাং, ভগবান বুদ্ধদেবের উপাসকগণকে আমরা কখনই বিধর্ম্মী বোল্‌তে পারি না। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মনীতি সাধারণ হিন্দু-ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আর যদি বল, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বয়স হোয়েছে ;—তা, তাও কিছু এমন বিশেষ প্রতিবন্ধক হোতে পারে না।—কারণ—"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দুকিরণেষিবাঙ্কঃ।—যাহোক, আমি অনেক বিবেচনা কোরেই এ সম্বন্ধ-সূচনায় প্রবৃত্ত হোয়েছি।—আমি ত তোমার পিতা বটে——"

পিতার কথায় পুত্র আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।—বিবাহের পত্র লইয়া একজন ভাট সুরঙ্গ-পুরে চলিয়া গেল।—সুশীলা শুনিলেন, সম্মুখ অগ্রহায়ণে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাঁহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে।—সুশীলার কোমল হৃদয়খানি কাঁপিয়া উঠিল।—কমলার গলা-ধরিয়া সেই দিন নিজকক্ষে নিভৃতে বসিয়া সরলা সুশীলা নিঃশব্দে অনেক-ক্ষণ কাঁদিলেন।—কমলা বুঝিলেন, এ বিবাহে একটা বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইবে।

সুশীলার মনঃকষ্টের সীমা নাই।—যে-দিন হইতে নিরপরাধী বঙ্কিমচন্দ্র রায়পরিবারের সকল সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন,—যে-দিন হইতে পিতা তাঁহাকে অন্তঃপুরের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন—যে-দিন

শুনিয়াছেন যে, তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ আনন্দপুরে আসিতেছেন,—সেই দিন হইতে—বনভ্রমণের সেই স্মরণীয় দিন হইতে—কুমারী সুশীলা এক প্রকার শয্যাগতা হইয়া পড়িয়াছেন।—সেই দিন হইতে তাঁহার আর সময়ে স্নান নাই—সময়ে আহার নাই; কাহারো সহিত ভালরূপে বাক্যালাপ নাই। অষ্টপ্রহর প্রায় নিজকক্ষে নির্জ্জনে শয়ন করিয়া নয়নাসার পরিত্যাগ করেন;—অষ্টপ্রহরই কেবল হৃদয়যন্ত্রণায় আর অদৃষ্ট চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িয়া থাকেন। সেই দিন হইতে সেই অনুপম-দেবি-প্রতিমার সেই অলোক-সামান্যরূপ-লাবণ্য মলিনত্ব পাইয়া আসিতেছে;—সেই দিন হইতেই তাঁহার শরীর-মন ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; মুখশ্রী মলিন হইয়া গিয়াছে;—দৃষ্টি শুষ্ক ও নিরাশ হইয়া গিয়াছে;—দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছে। না খাইলে নহে, তাই একবার আহার স্থানে উপবেশন করেন; কেহ ডাকিলে উত্তর না দিলে নহে, তাই একবার অতিকষ্টে, বিষাদ-ব্যঞ্জক-স্বরে, অবরুদ্ধ-কণ্ঠে উত্তর প্রদান করেন। বুদ্ধিমতী, স্নেহবতী কমলা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকে; নানাপ্রকারে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করে;—বিধিমতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পায়।—কিন্তু, কিছুতেই কিছু হয় না।—যে অগ্নি সেই কোমল হৃদয়ে একবার প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত করা কাহারো সহজসাধ্য নহে।—যে বিষে সেই হৃদয় জর্জ্জরীভূত—ইহ-জগতে সে বিষের এক ভিন্ন আর অন্য প্রতিষেধক নাই।—আর সে প্রতিষেধকও সহজলভ্য নহে।—বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ভূপেন্দ্রনারায়ণকে হৃদয় সমর্পণ করিতে হইবে—এই চিন্তা-বিষেই বালিকা-হৃদয় জর্জ্জরীভূত।—কিন্তু পিতৃভক্তির অবমাননা করিয়া, পিতৃগত-প্রাণা সুশীলা একদিনের জন্য কোনরূপে পিতৃনিদেশের প্রতিবাদ করিতে সাহস প্রকাশ করেন নাই। অথবা, পিতা আপন ইচ্ছামত পাত্রে কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন, তাহাতে পুত্র-কন্যার কথা কহিবার ক্ষমতা কি?—এখনকার মত তখন ত আর এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যভাবের আদৌ প্রাদুর্ভাব ছিল না;—স্ত্রী-স্বাধীনতারও বলবত্তা ছিল না; কোর্টসিপ করিয়াও কন্যা-পুত্রের বিবাহ হইত না।—পিতা-মাতা-গুরুজনে

যাহা করিতেন তাহাই হইত,—তাহাই চলিত ;—কন্যা পুত্রের অভিমতি বা অনভিমতির জন্যে কিছুই আটকাইত না।

বঙ্কিমচন্দ্র সদানন্দ ঠাকুরের মুখে সুশীলার অবস্থান্তরের সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতি সুশীলার আভ্যন্তরীণ ভালবাসার কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হয় নাই।—আর সেই আশ্বাসেই হৃদয়কে আশ্বাসিত করিয়া—সেই আশার সূত্র ধরিয়াই, এত অপমানের বোঝা বহিয়াও তিনি সেইরূপ হীনভাবে রায়পরিবারে বাস করিতে পারিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ।

নৃপ-সমাগম।

আনন্দপুরের ত এই অবস্থা।—বঙ্কিমচন্দ্র রায়পরিবারের সংস্রবশূন্য হইবার পর একমাস কাল এইরূপে অতিবাহিত।—ক্রমে সুখশরৎ সমাতীত ;—বঙ্গে হেমন্ত সমাগত।—কার্ত্তিকমাস অতীতপ্রায়,—মহাশক্তি কালিকার আরাধনার সময় উপস্থিত।—বঙ্গের শাক্ত-সম্প্রদায় মহামহোৎসবে উন্মত্ত।—কালিপূজার আর এক-সপ্তাহ-মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইতিমধ্যে একদিন প্রভাতে একজন অশ্বারোহী-দূত আসিয়া রাধাকান্ত রায়কে সংবাদ দিল যে, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সমাগত-প্রায়। আর দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে তিনি রাজাবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

এই সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্র বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়, পুত্র বরদাকান্ত এবং অন্যান্য পারিষদ্‌বর্গের সহিত রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রত্যুদ্গমন করিতে অগ্রসর হইলেন।—রাজবাটীর অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।—বন্ধুদ্বয় পরস্পর

পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে উভয়ের স্বাগত-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।—আনন্দপুর-নিবাসীরা বহুদিনের পর তাহাদের ভূস্বামীকে স্বদেশে সন্দর্শন করিয়া মহানন্দে জয় ও মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল। সমগ্র আনন্দপুর আনন্দময় হইয়া উঠিল।—দেওয়ান দোলগোবিন্দ সপুরজনে আসিয়া সসম্মানে স্বীয় প্রভুকে অভ্যর্থনা করত পথপ্রদর্শক হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে রাজবাটীতে লইয়া চলিল।—রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ রাধাকান্ত রায়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রকে না দেখিতে পাইয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বঙ্কিম কোথায়?"

"সে তাহার নিজের গৃহে আছে।—আমার সংসারের কোন সম্বন্ধে উপস্থিত তাহার আর কোন সংস্রব নাই।—ছোঁড়াটা অতি-নিমকহারাম——"

বলিতে বলিতে রাধাকান্ত রায় নিরস্ত হইয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিলেন।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বন্ধুবর সে বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং, তিনিও সে সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না।

কিয়দ্দূর আসিয়াছেন, এমন সময় রাজ-অশ্ব অকস্মাৎ কি একটা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, অদ্ভুত-পদার্থ-দর্শনে চমকিত ও ভীত হইয়া এতাদৃশ বেগে লম্ফ প্রদান করিল যে, আরোহী ভূপতি সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে হটাৎ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।—ভূপতিকে ভূপতিত দেখিয়া অনুযাত্রী অনুজীবী ও সহযোগীগণ সকলেই তৎক্ষণাৎ তন্নিকটস্থ হইবার জন্য শশব্যস্তে উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—পার্শ্বস্থ অঙ্গরক্ষকগণ তৎক্ষণাৎ এক এক লম্ফে স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া শুশ্রূষার্থ বিপন্ন প্রভুর পার্শ্বস্থ হইল।—কিন্তু রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ ইত্যবসরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন।—আর তাঁহার শরীরেও তাদৃশী বিশেষ কোন আঘাত-প্রাপ্তি হয় নাই।—তাঁহাকে সহজে উত্থানশক্ত দেখিয়া অনেকের আনন্দ-ব্যগ্রকণ্ঠে নিঃসৃত হইল,—"তেমন কোথাও আঘাত প্রাপ্ত হন নাই ত?"

"না।"

প্রত্যুত্তরে রাজার বদন-বিনির্গত 'না' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে না

হইতে আকাশ ভেদ করিয়া গভীর-গর্জ্জনে অথচ বিদ্রূপের স্বরে পথপার্শ্বস্থ কাননভাগ নিনাদিত হইয়া উঠিল,--

"হাঃ! হাঃ! হাঃ!—রাজার মুণ্ড গড়াগড়ি!—আনন্দপুরের রাজার মুণ্ড যায় গড়াগড়ী!—ভূপেন্দ্রনারায়ণ যায় গড়াগড়ী!"

তৎক্ষণাৎ সকলে সবিস্ময়ে সেই দিকে ফিরিয়া দেখিলেন। বরদাকান্ত দেখিয়াই সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,—"ও বেটী সেই পাগ্‌লী!—ধর তো ওটাকে——"

বরদাকান্তের মুখের বাক্য শেষ হইতে না হইতে দশবার জন অশ্বারোহী তন্মুহূর্ত্তে শশব্যস্তে বিদ্রূপকারিণীর অনুসরণে প্রধাবিত হইবার উপক্রম করিল।—পাগলিনী, কিন্তু, সে স্থানে আর নাই।—সে ঐ কথা কয়েকটী বলিয়াই তৎক্ষণাৎ বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছে।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কি ভাবিয়া অনুধাবনোন্মুখ অনুচরগণকে তাহাদিগের সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার আদেশ দিয়া বরদাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও স্ত্রীলোকটী তোমার পরিচিতা না কি?"

আজ্ঞা ভঙ্গ হইল।—বিষম অভিমানী বরদাকান্ত রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের উপর মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইলেন।—কিন্তু, মুখে সে ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পাইতে না দিয়া রাজার প্রত্যুত্তরে বিরাগবক্র-নেত্রে ঔদাস্যের স্বরে কহিলেন,——

"আনন্দপুরে আসিয়া পর্য্যন্ত আমি উহাকে দেখিতেছি।—মধ্যে মধ্যে ঐ বনের ভিতর আমাকে দেখা দিয়া অনেক রকমে ও আমাকে জ্বালাতন করে।—কত রকম অদ্ভুত অথচ অসংলগ্ন কথা কয়।—এমনি ভাব দেখায়, ও যেন সকল দেশের সকল লোককে চেনে,—সকল ঘরের সকল কথা জানে।—আমি অনেকবার অনেক কৌশলে উহাকে ধর্‌বার চেষ্টা কোরেছি।—কিন্তু কিছুতেই পারি নাই।—বেটী নিশ্চয় ডাইনী——"

বরদাকান্তের বাক্যশেষ হইতে না হইতে দেওয়ান দোলগোবিন্দ অমনি শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—"তাই-ই।—ডাইনী না হোয়ে যায় না।"

ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"ও কথা যাইতে দাও।—আমার রাজ্যে চোর, ডাকাইত, ডাইন, ভূতের অভাব নাই।"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় অশ্বারোহণে রাজবাটীর অভিমুখীন হইলেন। আনুসঙ্গিক লোক-জন তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ স্বীয় পৈতৃক-ভবনের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে আসিয়া দেখা দিলেন।

রায়-মহাশয়ের পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ-মত অন্তঃপুরের পরিচারিকারা অমনি সমস্বরে শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল।—দুঃখ-চিন্তাজীর্ণা সুশীলা কমলাকে ডাকিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাটীতে এত আনন্দ কোলাহল কিসের?"

কমলা বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল,—"মা! তোর বর এসেছে।"

"বিবাহ হবে সেই যমালয়ে যাইলে।"

বলিতে বলিতে চিন্তাবিশীর্ণা সুশীলা কমলার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

কমলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। বাটীর আর কেহ এ সংবাদের কিছুই জানিতে পারিল না। রাজা আসিয়াছেন;—এই আনন্দেই সকলে উন্মত্ত।

সপ্তম প্রসঙ্গ।

রাজ-ভোজ।—দস্যু-সহোদরে।

আনন্দপুরের রাজবাটীতে আজ মহাধূম।—চব্বিশ বৎসরের পর রাজার পদার্পণে রাজবাটী পবিত্র হইয়াছে;—চব্বিশ বৎসরের পর গ্রামের লোক—বাটীর পুরজন রাজ-সন্দর্শন লাভ করিয়াছে;—আনন্দপুরে, আনন্দপুর-রাজবাটীতে এ আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই।—রাজবাটীর সকলেই শশব্যস্ত;—সকলেই কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত। যে কখন উঠিয়া বসিত না, সে ব্যক্তিও আজ পরিশ্রমীর সুনাম কিনিতে

তৎপর।—কেহ দৌড়াইতেছে;—কেহ ডাকিতেছে;—কেহ হাঁকিতেছে; কেহ বা অপরকে তাড়না করিতেছে;—আর কেহ বা আপন কর্ম্মের গুণপণা অপরের নিকটে শত-মুখে কীর্ত্তন করিয়া সাধারণ্যে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত। ভোজগৃহ নিমন্ত্রিত সম্রান্ত-মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ স্বর্ণখচিত আসনে উপবেশন করিয়াছেন। সম্মুখে স্বর্ণপাত্রে ভোজন-দ্রব্য সুসজ্জিত। রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে অপর একখানি স্বর্ণাসনে মহামান্য রাধাকান্ত রায়; বামভাগে বরদাকান্ত।—সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে অন্যান্য সমযোগী সম্রান্তগণ দক্ষিণ-হস্ত-ব্যাপারে নিযুক্ত।—সদানন্দ ঠাকুর এবং অপর দুই জন ব্রাহ্মণ পরিবেশনে নিরত।—প্রায় শতাধিক নির্ধনেতরের একত্রে আহার চলিযাছে।—দেওযান্ দোলগোবিন্দ অদূরে দ্বারের এক পার্শ্বে দণ্ডাযমান হইযা রাজভোজের তত্ত্বাবধারণ করিতেছে।—রাজবাটীর ভিতরে, বাহিরে চতুর্দ্দিকে কেবল "দীযতাং ভুজত্যা"-মের স্রোত ছুটিয়াছে।

রাজভোজ সমাধা হইলে সকলে আচমনাদি সমাপন করিযা যিনি যাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রামার্থে প্রস্থান করিলেন।

দেওযান দোলগোবিন্দ এবং সদানন্দ ঠাকুর ইতর-সাধারণ ও অন্যান্য অনুজীবিগণের ভোজন-তত্ত্বাবধারণে চলিয়া গেল।

বেলা অপরাহ্ন।—ভোজন ব্যাপার চুকিয়া গিয়াছে।—সদানন্দ ঠাকুর ও বৃদ্ধ সদাশিব ভট্ট উভযে একত্রে সদানন্দ ঠাকুরের নির্জন কক্ষ-মধ্যে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছে। সদাশিব ভট্ট অনেক কথাবার্ত্তার পর কহিল,—"যা হোক্,—এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি ভাবী দম্পতী সুখে কালাতিপাত করুন।"

"অমন বুড়োকে সুশীলা বিবাহ কোর্ব্বেন!—না, না, আপনি উপহাস কোচ্ছেন।"

"আবশ্যক!—আর সুশীলার মতামতের জন্য ত কিছু আট্‌কাবে না। পিতা আপন মনোনীত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান কোর্ব্বেন;—তাতে আবার অপরের মতামত কি?"

"এ কথা আপনাকে কে বোল্লে?"

"বোল্‌বে আবার কে?—আমার বুদ্ধিই আমাকে বোলে দেছে। আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌ছি যে, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সুশীলার পাণিগ্রহণ কোর্ত্তেই আনন্দপুরে শুভাগমন কোরেছেন।—কেন, বুড়ো হোয়েছি বোলে কি আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় না?"

"না, না, বিশ্বাস হবে না কেন? —তবে কি জানেন,—আমি —আমি "

সদানন্দ ঠাকুর কি বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিল।—কিন্তু, ঠিক সেই সময়ে দেওয়ান গোলগোবিন্দ সহসা সেই গৃহে প্রবেশ করায়, পাচক-ঠাকুরের আর কোন কথা বলা হইল না।

দেওয়ানজীকে দেখিয়া সদাশিব ভট্ট কহিলেন,—

"সংবাদ কি দেওয়ানজী-মহাশয়?"

"আপনাদের কাহারো কোন কষ্ট হয় নাই ত?"

"সদাব্রতের বাটীতে আবার কষ্ট কি?"

"রাজা বাহাদুর আপনাকে তলপ কোরেছেন।—নৃত্যশালায় অনেকের সমাগম হোয়েছে,—আপনাকে দুই একটী খেয়াল শুনাতে হবে।"

"চলুন।"

সদাশিব ভাট ও দেওয়ান গোলগোবিন্দ উভয়ে নৃত্যশালার উদ্দেশে চলিয়া গেল।—সদানন্দ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহাভিমুখী হইল।

ভাট সদাশিব একজন রীতিমত খেয়ালী,—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বৃত্তিভোগী,—তাঁহারি সহিত আনন্দপুরে আসিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র একাকী আপন গৃহে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সদানন্দ ঠাকুর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল।—সদানন্দকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"রাত্রে আমি আর কিছু আহার কোর্ব্ব না।"

"আপনি দেখ্‌ছি, এই রকম ভেবে ভেবে, আর না খেয়ে না দেয়ে মারা যাবেন।—দেখুন্ দেখি, আপনার শরীর কি হোয়ে গেছে?"

বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"মৃত্যুই এখন আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।—মৃত্যুই এখন আমার বাঞ্ছনীয়। ঠাকুর-মহাশয়!—আর আমার বাঁচিয়া সুখ কি?"

প্রত্যুত্তরে সদানন্দ ঠাকুর অনেক সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল, "দেখুন, আপনি যদি আমায় বিশ্বাস করেন, তা হোলে আমি একটী কথা আপনাকে বলি——"

"বিশ্বাস!——"

সচকিতে সবিস্ময়ে অনুতপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"বিশ্বাস! ও কথা কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চেন?—এ সংসারে উপস্থিত আপনি ভিন্ন আমার আপনার বোল্‌তে আর কে আছে?—আমার জীবন-মরণ সকলি আপনার হাতে।—বলুন, আপনি কি ইচ্ছা করেন—"

সদানন্দ ঠাকুর কক্ষের বহির্ভাগে একবার সতর্ক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"আমি এত দিনে সমস্ত জান্তে পেরেছি।"

সোৎসুকে সকৌতূহলে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জান্তে পেরেছেন, ঠাকুর-মহাশয়?"

"আপনার মনোদুঃখের কারণ।—আর কর্ত্তারই বা আপনি কেন বিরাগভাজন হোয়েছেন——"

"বলুন।"

"আপনি সুশীলাকে ভালবাসেন।—সুশীলাকে আপনি মনে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে ভালবাসেন।—এই অকৃত্রিম ভালবাসাই আপনার সকল দুঃখের—সকল বিষাদের—সকল অপমানের মূলীভূত কারণ।—সুশীলাও আপনাকে মনে মনে মন-প্রাণ-হৃদয় সমস্তই সমর্পণ কোরেছেন।—ধাত্রীমা আমাকে সব বলেছেন।—সুশীলা আপনার জন্যই পাগলিনী,—আপনার বিরহেই সুশীলা আজ শয্যাগতা;——"

"আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।—আমিও আপনার নিকটে কোন কথা গোপন কোর্ব্ব না।—সুশীলাকে আমি মনে প্রাণে ভালবেসেছি। সুশীলার জন্যই আজ আমি এই দারুণ অপমানের বোঝা মাথায় কোরে বহিতেছি।—ঠাকুর-মহাশয়!—বলুন দেখি, আমি সুশীলাকে ভালবাসি, ইহাতে দোষ কি?—আমি সুশীলার জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ কোরেছি, ইহাতে দোষ কি?—দোষ আছে।—সুশীলা বড় ঘরের—বড় লোকের

কুমারী কন্যা।—আর আমি?—আমি একজন অজ্ঞাত-কুলশীল, পরান্নদাস। আমার পিতা-মাতা কে, তা আমি জানি না।—তাঁহারা জীবিত কি মৃত তাও আমি জানি না।—কোন্ বংশে আমার জন্ম তাহারও কিছু ঠিক নাই। অবস্থা-গতিকে অনেকেই আমাকে নীচ-কুল-জাত,—অথবা কোন শ্রেষ্ঠ-কুলের কালিমা-স্বরূপ——"

বলিতে বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র উভয় হস্তে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করিলেন।—কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন;—

"আজ যদি আমি কোন দৈব-শক্তির প্রভাবে কোন উন্নত পদবীতে আরোহণ কোর্ত্তে পার্ত্তেম;—আজ যদি রাধাকান্ত রায় কোন রূপে জান্তে পার্ত্তেন, আমার কোন উচ্চ বংশে জন্ম,—আমি কোন দেশের বিখ্যাত জায়গিরদার কিম্বা রাজা;—তা হোলে কি, সুশীলাকে ভালবাসায় আমার কোন দোষ হোতে পার্‌তো?—না, তা হোলে, আজ আমি এরূপ ভাবে অপমান-বিতাড়িত হোয়ে সাধারণের কুৎসার পাত্র হোয়ে থাক্‌তাম? কিম্বা সুশীলার পাণিগ্রহণ-সম্বন্ধে অন্ধ সমাজবন্ধন কোন প্রতিবন্ধকতা কোর্ত্তে সক্ষম হোতো?—কিন্তু, তবু জান্‌বেন,—সুশীলা আমারি হবে। আমার কর্ণে কে যেন এসে বেলে যায়—'বঙ্কিম!—তোমার ভয় নাই; অচিরাৎ তোমার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘোট্‌বে;—অচিরাৎ তুমি এক জন বড়লোক হবে;—অচিরাৎ তুমি সুশীলার পাণিগ্রহণ কোর্ব্বে।—আপনি আমাকে উন্মাদই বলুন—আর যাই বলুন,—আমারো ধ্রুব-বিশ্বাস তাই; শীঘ্রই আমার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হবে।"

"তবে আপনি এত ভাবেন কেন?—তবে আর আপনার চিন্তা কিসের?"—অপেক্ষাকৃত ব্যাগ্রতা-সহকারে সদানন্দ ঠাকুর এই কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ভাবি কেন?—চিন্তা কিসের?—কেন বিষণ্ণ থাকি?—তার কারণ অনেক।—কুহকিনী আশা থেকে থেকে নানামূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দেয়, নানারূপে আমাকে প্রলোভন দেখায়,—নানাপ্রকারে আমায় জ্বালাতন করে।—যখন মনের অভিমানে এরূপ হীনতা পরিত্যাগ কর্ব্বার কল্পনা

করি, তখন ভালবাসা এসে এই ভাবে আরো কিছু দিন থাকবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করে।—যখন মনে ভাবি, এ দাসত্ব ভার—এ অপমানের বোঝা আর বহন কোর্ব্ব না, কোথাও গিয়া নিজের-চেষ্টায় নিজের পরিশ্রমে আত্ম-জীবিকা অর্জ্জন কোর্ব্ব,—তখনই কৃতজ্ঞতার অঙ্কুশ আমার মনোবারণকে সে পথ অবলম্বন কোর্ত্তে নিবারণ কোরে দেয়। যখন দুরন্ত অপমানের কথা স্মরণ হয়,—তখনই আবার স্মৃতিপটে সুশীলার দেবিমূর্ত্তির উদয় হোযে সকল তত্ত্ব আমাকে ভুলাইয়া দেয়। তবে বলুন দেখি, ঠাকুর, আমার উপায় কি?"

এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সদানন্দ ঠাকুরও মনে মনে কিঞ্চিৎ আঘাতিত হইলেন। বলিলেন, "আমি কেবল আপনাকে কষ্ট দিতে এসেছিলাম। যা হোক, আর একটা কথা আপনাকে বোলে যাই——"

"বলুন।"

"রাজা এসেছেন——"

"শুনিছি——"

"কেন এসেছেন শুনেছেন?"

"না।—কেন?"

"সুশীলার পাণিগ্রহণ কোর্ত্তে—

বঙ্কিমচন্দ্রের আপাদ-মস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিল।—হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু অতি কষ্টে সে মনোবেগ সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার নিকট শুনিলেন?"

"শুনিয়াছি ভাল লোকের মুখে।—বৃদ্ধ সদাশিব ভাট গোপনে আমাকে সমস্ত বোলেছেন।—কিন্তু, আপনি এক কাজ করুন,—সুশীলাকে আপনি একখানি পত্র লিখুন।—আমি ধাত্রী-মাকে দিয়া তাঁহার নিকটে গোপনে সেখানি পাঠিয়ে দিব।—সেই পত্রের প্রত্যুত্তরে আপনি তাঁর মনের ভাব সমস্তই জান্তে পার্ব্বেন।—"

"না,—না;—আর পত্র লেখবার প্রয়োজন নাই।—সুশীলা আমার হবে না—"

বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সজল-নয়নে বঙ্কিমচন্দ্র এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিলেন।

"হতাশ হবেন না।"—সদানন্দ ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"হতাশ হবেন না। আমি যেমন আপনার বিশ্বাসী—কমলাকেও সেইরূপ জানবেন। আমি কমলার মুখেই সব শুনিছি।—সুশীলা আপনাকে ভিন্ন আর কাহারো গলায় বরমাল্য দিবে না।"

"সে কাল আর নাই—"

"আজ একবার বৈকালে বনভ্রমণে বহির্গত হবেন।—সেই সময়ে কোন কৌশলে আমি সুশীলার সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাব।—এক্ষণে বিদায় হোলাম।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সদানন্দ সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।—অনুতপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র আপন শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তাতরঙ্গে হৃদয় ভাসাইয়া দিলেন।

চল পাঠক, আমরা একবার নৃত্যশালার দরবার দেখিয়া আসি।

নৃত্যশালায় লোকারণ্য। কত লোক আসিতেছে;—কত লোক যাই-তেছে;—শত শত লোক উৎকর্ণে উপবেশন করিয়া আছে।—কাহারো মুখে শব্দটী নাই। অথচ সকলেরই হাস্য-মুখ।—সকলেরই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ।

নৃত্যশালার একাংশে নৃত্যগীত চলিয়াছে। সমযোগ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণ রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই স্থানে মনোসুখে উপবিষ্ট আছেন। কালাওয়াৎ সদাশিব ভাট পঞ্চম-কণ্ঠে বিশুদ্ধতানলয়ে মনোহর পদবিন্যাস-সম্বলিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ খেয়াল শ্রবণ করাইয়া সাধা-রণের মনোরঞ্জন করিতেছেন।—দূরে—নিকটে বহুতর লোক দণ্ডায়মান। সকলেই সঙ্গীত-শ্রবণে অনন্যমনা।

মধ্যে মধ্যে আনন্দপুরের প্রজাগণ—ধনী, নির্ধন, ছোট, বড় সকলেই একে একে রাজদর্শন করিতে আসিতেছে।—অবারিত দ্বার;—কাহারো প্রবেশ নিষেধ নাই।—যাহার যেরূপ সঙ্গতি, সে সেই রূপ নজর সঙ্গে লইয়া আসিতেছে;—যে যেরূপ লোক, সে সেই রূপ অভ্যর্থনা পাইতেছে,

সেই রূপ আসনে উপবেশন করিতেছে। ফল কথা, কাহারো কোন বিষয়ে কোন রূপে অসম্মান বা অযত্ন হইতেছে না।—সমযোগ্য লোককে, রাজা স্বয়ং উঠিয়া হস্তধারণ করিয়া যথাযোগ্য সমাদর সহকারে নিকটে উপবেশন করাইতেছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আনন্দপুরের দক্ষিণ-প্রান্তে মহাবীর ও রণবীর নামে দুই দুর্দ্দান্ত দস্যু-সহোদর স্বদলে বাস করে। তাহারা কাহাকেও কর প্রদান করে না;—নবাবের হুকুম মানে না, দিল্লীর বাদসাহকে পর্য্যন্ত ভয় করে না।—বলপূর্ব্বক পরস্ব অপহরণ করাই তাহাদের দুই ভায়ের জীবনের কার্য্য।—তাহাদের নামে আনন্দপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী নগর-পরম্পরা সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কেহ কখন তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে সাহস করে না।—কেহ কখন কোন রূপে তাহাদের ছন্দাংশে বিরুদ্ধতাচরণের চেষ্টা করিলে, তাহার আর নিস্তার থাকে না।—কিন্তু, যাহারা আবার তাহাদের শরণাপন্ন হয়,—তাহাদের জন্য তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিযাও তাহাদের উপকার সাধন করে। বিশ্বাস করিয়া কিম্বা রীতিমত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া অনেকে আবার সময়ে সময়ে তাহাদের নিকট হইতে অনেক কার্য্যও সাধন করিয়া লয়। এই ভীম দস্যু সহোদরদ্বয়ের পার্ব্বত্য-দুর্গ আনন্দপুরের এলাকার মধ্যেই অবস্থিত।

দেশের রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া এই দুর্দ্দান্ত সহোদরদ্বয় সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজবাটীতে আজ অবারিত-দ্বার;—কাহারো প্রবেশ নিষেধ নাই। দস্যু-সহোদরদ্বয় প্রাঙ্গণ-ভূমিতে আপন আপন অশ্ব রক্ষা করিয়া বরাবর নৃত্যশালার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।—নৃত্যশালার দ্বারে বরদাকান্ত রায় দাঁড়াইয়া সকলের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন।—দস্যু-সহোদরদ্বয়কে সমাগত দেখিয়া পার্শ্বস্থ পরিচায়ক পরিচায়ক তাহাদের যথাযথ পরিচয় প্রদান করিলে, উদ্ধত যুবা বরদাকান্ত সদর্পে সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "চোর ডাকাতের স্থান এ নয়।—যারা ফাঁসিকাঠে ঝুলবে, তারা এ স্থানে কি জন্য।—কে এদের বাটী প্রবেশ কোর্ত্তে দিলে?"

কনিষ্ঠ রণবীর এই কথা শ্রবণমাত্র দুই হস্তে বরদাকান্তকে ধারণ করিয়া নৃত্যশালার একদিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।—নৃত্যশালার মধ্যে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল।—রাজা ভূপেন্দ্রনরায়ণ, রাধাকান্ত রায় এবং অন্যান্য সমাগত সম্ভ্রান্ত-মণ্ডলী শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গেল।—ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাধাকান্ত রায় দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলেন, বরদাকান্ত অচৈতন্য অবস্থায় নৃত্যশালার একপার্শ্বে নিপতিত;—দ্বারে দুই দস্যু-সর্দ্দার রোষরক্ত-নয়নে সদম্ভে দণ্ডায়মান।—দেখিয়া রাধাকান্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—"এ সব কি?"

"অপমান!"—ভীষণ ভ্রূকুটী বিস্তার করিয়া দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে মহাবীর উত্তর করিল,—"অপমান।—এ অপমানের প্রতিশোধ চাই?"

শুনিবামাত্র বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের এলাকার মধ্যে—রাজবাটীর মধ্যে এতদূর অত্যাচার।—আমার পুত্রের প্রতি বল্‌-প্রয়োগ!—কে আছিস্?—শীঘ্র ডাকাত দু-বেটাকে পিছুমোড়া কোরে বাঁধ—"

"এতদূর ক্ষমতা আজো কারো হয় নাই।—কিন্তু দেখ্‌বো আমরা—"

বলিতে বলিতে দস্যুদ্বয় তিন লম্ফে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণভূমি হইতে নিজ নিজ অশ্ব গ্রহণ করত তৎপৃষ্ঠারোহণে নিমেষ মধ্যে বনাভিমুখে উর্দ্ধাও হইয়া চলিয়া গেল।—অমনি শত শত পদাতি ও অশ্বারোহী তাহাদের অনুধাবমান হইল।—দস্যুদ্বয়ের অশ্ব নক্ষত্র-বেগে বন-পথ ভেদ করিয়া ছুটিল।—অল্পক্ষণ পরে যে সমস্ত লোক তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। কেহই তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারিল না।

অষ্টম প্রসঙ্গ।

—০:০:০—

হরিষে বিষাদ।

মহাসমারোহে মহাধিভ্রাট।—পূর্ণানন্দে পূর্ণবিষাদ।—শান্তির সাগরে অশান্তির প্লাবন।—নৃত্যশালার এ হেন মহোৎসব একেবারে ভঙ্গ। নর্ত্তক-নর্ত্তকী—গায়ক-বাদক যে যে স্থানে ছিল, সে সেই স্থানেই নিশ্চেষ্ট কাষ্টপুত্তলিকাবৎ অনিমিষ-লোচনে অবস্থিত;—দর্শক ও শ্রোতা-মণ্ডলী ব্যতিব্যস্ত;—লোকজন অনুচরবর্গ ইতস্তত প্রধাবিত।—কি করিবে, কি হইবে, কোথা যাইবে, কাহাকে ডাকিবে,—কেহই তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং আসিয়া বরদাকান্তকে স্বহস্তে ব্যজন আরম্ভ করিয়াছেন।—বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় পুত্রের এক পার্শ্বে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিষ্কাষিত তরবারি ভরে অবনত নয়নে দণ্ডায়মান।—দূরে—অদূরে—পার্শ্বে—সম্মুখে বহুতর অনুচর—কেহ জল, কেহ তালবৃন্ত—কেহ চামর হস্তে করিয়া,—আর কেহ কেহ বা প্রভু-মুখনিঃসৃত নিদেশ-নির্দ্দেশ শ্রবণমাত্র তৎপালন-তৎপরতা জানাইবার জন্য, করপুটে উৎকর্ণে অবস্থিত। ফলতঃ, কেহই নিশেষ্ট নহে—কেহই নিশ্চিন্ত নহে।

সাধারণ দর্শকমণ্ডলী দেখিয়া শুনিয়া দূর হইতেই অপসৃত হইতেছে। যাইতে যাইতে কত লোক কত কথা বলিতেছে। কেহ বলিতেছে—"এমন ডাকাতি কোথাও দেখি নাই।"

কেহ বলিতেছে—"আমরা সব না থাকিলে, বাটী-শুদ্ধ লুটিয়া লইত। আমাদের দেখিয়াই ত অমনি অমনি সরিয়া পড়িল।"

ইনিই কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সরিয়া আসিয়া পথের ধারে একটা ঝোপের ভিতর এতক্ষণ লুকাইয়া ছিলেন।

দুইজন বৃদ্ধ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ডাকাত নয়,—ডাকাত নয়। তোমরা বালক—কিছু বোঝ না।—ও তাই।"

উপস্থিত-বুদ্ধির একটা লোক অমনি বৃদ্ধদ্বয়ের কথার ধূয়া ধরিয়া বৃষ-চীৎকারে বলিয়া উঠিল,—"ঠিক!—ঠিক!—ঠিক কথা।—ও তাই! তাই না হইয়া যায় না;—কাল আবার ভূতচতুর্দ্দশী।"

আর একজন বলিল,—"চিরকালের ভূতের বাড়ী।—ইহা ত আর নূতন নয়।"

এই রূপে কত লোকে কত কি বলাবলি করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে রাজবাটীর সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।—ক্রমে জনতারও হ্রাস হইয়া আসিল।

বরদাকান্তের এখনও পর্য্যন্ত চৈতন্য-সঞ্চার হয় নাই।—সন্ধ্যা হইতে অল্প দণ্ডেক-কাল অবশিষ্ট আছে।—অনন্তর বরদাকান্তকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য রাজাদেশ হইল।—তৎক্ষণাৎ চারিজন ভৃত্যে রায়কুমারকে সযত্নে একখানি স্বল্পায়তন শয্যার উপর শয়ন করাইয়া ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর লইয়া চলিল। রাধাকান্ত রায়, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ, দেওয়ান দোলগোবিন্দ, সদাশিব ভাট এবং অন্যান্য কয়েক জন আত্মীয় পারিষদ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাজ-বৈদ্যকে আনাইবার জন্য আদেশ হইল।—স্বয়ং দোলগোবিন্দ সেই নিয়োগ-পালনের ভার গ্রহণ করিল।—এমন সময়ে বাটীর মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল,—সুশীলাকে ডাকাতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে!

সুশীলা সঙ্গীত শুনিতে,—মজলিস দেখিতে যায় নাই।—সেই দিবস পূর্ব্বাহ্নে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের আগমন সম্বাদ-শ্রবণে সরলা বালিকা সহসা সেই যে, ধাত্রীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—মধ্যাহ্নের পর তাঁহার সেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে।—কমলা ও অন্য একজন বিশ্বস্তা পরিচারিকা নিকটে থাকিয়া অনবরত কেবল তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে। পিতা, ভ্রাতা কিম্বা বাটীর অপর কেহ তাঁহার এ আকস্মিক মূর্চ্ছার কথা কিছুই জানিতে পারে নাই।—তবে, রাধাকান্ত রায় কমলার মুখে এইমাত্র শুনিয়াছিলেন যে, সুশীলার শরীরটা কিঞ্চিৎ অসুস্থ করিয়াছে

নৃত্যশালায় সঙ্গীত শুনিতে আসিতে পারিবেন না। এ সংবাদে কন্যা-বৎসল রাধাকান্ত রায় সে দিনের জন্য আমোদ-প্রমোদ নৃত্যগীত সমস্তই বন্ধ রাখিতেন; কিন্তু পারিলেন না, কেবল রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এবং অভ্যাগত সম্ভ্রান্তমণ্ডলীর অবমাননা হইবার ভয়ে।—সুতরাং, সুশীলাকে নৃত্যশালায় আসিবার জন্য পিতা আর আদেশ করিলেন না; ভ্রাতাও পিতার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া সে বিষয়ে আগ্রহ দেখাইলেন না; রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণও অধিক আকিঞ্চন প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সুশীলাও এক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

যাহার হৃদয়তন্ত্রী বিষাদ-সঙ্গীতে নিরন্তর নিনাদিত;—যাহার চিত্ত সেই রসে গাঢ় নিমগ্ন;—তাহার সে হৃদয়ে সুখসঙ্গীতের সুরধারণার অবসর কিরূপে পাইবে?

অপরাহ্ণে নৃত্যশালায় নৃত্যগীত চলিয়াছে। সুশীলা কমলার সহিত অবাস্ত-পুষ্পবাটিকায় বায়ু-সেবন করিতেছেন।—বায়ু-সেবন করিতে করিতে সুশীলা কহিলেন,—"কমলা! চল না, সেই সমাধিমন্দির দেখে আসি।—আমি সেই স্থানটী বড় ভাল বাসি।—চল না, এখন্ ত আর পিতা আমাকে ডাকিবেন না।—আর সকলেই এখন আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত—কেহ জানিতেও পার্ব্বে না। চলনা—"

আজ একমাসের উপর সুশীলা আর নিজ কক্ষের বাহির হইতে পান নাই।—এক মাসের উপর সুশীলা উপবন ভ্রমণে আইসেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সেই শেষ প্রাতঃভ্রমণের দিন হইতে পিতার আদেশে—সহোদরের তাড়নায় এতাবৎকাল মনের দুঃখে তিনি অবরোধবাসে একপ্রকার অন্ধকার ন্যায়ই কালযাপন করিয়া আসিতেছিলেন। অদ্য দৈবযোগে এ সুবিধা পাইয়াছেন।—একবার ক্ষণকালের জন্য স্বাধীনতালাভ করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর স্বাধীন-বায়ু-সেবনের ইচ্ছা হইয়াছে। সেই জন্যই তাদৃশ মনক্লেশ—মর্ম্মপীড়া—দেহক্ষয় ভোগ করিয়াও একবারের জন্য মনোমত স্থান ভ্রমণে মনে আকিঞ্চন জন্মিয়াছে।—সেই জন্যই কমলার নিকট তাদৃশী ব্যগ্রতাসহকারে তাঁহার তাদৃশ অনুনয়াবাদ।

স্নেহময়ী কমলা সুশীলার ইচ্ছার অনভিমতে প্রাণ ধরিয়া কখন কোন কাজ করিতে পারিত না। সুশীলা যাহা ভাল বাসিতেন, প্রকাশ্যে হউক, গোপনে হউক, ছলে হউক, কৌশলে হউক, কমলা কৃতসাধ্যে সযত্নে তাহা সম্পাদন করিত। প্রভুর আদেশ নাই, কিন্তু সুশীলার ইচ্ছা হইয়াছে বনভ্রমণে যাইবেন, কমলা দ্বিরুক্তি না করিয়া সুশীলাকে সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া খিড়কীর দ্বারের চাবী আনিতে দ্বাররক্ষের নিকট চলিয়া গেল। কমলা অতি বুদ্ধিমতী। দ্বাররক্ষককে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া স্বল্পক্ষণের মধ্যে খিড়কীর দ্বারের চাবি লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সুশীলার সহিত মৃত রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের সমাধিমন্দিরের উদ্দেশে বনপথে বহির্গত হইল।

কিন্তু, পাঠকগণ! সুশীলার ইচ্ছা না হইলেও ধাত্রী কমলা কোন কৌশলে আজ সুশীলাকে লইয়া সেই বনপথে সন্ধ্যাভ্রমণ করাইত। কেননা, ব্রাহ্মণ সদানন্দের সহিত পরামর্শ হইয়াছিল, যেরূপে হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সুশীলার আজ একবার সাক্ষাৎ করাইবে। সাক্ষাৎ অবশ্য এই বনপথেই ঘটিবে।—পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণঠাকুর আমাদের নবীন যুবাকে সেইরূপেই আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে।—সেই কারণে কমলা পূর্ব্ব হইতেই খিড়কীর দ্বারের চাবি সংগ্রহের উপায় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু, সুশীলার নিকটে কোন কথা প্রকাশ করে নাই।—তাহার উপর সুশীলা স্বতঃই বনভ্রমণে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করায়, কমলাকে আর মনের কথা ভাঙ্গিতে হইল না।—অমনি অমনি রায়কুমারীকে সঙ্গে লইয়া বনভ্রমণে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

কমলা সুশীলাকে লইয়া যখন সমাধিস্তম্ভ দর্শন করাইতেছে, ঠিক সেই সময়ে রাজবাটীর ভৃত্যশালায় পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। যে সময়ে সমাধিস্তম্ভ দর্শন করিয়া উভয়ে বনভূভাগ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপক্রম করিতেছে, সেই সময়ে অনুধাবমান দস্যু-সহোদরদ্বয় অশ্বারোহণে ঠিক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যসম্পান্না যৌবনোন্মুখী সুশীলাকে দেখিয়া দস্যুপতি মহাবীর সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাহাবা কি বাহবা—পাকা মালরে!"

কনিষ্ঠ রণবীর তৎক্ষণাৎ একলম্ফে আপন অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া এক হস্তে সুশীলার কোমল বাহুবল্লী ধারণ করত স্বীয় স্বাভাবিক কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসিল—"কে গা তুমি?—কার মেয়ে?"

যমদূতাকৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যুদ্বয়কে দর্শন করিয়াই বালিকা সুশীলা অর্দ্ধ-মৃতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বজ্রমুষ্টির পেষণে আর সেই বিকটস্বর শ্রবণে একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া রণবীরের সেই বিশাল বাহুর উপরে ঢলিয়া পড়িলেন।

ধাত্রী কমলা যদিও ভয়ে বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সুশী-লার ন্যায় একেবারে জ্ঞান-চৈতন্য হারায় নাই। সে মনে করিল, পরিচয় পাইলে পাপিষ্ঠদ্বয় হয় ত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া কমলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া ফেলিল,—"রাধাকান্ত রায়ের কন্যা;—সম্প্রতি, ইনিই এদেশের রাণী হবেন।"

রাধাকান্ত রায়ের কন্যা—এই কথা শুনিবামাত্র ভীলসর্দ্দার মহা-বীর প্রতিহিংসার তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপে ভীম গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল— "ঠিক হয়েছে! রাধাকান্ত রায়ের কন্যা!—লয়ে চল ছুঁড়িটাকে।—এই-বার ঠিক হবে।—অপমানের প্রতিশোধ তুলবো।—ছুঁড়িটাকে বিয়ে কোর্ব্ব।—জানে না আমাদের?"

জ্যেষ্ঠ সহোদরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই কনিষ্ঠ দস্যু সহসা সুশী-লাকে আপন অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া সজোরে অশ্বগাত্রে কষাঘাত করিল। রণবীরের অশ্ব বায়ুবেগে ছুটিল।—সুশীলা তাহার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত অব-স্থায় পড়িয়া রহিলেন। জ্যেষ্ঠ অবিলম্বে কনিষ্ঠের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কমলা ক্ষণমুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরিশেষে ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজবাটীর অন্তঃপুরদ্বারের দিকে ছুটিল। কিয়দ্দূর আসিয়াই কয়েকজন পুররক্ষক অস্ত্রধারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। এই অস্ত্রধারী কয়েকজন অন্তঃপুররক্ষক।—ইহারা ইতিপূর্ব্বে অন্যপথে দস্যুদ্বয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরিশেষে অপর সাধারণের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া এই পথ দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। পথে কমলার মুখে পুনর্ব্বার ঈদৃশী দুর্ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া একজনকে মাত্র সৈন্যসংগ্রহে-

আদেশ দিয়া অবশিষ্ট সকলে সেই মুহূর্ত্তে সুশীলার উদ্ধারসাধনে ধাবমান হইল।—কমলা যত শীঘ্র পারিল, বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া রাধাকান্তরায়ের নিকট সমস্ত সংবাদ প্রদান করিল। যে লোক সৈন্য-সংগ্রহে ফিরিয়াছিল, সে ব্যক্তিও অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে প্রায় শতাধিক অশ্বারোহী লইয়া দস্যুদলের বিপক্ষে যাত্রা করিল।

রাধাকান্ত রায় ও রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কেবলমাত্র বরদাকান্তকে লইয়া অন্তঃপুর-মধ্যে আসিয়াছেন;—দোলগোবিন্দ বৈদ্য ডাকিতে গিয়াছে; অন্যান্য পুরজনেরা বরদাকান্তের শুশ্রূষার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; ইতোমধ্যে কমলা আসিয়া সংবাদ দিল যে, দস্যু-সহোদরদ্বয় সুশীলাকে অপহরণ করিয়া লইয়া পালাইতেছে। শ্রবণমাত্র রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাধাকান্ত রায়কে পুত্রের নিকটে থাকিতে অনুরোধ করিয়া কয়েকজন মাত্র উপস্থিত অশ্বরোহীর সহিত দস্যুদিগের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। ভূপেন্দ্রনারায়ণ একজন অসীম-সাহসী যোদ্ধৃ-পুরুষ ছিলেন।

দস্যুদ্বয় কিয়দ্দূর আসিয়া তাহাদের দুই জন অনুচরকে দেখিতে পাইল। রণবীর তাহার ক্রোড়স্থিতা জ্ঞানশূন্যা সুশীলাকে তাহাদের অন্যতরের ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া কহিল,—"দেখ, আবির, ছুঁড়ীটাকে ভাল কোঁরে যত্ন কোরে খাসকামরায় শুইয়ে রাখগে। দাদা একে বিয়ে কোর্ব্বে।—আমাদের নিশ্চয় এখন একটা লড়াই বাঁধবে।—খুব একটা কাটাকাটি হবে। তুমি আমাদের দলের লোককে শীঘ্র শীঘ্র সংবাদ দাও। আড্ডার ভিতর সকলকে হুঁসিয়ার থাক্‌তে বলগে।"

আবিরলালকে এই কথা বলিয়া রণবীর জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করত কহিল,—"দেখ দাদা, আমরা এস এইখানে দাঁড়াই!—এর এদিগে আর কারুকে এগোতে দেওয়া হবে না! যে এগোবে অমনি কাঁচা মাথা। বুঝলেত।—ভজনলাল! শীঘ্র হেতেল, লেঠেল, সড়কীওয়ালা জোগাড় কোরে আনুক্‌।—তুমি একটা হাঁক দাও।"

আবিরলাল মূর্চ্ছিত সুশীলাকে লইয়া তাহাদের আড্ডার অভিমুখে চলিল। ভজনলাল তাহার পশ্চাদ্গামী হইল। দস্যুপতি মহবীর একটা বিকট চীৎকার করিয়া তাহাদের সে দিনের সঙ্কেত-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অম্‌নি পালে পালে দস্যুসেনা ক্রমে ক্রমে তাহাদের সঙ্গে আসিয়ে মিলিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় দুইশত দস্যুসেনা একত্রে আসিয়া জুটিল।

ইতিপূর্ব্বে প্রথমে ও পরে আনন্দদুর্গের যে সমস্ত সৈন্য সুশীলার উদ্ধার-কল্পে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া দস্যুসেনার সম্মুখীন হইল। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণও তাহাদের সহিত একত্রিত হইলেন। কিন্তু সুশীলাকে দস্যুদলের নিকটে দেখিতে না পাইয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রোষ-কষায়িত-লোচনে গভীর-গর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন,—"মহাবীর সর্দ্দার, শীঘ্র বল, মহামান্য রাধাকান্ত রায়ের কুমারীকে কোথায় রেখেছ। সহজে তাঁহাকে আমাদের সমর্পণ কর, আমি তোমাকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি প্রদান কোর্ব্বো।—নতুবা—"

বিদ্রুপের-স্বরে ভীমনাদে দস্যুদলপতি বলিয়া উঠিল,—"নতুবা ?"

"নতুবা আনন্দপুর আজ দস্যুরক্তে প্লাবিত হবে!—আনন্দপুর হোতে আজ ভীল-দস্যুদলের নাম লোপ হবে!"

"ক্ষমতা থাকে কর।—ক্ষতি নাই।"

পরমুহূর্ত্তে উভয় পক্ষের বাহুবল পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে দস্যুদলের দশবারজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণর অনেক সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতে জল-স্রোতের ন্যায় অনর্গল লাঠি, বর্শা, সড়কী চলিতে লাগিল। অতি নিকটবর্ত্তী যাহারা তাহাদের পরস্পরের অসিযুদ্ধ চলিয়াছে। প্রায় সার্দ্ধ দণ্ড এইরূপে অতীত, এমন সময়ে অনতিদূরবর্ত্তী বন-ভূভাগ হইতে গম্ভীর নিনাদ উত্থিত হইল;—

"সুশীলা মুক্তিলাভ কোরেছে।"

সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, সেই পাগলিনী।—পাগলিনীকে দেখিয়া আনন্দরাজ বিস্ময়ে কৌতুহলে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হোয়েছে ?"

"সুশীলা মুক্তিলাভ কোরেছে। বলি, যে জীবন একটা দিবার ক্ষমতা নাই, সে জীবন এত নষ্ট করা কেন ? যে রক্ত একবিন্দু জোটাবার ক্ষমতা

নাই, সে রক্তের এত ছড়াছড়ি কেন? যা, যা;—যে যার ঘরে ফিরে যা!—যে যার বর, সে তার কনে পেয়েছে। অর্জ্জুন সুভদ্রা-হরণ কোরেছে;—দুর্য্যোধনের হাতে সুত বাঁধাই সার! ধিক্—ধিক্—ভূপেন্দ্র-দেবকে! উনি এসেছেন, আবার সুশীলাকে বে কোর্ত্তে!"

এই বলিয়াই উন্মাদিনী বিদ্রুপের বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে সহসা বনান্তরালে অন্তর্ধান হইয়া গেল। তাহার সেই বিদ্রুপাত্মক তীব্র-স্বরে ভূপেন্দ্রনারায়ণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি যেন মনে মনে আপন অশিবই কল্পনা করিয়া লইলেন। সর্দ্দার মহাবীর সক্রোধে বলিয়া উঠিল,—"কি! শিকার পলাতক? শীঘ্র ফের!"—এই বলিয়াই দস্যু-পতি নিজ আড্ডার দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। রণধীরও তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিল। অবশিষ্ট দস্যুসৈন্য রঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নির্দেশের অনুবর্ত্তী হইল। সুশীলা মুক্তিলাভ করিয়া-ছেন শুনিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণও সেস্থানে আর অপেক্ষা অবিধেয় বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ স্বদল-বলে রাজবাটীর অভিমুখী হইলেন। অনন্তর রাজবাটীতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, সুশীলা তাঁহার পিতার নিকটে ভয়ে মৃত-কল্পার ন্যায় বসিয়া আছেন। বরদাকান্তের চৈতন্য হইয়াছে। পিতা-পুত্রীতে কথোপকথন চলিয়াছে। শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রই সুশীলার উদ্ধার-কর্ত্তা। কিন্তু কিরূপে কি হইল, তাহার কিছুই কেহ জানিতে পারিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলাকে এই সমূহ বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন শুনিয়া, বরদাকান্ত এদিকে মনে মনে অভিমানে দগ্ধ হইতে ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলাকে পিতার নিকটে সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার আপন কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সীমা অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছে।

নবম প্রসঙ্গ।

সুশীলার উদ্ধার।

পাঠক! চল একবার দেখি গিয়া, দস্যু-করতলগতা সুশীলাব কিরূপে মুক্তিলাভ করিলেন।

দস্যু অনুচর আবিরলাল রণবীবের নিকট হইতে মূর্চ্ছিতা সুশীলাকে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া তাহাদেব আড্ডার অভিমুখে চলিল। ভজনলাল অপর একটা অশ্বে তাহার অনুগামী হইল। কিয়ৎক্ষণেব মধ্যে, তাহারা অবণ্য-পার হইয়া একটা সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। এই প্রান্তর ভূমি হইতে তাহাদের আড্ডা প্রায় আর অর্দ্ধ মাইল অন্তরে অবস্থিত। তাহারা সুশীলাকে লইয়া যখন বন পার হইয়াছে, তখন সুশীলার অল্পে অল্পে চেতনালাভ হইতেছিল। জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, সরলা বালিকা ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন কবিয়া দেখিলেন, তিনি এক নিবিড় প্রান্তরের মধ্যে একজন যমদূতাকৃতি, দীর্ঘকায়, ভীষণমূর্ত্তি দস্যু-সহচরের ক্রোড়ে শায়িতা। পার্শ্বে আর একজন ভীষণ-দৃশ্য দস্যু অশ্বারোহণে। দেখিয়াই সুশীলার আত্মাপুরুব একেবারে উড়িয়া গেল। প্রথমে তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কোনরূপে সাধ্য-সাধনা কবিয়া তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু, আবিলালের সেই বীভৎস মুখাকৃতি দেখিয়াই সে আশাকে আর মনোমধ্যে স্থান দিতে পারিলেন না। দেখিলেন, সে মুখশ্রীতে দয়ামমতার লেশমাত্র নাই। তাহার শিরায় শিরায়—দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে কেবল নিষ্ঠুরতা আর নৃশংসতার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। সুশীলা সেই মুখ দেখিয়া সভয়ে পুনর্ব্বার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ড শুকাইয়া আসিল।

সেই সময়ে সুশীলার মনে যে কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল;

তাহা স্বরূপে বর্ণনা করা বর্ণবিন্যাসের সাধ্যাতীত। কি বিপদে তিনি তখন পড়িয়াছেন,—ক্ষণ-মুহূর্ত্তে পরে তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাঁহার পিতা ও সহোদর কি করিতেছেন;—তাঁহারা এ সংবাদ পাইয়াছেন কি না;—যদি তাঁহারা তাঁহারে উদ্ধার করিতে আসিয়া দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের হস্তে পড়িয়া থাকেন,—যদি তাঁহার জন্য তাঁহাদের কোন বিপদ হয়, তাহা হইলে কি হইবে;—এই সমস্ত ভয়ঙ্কর চিন্তায় সুশীলার সরল কোমল হৃদয়খানিকে তখন আকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাতে তখন আর যেন তিনি নাই।

এই সংশয়-সঙ্কটে রায় কুমারী কি তখন আর কাহারো জন্য ভাবিতে পারিয়াছিলেন? আর কাহারো কি প্রতিমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে-ফলকে আসিয়া প্রতিফলিত হইয়াছিল? হাঁ।—হইয়াছিল। যাঁহার মোহন-বেশ মনে পড়িলে তাহার সকল ক্লেশ দূরীভূত হইত, সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি সেই সময়ে একবার ভাবিয়াছিলেন। প্রাণসর্ব্বস্ব বঙ্কিমকে সেই সময়ে একবার তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, এ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোথায়? তিনি কি তাঁহার এই বিপদের কথা শুনিয়াছেন? তিনি কি তাঁহার প্রাণাধিকা সুশীলার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্র কি এ সময়ে আসিয়া একবার তাঁহাকে দেখা দিবেন? না, তিনি সেই হীনভাবে জীবন্মৃতপ্রায় আপন কক্ষেই বাস করিতেছেন;—এ সংবাদের বিন্দু বিসর্গও তিনি জানিতে পারেন নাই! অথবা, কেই বা তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করিবে? রায়-পরিবারের সহিত উপস্থিত তাঁহার আর সম্বন্ধ কি?

দশ মিনিটকাল সুশীলা এইরূপ প্রকার দারুণ চিন্তাভারে আক্রান্তা;—দশ মিনিটকাল হইল দস্যুদ্বয় বন পার হইয়া প্রান্তরভূমে আসিয়া পড়িয়াছে;—দশ মিনিটকাল দস্যুকবলে সুশীলার চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে;—দশ মিনিটকাল দস্যুদ্বয় অনন্যমনে সুশীলাকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। ইত্যবসরে বনান্তরাল হইতে একটা শাণিত শায়ক আসিয়া ভজনের অশ্বকে ভূমে শায়িত করিল। ভজনলালও সঙ্গে সঙ্গে হতচেতন হইয়া প্রান্তরোপরি পতিত হইল। আবিরলাল সভয়ে

সচকিতে পশ্চাদ্দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। দেখিল অদূরস্থিত বনপ্রদেশ ভেদ করিয়া এক দীর্ঘাকার সশস্ত্র যুবা সক্রোধনয়নে, সদর্পে, অসীম-সাহসে দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিতেছে। দেখিয়াই বুঝিল, সেই যুবার করনিক্ষিপ্ত শাণিত বল্লমে তাহার সহচর অশ্বসহ ভূতল-শায়ী হইয়াছে।—সুশীলা দেখিয়াই সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বঙ্কিমচন্দ্র।"

আবিরলাল বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়াই বামহস্তে সুশীলাকে দৃঢ়রূপে ধারণ-পূর্ব্বক অপর হস্তে কোষস্থ অসি নিষ্কাসিত করিল। বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহার দক্ষিণ হস্ত লক্ষ্য করিয়া আর এক বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন। বর্ষা দস্যু অনুচরের দক্ষিণ হস্ত ভিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। আবিরের হস্তের তরবারি ভূমে নিপতিত হইল। সুশীলাও সেই সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিতা হইতেন,—যদি না, বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষিপ্রপদে তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বাম বাহুদ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিমেষমধ্যে বাম-বাহু-দ্বারা সুশীলাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে আবিরলালের দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে সবলে অশ্ব হইতে ভূমে নিপাতিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বামহস্তে বল্লম ধারণ করত তাহার বক্ষোপরি দক্ষিণ জানু পাতিয়া ভীমনাদে বলিয়া উঠিলেন, "যদি,—বিপক্ষতাচরণ কর, তবে নিস্তার নাই। এই দণ্ডেই শতখণ্ড করিয়া ফেলিব।

আবিরলাল অনন্যোপায়। ভাবিল,—"বিখোরে অকারণে কেন প্রাণ খোয়াইব? প্রাণ থাকিলে অমন রমণীরত্ন অনেক লাভ করিতে পারিব।"—এই ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল,—"আমায় প্রাণদান দিন, আপনি যা বোলবেন, তাই শুনবো।"

"ভাল ক্ষমা করিলাম,—জীবনদান করিলাম, কিন্তু তোর অশ্বটী আমি লইব।"

"লউন।—কিন্তু, এটী আমার বড় জানের।"

"ভাল, আবার আমি তোকে তোর ঘোঁড়া ফিরাইয়া দিব।"

"আপনার যা ইচ্ছা।"

বঙ্কিমচন্দ্র তথায় আর অপেক্ষা করিলেন না। কি জানেন, যদি দস্যুরা

সদলে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পড়ে। সুতরাং, দস্যুদ্বয়কে সেই অবস্থায় সেই স্থানে রাখিয়া সুশীলাকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া নিজে একলম্ফে তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক রাজবাটীর অভিমুখে অশ্ব হাঁকাইয়া দিলেন। দস্যুদ্বয় সেই ভাবেই সেই খানে পড়িয়া রহিল।

সুশীলাকে এইরূপে বিনা-শোণিতপাতে দস্যু-হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বিজয়ী বঙ্কিমচন্দ্র কিয়দ্দূরমাত্র আসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতা সেই পাগলিনী সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলা মুক্তিলাভ করিয়াছেন দেখিয়া উন্মাদিনী সানন্দে চীৎকারে বলিয়া উঠিল,—"হাঃ! হাঃ! হাঃ! বেশ হোয়েছে! রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার কোরেছেন!—হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

পাগলিনীর প্রাণের কথাগুলি কোমল-প্রাণা সুশীলার প্রাণের সহিত যেন মিলিল।—তাঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয়খানি একেবারে যেন গলিয়া গেল। তিনি প্রিয়বাক্যে প্রীতিসহকারে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আহা! সেই পাগলী।"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন;—"উনিই এক রকমে তোমায় রক্ষা কোরেছেন। আমি বেকালে সদানন্দ ঠাকুরের কথামত বনভ্রমণে বহির্গত হই। ক্রমে এই দিকের এই বনের পথে বেড়াতেছি;—তোমার আস্‌বার কথা ছিল, তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কোচ্ছি;—এমন সময়ে উনি আসিয়া আমাকে বলিলেন, ডাকাতেরা তোমাকে চুরি কোরে লয়ে যাচ্ছে। তাই শুনেই ত আমি দৌড়িয়া এলাম।—উনি এসে এ কথা না বোল্লে—কিম্বা না জান্‌তে পাল্লে,—তোমাকে আর আমি পাইতাম না!"

বলিতে বলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুই গণ্ড বাহিয়া জলধারা গড়াইল। বলিতে পারিলেন না। শুনিয়া সুশীলাও কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সজলনয়নে পাগলিনীর দিকে চাহিয়া গদগদবচনে বলিলেন,—"মা, তুই আজ থেকে আমার মা হলি!—আমার যে মা নেই, মা!"—সুশীলার অশ্রুধারা আরো বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"উনি আমারো মা!—আমার যে কেউ নাই সুশীলা!"—বলিতে বলিতে একটী মর্ম্মভেদী গাঢ়শ্বাস বঙ্কিম চন্দ্রের নাসাপথে বহিয়া গেল।

"আমি তোদের মা!"—হাঃ! হাঃ! হাঃ! আমি তোদের মা!" -এই বলিয়া পাগলিনী আবার অট্টহাস্য উঠিল।

"তুই কি চাস, মা?" সস্নেহ-সম্বোধনে সুশীলা আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কি চাস মা।"

"আমি কিছুই চাই না, মা।—অমনি আশীর্ব্বাদ করি তোরা বাঁচিয়া থাক।" এখন যাই ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই বেঁধেছে। রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ লড়ায়ে এসেছেন;—লড়াই দেখিগে—মজা দেখিগে।"

দস্যুদলের সহিত বিবাদ বাঁধিয়াছে শুনিয়া সুশীলার মনে আবার একটা ভয় হইল। ভাবিলেন, তাহার জন্য তাহার পিতার কিম্বা ভ্রাতার তবে ত কোন বিপদ ঘটিতে পারে।—তখন তিনি সকাতরে বলিয়া উঠিলেন—"মা! তুমি আমাদের এই উপকারটী কর।—লড়াইটী থামিয়ে দিয়ে এস। বলে এস মা, আমি মুক্তিলাভ কোরেছি।—যাও মা!"

"যাই" বলিয়াই পাগলিনী বনমধ্য দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

পাগলিনী সুশীলার বাক্য কতদূর প্রতিপালন করিয়াছিল, পাঠক-গণ পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদেই তাহা অবগত হইয়াছ।

বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলাকে লইয়া রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। পথে আসিতে আসিতে সংক্ষেপে পরস্পরের মনের সকল কথা হইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের নিকটে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জানিলেন যে, সুশীলা এ জগতে তাঁহার ভিন্ন আর কাহারো হইবেন না,—বঙ্কিমচন্দ্রও এজীবনে সুশীলা ব্যতীত অন্য রমণীকে হৃদয়ে স্থানদান করিবেন না।—এতদিনে উভয়ের অনেকটা গোল মিটিল।—এক বিষয়ে উভয়ে মনে প্রাণে সুখী হইলেন!

দশম প্রসঙ্গ।

দৈবতেজ।—দিব্যদর্শন।

সুশীলাকে পিতা ও সহোদরের করে সমর্পণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। এহেন গুরুতর কার্য্যের সম্পাদক;—কৃতান্ত-সম দুর্দ্দান্ত দস্যুর দারুণ কবল হইতে রাধাকান্তরায়ের প্রাণ-পুত্তলী—বরদা-কান্তের আদরের ভগ্নি,—কুমারী সুশীলার উদ্ধারকর্ত্তা বঙ্কিমচন্দ্র কাহারো নিকট হইতে একটী ধন্যবাদ বা অভিনন্দন পাইলেন না। যে রাধাকান্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আশৈশব আপনার পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন;—প্রাণ-পুত্র বরদার অপেক্ষ যাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত তিনি সমধিক আন্তরিক স্নেহ বিতরণ করিয়াছেন;—যাঁহাকে সম্মুখে না দেখিলে রাধাকান্ত রায়ের কখন কোন কার্য্যে মনোনিবেশ হইত না;—আজ সেই রাধাকান্ত রায় সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে কোন কথা বলিলেন না। এ হেন মহৎকার্য্যের জন্য যথারীতি আলিঙ্গন করিয়া একবার তাঁহার মস্তক ঘ্রাণ লইলেন না। একবার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সসঙ্কোচে সসম্মানে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সুশীলাকে নামাইয়া প্রাঙ্গণ-স্থিত বৃদ্ধ রাধাকান্তের বাহুর উপর সমর্পণ করিলেন। একবার রাধা-কান্ত রায়ের মুখের দিকেও চাহিলেন। দেখিলেন সেই গম্ভীর মূর্ত্তি যেন মায়া-মমতা-উদারতা-শূন্য;—মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রসন্নতা-শূন্য;—সে হৃদয়ে আর যেন শান্তি নাই। রাধাকান্ত রায়ও বঙ্কিম-চন্দ্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিবামাত্র তাঁহার দুই বিশাল নয়ন হইতে দুই বিন্দু বারিধারা গড়াইল; বৃদ্ধ অমনি নয়নদ্বয় আনত করিয়া বাহু-বিলম্বিতা কন্যাকে বক্ষে ধরিয়া আনত আননে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। চাহিতে পারিলেন না।—বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন। বুঝিয়া কাঁদিলেন। কিন্তু নির্জ্জল-চক্ষে।—কাঁদিলেন মনে মনে। কাঁদিলেন নিজের অদৃষ্ট স্মরিয়া!

রাধাকান্ত রায় সুশীলাকে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রও মর্ম্মাহত-হৃদয়ে নিজ কক্ষাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ দ্বিতলের গবাক্ষের দিকে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, বাতায়ন-পথে বরদাকান্ত গবাক্ষশলাকা অবলম্বনে দণ্ডায়মান। কক্ষ মধ্যে আলোক জ্বলিতেছিল; প্রাঙ্গণ ভূমিতেও আলোক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, যেমন তাঁহাদের চারি চক্ষু একত্রিত হইল, অমনি বরদাকান্ত যেন বিজাতীয় ক্রোধে, অভিমানে ও ঘৃণায় তৎক্ষণাৎ সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন তাঁহার প্রতি রায়কুমারের বিজাতীয় বিদ্বেষ। তিনি আর তথায় দাঁড়াইলেন না।—তৎক্ষণাৎ আপন কক্ষে চলিয়া আসিলেন। আপন কক্ষে আসিয়া প্রথমে ভ্রমণ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করত হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর যথারীতি সন্ধ্যাবন্দনাদি ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া সদানন্দ ঠাকুর তাঁহার জন্য রাত্রির্ভোজন রাখিয়া গিয়াছেন কি না, একবার দেখিলেন। যদিও অপরাহ্নে তিনি ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাত্রে আহার করিবেন না বলিয়াছিলেন, তথাপি এই সমূহ শারীরিক পরিশ্রমে তাঁহার রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল সেই জন্যই ভোজন-দ্রব্য রক্ষিত আছে কি না, একবার দেখিলেন। দেখিলেন নাই। বুঝিলেন, উপস্থিত বিপদের গোলোযোগে সদানন্দ ঠাকুর তাঁহার জন্য আজ কোন আহারীয় রাখিয়া যাইতে পারে নাই। নতুবা, তাঁহার নিষেধ থাকিলেও সদানন্দ ঠাকুর কোন দিন তাঁহার জন্য আহারীয় রাখিয়া যাইতে ভুলিত না।—কোন দিন তাঁহার নিষেধও শুনিত না। সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ-ঠাকুর রাত্রে আসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিত।—ব্রাহ্মণটী বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ-ভক্তি-মান্য করিত।—তবে আজ যে পারে নাই, সে কেবল দৈববিপাকে।

আহারের কিছু নাই দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে আপন শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন।—উপবেশন করিয়াও ভাবিতে লাগিলেন।—সে রাত্রে আহার হইল না বলিয়া ভাবিত হইলেন না,—সে বিষয় মনেই আনিলেন না। অপর-বিষয়িণী চিন্তা

আসিয়া তাহার উদার দীপ্ত হৃদয় অধিকার করিল।—স্ব-ভাবে কিম্বা অভাবে তাঁহার স্বভাবের কখন কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারিত না।—এইটী তাঁহার স্বভাবের একটা মহদুচ্চতা—অসামান্য গুণ ছিল। ঐহিক দুঃখজনিত দৈহিক কষ্ট উপেক্ষা করিতেই যেন তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শয্যাতলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন।—প্রথম ভাবনা, তিনি কে?—তাঁহার জন্মস্থান কোথায়?—তিনি কোন্ জাতি। তাঁহার পিতামাতা কে? তাঁহারা জীবিত কি মৃত? রাধাকান্ত রায় তাঁহার কে?

ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্য-মনে শূন্য-হৃদয়ে ভাবিলেন। কিন্তু সে ভাবনায় কোন ফল ফলিল না,—মূল পাইলেন না;—ছাড়িলেন।—ধরিলেন—সুশীলা কি তাঁহার হইবে?—ধরিতে ধরিতে তাঁহার মন বলিল,—"হইবে।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকালের জন্য অমনি জ্ঞানশূন্য হইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিলেন।—ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইলেন;—ক্ষণকালের জন্য যেন সপ্তস্বর্গ হাতে পাইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার চৈতন্য পাইয়া আকাশ-কুসুমের আশার ন্যায় সে ভাবনাও পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তান্তরে অনুসরণ করিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার এরূপ হইল কেন? রাধাকান্ত রায় তাঁহার প্রতি এমন হইলেন কেন?—তাঁহার প্রতি বরদাকান্তের এত বিদ্বেষ জন্মিল কেন? কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া ভালরূপে কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।—প্রতিপালকের দোষ-গুণ সমালোচনা করিয়া এ তর্ক-সিদ্ধান্তের মীমাংসা করা বঙ্কিমচন্দ্রের অকপট-কৃতজ্ঞচিত্তের সুকার্য্য বলিয়া বোধ হইল না।—হয়ও না। বঙ্কিমচন্দ্র এ ভাবনাও পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভাবিলেন, দস্যুদল সুশীলাকে হরণ করিল; কেন? বরদাকান্তের সহিত তাহাদের বিরোধ হইল কেন? মৃত্যুশীত-আমোদপ্রমোদে গণ্ডগোল ঘটিল কেন? ভাবিলেন বটে, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।—শেষে মনে করিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর আসিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

এ ভাবনাও ফুরাইল।—শেষ ভাবনা,—আজ ভূপেন্দ্রনারায়ণ চব্বিশ-বৎসরের পর আনন্দপুরে আসিয়াছেন।—চব্বিশবৎসর আনন্দপুরে তিনি আসেন না;—চব্বিশবৎসর তিনি জননী জন্মভূমি—নিজের রাজধানী, নিজের পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া—এমন সুন্দর রাজপ্রাসাদ—এমন উপাদেয় রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া—চব্বিশবৎসর তিনি প্রবাসে সামান্য গৃহস্থের বেশে কালযাপন করিতেছেন!—কেন?—চব্বিশবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সপত্নীক দস্যুকর্ত্তৃক নিহত হয়েন;—তাঁহাদের শোকেই কি তিনি বিবাগী? সেই জন্যই কি তিনি রাজ্যপাট সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন?—কিন্তু, সুখবাসনায় তাঁহার ত কিছুমাত্র বিরাগ নাই;—ইহাই বা কিরূপ?—আবার,—চব্বিশবৎসরের পরে তিনি মাতৃভূমি-সন্দর্শনে আসিয়াছেন;—কেন?—পুণ্যসঞ্চয়তরে?—না;—সুশীলার পাণিগ্রহণ করিতে!

বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তক ঘুরিয়া গেল।—মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যাতলে নিপতিত হইলেন।

দণ্ডেক পরে আহারীয় লইয়া সদানন্দ ঠাকুর সেই গৃহে প্রবেশ করিল। যথাস্থানে ভোজনপাত্র রক্ষা করিয়া, আলোকাধারে অতিরিক্ত পরিমাণে তৈল প্রদান করিয়া—ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্রের শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া ডাকিল, "আহার কোর্‌বেন, উঠুন।"

উত্তর নাই।—ব্রাহ্মণ আবার ডাকিল।—আবার।—বার বার তিন-বার। তথাপি উত্তর নাই।—বঙ্কিমচন্দ্র মনের উদ্বেগশ্রমে এবং শরীর-শ্রমে মোহে—নিদ্রায় অচৈতন্য। কে উত্তর দিবে? সুশীলার উদ্ধার-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-ঠাকুর অন্তঃপুর মধ্যে সমস্ত শুনিয়াছিল।—বঙ্কিমচন্দ্রই যে তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা, তাহাও জানিয়াছিল।—কমলা তাহাকে একটী একটী করিয়া সকল কথা বলিয়াছিল।—কমলার সহিত ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের অনেক কথা হইত।

ব্রাহ্মণ-ঠাকুর ভাবিল, অতিরিক্ত-পরিশ্রম-নিবন্ধন সহজে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।—কিন্তু রাত্রিও অধিক হইয়াছে,—ঘুম ভাঙ্গাইয়া আহার করানই উচিত। কারণ, ব্রাহ্মণ জানিত যে, নিজে নিকটে না

থাকিবে, উপস্থিত অনুরাগের পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আর আহার হইত না।—এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্রকে সচেতন করিবার জন্য ধীরে ধীরে তাঁহার গাত্রে ও মস্তকে কর-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্রেরও মূর্চ্ছাভাব দূরীভূত হইয়া ক্রমে তখন তন্দ্রাভাবের সঞ্চার হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণের শীতল-করস্পর্শে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে ভাবও বিদূরিত হইল। তিনি শশব্যস্তে শয়ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া উভয়হস্তে চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল,—"আহার কোর্ব্বেন আসুন।"

অন্যদিনের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র আজ আর আহারে কোন আপত্তি করিলেন না।—ব্রাহ্মণের কথায় তৎক্ষণাৎ মুখে হাতে জল দিয়া আহার করিতে বসিলেন।—ভোজন-দ্রব্যগুলি অল্প সময়ের মধ্যে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। পাচক-ব্রাহ্মণের আজ বড় প্রীতি।—ব্রাহ্মণ সদানন্দ অনেক দিন বঙ্কিমচন্দ্রকে এরূপ স্বচ্ছন্দে আহার করিতে দেখে নাই।

আহার হইল—আচমন হইল—মুখ শুদ্ধ হইল;—বঙ্কিমচন্দ্র আপন শয্যায় গিয়া পুনরায় উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া সামান্য কথোপকথনে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে সে রাত্রির মতন বিদায় দিলেন।—ব্রাহ্মণও অগত্যা কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্ব্বার একাকী হইলেন।—একাকী বঙ্কিমচন্দ্র শয্যার শিরোদেশে বসিয়া দেখিতেছেন—আলোকাধারে কত তৈল আছে। দেখিয়া বুঝিলেন, যে পরিমাণে তৈল আছে, তাহাতে আলোকটী সমভাবে জ্বলিলে সমস্ত রাত্রেও নির্ব্বাপিত হইবে না।—দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন।—ভাবিতেছেন, অকস্মাৎ যদি প্রদীপটী নিবিয়া যায়,—অকস্মাৎ যদি সেইরূপ কোন অপার্থিব মূর্ত্তি তাঁহার কক্ষমধ্যে সেই সময়ে আবির্ভূত হয়,—যদ্যপি এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে—তাহা হইলে তিনি আর [illegible] তাঁহার [illegible] বাঁচিয়া রহিবেন।—দেখিবেন, ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে তাঁহার অদৃষ্টে কি লিখিত আছে। জানিতে [illegible] তাঁহার ঘটিবে কি না? এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন দেখিলেন সত্য সত্যই

তাঁহার কক্ষস্থ দীপটী দপ্‌করিয়া নিবিয়া গেল।—বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।—শরীর শিহরিল; কিন্তু, হৃদয় কাঁপিল না। তদ্বিপরীতে সেই হৃদয়ে কি যেন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব কৌতূহলের সঞ্চার হইল।—তিনি যে ভাবে বসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই এক দৃষ্টে বসিয়া রহিলেন।—পরক্ষণে অকস্মাৎ যেন দেখিতে পাইলেন, গৃহ-প্রাচীর ভেদ করিয়া একটা অনৈসর্গিক ক্ষীণ আলোক-রশ্মি তাঁহার কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।—তিনি সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনে একদৃষ্টে কেবল তাহাই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই অপার্থিব দীপ্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল;—ক্রমে সেই আলোকে সমগ্র কক্ষটী সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।—পরক্ষণেই দেখিলেন, তিনি যেন তাঁহার গৃহে আর নাই;—অবরোধের একটী সযত্ন-সজ্জিত রত্নবিকাশিত সুন্দর কক্ষের উন্মুক্ত-দ্বার-পিণ্ডির একান্তে দণ্ডায়মান;—কক্ষমধ্যে তাঁহারি সম্মুখে তাঁহার প্রাণপ্রতিমার জীর্ণ শীর্ণ চিন্তাক্লিষ্ট মলিন দেহযষ্টিখানি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ধাত্রীর ক্রোড়ে নিহিত; সেই স্বতঃপ্রফুল্ল মুখপদ্মখানি বিষাদ-তমসায় আচ্ছন্ন;—আলুলায়িত কৃষ্ণ-কেশপাশ কক্ষতলে প্লাবিত।—বঙ্কিমচন্দ্র দিব্যচক্ষেই এসমস্ত দেখিলেন। দেখিয়া একটী গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে যেন স্পষ্টই শুনিলেন, সুশীলা বলিতেছেন;——

"আমার কি হবে মা?"

কমলা।—ভয় কি মা?—ভাবনা কেন মা?—ভগবান আছেন, অবশ্য মুখ তুলে চাইবেন।

"পিতা কেন এরূপ হোলেন?—আমি, বোধ হয়, আর বাঁচ্‌বো না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্ষস্থল বিদীর্ণ-প্রায় হইল।

কমলা।—অমন কথা বোল্‌তে নাই, মা।—ষাট্;—ষাটের বাছা; বালাই;—তোমার কিসের অভাব—কিসের দুঃখ?—এক বঙ্কিমচন্দ্র; তা তোমার বঙ্কিমচন্দ্র তোমারই হবেন।

"না, না;—তা যে হবার নয়।"

কমলা।—অবশ্য হবেন।—ভয় কি, মা?—যে যার ওর যে যার

করে, বিধাতা সে সব আগে থাক্‌তে ঠিক কোরে রেখেছেন।—সে' অত ভাবছো কেন?—আমি সত্য বোলছি, বঙ্কিমচন্দ্র তোমারি হবেন। নিশ্চয়,—নিশ্চয়।

সুশীলার কমল-কোমল মুখখানি যেন একটু প্রসন্ন-ভাব ধারণ করিল। সেই খেত-গণ্ডস্থলে একটুকু যেন আরক্তিম আভা প্রকাশ পাইল। বিশুষ্ক-অধর-প্রান্তে কণা-পরিমাণে যেন হাসির রেখা দেখা দিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। তাঁহার শিরায় শিরায় শোণিত ছুটিল।—তিনি নিরতিশয় আনন্দবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একবার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিলেন।—কিন্তু পুনর্ব্বার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—সুশীলার গৃহ তাঁহার সম্মুখে আর নাই, তিনি যেন তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতিপালক—প্রভু—দণ্ডমুণ্ড-কর্ত্তা রাধাকান্ত রায়ের কক্ষের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান;—কক্ষমধ্যে পিতা-পুত্রে একাসনে উপবিষ্ট,—উভয়ের কথোপকথন চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলেন।—পুত্র বলিতেছেন,—

"এ বিবাহে নিশ্চয়ই একটা বিভ্রাট ঘোট্‌বে।"

পিতা উত্তর করিলেন,—কারণও কিছুই দেখি না।"

পুত্র।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের আনন্দপুরে পদার্পণাবধি সমস্তই অশুভ লক্ষণ ঘোট্‌তেছে। এর কি কোন কারণ নাই?

পিতা।—থাক্‌তে পারে, নাও থাক্‌তে পারে।

পুত্র।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের প্রতি দৈব প্রতিকূল।

পিতা।—কাপুরুষেরাই দৈবের পক্ষ সমর্থন করে।—দৈবযোগে যে সমস্ত ঘটনা হয়, সে সমস্তই কাকতালীয়বৎ।—ঐ সকল বিষয়ে বিশ্বাস কোর্‌তে গেলে হৃদয়ের—মনের [illegible] রাখা যায় না।—অদৃষ্টক্রমে অমুকের এমন হোলো;—অমুকের হোয়েছিল বোলে, অমুক [illegible]—এ সকল সিদ্ধান্ত অদূরদর্শীদের কাজ।—দৈবের [illegible] পুণ্য বা অদৃষ্ট [illegible] কিছু না;—স্বভাবের [illegible] অবস্থাপিত হোয়ে [illegible] সমন্ধে [illegible] মনের অম কুসংস্কার নাই?

পুত্র।—ঐ সকল বিষয়ে [illegible] কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই।—তবে, বিক্রম,

রহল, বুদ্ধির উপরেই চিরদিন আমার নির্ভর।—জীবনে কখন আমি দৈবের মুখাপেক্ষী হই নাই—হবও না।—কিম্বা, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের রাজকে এসম্বন্ধে কোন প্রস্তাবও কখন উত্থাপন করি নাই।

পিতা।—ভালই কোরেছ।—বুদ্ধিমানের কাজ কোরেছে।—তাতে কেবল লোকের নিকটে ইচ্ছা কোরে হাস্যাস্পদ হোতে হোতো। যা হোক, সুশীলা এখন শীঘ্র শীঘ্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ কোল্লেই বুঝ্‌তে পারি।—তার মনের এখন যাতে পরিবর্ত্তন হয়, সে বিষয়ে নিয়ত অতি সাবধানে চেষ্টা কোর্ত্তে হবে।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের প্রতি মার যে আমার কেন এত বিদ্বেষ-বুদ্ধি—তাতো কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না।

পুত্র।—ঐ নেমকহারাম, পাজী, ছোটলোকটাই ত এই সমস্ত অনিষ্টের মূল।—তারই কুমন্ত্রণায় এতটা ঘোটেছে।—ব্যাটাকে ছু-খণ্ড কোর্লেও আমার রাগ যায় না।—যার বাপের ঠিক নাই—সে যায় আমার ভগ্নির সহিত প্রেমালাপ কোর্ত্তে।—উঃ।—ব্যাটাকে পেলে আমি এই দণ্ডে শত খণ্ড কোরে ফেলি।

এই বলিতে বলিতে বরদাকান্ত আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরও অকারণ তাদৃশ কটূক্তি সহ্য হইল না। তিনি যেন সেই ঘটনা সত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন মনে করিয়া, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বজ্রমুষ্টি-বদ্ধ-করে সহসা শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিন্তু, যেমন তিনি শয্যা হইতে কক্ষতলে অবরোহণ করিয়াছেন, অমনি সে দৃশ্য তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া সেই নৈশ-অবসানের শেষ ঘটনা তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল।—তিনি দেখিতে লাগিলেন, মৃতরাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের সমাধিস্তম্ভের সোপানের উপর সেই সিতবাসাবৃত বৃদ্ধ ব্যক্তি, সেই ভাবে হস্ত দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া অধোমুখে উপবিষ্ট;—অনতিদূরে তাঁহার সেই পথপ্রদর্শক পীত-বসনধারী অপার্থিব মূর্ত্তি অবস্থিত।—যাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে একবার মনে করিয়াছিলেন,—যাঁহাকে আর একবার দেখিতে পাইলে অদৃষ্টের অঙ্কর তত্ত্ব জানিয়া লইবেন ভাবিয়া ছিলেন, তাঁহাকেই পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সকৌতূহলে সহসা যেমন সেই দিকে

অগ্রসর হইবেন, অমনি দেখিলেন তিনি যেন রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের শয়ন-কক্ষের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান।—আনন্দপুর-রাজ দুগ্ধফেণনিভ সুকো-মল শয্যার উপরে একাকী নিদ্রিত। কক্ষের এক প্রান্তে একটী জ্যোতির্ম্ময় দীপাধারে একটী সুবর্ণ প্রদীপ সুগন্ধি তৈলে প্রজ্বলিত। সে সমাধিস্তম্ভ,—সেই অনুতাপী ব্যক্তি কিম্বা সে অপার্থিব মূর্ত্তির আর কিছুই তাঁহার সম্মুখে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ নিজ শয্যাতলে নিদ্রিত। নিদ্রিত কিন্তু, নিশ্চিন্ত নহেন।—নানাবিষয়িণী কুচিন্তার উত্তালতরঙ্গে তাহার সুপ্তিসুখ ভঙ্গ করিতেছে।—তিনি কখন দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করিতেছেন;—কখন সভয়ে কম্পিত-কলেবর হইতেছেন;—কখন তাঁহার মুখশ্রী বিকটভাব ধারণ করিতেছে;—কখন বা ভয়ার্ত্তের অস্ফুট নিনাদ তাহার সঘন-কম্পিত-ওষ্ঠাধর হইতে বহির্গত হইতেছে।—রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ দুঃস্বপ্ন-বিতাড়িত তন্দ্রাজালে আচ্ছন্ন;—তাঁহার হৃদয়ে গুরু চিন্তাভার;—মনে দারুণ অশান্তির উপদ্রব;—নয়নে মায়া-নিদ্রা; মস্তিষ্ক বিলোড়িত।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাবিলেন, রাজাকে সচেতন করিয়া দেন।—কিন্তু, সেই মুহূর্ত্তে সে কক্ষ—সেই অপার্থিব আলোকরশ্মির পরিবর্ত্তে তিনি দেখিলেন, তাঁহার নিজ কক্ষ-মধ্যে প্রদীপ্ত-আলোকাধারের সম্মুখে নিজ শয্যার উপরে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বন করিতেছেন।—তাঁহার কক্ষ নিয়মিত প্রদী-পের আলোকেই আলোকিত রহিয়াছে। তখন তিনি নিতান্ত বিস্মিত, চমকিত এবং মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হওত কক্ষের আলোক নির্ব্বা-পিত করিয়া এই সমস্ত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া শয্যাপরে শয়ন করিলেন। এবং শয়নমাত্র ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

একাদশ প্রসঙ্গ।

রাস-পূর্ণিমা।—ছায়ামূর্ত্তিদ্বয়।

দেখিতে দেখিতে এক পক্ষ কাটিয়া গেল।—এই এক পক্ষের মধ্যে রাজবাটীতে আর এমন কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবেই নির্জ্জন-গৃহে বাস করিতেছেন।—বাটীর কাহারো সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই;—কেহ তাঁহাকে ডাকে না, দেখে না, তাঁহার নিকটে আসে না।—কেবল একমাত্র সদানন্দ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিতে পায়,—তাহাও অনেক সময়ে কর্ত্তাদের অজ্ঞাতে, জ্ঞাতসারে দুই সন্ধ্যা আহার দিয়া যায়।—সদানন্দ ঠাকুরের সহিতই তাঁহার যাহা কিছু সুখ-দুঃখের কথা বার্ত্তা হয়;—তাহারি নিকটে যাহা-কিছু মনের কথা প্রকাশ করিয়া মনের দুঃখ কথঞ্চিৎ লঘু করেন;—ব্রাহ্মণ সদানন্দ নানাপ্রকারে তাঁহাকে আশ্বাস—প্রবোধ—সান্ত্বনা প্রদান করে। যখন একাকী হয়েন, তখন কেবল দুরন্ত চিন্তায়—দারুণ যন্ত্রণায়—চক্ষের জলে তাঁহার দিনপাত হয়,—অন্তরের ভীষণ অনলে সে অন্তর নিরন্তর অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র এখনো রায়-পরিবারের অন্নদাস হইয়া পড়িয়া আছেন।—এখনো এই দারুণ অপমানের গুরুভার অবনত মস্তকে বহন করিতেছেন। ধন্য হৃদয় প্রেমিকের!—ধন্য হৃদয় কৃতজ্ঞের!—বঙ্কিমচন্দ্র কৃতজ্ঞ—প্রেমিক;—দুই।

আর সুশীলা?—মহাবীরের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের রাত্রি হইতে সরলা বিহঙ্গিনীর পিঞ্জরদ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।—সেই রাত্রি হইতে সুশীলা আর নিজ কক্ষের বাহির হইতে পান নাই।—স্নান, আহার, সকলই সেই গৃহে;—শয়ন, ভ্রমণ সমস্তই সেই কক্ষদেশে!—কক্ষদ্বারে সদর দুইজন স্ত্রী-পুরুষ অষ্টপ্রহরের জন্য প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। সেই অপরাহ্নের ঘটনাবলীতে বরদাকান্তের ধ্রুব সংস্কার জন্মিয়াছে

যে, নৃত্যশালার আমোদ-প্রমোদের গোলযোগে তাঁহারা সকলে যখন মত্ত ছিলেন, সেই সময়ে সেই সুযোগে দুরাশয় বঙ্কিমচন্দ্র কোন কৌশলে কোনরূপ প্রলোভনে রক্ষকদিগকে ভুলাইয়া সুশীলাকে অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইতেছিল—পরে দস্যুদের সম্মুখে পড়িয়া পুনর্ব্বার বাটীতে ফিরাইয়া আনিয়াছে;—না হইলে কোন্ দেশে লইয়া চলিয়া যাইত। পিতার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাইলে তিনি সেই দিনই,—যে দিন রাধাকান্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্রকে নির্জ্জনবাসের আদেশ দিয়াছেন, সেই দিনই বঙ্কিমচন্দ্রের শোণিতে নিজ অসি ধৌত করিতেন।—পিতার জন্যেই কেবল, বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষা পাইয়াছেন।—যাহা হউক, ঐ বিশ্বাসই বরদাকান্তের দৃঢ় দাঁড়াইয়াছে;—ঐ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বরদাকান্ত সুশীলাকে সম্পূর্ণ সাবধানে রাখিবার জন্য সেই রাত্রি হইতেই তাঁহারো প্রতি তাদৃশ কঠোর নির্জ্জনবাসের আদেশ প্রচারিত করাইয়াছেন। সেই কারণেই সুশীলার কক্ষদ্বারে দুইজন সশস্ত্র প্রহরী অষ্টপ্রহরের প্রহরায় নিযুক্ত হইয়াছে।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এ আদেশের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বরদাকান্তের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বুঝিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র—একজন অজ্ঞাত কুলশীল দাসানুদাস তাঁহার এখন প্রণয়ের প্রতিযোগী। এতদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার মনে মহতী ঈর্ষার সহিত জাত-ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি কেবল এক্ষণে পথের কণ্টক বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনরূপে ইহ-জগৎ হইতে একেবারে অপসারিত করিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন।—সেই ছন্দে, সেই ধন্দে তাঁহার মতিবুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছেন।

দস্যুদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পথে আসিবার সময় পরস্পরের কথোপকথনে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় একরূপ জানিতে পারিয়া,—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় আশ্বাস পাইয়া, সরলা সুশীলা যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইয়াছিলেন।—কিন্তু, অন্তঃপুরে নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া পিতার আদেশ শুনিয়া—ভ্রাতার গতিক দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ের আশালতা আবার উন্মূলিতপ্রায় হইয়া পড়িল।—সেই হুতাশে দিন দিন তিল তিল করিয়া আবার তাঁহার সেই ভগ্নশরীর আরো ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।—তিনি

পুনর্ব্বার শয্যাশায়িনী হইলেন।—শয্যাগতা সুশীলা দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন; পিতা সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহাকে আনাইযাছেন;—সকলের অভিমত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার মত ত একবারের জন্যেও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না। তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার অধিকার।—সে অধিকার তিনি স্বেচ্ছায় দান করিবেন;—যাহাকে ইচ্ছা দান করিবেন।—তাহার সেই ইচ্ছায়—সেই অধিকারে বাঁধা দিয়া অনধিকারে অপরে একজনের অধিকারে অন্যজনাকে অধিকারী করিতে চায়!—একজনের বস্তু অন্যজনে আর একজনাকে বলপূর্ব্বক প্রদান করিতে যায়—আর একজনে বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে যায়। এ কিরূপ দেশাচার!—কিরূপ লোকাচার!—কিরূপ রাজবিচার!

ভাবিতে ভাবিতে কখন কখন আবার বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়িত। বঙ্কিম বলিযাছিলেন, দৈব তাঁহাদের অনুকূলে।—সময়ে সময়ে একথাটা সুশীলার মনের সহিতও মিলিত। কিন্তু আবার ভাবিতেন, এ দৈব কতদিনে তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্নতা দেখাইবেন;—কতদিনে তাঁহাদেব মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে;—কতদিনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার—তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের হইবেন।—অথবা কেবল দৈব ভাবিয়া ক্রমে তাঁহার জীবনাশার অবসান হইবে না ত।

এদিকে ৫ই অগ্রহায়ণ রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত সুশীলার শুভবিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।—আজ ২৮ শে কার্ত্তিক। আর দুইদিন পরে কার্ত্তিকিসংক্রান্তি—আবার কার্ত্তিকি-পূর্ণিমা।—রাস-পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণদেবের রাসযাত্রা!—বৌদ্ধদিগের একটা মহোৎসবের দিন। কার্ত্তিকি-পূর্ণিমা শাক্ত, ভক্ত, বৌদ্ধ, জৈন সকলের পক্ষেই একটা পুণ্যদিন;—সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই একটা মহোৎসবের দিন।—আনন্দপুরে সেদিন আবার একটা মহামেলা।—রাজবাটীতে মহাধূম।—ভগবান বৌদ্ধদেবের রাসমন্দিরে মহোৎসব।—আবার রাধাকান্ত রায়ের মন ও মানরক্ষার্থে নীতিকুশল ভূপেন্দ্র ভূপ নিজ প্রাসাদে প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকের বেধপ্রান্তের ঠিক মধ্যস্থলে রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।—পূর্ণিমায় বৌদ্ধ-

মেলা বৌদ্ধ-উৎসব—রাধাকৃষ্ণজীর রাসযাত্রা। সমস্তই রাজপ্রাসাদের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সম্পাদিত হইবে। তাহার উপর আবার রাজার বিবাহ উৎসবের উপর উৎসব!—দেওয়ান গোলগোবিন্দের তত্ত্বাবধারণে রাজবাটীটী অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছে।—দেশে বিদেশে নিমন্ত্রণের পত্র যাইতেছে।—বাড়ীতে সদাব্রত বসিয়াছে।—সহস্র সহস্র অনুচর উৎসবের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ং বরদাকান্ত রায় স্বচক্ষে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

ক্রমে পূর্ণিমা আসিল।—আনন্দপুর রাজবাটীর সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে মহামেলার মহাসমারোহ—রাসযাত্রার মহোৎসব বাঁধিল! আনন্দপুরের ধনী, নির্ধন সকলেই আজ আনন্দসাগরে ভাসমান।—কেবল আনন্দ নাই দুই জনের,—দুই অবরোধে দুই জনের।—নিরপরাধে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাববোধে সুশীলার!

রাজবাটীতে বৌদ্ধমহোৎসবে ছোট বড় সকলেই আসিয়া যোগ দিয়াছে। সকলেই আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছে।—কেবল আসেন নাই বঙ্কিমচন্দ্র।—বঙ্কিমচন্দ্র আপনার নিভৃত-কক্ষে নিভৃত-চিন্তায় নিমগ্ন। সদানন্দ ব্রাহ্মণের মুখে উৎসব-সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিয়াছেন এই অগ্রহায়ণ তাহার সুশীলার সহিত রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হইবে, তাহাও শুনিয়াছেন,—এ বিবাহ যে চারুশীলা সুশীলার মনপ্রাণের অনুমোদিত নহে তাহাও জানিয়াছেন। কিন্তু জানিয়া আর কি করিবেন?—পিতা আপন ইচ্ছামত পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করিবেন, তাহাতে মতামত প্রদান করিবার ক্ষমতা কাহার?

ক্রমে রজনী সমাগতা।—পূর্ণিমার পূর্ণশশধর তারকা-খচিত নীলনভস্থলে আসিয়া দেখা দিলেন।—প্রকৃতি সুন্দরী সমুজ্জ্বল-কৌমুদী-বসনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন।—নিখিল বিশ্বজগৎ যেন আনন্দভরে হাস্য করিতে করিতে আনন্দপুরের রাজবাটীর অনুপম সৌন্দর্য্য দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিয়া দিল।

প্রাঙ্গণের পূর্ব্বপ্রান্তে রাসমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে।—সেই রাসমঞ্চের মধ্যভাগে একখানি স্বর্ণ-সিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীর বিগ্রহ বিরাজিত

গ্রামের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গললগ্নীকৃতবাসে রাসমঞ্চের অদূরে দণ্ডায়মান। পূজক-ব্রাহ্মণ বিগ্রহ পূজা করিতেছেন। পরম ভক্ত বরদাকান্ত রায় পুত্র-কন্যা-সহ মঞ্চমধ্যে উপবিষ্ট।—তাহাদের একপার্শ্বে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ অপর একখানি স্বর্ণাসনে হাস্যমুখে উপবেশন করিয়া আছেন।—একদিকে দেওয়ান দোলগোবিন্দ ও সদানন্দ-ঠাকুর সপ্রস্তুতে দণ্ডায়মান। রাধাকৃষ্ণজীরপূজা চলিয়াছে। পূজা ক্রমে শেষ হইল—ভোগ সরিল—আরতি হইয়া গেল।—রায়-পরিবার সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতে কৃষ্ণভক্তি দেখাইলেন।—প্রাঙ্গণের সমাগত ভক্তগণ হরি-হরি-শব্দে সমস্বরে চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া ফেলিল। কীর্ত্তনীরা খোলে চাটি মারিল।—ধবতো ধবতো শব্দে রামশিঙ্গা বাজিয়া উঠিল।—শঙ্খ-ঘন্টা-কাংস্যের তীব্রধ্বনিতে সমগ্র রাজধানীটা যেন বিঘূর্ণিত করিয়া তুলিল।

পূজা—আরতি সমস্ত শেষ হইলে কীর্ত্তনকারীরা প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।—সমাগত দর্শকমণ্ডলী একপ্রাণে নিঃশব্দে হরিগুণ-গান-পানে মগ্ন হইল।—কিয়ৎক্ষণ হরি-সংকীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা ও রায়-পরিবার অন্তঃপুর-মধ্যে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দুই অপার্থিব-মূর্ত্তি অকস্মাৎ তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইল।—মূর্ত্তিদ্বয়কে দেখিবামাত্র রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্ধবিশ্বাসের অবশীভূত রায়-বরদাকান্ত ভয়ে একেবারে মৃতকল্প, তাহার মুখে আর কথাটী মাত্র সরিল না।—রাধাকান্ত রায় বিস্ময়বিহ্বল-চিত্তে একদৃষ্টে কেবল সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু দেওয়ান দোলগোবিন্দ বড় মজা করিল।—সে সেই ছায়ামূর্ত্তিদ্বয় অবলোকন করিবাই অস্পষ্ট বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে করিতে একেবারে রাসমণ্ডপের ঠাকুর-চৌকীর পশ্চাতে গিয়া সভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুশীলা, কিন্তু, কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না।—তিনি ধীর-প্রশান্ত-সরল-নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মূর্ত্তিদ্বয়ের প্রতি অক্ষিপাত করিয়া রহিলেন। মূর্ত্তিদ্বয় অল্পে অল্পে রায়কুমারী সুশীলার দিকে অগ্রসর হইয়া আশীর্ব্বাদচ্ছলে তাঁহার মস্তকের

উপর তাহাদের দক্ষিণ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিল।—সুশীলার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইল।—তিনি মনে মনে মূর্ত্তিদ্বয়কে বন্দনা করিয়া মনে মনে তাহাদের নিকট হইতে মনোগত বর প্রার্থনা করিলেন। মনে মনে জানিতে পারিলেন, যেন তাঁহার প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়াছে ;—অবিলম্বে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। রায়কুমারীকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই অপমূর্ত্তি-দ্বয় দেখিতে দেখিতে নিমেষ-মধ্যে আবার কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর যে যেখানে যে ভাবে ছিল, সে সেই স্থানেই হতবিস্মিত হইয়া অবস্থিত রহিল।—কেহই এ রহস্যের কোন মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

মূর্ত্তিদ্বয়ের অন্তর্ধানের কিয়ৎক্ষণ পরে রাজানুচরেরা মূর্চ্ছিতরাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে সযত্নে অন্তঃপুর-মধ্যে লইয়া গিয়া বিধিমতে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।—পুত্র-কন্যাকে লইয়া বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় আপন কক্ষে চলিয়া আসিলেন। --প্রাঙ্গণের হরিসংকীর্ত্তন বন্ধ হইল। জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। আনন্দপুর-রাজবাটীর আনন্দ-উৎসব পুনর্ব্বার বিষাদে পরিণত হইল। এত ধূমধাম,—এত আয়োজন,—এত উদ্যোগ সকলি পণ্ড হইল। সে রাত্রে আহুত, অনাহুত, অতিথি, অভ্যাগত কাহারো আর আহারাদি হইল না।—রাশিকৃত খাদ্য-দ্রব্য ভাণ্ডার-জাত হইয়া পড়িয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ সদানন্দ, পূজারি-ব্রাহ্মণ এবং কয়েকজন মাত্র প্রহরী রাসমঞ্চে পড়িয়া নিশা-যাপন করিল। দেওয়ান দোলগোবিন্দ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমভাবেই সেই ঠাকুর-চৌকীর পশ্চাতে পড়িয়া ছিল।—প্রভাতে যখন উঠিয়া যায়, তখন দেখা গেল, তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে ; শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ;—দুশ্চিন্তার দারুণ আঘাতে তাহার হৃদয় যেন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে ;—তাহাতে যেন আর সে নাই।

এই দুই অপমূর্ত্তি কাহার ?—এই মূর্ত্তিদ্বয় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠসহোদর মৃত রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণদেবের এবং তৎপত্নীর !

পরদিন প্রাতঃকালে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ সদানন্দের মুখে রাসমঞ্চের সমস্ত ঘটনা একে একে শ্রবণ করিলেন।—বিস্ময় ও কৌতূহল যুগপৎ

আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল।—এই অদ্ভুত ঘটনার তাৎপর্য্য পরিগ্রহের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাগ্র হইয়া রহিল।—সদানন্দ-ঠাকুর প্রস্থান-কালে তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল:——

"প্রাণাধিক!

"কৌশলে খিড়্‌কির দ্বারের চাবী সংগ্রহ কোরেছি।—মধ্যাহ্নে "বাটীতে আজ মহাভোজের আয়োজন।—সকলেই সেই বিষয়ে "ব্যস্ত। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে, কমলার সহিত আমি খিড়্‌কির "উপবনের পার্শ্বে তোমার জন্য অপেক্ষা কোর্ব্ব।—আমার প্রতি "তোমার যদি কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে, তা হোলে সেই সময়ে "একবার এসে আমাকে দেখা দিবে। ইতি—১লা অগ্রহায়ণ।

তোমারি—

সুশীলা।"

দ্বাদশ প্রসঙ্গ।

অতর্কিত সাক্ষাৎ।—অভাবনীয় সন্দেহ।

পত্রখানি পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। মনে মনে ব্রাহ্মণ সদানন্দকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।—আপনার ভাগ্য-কেও একবার ধন্যবাদ দিলেন।—আর সে দিনকেও ধন্য বলিয়া মানি-লেন।—অনন্তর স্নান-পূজা-প্রাতঃকৃত্যাদি যথারীতি সমাপন করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে কেবল মধ্যাহ্নের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইতে আসিল দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বন-

ভ্রমণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক শশবাস্তে সশস্ত্রে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং প্রকাশ্য পথ দিয়া রাজবাটীর অবাস্তদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া দেখিলেন, সুশীলা কমলার সহিত ইতিপূর্ব্বেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া চতুরা কমলা কহিল,—"তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"--এই বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া সে সে স্থান হইতে দ্রুতপদে পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গেল।

নবপ্রণয়ীদ্বয়কে 'স্বাধীনতা' দিবার উদ্দেশে,—যাহাতে উভয়ে মন খুলিয়া পরস্পরে কথোপকথন করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে,—নিকটে থাকিলে তাঁহাদের প্রেমালাপের ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে, এই আশঙ্কায়, কার্য্যান্তরের ভাণমাত্র করিয়া বুদ্ধিমতী কমলা তাঁহাদের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলার নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয় হস্তে তাঁহাকে স্বীয় বক্ষোপরি ধারণ করিলেন!—কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতীত হইলে প্রণয়ীদ্বয় নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষের মূলে তৃণাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেম-মধুর-মৃদু-সম্ভাষে কহিলেন—"প্রাণাধিকে! কতদিনে আমাদের এ প্রাণের যন্ত্রণার অবসান হবে?"

"সেই জন্যে—তাই জানবার জন্যেই আজ এমন অসীম-সাহসের কাজ কোরেছি।--আমার ভাগ্যপরীক্ষার যে আর চার-দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে।—৫ই তারিখের আর যে চার-দিনমাত্র বাকী।"—বলিতে বলিতে কুমারী সুশীলার বিশাল-নেত্র-যুগল জলভারে অবনত হইয়া পড়িল।

প্রাণপ্রিয়তমা সুশীলার চক্ষে বারিধারা দেখিয়া সান্ত্বনার-স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"প্রাণের সুশীলা! তোমার চক্ষের জলবিন্দু আমার হৃদয়ে সহ্য হয় না। তুমি স্থির হও! আমাদের মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হবে। গত রাত্রের সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার মর্ম্ম কি বুঝেছ বল দেখি?"

সুশীলা নিজবস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুর্জ্জল মার্জ্জন করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,--"আমি ত তার কোন মর্ম্মই অনুভব কোর্ত্তে পারি নাই।

আমার প্রতি সেই দুই প্রেতমূর্ত্তির সেরূপ আশীর্ব্বাদ কর্ব্বার কারণ কি? তারা আমাকে আশীর্ব্বাদ কোর্ত্তে এলেন কেন?—আনন্দপুরের রাণী হব, এই কি তাহাদের উদ্দেশ্য?"

"সুশীলা! সত্য কোরে আর একবার বল,—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের মহিষী হোতে কি তোমার বাসনা?—সত্য বল,—আমার এই শেষ জিজ্ঞাসা;—সত্যবল, তোমার মনের বাসনা কি?"

ব্যাগ্রতা, অধীরতা, উৎকণ্ঠার সহিত বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলাকে এই কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ইহার কি উত্তর দিব, বঙ্কিম?"—অধীর-হৃদয়ে সুশীলা বলিয়া উঠিলেন,—"ইহার কি উত্তর দিব?"—বলিতে বলিতে তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া পুনর্ব্বার অশ্রুবারি ছুটিল।—সুশীলা আবার বলিতে লাগিলেন, "এই রবিবার পিতা আমার বিবাহের দিন স্থির কোরেছেন।—আমি তাতে সম্মতা না হোলে, পিতা বলপূর্ব্বক আমাকে ভূপেন্দ্রনারায়ণের করে সমর্পণ কোর্ব্বেন।—পিতা বাগ্‌দত্ত হোয়েছেন;—সহোদর সঙ্কল্প কোরেছেন;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ আমার পাণিগ্রহণ কোর্ত্তে আনন্দপুরে এসেছেন।—আমিও বাগ্‌দত্তা হোয়েছি।—উপায় কি আমার?—আর চার-দিন পরেই আমাকে অপরের হোতে'হবে।"

"থাকুক চার-দিন।—এই চার-দিনের মধ্যে অনেক বিপর্য্যয়ও ঘোটতে পারে।—আমি নিশ্চয় কোরে বোলতে পারি,—ঈশ্বর আমাদের সহায়। তিনিই আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কোর্ব্বেন। নিশ্চয় জেন, এই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত সংঘটন—মৃত রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের এবং তন্মৃতা পত্নীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব—কখনই অকারণ নহে।—অবশ্যই ইহাতে কোন নিগূঢ় রহস্য আছে।—শীঘ্রই কোন না কোন গুপ্ত তত্ত্ব ইহা হোতে প্রকাশ পাবে। ঈশ্বরের কোন কার্য্যই অকারণ নহে।—এক কথায়, আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, এ সমস্ত ঘটনায় সহিত আমার ভাগ্যেরও কোন না কোন সংস্রব আছে——

বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্য শেষ হইতে না হইতে সুশীলা বলিলেন,—"তুমি কি বোলছ? আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"কে যেন প্রতিদিন আমার কর্ণে বোলে দেয় যে, শীঘ্রই আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হবে;—আমাকে এরূপ হীনভাবে আর অধিক দিন থাকতে হবে না;—অচিরাৎ তুমি আমার হবে।—তোমার পিতা সানন্দে তোমাকে আমার করে সম্প্রদান কোর্ব্বেন।—তা ছাড়া, আমি প্রায় প্রতিদিন এমন সমস্ত অনৈসর্গিক অদ্ভুত ঘটনা সন্দর্শন করি; এমন ঘটনাচক্রে নিপতিত হই,—সে কথা তোমাকে আর কি বোলবো! আমার নিশ্চয় বোধ হোয়েছে আনন্দপুরের রাজবাটীর সহিত আমার কোন সংস্রব আছে।"

"কিন্তু আমি ত কিছুই বুঝতে পারি না।—তোমার সহিত আনন্দপুরের রাজপরিবারের কি সম্বন্ধ—কি সংস্রব থাকতে পারে?"

সবিস্ময়ে সরলা সুশীলা এই কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"নিশ্চয় আছে।"—বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয় আছে। আমি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য কোরে—মনের দার্ঢ্যসহকারে বোলতে পারি, নিশ্চয় আছে।—মনে আমার সর্ব্বদাই এই উদয় হয়, আমার সহিত এই রাজপরিবারের কোন না কোন সংস্রব আছে।—কেন এমন মনে হয়, তা কিন্তু বোলতে পারি না।—অনেকে যেমন নিদ্রাবশে রাত্রিকালে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিচরণ করে,—আমারও যেন ঠিক তাই হোয়েছে। প্রত্যহ অদ্ভুত স্বর, আমার কর্ণে অদ্ভুত আশার কথা বোলে দেয়; আমার হৃদয় আশার সেই অদ্ভুত আশ্বাসে আশ্বাসিত হয়।—আমি সময়ে সময়ে অদ্ভুত আনন্দে উন্মত্ত হোয়ে উঠি।—যেমন কোন সাগর-যাত্রীর অর্ণবপোত জলমগ্ন হোলে, দৈবযোগে কূল প্রাপ্ত হোয়ে সে যদি কোন অপরিচিত দেশে কিম্বা দ্বীপে আশ্রয় পায়, আর সেই দেশের লোকেরা তার প্রতি যত্ন প্রকাশ করে,—তাকে নানাকথা বোলে সান্ত্বনা করে;—কিন্তু সে ব্যক্তি যদিও তাদের ভাষা অনভিজ্ঞ হয়, তথাপি তাদের মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে, তারা তার প্রতি সদয় সুপ্রসন্ন কি না অনায়াসেই বুঝতে পারে—আমারো ঠিক সেইরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে।—বুঝতে পাল্লে, সুশীলা, এখন আমার মনের গতি?"

সুশীলা কহিলেন, "বুঝিছি।—আর এই সমস্ত অপার্থিব ঘটনা যে,

অকারণ নয়, সে বিষয়েও সন্দেহ কোর্ত্তে আমার সাহস হয় না।—এমন সন্দেহ জন্মাতেই পারে না।"

"সেই জন্যেই তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এমন যখন তোমার বিশ্বাস; এরূপ যখন তোমার ধারণা, তখন উপস্থিত পাণিদানে তোমার মতামত কি?"

এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সংশয়-সতৃষ্ণ-নয়নে সুশীলার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

"এর কি উত্তর দিব?"—হতাশ-নয়নে হতাশ-হৃদয়ে সুশীলা বলিলেন, "এর কি উত্তর দিব?—এক দিকে ইচ্ছা;—অপর দিকে কর্ত্তব্য!"

বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় যেন কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি উদাসমনে উদাস-নয়নে বলিয়া উঠিলেন,—"তাই যদি হয়,—তাই যদি কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তিনী হও,—সেই মতই তোমাকে যদি চোল্‌তে হয়, তা হোলে,—শুন সুশীলা,—তা হোলে হতভাগ্য বঙ্কিম আজ হোতে এখান হোতে বিদায় হোলো;—জন্মের মতন চোল্‌লো;—জন্মের মতন তুমি আমাকে বিদায় দাও——"

বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কোমলপ্রাণা সুশীলাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুইহস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দুখানি ধারণ করিয়া সরোদনে বলিয়া উঠিলেন,—"ও কি কথা বঙ্কিম?—তুমি কোথায় যাবে?—আমি তোমারই হব।—সে দিনের প্রতিজ্ঞা কি বিস্মৃত হোলে?—বঙ্কিম,—বঙ্কিম,—আমি যে তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ কোর্ত্তে পারি।—বল, এখন আমায় কি কোর্ত্তে হবে?"

সরল-হৃদয়া সুশীলা এই বলিয়া সজল-সতৃষ্ণ-নয়নে নির্নিমেষে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষাদ-গম্ভীর নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্রও অনুরাগভরে তৎক্ষণাৎ প্রাণপ্রতিমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"আর কিছু চাই না, সুশীলা,—বল, তুমিত আমার?"

"তোমার!"

ঠিক সেই সময়ে তাঁহাদের অনতিদূরস্থিত কানন-প্রদেশের পথপার্শ্ব হইতে পরিচিত-স্বরে নিনাদিত হইল,—"নারায়ণ নবদম্পতীকে সুখে রাখুন।—আমার সুশীলা-বঙ্কিম সুখে থাকুক।"

প্রণয়ীদ্বয় চমকিত হইয়া দেখিলেন,—উন্মাদিনী।—দেখিয়া তাঁহারাও সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার আশীর্ব্বাদই, মাঁ, আমাদের সমস্ত।—আমাদের আর কেহ নাই।"

পাগলিনী বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"কেমন, আমার কথা ঠিক না?—মেলার সময় রাসমঞ্চে—হিঃ—হিঃ—হিঃ—"

বলিতে বলিতে পাগলিনী অট্টহাস্যে বনভাগ কাঁপাইয়া তুলিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"ঠিক্, মা, তোমার কথাই ঠিক।—ভাল, মা, তোমার চলে কিসে, মা?"

"পাগলের আবার চলাচলি কি?—তোরা সুখে থাক, তা হোলেই আমার সব।"—বলিতে বলিতে পাগলিনী নিজ অভ্যাসমত দ্রুতপদে বনমধ্যে চলিয়া গেল।—আর তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

সুশীলা বলিলেন,—"পাগলী আমাদের ভাল ভাবে;—ভাল বাসে। আহা, পাগলীকে দেখ্‌লে আমার বড় দুঃখ হয়।—ভাল, ওকি সত্য সত্যই পাগল?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর প্রদান করিবেন, এমন সময়ে অনতিদূর হইতে বরদাকান্তের সক্রোধ-তিরস্কার-বাক্য তাহার কর্ণগোচর হইল। এবং পরক্ষণেই দেখিলেন, ধাত্রী কমলাকে লাঞ্ছনা করিতে করিতে সুশীলার দাম্ভিক সহোদর তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরদাকান্তকে সম্মুখে দেখিয়া উভয়েই লজ্জা-ভয়ে ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। উভয়েই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।—যাহার নামে উপবাস, তাহারই সঙ্গে প্রবাসে বাস।—যে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে বরদাকান্ত অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার সহোদরা সুশীলা নির্জ্জন-কাননে আসিয়া নিভৃতে প্রেমালাপ করিতেছেন। কি কষ্ট! এ অপমান-জনক দৃশ্য বরদাকান্তের চক্ষে শূলসম বোধ হইল। প্রথমে কমলা ও সুশীলাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও তাড়না করিয়া পরি-

শেষে বরদাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে সহসা বিজাতীয় ক্রোধ ও অভিমানের সঞ্চার হইল। অবশেষে নিতান্ত অসহ্য বোধে তিনি একবার তাঁহার কোষস্থ তরবারিতে হস্তপ্রদান করিলেন। কিন্তু, পরক্ষণেই নিজের অবস্থা স্মরণ হওয়ায় অতিরিক্ত মনোবেগ সম্বরণ করিয়া প্রশান্ত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, বরদা, তোমার সহিত আমি এ-জীবনে কখন বিবাদ কোর্ত্তে পার্ব্বো না।

"আমার সহিত বিবাদ ?"—বরদাকান্ত ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমার সহিত বিবাদ ?—এত বড় কথা ?—কুকুর।—নীচ। পাজী।"

"না, না, দাদা, বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু বোল্‌বেন না"

ব্যগ্রকণ্ঠে এই কয়েকটী কথা বলিয়া কমলার হস্তধারণ করিয়া সুশীলা ছল-ছল-চক্ষে কাতর-অন্তরে বাটীর অভিমুখিনী হইলেন। যাইবার সময় একবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সপ্রেম সকরুণ কটাক্ষপাত করিয়া গেলেন। সে কটাক্ষের অর্থ এই, বঙ্কিমচন্দ্র যেন বরদাকান্তের সহিত কোনরূপে বিবাদে প্রবৃত্ত না হয়েন। সুবুদ্ধি ইঙ্গিতজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্রও কটাক্ষ বিনিময়ে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। জানাইলেন, সেজন্য সুশীলার কোন ভয় নাই। রায়-পরিবারের অঙ্গে তিনি জীবন-সত্ত্বে কখন অস্ত্রাঘাত করিবেন না। সুশীলা ধাত্রীর সহিত ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টির বহির্ভূতা হইয়া চলিয়া গেলেন।—উদ্ধত যুবা বরদাকান্ত সক্রোধ-অধীর-পদবিক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অকথ্য অসংখ্য লাঞ্ছনাবারি বর্ষণ করিতে করিতে তদনুসরণে নদীর দিকে চলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দ্রুতপদে ইতিপূর্ব্বে তদ্দিকে অগ্রসর হইয়া ছিলেন।

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

প্রায় পাঁচদণ্ড পরে বঙ্কিমচন্দ্র রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারে প্রবেশের সময় বৃদ্ধ একজন দ্বাররক্ষককে নিকটে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরদাকান্ত বাটীতে এসেছেন ?"

"না।—কুমার এখনো আসেন নাই।—কিন্তু, আপনার আজ এরূপ বেশ—কেন? সর্ব্বাঙ্গে কাদা!—ঠাঁই ঠাঁই রক্তের দাগ!—খাপে তলোয়ার নাই—এ কি?"—বিস্ময়ে কৌতূহলে দ্বাররক্ষক তাঁহাকে এই কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"ও কিছু নয়।—বনে বেড়াচ্ছিলেম,—নদীর তীরে গিয়াছিলাম;—কিন্তু বরদাকান্ত এখনো ফিরিলেন না কেন? তুমি ঠিক জান, তিনি এখন আসেন নাই?"

প্রহরী কহিল,—"ঠিক জানি, তিনি এখন আসেন নাই।—তাঁর জন্তে কর্ত্তাদের কারো আহার হচ্ছে না;—সকলেই শশব্যস্ত হোয়ে পোড়েছেন।—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার সন্দেহ হোচ্ছে।—নিশ্চয় একটা কিছু ঘোটেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রহরীর বাক্যের আর কোন উত্তর না দিয়া সহস্তে উদ্বিগ্নচিত্তে আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

প্রহরী বিস্মিত।—সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে রাজবাটীর একজন সাধারণ পরিচারক শোণিতাক্ত আধখানা তলোয়ার লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচারককে দেখিয়া প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—"একি?

"আমি নদীরধার দিয়া আস্‌ছিলাম। চোলে আস্‌ছি, এমন সময় দেখ্‌লেম, একটা জায়গায় রাশিকৃত রক্ত জমে রয়েছে, আর এই তলোয়ার ভাঙ্গা খানা সেই খানে পড়ে আছে। তাই দেখে এখানা আমি হাতে কোরে তুলে নয়ে এলেম। বোধ হয় সে খানে কার সঙ্গে একটা কাটাকাটী হোয়ে গেছে। মাটীতে অনেক পায়ের দাগও রয়েছে।

পরিচারক এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে প্রহরী তলোয়ার ভাঙ্গা খানা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে দেখিতে পাইল, তাহার অগ্রভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম খোদিত। তাহা দেখিয়া প্রহরীর বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। সে ভয়ে ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল;—"কুমারকে আবার পাওয়া যাচ্ছে না!"

ঠিক সেই সময়ে রাধাকান্ত রায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত দ্বার-

দেশে আসিয়া উপস্থিত। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিয়াছে, বরদাকান্তের জন্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কাহারো আহার হইতেছে না;—প্রায় সহস্রলোকের ভোজের আয়োজন, সমস্ত নষ্ট হইতেছে, সেই কারণে বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘর-বাহির করিতেছেন। বাটীর দ্বারে আসিয়া দ্বার-রক্ষকের মুখে ঐ কথা শুনিবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার বরদার কি হোয়েছে?"

দ্বাররক্ষক ও পরিচারক যাহা যাহা জানিত সমস্তই বলিল। শুনিয়া রাধাকান্ত রায় একটা মর্ম্মভেদি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এঁ্যা! তবে আমার বরদা খুন হোয়েছে! বঙ্কিমচন্দ্রই আমার বরদাকান্তকে খুন কোরেছে!"

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ।

হত্যাপরাধে।

"বঙ্কিম কোথায়?"—রাজবাটীর ভিতরে বিষম চীৎকার শব্দ পড়িয়া গেল—"বঙ্কিম কোথায়?" রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল "বঙ্কিম কোথায়?"—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনিতে প্রত্যুত্তর হইল—"নিজ কক্ষে। প্রত্যুত্তরের প্রতিনাদক সদানন্দ। সর্ব্বঘাটেই সদানন্দ। যেন তেন প্রকারেণ সংসারের সকল সংবাদ সংগ্রহ করা সদানন্দ-ঠাকুরের চির-অভ্যাস।—উপস্থিত গোলমাল শুনিয়া সদানন্দ শশব্যস্তে সভাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আসিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র যে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছে। সকলের ডাকাডাকি হাঁকিতে হাঁকিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল—"নিজের কক্ষে।" অনন্তর গভীর গর্জ্জনে

দ্বাররক্ষীর প্রতি প্রশ্ন হইল; তুমি না বোল্লে,—"সুশীলা আজ আবার কমলার সহিত বনের দিকে বেড়াতে গিয়াছিল ?"

"এ দাস এইরূপ প্রমাণ পায় ?"

"বঙ্কিমের সহিত তাদের দেখা হোয়েছিল ?"

"এ দাস ততদূর বিশেষ অবগত নয়।"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ ও রাধাকান্ত রায় নিজগৃহে উপবেশন করিয়া পরিচারক ও দ্বার-রক্ষককে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। গৃহমধ্যে অভ্যাগত নিমন্ত্রিত বহুতর ধনী মানী সম্ভ্রান্ত লোক উদ্বিগ্নচিত্তে উপবিষ্ট আছেন। পরিচারক ও রক্ষক যাহা যাহা জানিত তৎসমস্ত একে একে বলিতেছে। অনন্তর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাধাকান্ত রায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনি প্রথমে কমলাকে একবার এইখানে ডাকান। প্রথমে গোলমাল হয়ে পোড়্‌লে কোন সুরাহা কোর্ত্তে পারা যাবে না। কোন তথ্যই জানা যাবে না। সব পণ্ড হোয়ে যাবে।"

রাজার এইরূপ প্রস্তাব সকলেরই মনোনীত হইল। ধাত্রী কমলাকে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আনয়ন করা হইল। বরদাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বনমধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, কমলা আনুপূর্ব্বিক প্রায় সমস্তই বলিল। তচ্ছ্রবণে সাধারণের সংস্কার হইল, বঙ্কিমচন্দ্রই বরদাকান্তকে খুন করিয়াছেন। কিন্তু, সরল-হৃদয়া কমলার কোনমতেই বিশ্বাস হইল না যে,বঙ্কিমচন্দ্র বরদাকান্তকে খুন করিবেন। অথবা বরদাকান্ত যে খুন হইয়াছেন, সে কথাও তাহার ধারণা হইল না। তথাপি, রাধাকান্ত রায় ও ভূপেন্দ্রনারায়ণের মুখে যে সমস্ত কথা শুনিল, তাহাতে তাহার আর জ্ঞান চৈতন্য রহিল না। কমলা রায়-পরিবারে বহুদিন রহিয়াছে;—রায়-পরিবারে মাথার চুল পাকাইয়াছে;—বরদাকে আপন সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহে মানুষ করিয়াছে,—সেই বরদার তাদৃশ অভিঘাতের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কমলা "বরদারে"—বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

অনন্তর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিবার জন্য একজন পরিচারকে আদেশ করিলেন। বলিয়া দিলেন যে, কি-জন্য তাঁহাকে আহ্বান

করা হইতেছে, সে কথা যেন পূর্ব্বে তাহাকে না জানান হয়। পরিচারক চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া সভাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া কেবল-মাত্র পরিহিত রক্তাক্ত-কর্দ্দমাক্ত পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, এমন সময়ে পরিচারক আসিয়া তাঁহাকে রাজাদেশ শ্রবণ করাইল। শ্রবণমাত্র তিনি সেই চিন্তাক্লিষ্ট উদ্বিগ্ন হৃদয়ে পরিচারকের সহিত রাধাকান্ত রায়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া কমলাকে দেখিয়া এবং অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মুখভাবাদি দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।—সুশীলার সহিত বনপথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—কথোপকথন হইয়াছিল,—বরদাকান্তের সহিত বচসা হইয়াছিল,—সেই সমস্ত রাধাকান্ত রায়, বোধ হয়, জানিতে পারিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্যই সর্ব্বসমক্ষে আহ্বান করিয়াছেন। যাহা হউক, যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে, তাহার জন্য আর চিন্তা কি ?—এই ভাবিয়া সৎসাহস অবলম্বনে তিনি রাধাকান্ত রায় ও রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাধাকান্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তীব্র ভ্রুকুটী বিস্তার করিয়া কঠোর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বরদাকান্ত কোথায় ?"

ভক্তি-নম্র-সরল-স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"হুজুর!—তিনি যে কোথায়, তা আমি ত কিছু বোল্‌তে পারি না।"

জলন্ত-ক্রোধে, শোকে ও দুঃখে অধীর হইয়া রাধাকান্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়া উঠিলেন,—"বোল্‌তে পার না ?—জান না ?—আমার সর্ব্বনাশ কোরে আবার মিথ্যা ছলনা ?—এই জন্যে কি এতদিন তোকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন কোরে এলেম ?—অকৃতজ্ঞ চণ্ডাল ! তোর মনে কি শেষ এই ছিল ?"

"আপনি কি মনে কোরেছেন যে, বরদাকান্তের সম্বন্ধে আমি কিছু জানি ?—আমি কি তাঁকে কোথায় গোপন কোরে রেখেছি——"

বলিতে বলিতে যুবকের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল।—সমস্ত শরীর আকম্পিত হইয়া উঠিল। হৃদয়মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণার উদ্বেগ উপস্থিত হইল।

রাধাকান্ত রায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"জানিস্ না? খুন কোরেছিস্!—আমার বরদাকে খুন কোরেছিস্! জানিস না—খুনে, ফাঁসুড়ে——"

"ও কি কথা?—আপনি কি কথা বোল্‌ছেন?—খুন!—খুন কি? না, না!—" বলিতে বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র গৃহতলে বসিয়া পড়িলেন।

"দেখ, বঙ্কিম!"—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"দেখ, বঙ্কিম, যা হোয়েছে তার ত আর উপায় নাই।—সে কথা গোপন কোরে আর ফল কি?—মহামান্য রাধাকান্ত রায় তোমার অন্নদাতা—পিতা;—আশৈশব তোমাকে প্রতিপালন কোরে এসেছেন;—তুমি তাঁরি সর্ব্বনাশ কোরে, তাঁরি একমাত্র পুত্রকে হত্যা কোরে—খুনী আসামি হোয়ে—এখন আবার কেন মিথ্যা ছলনা কোর্ত্তে চেষ্টা কোর্ত্তেছ?—সত্য বল, কি হোয়েছিল? কিজন্য বরদাকান্তকে তুমি——"

"আপনি বলেন কি?"—ক্রোধে অভিমানে বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া অপার্থিব-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি বলেন কি?—আমি মিথ্যাবাদী!—খুনে!—এমন কথা আপনি বোল্‌বেন না।—বরদাকান্তকে আমি খুন কোর্‌বো?—না, না,—একথাই নয়!—আর বরদাকান্ত খুন হোতেই বা যাবেন কেন?"

বলিতে বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র একবার থামিলেন। অনন্তর বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাকৃত কোমল-কণ্ঠে—ধীর ও প্রশান্ত ভাবে,—নির্দ্দোষ-দৃষ্টিতে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে সসম্ভ্রম-সম্বোধনে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"না, রাজন্! যদিও এখনো তিনি গৃহাগত হন নাই,—তথাপি এখনি আস্‌বেন। কোথাও বোধ হয় ভ্রমণ কোচ্ছেন;—কাহারো সহিত বোধ হয় কথাবার্ত্তা কোচ্ছেন;—এখনি আস্‌বেন। তাঁর জন্য চিন্তা কি? এখনি তিনি প্রত্যাগমন কোর্ব্বেন।—তখন জান্‌বেন, আমি নির্দ্দোষ! তখন আবার আপনিই আমাকে এই সমস্ত অন্যায় তিরস্কার করার জন্য,

আমার প্রতি এ প্রকার অকারণ অন্যায় সন্দেহ করার জন্য কত দুঃখিত হবেন।"

উন্মত্তস্বরে রাধাকান্ত রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ! লোকটা কি চালাক্!—কি ধড়ীবাজ!—কেমন নির্দ্দোষিতা দেখাচ্ছে। যেন কিছু জানে না।—আমার সর্ব্বনাশ কোরে—একটা লোককে অকারণে খুন কোরে, আবার কেমন সাধুতা দেখাচ্ছে।—পাজী!—ডাকত! খুনে।—কেন? কমলা কি দেখে নাই, তুই তলোয়ার খুল্‌তে গিয়াছিলি? স্থশীলা আর কমলার সাক্ষাতেই বরদাকান্তকে আক্রমণ কোর্ত্তে উদ্যত হোয়েছিলি?"

রাধকান্ত রায়ের কথায় বাধা দিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কাতর-মৃদুস্বরে কমলা বলিল,—"না, না, আমি তা বলি নাই।—বরদা বঙ্কিমকে অনেক কটুবাক্য বোলেছিল;—অনেক লাঞ্ছনা কোরেছিল;—অনেক অপমান কোরেছিল;—কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র অধোবদনে সমস্ত সহ্য কোরেছে, কোন উত্তর করে নাই।—দৈবযোগে বঙ্কিম বাবুর সহিত উপবনের পার্শ্বে আমাদের সাক্ষাৎ হয়;—উনি আমাদের সহিত কোন কথাই কন নাই।—তথাপি বরদাকান্ত অকারণ ওঁকে—আমাদের অনেক তিরস্কার কোল্লেন——"

কমলা রাধাকান্ত রায়ের নিকটে স্থশীলা অথবা তাঁহাদের তিন জনেরি মানরক্ষার্থে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থশীলার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে একটুকু মিথ্যা কথা বলিল।—এ মিথ্যার জন্য, পাঠকগণ, তাহাকে ক্ষমা করিও।

"কেন? আরো ত প্রমাণ রহেছে।"—রাধাকান্ত রায় বলিয়া উঠিলেন,—"আরো ত প্রমাণ রহেছে।—নদীর তীরে রক্তস্রোত কেন?—সে স্থানে বঙ্কিমের হাতের তলোয়ার ভাঙ্গা পড়ে ছিল কেন?—বঙ্কিম যখন বাটীতে প্রত্যাগমন করে, তখন ওঁর পরিধেয় বস্ত্রে—অঙ্গের ঠাঁই ঠাঁই কর্দ্দম ও রক্তচিহ্ন ছিল কেন?—দ্বাররক্ষককে বঙ্কিম বরদার কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিল কেন?—দ্বাররক্ষকের প্রশ্নে বঙ্কিম কোন উত্তর দিতে পারে নাই কেন?—এ কথার উত্তর কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"ঘটনাব স্রোত আমাব প্রতিপক্ষতা সমর্থন কোল্লেও আমি জানি আমি নির্দোষ——

বঙ্কিমেব বাক্য শেষ হইতে না হইতে একজন কৃষাণ একটী জলসিক্ত বক্তাক্ত শিবস্ত্রাণ লইযা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। —সে, শিবস্ত্রাণটী রাধাকান্ত বাযেব সম্মুখে বাখিযা বলিল,— "নদীব স্রোতে এটা ভেসে যাচ্ছিল, আমি মাছ ধোর্ত্তে গিযে পেযেছি। এটা, বোধ হয, কর্ত্তাব কুমাবেব।—এতে কুমাবেব নাম লেখা দেখে আমি নিযে এলেম।—এটীর দুই এক যাযগায বক্তও লেগে আছে——"

সে শিবস্ত্রাণটী যথার্থই ববদাকান্তেব।—বাধাকান্ত বায তদ্দর্শনে লাফাইযা উঠিযা বলিলেন,— "এই ত, ববদাব শিবোপা,- এই যে এতে বক্তেব চিহ্ন, এই যে ইহা জলসিক্ত। ও—ওবে বঙ্কিম! -এখনো তুই মিথ্যা বোলবি?—এখনো তুই গোপন কোর্ব্বি?—ওহো! তুই আমাব ববদাকে খুন কোবে, নদীব জলে নদীব স্রোতে ভাসিযে দিছিস্। ওহো হো——"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বাধাকান্ত বায কক্ষতলে সংজ্ঞাহীন হইযা পড়িলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও "তবে কি সত্যই ববদাকান্ত কোনরূপে জলে ডুবিযাছেন"—বলিযাই সেই স্থানে অচৈতন্য হইযা পড়িলেন।

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

হতভাগ্য বঙ্কিমচন্দ্রেব যখন পুনর্ব্বাব চৈতন্য হইল, তখন দেখিলেন যে, তিনি এক নিবিড়-অন্ধকাবময গৃহে মৃত্তিকা-শযনে শযান বহিযাছেন। তাহাব হস্ত-পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র কোথায?—বঙ্কিমচন্দ্র ববদাকান্তেব হত্যাপরাধে আনন্দদুর্গেব অন্ধকাবাগৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইযা নিপতিত।—বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষণে রাজাজ্ঞায় বন্দী।

চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ।

ভাট সদাশিব।

এই লোমহর্ষণ ঘটনা যখন অন্তঃপুর মধ্যে সুশীলার কর্ণগোচর হইল, সুশীলা যখন শুনিলেন যে, তাঁহার স্নেহের গুণের প্রিয়তম সহোদর বরদা-কান্ত ইহজগতে আর নাই,—যখন শুনিলেন যে, তাঁহার জীবিতসর্ব্বস্ব বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে এই ভয়ঙ্কর হত্যা-কাণ্ডের অভিযোগ দাঁড়াইয়াছে, এই অভিযোগে তিনি বন্দীভাবে রাজবাটীর ভীষণ কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার মনে যে কি ভাবের উদয় হইল, তাঁহার হৃদয় যে তখন কি দারুণ যন্ত্রণায় আকুল হইয়া পড়িল, তাঁহার চিত্ত যে তখন কি বিষম উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল,—জগতে এমন কোন ভাষা নাই যে, তদ্দ্বারা সে সমস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে।—এই দারুণ সংবাদ প্রদান করার কষ্টকর কার্য্যের ভার ধাত্রী কমলার উপরে অর্পিত হইয়াছিল;—রাধাকান্ত রায় সুশীলাকে এই সংবাদ জানাইবার জন্য কমলাকে আদেশ করিয়াছিলেন;—একটী স্বভাব-কোমল-কামিনী-হৃদয় অনন্যোপায়ে এই হৃদয়-ভেদি সংবাদ বহন করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া আসিল;—ধীরে ধীরে একে একে সুশীলার সমীপে সেই দারুণ সংবাদ প্রসূত হইল;—শুনিতে শুনিতে সুশীলা কাঁপিতে কাঁপিতে ধাত্রীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

সুশীলা ধাত্রীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।—ধাত্রী কমলা সেই বিষাদ-ভগ্নহৃদয়ে কুমারীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল;—কতরূপে তাঁহার কর্ণে সান্ত্বনা-বারি ঢালিতে লাগিল;—নানাপ্রকার সস্নেহ-সম্বোধনে কুমারীর সুষুপ্তচিত্তকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। কমলার দুই গণ্ড বহিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল;—মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের যন্ত্রণা-শিখা বহিয়া যাইতে লাগিল;—এক-একবার নিজ

বস্ত্রাঞ্চলের অগ্রভাগে নয়ন-যুগল মার্জ্জন করিতে লাগিল ;—আর সযত্নে সুশীলার চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। যাহা হউক, অবশেষে কমলার ঐকান্তিক শুশ্রূষায় বালিকা-হৃদয়ে সংজ্ঞার সঞ্চার হইল।—সুশীলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন।—উপবেশন করিয়া সুশীলা কাতর-ক্ষীণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,——

"সত্যই কি বঙ্কিমচন্দ্রকে তোমার নির্দ্দোষ বোলে বিশ্বাস?—তুমি যা বোল্‌লে তা কি তোমার মনোগত?—না, আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য ঐরূপে স্তোক দিতেছ?"

"মা? তোমাকে আর বঙ্কিমকে যে, আমি এক-চক্ষে দেখেছি। তোমাদের ভাল-মন্দের জন্য আমার প্রাণ যে, সতত সশঙ্কিত।—আহা-হা! বঙ্কিম আমার গুণের সাগর ;—বঙ্কিম রূপের কার্ত্তিক ;—বঙ্কিমের শরীরে যে, কোন দোষ নাই।—বঙ্কিম কথনই এ কাজ করেন নাই।—বঙ্কিমের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হয় না।—কর্ত্তার ভুল হোয়েছে;—রাজা বুঝতে পারেন নাই।—না, না,—বঙ্কিম এমন কাজ কথনই করে নাই।"

সজল-নয়নে উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়ে এই কথা বলিতে বলিতে ধাত্রী পুনর্ব্বার কহিল।—"তবে—"

"তবে কি?"—সন্দেহাকুল-চিত্তে সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি, মা?"

"তবে যদি আত্মরক্ষার্থে——"

"না, না,—তা কথনই হোতে পারে না।"—ধাত্রীর বাক্যে বাধা দিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিলেন,"—না, না, তা কথনই হোতে পারে না।—বঙ্কিমের প্রতি আমার তিলমাত্রও সন্দেহ হোতে পারে না।—এই না, তোমারি মুখে শুন্‌লাম, পিতা যথন তাঁকে দাদার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাতে তিনি বোল্‌লেন যে, তিনি কিছুই জানেন না।—তিনি মিথ্যাবাদী নন।—তিনি জীবনে মিথ্যা কাকে বলে জানেন না।—সে সৎসাহসীর হৃদয়ে মিথ্যার কলঙ্ক স্থান পেতেই পারে না।—আরো ত তুমি বোল্লে যে, তিনি সগর্ব্বে সৎসাহসে বোলেছিলেন, শীঘ্রই হোক আর দুদিন পরেই হোক্, তাঁর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হবে।—তাই হবে।—হরি কোর্‌বেন, তাই

হবে।—শীঘ্রই তাঁর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হবে।—আমার বিশ্বাস ঠিক,—তিনি নির্দ্দোষ।—কিন্তু দাদা, তুমি কোথায় গেলে?—আমার উপর রাগ কোরে কি তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন?—ধাই-মা! তাই, মা;—তিনি আমার উপর রাগ কোরেই কোথায় চোলে গেছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে কমলা বলিয়া উঠিলেন,—"তাই হোক, মা;—ভগবান্ করুন; তাই হোক!--তিনি যেন আবার শীঘ্র ফিরে আসেন!"

"মাগো!—আমার জন্যেই যে, এই সর্ব্বনাশ ঘোট্‌লো, মা!—আমার কপাল যে, একেবারে পুড়্‌লো, মা;—" বলিতে বলিতে কুমারী সুশীলা দুই হস্তে ধাত্রীর গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া তাহার বক্ষমধ্যে সেই শোকবিশুষ্ক মুখ-পদ্মখানি লুক্কায়িত করত নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।—এ হেন বিষাদের বেশেও সুশীলা আজ এক অনুপম সৌন্দর্য্য ধারণ করিলেন।—সেই সময়ে কোন ভাস্কর কিম্বা চিত্রকর তথায় উপস্থিত থাকিলে, সেই অনুপম-সৌন্দর্য্য-চ্ছবিখানি, বোধ হয়, চিত্রপটে কিম্বা প্রস্তরফলকে পরিবর্ত্তিত করিতে ক্ষণমুহূর্ত্ত-কালও বিলম্ব করিত না।—সুশীলার সুকৃষ্ণ সমুজ্জ্বল কেশপাশ কমনীয় পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়া, ক্ষীণ-কটি-তট অতিক্রম করিয়া, বিশাল নিতম্ব পার হইয়া কক্ষতল স্পর্শ করিয়াছে;--জানুদ্বয় কক্ষতল সংলগ্ন হইয়াছে,—অঙ্গ-যষ্টিখানি ধাত্রীর বক্ষোপরি ঢলিয়া পড়িয়াছে।—ঠিক যেন, শিবনিন্দা শুনিবার ভয়ে অনুতাপিনী প্রসূতির বক্ষে সতীমূর্ত্তির আবির্ভাব!—অথবা এ সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।

শোকতাপ-সন্তপ্তা, চিন্তাজ্বরজীর্ণা, বিরহবিকৃতা রায়-কুমারী এই ভাবে ধাত্রীবক্ষে অবস্থিতা;—এমন সময়ে, তাঁহার পিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।—রাধাকান্ত রায় যখন কন্যার গৃহে পদার্পণ করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুইদণ্ড অতীত;—আকাশে চন্দ্রদেবের উদয় হইয়াছে; সুশীলার কক্ষে দীপাধারে আলোক জ্বলিতেছে।—পিতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সুশীলা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না।—সে বাল-চিত্ত আপন উচ্ছ্বাসেই নিমগ্ন;—আপনার চিন্তাতেই আপনি উদ্ভ্রান্ত; ক্ষোভের আবরণে আপনিই সংক্ষুব্ধ;—উপস্থিত বাহ্যজ্ঞান-পরিশূন্য।

রাধাকান্ত রায় কন্যার কক্ষদ্বারে পদার্পণ করিয়া প্রথমে ধাত্রীবক্ষ-সংলগ্না কন্যার অপ্রকাশিত মুখমণ্ডল প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, সুশীলা আজ একপ্রকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিশ্বরী। কন্যার সেরূপ রূপ-জ্যোতি—সৌন্দর্য্যদীপ্তি—লাবণ্যের উচ্ছ্বাস তিনি জীবনে আর কখন দেখিয়াছেন কি, না, সন্দেহ।—অনন্তর পুত্র-শোকাতুর রায়-বৃদ্ধ ধীরপদে কন্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া ডাকিলেন,—"মা—সুশীলা!"

সুশীলা ধীরে ধীরে বদন উত্তোলন করিয়া পিতাকে দেখিয়া,—"পিতা," বলিয়া দুই হস্ত প্রসারণ করত পিতৃপদতলে নিপতিতা হইলেন।

বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়ের বৃদ্ধ-হৃদয় আজ নিষ্ঠুর যন্ত্রণার নিষ্ঠুর তাড়নায় আক্রান্ত। তাঁহার একমাত্র বংশধর, কুলপ্রদীপ, প্রাণসর্ব্বস্ব বরদাকান্ত আজ তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছেন। তাঁহার বিপুল গৌরব—বিশাল নাম-সম্মানের একমাত্র উত্তরাধিকারী বরদাকান্ত রায় ইহজগত পরিত্যাগ করিয়াছেন।—পুত্রশোক-রূপ মহাশৈল্য আজ তাঁহার নিষ্পাপ হৃদয়ে প্রোথিত হইয়াছে। তিনি দুর্ভর শোকভরে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। কন্যার গৃহে আসিয়াছিলেন, সান্ত্বনা পাইবার আশয়ে। কিন্তু কন্যাকে নিজের অপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থায় সন্দর্শন করিয়া বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার দুইচক্ষে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল।—কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে কাটিল কিয়ৎক্ষণ পরে অনেক কষ্টে সেই দুর্দ্দান্ত মনোবেগের আতিশয্য দমন করত তিনি ধীরে ধীরে কন্যাকে কক্ষতল হইতে উত্তোলন করিয়া সস্নেহে শিরশ্চুম্বন করিলেন। অনন্তর প্রাণাধিকা আত্মজাকে নিকটবর্ত্তী শয্যার উপরে নিজ দক্ষিণ-পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, পুনর্ব্বার চক্ষের জলে কক্ষতল ভাসাইয়া কহিলেন, "মা! আর আমি তোমাকে কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ কোর্‌বো না। তোমার ইচ্ছা না হয়, রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণের গলে তুমি বরমাল্য দিও না।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ আবার কন্যার মস্তকাঘ্রাণ লইলেন।—কন্যা, পিতার অঙ্কে মস্তক লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।—ধাত্রী কমলা অবনত-বদনে নয়নজলে কক্ষতল প্লাবিত করিতে লাগিল।—বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন,—"নারায়ণের মনে যা ছিল, তাই হোয়েছে।—প্রভুর ইচ্ছার প্রতিরোধ করা কার সাধ্য?—আর দুঃখ কোর্‌লে,—কাঁদলে,—অদৃষ্ট নিন্দা কোর্‌লে কি ফল হবে?—তিনি যা করেন, তা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য——"

এই বলিয়া বৃদ্ধ কন্যা ও কমলাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া উভয়কে শয়ন করিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক দুঃখ-চিন্তাশোক-ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে ধীরপদে আপন শয়ন-কক্ষের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পিতার প্রস্থানের কিয়ৎক্ষণ পরে সুশীলা মুখ তুলিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে বোধ হইল যেন, এতদিনে তাঁহার দারুণ হৃদয়-যন্ত্রণার একাংশ লয়-প্রাপ্ত হইয়াছে;—পিতার একটী কথায় তাঁহার হৃদয় যেন একদিকে অনেকটা আশ্বস্থ হইয়াছে;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে বিবাহ করিতে হইবে না, পিতার এই কথায় এ হেন শোকচিন্তাতেও তাঁহার সন্তপ্তচিত্ত বহুপরিমাণে শান্তিলাভ করিয়াছে। সে হেন সংশয়াপন্ন উদ্ভ্রান্ত অন্তরেও সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের একটী কথা তাঁহার মনে পড়িল। সুশীলা ভাবিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন "চারদিনের মধ্যে অনেক বিপর্য্যয়ও ঘটিতে পারে।" কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ সর্ব্বনাশক বিপর্য্যয়ের কথা স্মরণ করিয়া সেই কোমল-হৃদয় আবার অধীর হইয়া উঠিল।—ভ্রাতৃশোক-বিধুরা রায়কুমারী কমলার ক্রোড়ে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে রাধাকান্ত রায় ধীরে ধীরে আপন শয়ন-কক্ষের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।—ক্রমে শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া যেমন তাহা উদ্‌ঘাটন করিবেন, অমনি কক্ষপার্শ্বস্থ পরিচ্ছদাগারে একটী ক্ষীণ আলোক রশ্মির প্রকাশ অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় বিষম সন্দেহে কাঁপিয়া উঠিল।—প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে শয়নকক্ষের সেই রাত্রের সেই ঘটনা মনে পড়িল;—সেই ছায়ামূর্ত্তির কথা স্মরণ হইল;—গতরাত্রের ঘটনাও একবার ভাবিলেন।—তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মনে এক প্রকার আতঙ্কের সঞ্চার হইল।—যে খানে দাঁড়াইয়া দ্বার খুলিয়াছিলেন, সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন আর অগ্রসর হইতে পারিলেন

না।—কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে আশঙ্কা,—সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধ ভাট সদাশিব একটী আলোক হস্তে করিয়া পরিচ্ছদাগার হইতে বহির্গত হইল। বৃদ্ধ সদাশিবকে তেমন সময়ে তাঁহার শয়ন-কক্ষে একাকী দর্শন করিয়া রাধাকান্ত রায় সন্দিহান-চিত্তে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এমন সময়ে আপনি এখানে?"

"আপনারি নিকটে।—আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষা কোচ্ছি।"—যথাবিহিত সম্ভাষণে যথাবিহিত সম্বোধনে সসম্ভ্রমে ধীরে ধীরে ভাট বৃদ্ধ এই কয়েকটী কথা কহিল।

"আমার নিকটে? অনেকক্ষণ এসেছেন? প্রয়োজন আছে? একটী একটী করিয়া বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় সকৌতূহলে এই কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ধীরে ধীরে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করত আপন শয্যায় গিয়া উপবেশন করিলেন।

"যদি বিশ্বাস করেন,—যদি ক্ষুন্ন না হন,—যদি মনে কিছু না করেন, তা হোলে আমি কোন বিশেষ কথা আপনাকে জ্ঞাপন করি।"—এই বলিয়া ভাট সদাশিব রাধাকান্ত রায়ের সেই বিষাদ-গম্ভীর মুখমণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল।

"বিশ্বাস?—আপনার কথায় অবিশ্বাস করবার কারণও কিছু নাই। আপনি নির্ভয়ে বলুন; যে কোন কথাই হোউক আপনি স্বচ্ছন্দে বোলে যান;—আপনার কোন চিন্তা নাই।"

রায় রাধাকান্ত ভাট সদাশিবকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধ ভাট রাধাকান্ত রায়ের বাক্যে আশ্বাস পাইয়া, হস্তস্থিত আলোকাধারটী কক্ষের এক পার্শ্বে সংস্থাপন করত রাধাকান্ত রায়ের শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার কর্ণে কর্ণে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা বলিল। রাধাকান্ত রায়ও একাগ্রচিত্তে সমস্ত কথা এক একটী করিয়া শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"এর আমি কোন কথাই শুনি নাই। দেওয়ান দৌলগোবিন্দ আমাকে যেমন বোলেছিল, আমি সেই রূপই বিশ্বাস কোরেছিলাম। এর মধ্যে এত কাণ্ড!—এ যে বড় ভয়ানক কথা!"

"যে যাই বলুক ;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ আপনার নিকটে যে-রূপই প্রকাশ করুন ; আমি যা বলিলাম, তাই ঠিক। আমি সমস্ত ঘটনা সবিশেষ অবগত আছি। চব্বিশবৎসর পূর্ব্বের মহামেলার দিনও আমি এই রাজবাটীতে উপস্থিত ছিলাম।—একক ছিলাম না ;—আমার সঙ্গে আরো পাঁচজন ভাট-গায়ক ছিল। সে বারে নূতন রাজা আমাদের অকারণে অপমান কোরে এখান হোতে দূর কোরে দেন। আমি সকল তত্ত্ব জানতে পেরেছিলাম বোলে, আমার প্রতি দোলগোবিন্দ আর ভূপেন্দ্র-নারায়ণের বিষমক্রোধ বিষম সন্দেহ জন্মে। আনন্দপুরে আর প্রবেশ কোর্ত্তে পার্ব্ব না, এরূপ আদেশ পর্য্যন্ত রাজা প্রদান করেন। পরে কয়েক বৎসর হোলো আবার আমাকে নিজের নিকটে বৃত্তিভোগী কোরে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, আমা হোতে কোন কথা কখন না প্রকাশ পায়। আমিও তা করি নাই। তবে আপনার ন্যায় সাধু লোককে সাবধান করা সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তব্য বোলেই, কিছু আভাষ দিলাম। ফল কথা, একটু সতর্ক থাক্‌বেন। আর, এ সমস্ত কথা এখন কাহারো নিকটে প্রকাশ কোর্‌বেন না। যেমন গোপনে শুনলেন, তেমনি গোপনেই রাখ্‌বেন ;—কাহারো নিকটে বোল্‌বেন না। প্রকাশ হোলেই আমার বিপদ। কেবল আপনার উৎকণ্ঠা কতক পরিমাণে দূর কর্ব্বার জন্যই আজ আমি আপনার নিকটে এই সমস্ত কথা প্রকাশ কোর্‌লাম। দেখ্‌বেন ;——"

সদাশিব ভাট নিরস্ত হইলে রাধাকান্ত রায় তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে, সে জন্য তাঁহার কোন চিন্তা নাই। যে সমস্ত কথা তিনি শুনিলেন, সে কথা কখন কাহারো নিকটে প্রকাশ পাইবে না।

বৃদ্ধ ভাট তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আশ্বস্ত-হৃদয়ে আপনার নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিতে গেল। রাধাকান্ত রায় আদ্যোপান্ত চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চদশ প্রসঙ্গ।

দুর্য্যোগ রজনী।

রাত্রি দুই প্রহর।—অকস্মাৎ গগনমণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। উত্তর-পূর্ব্ব হইতে স্বন-স্বন-শব্দে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। অসময়ের ঘনজালের ঘন-নির্ঘোষে দিগ্‌দিগন্তর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নিশিথিনী গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া আসিল। রজনীর সেই কৃষ্ণবক্ষে সুরসুন্দরী সৌদামিনী সহাস্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে মূসলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে নিরাশ্রয় বিপদগ্রস্ত ইতস্তত-ধাবমান বন্যপশুর ভীষণ চীৎকারে রজনীর সেই ভীষণভাবকে ক্রমে আরো ভীষণতর করিয়া তুলিতে লাগিল।

স্বন-স্বন-শব্দে বায়ু ছুটিতেছে;—মড়-মড়-শব্দে বন্যবৃক্ষ ভূপতিত হইতেছে,—গড়-গড়-শব্দে আকাশ ডাকিতেছে;—কড়-মড়-শব্দে বজ্রপতন হইতেছে,—মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গভীর-খাদ ও পর্ব্বতগহ্বর-মুখে নিপতিত ভীষণ জলস্রোতের গভীর গর্জ্জনে কর্ণবধির হইয়া যাইতেছে। পাপীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। বিভীষিকাময়ী তমস্বিনী দ্বিতীয় যামের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু সেই, বিভীষিকাময়ী রজনীর সেই ভীষণ দ্বিতীয় যামে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ভয়ে আনন্দগিরির শৃঙ্গমালার উপর হইতে অপ্রতিহত-গতিতে ধীরে ধীরে অবোরহণ করিতেছে। ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপতনের প্রতি তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই;—ঘন-তিমিরাবৃত রজনীর সেই ভীষণ ভাবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই;—সামান্য পদস্খলনে একেবারে ঊর্দ্ধপদে শতসহস্র-হস্তে নিম্নে নিপতিত হইয়া একেবারে যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, মনের

মধ্যে সে ভাবনা কিছুমাত্র নাই ;—সে অনন্যমনে, নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত-অন্তরে সেই দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর হইতে ধীরপদে অবরোহণ করিতেছে।

মূর্ত্তিটী একটী রমণীর। এই সমূহ বিপৎ শিরে ধরিয়া,—জীবন-মরণ অপেক্ষা করিয়া উন্মাদহৃদয়ে অসম-সাহসে এক রমণীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে শৈল-শৃঙ্গ হইতে অবরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। রমণীর সর্ব্বশরীর বৃক্ষবল্কলে আচ্ছাদিত।—প্রবল বৃষ্টিস্রোতে তৎসমস্ত একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে ;—তাহাতে বায়ুরও প্রবল প্রবাহ চলিয়াছে।—কিন্তু রমণী সেই দুরন্ত-শীতে একবারও কাঁপিতেছে না।—প্রবল বৃষ্টিধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে ;—মস্তক বহিয়া জলধারা গড়াইতেছে ;—তাহাতে তাহার যেন কিছুমাত্র কষ্ট নাই ;—এই ভয়ানক দৈব-দুর্য্যোগের প্রতি তাহার যেন কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই ;—তাহার হৃদয় যেন আন্তরিক অগ্নি-শিখাতে স্বতঃই উত্তপ্ত রহিয়াছে ;—সেই উত্তাপেই যেন তাহার দেহের, মনের শৈত্য বিদূরিত হইয়াছে ;—রমণী নিঃশঙ্ক-চিত্তে নামিতেছে।

নিবিড় নীরদদামে দিঙ্মণ্ডল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।—সে অন্ধকারে নিকটের, কি দূরের কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না।—মধ্যে মধ্যে গগনমণ্ডলে পাপীর হৃদয়-দহনকারী ভীষণ বিদ্যুদগ্নি এক একবার ছুটিয়া বেড়াইতেছে ;—রমণী সেই বিদ্যুতালোকে পথ লক্ষ্য করিয়া এক একপদ অগ্রসর হইতেছে ;—শৈলশৃঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে এক এক পদ অবরোহণ করিতেছে।—রমণী যে পথ বাহন করিয়া শৈলশৃঙ্গ হইতে অব-রোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে পথ হইতে তাহার পদ সূত্রসঞ্চারে বিচলিত হইলে, তাহাকে একেবারে শৈলমালার উপর হইতে পার্শ্ববর্ত্তী নদীগর্ভে নিপতিত হইতে হয়।—কিন্তু, রমণী এরূপ সতর্কভাবে নামিতেছে যে, তাহার পদ কিছুমাত্র কম্পিত হইতেছে না ;—তাহার মস্তিষ্ক যেন মাত্র বিকৃত নহে ;—সে পথ যেন তাহার চির-অভ্যস্ত ;—অথবা, সে যেন কোনরূপ মায়া-মন্ত্র অবগত আছে।

পুনর্ব্বার গগনমণ্ডলে তড়িতালোক দেখা দিল।—রমণীও দেখিল যে, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তাহার অবরোহণ শেষ হইয়াছে। তখন রমণী সেই

নিবিড়-অরণ্য প্রদেশের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।—ঘন ঘন বজ্র-পতন হইতেছে;—প্রবল ঝটিকায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ সকল মধ্যে মধ্যে মহীতলশায়ী হইতেছে;—নরমাংসলোলুপ হিংস্রক বন্য জন্তুগণ বন-প্রদেশের চতুর্দ্দিকে ইতস্তত ধাবিত হইতেছে;—কিন্তু, রমণীর কিছুতেই গ্রাহ্য নাই;—সে, সমস্ত বিপদ-আপদ উপেক্ষা করিয়া যেন মরিয়া হইয়া অপ্রতিহত গতিতে সেই নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছে। রমণীর সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া সেই প্রবল বৃষ্টির মুষলধারা গড়াইতেছে,—প্রতি-পদ-বিক্ষেপে পদদ্বয় কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে,—তথাপি রমণীর গমনে বিরাম নাই।—রমণী অভীষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে অপ্রতি-হত গতিতে চলিয়াছে।

অবশেষে রমণী এক স্থানে আসিয়া থামিল। থামিয়া বলিল,—"বোধ হয় আসিয়াছি।—এই স্থানেই কোথায় হইবে——"

ক্ষণমুহূর্ত্ত পরেই ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী আলোকে দিঙ্মুখ একবার উদ্ভা-সিত হইলে, রমণী সচকিতে আর একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল,—"আমার অনুমান মিথ্যা হইবার নহে।—ঠিক আসি-য়াছি।—ঐ,—অদূরে—"

রমণীর তীব্রকণ্ঠে সমগ্র কাননভূমি সঘনে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর রমণী আপনাকে গন্তব্য-স্থানের সমীপবর্ত্তিনী জানিয়া ধীর, অথচ গম্ভীর পদবিক্ষেপে সেই দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে রমণী তাঁহার উদ্দেশ্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।—আবার বিদ্যুৎ হানিল।—রমণী দেখিল, তাহার সম্মুখেই রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ও তৎ-মৃতা পত্নীর সমাধিস্তম্ভদ্বয়।—রমণী এই সমাধিস্তম্ভ লক্ষ্য করিয়াই এই দুর্য্যোগ রজনীতে এই সমূহ বিপদ শিরে ধরিয়া এই দুর্গম পথ এত কষ্টে অতিবাহন করিয়াছে।

রমণী সমাধিস্তম্ভের পাদমূলে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক উভয় হস্তে মুখাবৃত করতে গভীর চিন্তায় হৃদয় ভাসাইয়া দিল।

ক্রমশই প্রবল বায়ুবেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে;—মুহুর্মুহু বজ্রপতনের গভীর নিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে;—ক্ষণপ্রভার

ভীষণ প্রভায় নয়ন দগ্ধ করিয়া দিতেছে;—অবিশ্রান্ত স্রোতে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে;—স্বভাব ভয়াবহ ভীষণ ভাবে বিশ্বজগৎকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে।—কিন্তু সেই অদ্ভুত-প্রকৃতির রমণীর সে সমস্তে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই।—তাহার অদ্ভুত হৃদয়ে কিছুমাত্র বেদনানুভূতি নাই। মাথার উপর দিয়া প্রবল ঝড়-বৃষ্টি বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে তাহার যেন কিছুমাত্র গ্রাহ্য নাই।- অথবা, তাহার সম্মুখ দিয়া আর একটী মনুষ্যমূর্ত্তি যে, ধীরে ধীরে, অতর্কিত-ভাবে সেই সমাধিস্তম্ভের বেদির উপরে সেই সময়ে আসিয়া জানু পাতিয়া উপবেশন করিল,—তাহাও সে রমণী কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিল না। এবং, সেই আগন্তুক ব্যক্তিও জানিতে পারিল না যে, সমাধিস্তম্ভের পাদমূলে আর এক রমণীমূর্ত্তি অনুশোচনায় উপবেশন করিয়া আছে।

এইরূপে অসম-সাহসের বশবর্ত্তিনী হইয়া নির্ভয়-হৃদয়ে, সেই দুর্যোগ রজনীতে, সেই দারুণ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া, এক অদ্ভুতপ্রকৃতির রমণী—আবার, সভয়ে, সঙ্গোপনে, প্রচ্ছন্নভাবে, নিবিড় বনপ্রদেশ ভেদ করিয়া আর এক পুরুষমূর্ত্তি, প্রায় এক সময়ে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত। উভয়ে উভয়ের অনতিদূরে প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট।—কিন্তু, প্রথমে কেহই কাহারও সামীপ্য অবগত হইল না;—কেহই কাহাকে দেখিতে পাইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে গভীর চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই রমণী ধীরে ধীরে একবার মস্তক উত্তোলন করিল।—ঠিক সেই সময়ে আর একবার বিদ্যুৎ ছুটিল।—অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিখা বিস্তার করিয়া বিমানপথের চতুর্দ্দিকে জলন্ত অগ্নিময় পক্ষের উপরে সুরসুন্দরী আর একবার ছুটিয়া বেড়াইল।—বোধ হইল, যেন, মেঘবাহনের রোষাগ্নিতে সমগ্র কাননভাগ দগ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।—সেই দৈব অগ্নির প্রদীপ্ত শিখায় সেই নরনারী পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইল।—রমণী পুরুষমূর্ত্তিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া বিদ্রূপের তীব্র-স্বরে সমগ্র-কানন কাটাইয়া কহিয়া উঠিল,—"হাঃ!—হাঃ!—হাঃ!—তুই!—তুই রে মহাপাপী?—তুই এখানে?"

অস্বাভাবিক ভয়াতঙ্কে পুরুষমূর্ত্তির অন্তর কাঁপিয়া উঠিল।—সে ভীতি-ব্যঞ্জক-জড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে, তুমি?"

কর্কশ-গভীর-শাসনস্বরে রমণী কহিল,—"চিনিস্‌ না আমায়?—এই দ্যাখ্‌!—আমার মুখ দেখে আমাকে চিন্‌তে পার্‌লি না?"

"না।"—পুরুষমূর্ত্তি উত্তর করিল,—"না।—আমি এই গভীর অন্ধকারে তোকে এই মুহূর্ত্তে দেখিলাম।—আমি জানি, তুই কখনই মানুষ নোস্‌।—তুই ভূত!—তুই পেত্‌নি!—তুই রাক্ষসী!—তুই মানুষের মূর্ত্তি ধোরে আমাকে তাড়না কোর্‌তে এসেছিস্‌!"

"পাতকি!—আমি তোরই মত এই পৃথিবীর জীব।—আমি মানুষ কি ভূত, তা কি তোর জ্ঞান হলো না?"—এই বলিয়া রমণী তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট সুদীর্ঘ আর্দ্র-হস্ত পুরুষমূর্ত্তির স্কন্ধের উপর প্রদান করিল।

সেই কঙ্কালসার-রমণীর করস্পর্শে পুরুষমূর্ত্তি অধিকতর ভীত ও চমকিত হইয়া জড়িতস্বরে পুনর্ব্বার বলিল,—"মানুষ যদি, তবে তুমি কে?"

ধীর-গম্ভীর-স্বরে রমণী উত্তর করিল,—"আমি যে হই, সে কথা এখন তোকে জান্‌তে দিব না। সময়ে সকল কথাই আপনা হোতে তুই জান্‌তে পার্‌বি। তখন আর তোকে কিছু জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে হবে না। কিন্তু তুই যে কে, তা আমি জানি।—তোকে বোল্‌ছি;—শোন্‌!—আয়, তোর কাণে কাণে বলি——"

এই বলিয়া রমণী তাহার সেই মাংসহীন হস্তে পুনর্ব্বার সেই পুরুষমূর্ত্তির স্কন্ধদেশ ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করতঃ তাহার কর্ণে একটী নাম—সেই পুরুষমূর্ত্তির নাম—অপার্থিব-স্বরে উচ্চারণ করিল। বোধ হইল যেন, গভীর ভূগর্ভ হইতে সেই গভীর স্বর সমুত্থিত হইয়া পুরুষমূর্ত্তির অন্তর-কন্দর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

আর এক মুহূর্ত্তকাল পুরুষমূর্ত্তি নিশ্চল, নির্ব্বাক, রুদ্ধশ্বাস হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। মুহূর্ত্তকাল পরে পুরুষমূর্ত্তি একটা বিকট চীৎকারে একলম্ফে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিল, সেই

দিকে ছুটিল। এবং, মুহূর্ত্ত মধ্যে রমণীর চক্ষের অন্তরাল হইয়া উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।—রমণী আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

পুরুষমূর্ত্তির প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই সেই গভীর ত্রিযামার গভীর ভীষণ তূষ্ণীম্ভাব ভঙ্গ করিয়া সমগ্র বনভূমি গভীর নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল,—"হা ভগবান্!—এইবার গেলাম!"

রমণী পুনর্ব্বার সেই ভাবে সেই সমাধি স্তম্ভের পাদদেশে গিয়া উপবেশন করিল।—ঝড়—বৃষ্টি—বিদ্যুৎ—বজ্রাঘাত সমভাবেই চলিতে লাগিল।

ষোড়শ প্রসঙ্গ।

দুর্য্যোগ-রজনীর অবশিষ্ট ঘটনা।

রমণী সেই ভাবেই সেই সমাধিস্তম্ভের পাদদেশে, আসীনা।—ঝড়-বৃষ্টি সেই ভাবেই প্রবাহিত। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত। কিয়ৎক্ষণ পরে পীত-বসনাবৃত এক দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি সেই রমণীর সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইল। পুরুষমূর্ত্তির আবির্ভাবমাত্রেই রমণী জানিতে পারিল। রমণী অমনি শশব্যস্তে সত্রস্তে নয়নোন্মীলন করিয়া করপুটে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনন্তর পুরুষমূর্ত্তি তাহার অনুগমন করিবার নিমিত্ত রমণীকে হস্তসঞ্চালনে সঙ্কেত করিল।—রমণীও কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার অনুগামিনী হইল। ক্রমে উভয়ে সেই সমাধিস্তম্ভ অতিক্রম করিয়া বনপ্রদেশ পার হইয়া এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।—পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে

পারে, এই প্রান্তরের উপরে বঙ্কিমচন্দ্র দস্যুকবল হইতে তাঁহার প্রাণাধিকা সুশীলার উদ্ধার সাধন করেন।

পুরুষমূর্ত্তি, রমণীকে প্রান্তরের মধ্যভাগে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহাকে অদূরস্থিত একটী পদার্থের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সঙ্কেত করিয়া সহসা সে স্থান হইতে অন্তর্ধান হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।—রমণী দেখিল, দস্যুদলপতি মহাবীর হতচেতন হইয়া প্রান্তর মধ্যে নিপতিত ;—অদূরে তাহার অশ্ব স্থিরপদে দণ্ডায়মান।

রমণী যখন সেই ছায়ামূর্ত্তির সহিত এই প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে।—আকাশমণ্ডল পরিষ্কার হইয়াছে। নিশানাথ গভীর ঘনজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিতরশ্মি বিতরণে পুনর্ব্বার প্রকৃতি সুন্দরীর প্রসাধনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

রমণী ধীরে ধীরে দস্যুপতির নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাহার নাসারন্ধ্রের নিকটে হস্ত প্রদান করিল। দেখিল, তাহার জীবন-শ্বাস একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তখন রমণী আপন বল্কল-পরিচ্ছেদের ভিতর হইতে কি একটা পদার্থ বাহির করিয়া মহাবীরের নাসিকার নিকটে ধরিল।—কোন্ দ্রব্যের যে কি গুণ, তাহা কে বলিতে পারে ?—রমণী-প্রদত্ত ঔষধের ঘ্রাণ প্রাপ্তিমাত্রেই দস্যুপতির চৈতন্য সঞ্চার হইল।—সে তৎক্ষণাৎ মৃৎ-শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। উঠিয়া নিকটে সেই রমণীকে উপবিষ্টা দেখিয়া, নিজের উপস্থিত অবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক বুঝিতে পারিল যে, এই রমণীর যত্নেই সে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন মহাবীর সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"মা, তুই আমার প্রাণ দিলি। আমি জল-ঝড়ের সময় ঘোড়ায় চোড়ে যেতে যেতে ঘোড়া থেকে হঠাৎ এই খানে পড়ে গিছলেম। পড়ে অজ্ঞান হয়েছিলেম। তুই না এলে মা, আর বাঁচতুম না। তুই আজ থেকে আমাদের দলের সকল লোকের মা হোলি। আজ থেকে আর আমি তোকে এমন কোরে বনে বনে বেড়াতে দেব না। এমন কোরে গাছের ছাল গাছের পাতাও তোকে পোরতে দেব না। আমি তোকে আমাদের

দুর্গে রেখে দেব। ভাল খেতে দেব,—ভাল পোরতে দেব। কোথাও যেতে দেব না। আমরা সকলে তোকে মা বোলে ডাকবো। কেমন বল্, তুই আমাদের মা হবি ত?"

দস্যুসর্দার রমণীকে চিনিত।—রমণী অপর। কেহই নহে,—আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা সেই পাগলিনী!

পাগলিনী কহিল,—"হব।"

"তবে আমার সঙ্গে আয়,—আমি তোকে ঘোড়ায় কোরে আমাদের আড্ডায় নে যাই।"

"আমায় কখন বোক্‌বি না?—কখন কিছু বোল্‌বি না?

"কখন কিছু বোল্‌ব না।"—তুই যে আমাদের মা।"

"তবে চ।"

মহাবীরের অশ্ব তাহাকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া এতক্ষণ সেই খানেই এক পার্শ্বে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দস্যুপতি উঠিয়া প্রথমে তাহার অশ্বের নিকটে গমন করিল, এবং, তাহার গাত্রে সস্নেহ-চপেটাঘাত করিয়া কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া তাহাকে আদর করিল। পরে উন্মাদিনীকে তৎপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া আপনি এক লম্ফে তাহাতে আরোহণ করত কালি-দুর্গের অভিমুখে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

পথে যাইতে যাইতে যাইতে দস্যুসর্দার পাগলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"মা, তুই এতরাত্রে এমন দুর্য্যোগে এই বনের ভিতর এমন কোরে কেন বেড়াতেছিলি?"

পাগলিনী হাসিয়া কহিল,——

"আমার আবার দিনরাত্রি—সুযোগ-দুর্য্যোগ বন-উপবন কি?"

মহাবীর মনে মনে ভাবিল,—"তা বটে;—পাগলের আবার জ্ঞান কি?"

অনন্তর উভয়ে অন্যান্য অনেক প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমে কালিদুর্গে আসিয়া প্রবেশ করিল।—সেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির সময়ে পাগলিনী যে, রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের সমাধিস্তম্ভের নিকটে একজন পুরুষ-

মূর্ত্তিকে দেখিয়াছিল, কথায় কথায় তাহাও মহাবীরকে বলিয়া ফেলিল। সে যে কে, তাহাও তাহাকে জানাইল।

পাঠক!—সে ব্যক্তির পরিচয় জানিবার জন্য যদি তোমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর;— ঘটনাচক্রে ক্রমে ক্রমে সমস্তই জানিতে পারিবে।

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

ত্রিযামার ত্রিতীয় যাম। আর সে বৃষ্টি নাই;—মেঘের সে ডাক নাই;—বিদ্যুতের যে স্ফুলিঙ্গ নাই;—কুলিশের সে ভীষণ নিনাদ নাই। আছে কেবল, বৃক্ষ-শির-স্থিত বৃষ্টিধারার ভূমি পতনের টপ্ টপ্ শব্দ;—আর, প্রবাহিত জলস্রোতের হুহুধ্বনি।

এই অবসরে রাধাকান্ত রায় মনে করিলেন, শান্তিদায়িনী নিদ্রা আবার তাঁহার অক্ষিপুটে দর্শনদান করিবেন।

সে কথা বলাই হইয়াছে।—যেরূপে বৃদ্ধ রাধাকান্ত তাঁহার কন্যার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিজ শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন;—বৃদ্ধ ভাট সদাশিবকে দেখিয়া প্রথমে তিনি যেরূপে চমকিত হয়েন; অনন্তর যেরূপে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার তাহার সহিত কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হয়েন;—বৃদ্ধ ভাট সদাশিব তাঁহার নিকটে গোপনে যে সমস্ত অপূর্ব্ব গুপ্ত রহস্য বর্ণন করে—যে সমস্ত গুপ্ত রহস্য ভাট-ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ তিনি শ্রবণ করেন,—তৎসমুদায় শ্রবণে তাঁহার মানসিক ভাবের যেরূপ বৈল-ক্ষণ্য সংঘটিত হয়—সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।—তাঁহার সেই উদার প্রশান্ত অন্তরে এক্ষণে চিন্তার বিষয় অনেক;—শোকের বিষয় অনেক;—সেই উদ্বিগ্ন হৃদয়ের আবেগ অনেক;—সেই বিষাদ তমসাচ্ছন্ন অন্তঃকরণের গুরুভার অনেক। সদাশিব ভাট বিদায় গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি শয়নের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিদ্রা সে অবস্থায় অস-ম্ভব।—তিনি শয়নতলের এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া প্রশান্ত ভাবে—বিচ-ক্ষণতার সহিত যাহা যাহা ঘটিয়াছে—যেরূপ অবস্থাজালে তিনি জড়ীভূত হইয়াছেন, সেই সমস্ত একে একে তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার একমাত্র বংশধর যে অপঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কণামাত্র সন্দেহ রহিল না!—বঙ্কিমচন্দ্র যে, সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের অভিনায়ক—সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইতেও তিলমাত্রও বিলম্ব ঘটিল না।—কিন্তু এসকল তত্ত্ব অধিকক্ষণ আলোচনা করিতে পারিলেন না।—তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাঁহার দুই-চক্ষু ফাটিয়া জলধারা গড়াইল।—সচিব-বৃদ্ধ শয্যাতলে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যমনে কাঁদিলেন।—অবশেষে নানাপ্রকারে স্বীয় কাতর চিত্তকে আপনা আপনি প্রবোধ প্রদান করিয়া নিদ্রালাভে শান্তি পাইবার আশাতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিলেন।—শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু মন শান্ত হইল না;—নয়নে নিদ্রা আসিল না।—যে হৃদয়ে শান্তি নাই,—সে হৃদয়ে নিদ্রা নাই।—বৃদ্ধের হৃদয় শান্ত হইবে কেমনে? অনন্ত চিন্তায় সে হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতেছে।—শয়ন করিবা-মাত্র সুশীলার চিন্তা আবার তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল।—তাঁহার কি চিন্তার শেষ আছে?

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে বরমাল্য প্রদান করা সুশীলার অভিমত নহে জানিয়াও যে, তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই ভূপেন্দ্রনারায়ণের করে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আবার অধিকতর কাতর হইয়া উঠিল। তাদৃশ ব্যক্তি—যিনি জগতের যাবতীয় শোকদুঃখের আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যে বিষ পাত্রের কটুরস আস্বাদনে নিজের রসনাকে প্রবৃত্তি-প্রদানে বিমুখ, সেই দুঃখবিষ অনায়াসে একটী অবলা বালিকাকে বলপূর্ব্বক পান করাইতে উদ্যত—ইহাই ভাবিয়া আবার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আর সেইটী বুঝিতে পারিয়াই তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে কন্যার গৃহে কন্যার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আর কখন সুশীলাকে বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবেন না;—সুশীলার ইচ্ছার অনভিমতে তাঁহাকে কোন কার্য্য করিবার জন্য কখন অনুরোধও করিবেন না। কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যদি সুখিনী হয়, হউক; তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ ক্ষোভ হয়, আর কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত নহে।—বরং তাহাতে তাঁহার উদ্বিগ্ন চিত্ত অনেকাংশে শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

এইরূপে কন্যার চিন্তা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ সদাশিব, ভাটের কথা আবার তাঁহার মনে আসিল।—তাঁহার চিত্ত বিষম সন্দেহ ও কৌতূহলে আবার আকুল হইয়া উঠিল। এইরূপে যতই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনশ্চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল;—ততই তিনি অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন।—যতই তাঁহার হৃদয়ে চিন্তার আধিক্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাহার ধমণীতে শোণিত-স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।—রাধাকান্ত রায় উপবেশন করিয়াছিলেন,—উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মনের উদ্বেগে চঞ্চল-পদে শয়ন-কক্ষে পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ঝড় উঠিল।—মধ্যে মধ্যে ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী জলন্ত শিখা গবাক্ষ-পথ ভেদ করিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্থিত ক্ষীণ-দীপালোককে যেন উপহাস করিতে আরম্ভ করিল;—আবার সেই তীব্র প্রভার অন্তর্ধানে নিখিল জগতকে যেন ভীষণ অন্ধকারের গভীরতম গর্ভে এক-একবার ডুবাইয়া দিতে লাগিল। মুহুর্মুহু বজ্রপতনের ভীমনাদে সমগ্র আনন্দদুর্গকে সঘনে কম্পিত করিয়া পার্থিব-অপার্থিব সর্ব্ববিধ ভীতি চিন্তায় বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়ের আকুল হৃদয়কে আরো অভিভূত করিয়া তুলিল।

রাত্রিমাণ ক্রমশই বর্দ্ধিত;—ঝড় বৃষ্টি সমভাবেই প্রবাহিত;—বৃদ্ধ যুদ্ধসচিব সেই ভাবেই গৃহমধ্যে পদচারণায় নিযুক্ত।—তিনি বুঝিয়াছেন, সহজে তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিবে না;—তাঁহার হৃদয় সম্প্রতি অদ্ভুত ভয়াবহ চিন্তায় অভিভূত;—পুত্রশোকে অনুতপ্ত;—অদৃষ্ট-তাড়নায় বিতাড়িত।—তাঁহার অনুমান হইতে লাগিল, তিনিই যেন একাকী সেই দুর্য্যোগ রজনীর গভীর দ্বিতীয় যামে জাগ্রত;—তিনিই যেন একাকী সেই বিষম ভয়ের ভীষণ সমুদ্রে ভয়ঙ্কর-রূপে নিমগ্ন!

রজনীর ক্রমশই গভীর ভাব;—ঝড় বৃষ্টির তখনও সেই সমভাব; বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়ের চিত্তেও সেই ভয়বিহ্বল কাতর ভাব।—বৃদ্ধের শয়নকক্ষ ক্রমে যেন গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন;—কক্ষস্থিত দীপালোক দেবমন্দিরের ক্ষীণালোকের ন্যায় হীনপ্রভায় প্রজ্বলিত।—ভয় ও আশঙ্কা

অজ্ঞাতসারে রাধাকান্ত রায়ের হৃদয়ে সঞ্চারিত ;—অদ্ভুত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় স্বতঃই আকুল।—তাঁহার সেই প্রশান্ত-হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে ;—অন্তরে অন্তরে তাঁহার দেহের অস্থিমজ্জা পর্যান্ত কম্পিত হইতেছে।—তিনি সেই ভাবেই কক্ষতলে পদচারণা করিতেছেন।

ক্রমে ত্রিযামার তৃতীয় যাম সমাগত।—ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকার-দুর্য্যোগ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত।—বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় এইবার শান্তিদায়িনী নিদ্রার অঙ্কে আশ্রয় পাইবার উদ্দেশে শয্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু, যেমন শয্যায় আসিয়া শয়ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, অমনি তাঁহার শয়ন-কক্ষের অদূরবর্ত্তী নৃত্যশালার দ্বার-উদ্ঘাটনের একটা ঝন-ঝন-শব্দে তাঁহার কর্ণগোচর হইল। আবার তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল ; —ভয়ে তিনি একেবারে মৃত্যুকল্প হইয়া পড়িলেন ;—সভয়ে কক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি-সঞ্চালন করিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, প্রেতের ভীষণ মূর্ত্তি অট্টহাস্যে যেন তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে।—ঠিক যেন তাঁহার আসন্নকাল সমুপস্থিত।

আবার দ্বারোদ্ঘাটনের সেইরূপ তীব্র শব্দ।—রাধাকান্ত রায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।—ধীরে ধীরে আপন শয়ন-কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন এবং অকুতসাহসের উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে নৃত্যশালার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন।—নৃত্যশালার দ্বারদেশে আসিয়া কেবল মাত্র দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময়ে যেন নৃত্যশালার একান্তে কাহার দ্রুতপদবিক্ষেপের ধ্বনি তিনি শুনিতে পাইলেন।—তিনি ধীরভাবে নিঃশব্দে দ্বারের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে সেই পদশব্দ তাঁহার নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ;—পরক্ষণেই এক দীর্ঘাকায় মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখ দিয়া দুর্গের অন্যদিকে চলিয়া গেল।

তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে একটা অন্ধকারাবৃত গলি-পথ দিয়া নৃত্যশালায় আসিতে হয়। আকাশের আলোক কোনরূপে সে পথে কিম্বা সে দিক দিয়া নৃত্যশালাতেও প্রবেশ করিতে পায় না। বিশেষতঃ, রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর ;—তাহার উপর গগনমণ্ডল নিবিড় নীরদজালে

সমাচ্ছন্ন ;—তাহাতে তিনিও কোন আলোক হস্তে করিয়া আসেন নাই ;—সুতরাং, গম্যমান ব্যক্তি যে কে, তাহার কিছুই তিনি নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না।—অথবা, তাঁহার এরূপ সাহসও হইল না যে, বলপূর্ব্বক সেই চোরবৎ পলায়মান ব্যক্তিকে ধৃত কিম্বা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া এককালে আপন সন্দেহ ও কৌতূহল উভয়ই ভঞ্জন করেন।—অপিচ, দ্বার উন্মোচন ও রোধের শব্দে তাঁহার স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নৃত্যশালার দ্বার দিয়া দুর্গ-বহির্দেশ হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় একজন অসীমসাহসী অদ্বিতীয় বীর পুরুষ হইলেও; তদানীন্তন অবস্থা-গতিতে—আর ঘটনাচক্রে এক অভূতপূর্ব্ব ভয়ের তাড়নায় তাঁহার সেই বিশাল হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজকক্ষে প্রত্যাগমনের কল্পনা করিলেন। কিন্তু যেমন তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, অমনি দেখিলেন, সহসা যেন নৃত্যশালা অল্পে অল্পে এক অনৈসর্গিক আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল এবং পীতপরিচ্ছদধারী এক অপার্থিব মূর্ত্তি অদূরে তাঁহার সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইয়াই তৎক্ষণাৎ আবার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া চলিয়া গেল। রাধাকান্ত রায় দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, তিনমাস পূর্ব্বে সেই অমানিশার দ্বিতীয় যামে তাঁহার শয়ন-কক্ষে সেই অপার্থিব মূর্ত্তিরই তিনি সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

ভয়ে—বিস্ময়ে—কৌতূহলে নিতান্ত অভিভূত হইয়া রাধাকান্ত রায় অনেকক্ষণ সেই স্থানে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে, রজনী প্রভাতের দণ্ডদ্বয় পূর্ব্বে দৈব-চালিতের ন্যায় আপন কক্ষে আপন শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন।—শয়নমাত্রে দুঃস্বপ্ন-বিজড়িত তন্দ্রা-জাল আসিয়া তাঁহার অশ্রুবারি-ধৌত নয়নদ্বয়কে অধিকার করিয়া বসিল।

সপ্তদশ প্রসঙ্গ।

অতিথি ও ভূপতি।

প্রভাতে বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় যখন শয়ন-কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রতীক্ষা-গৃহে আগমন করিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ,—নয়নদ্বয় জ্যোতিহীন,—হৃদয় শোকে, দুঃখে, দুশ্চিন্তাজালে একেবারে বিজড়িত।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এবং অন্যান্য অভ্যাগত সম্ভ্রান্তমণ্ডলী ইতি-পূর্ব্বেই প্রতীক্ষা-গৃহে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন।—দেওয়ান দোল-গোবিন্দ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রভুনিদেশের অপেক্ষা করিতে-ছিল।—পুত্রশোকাতুর রাধাকান্তরায় সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আজ আনন্দপুর রাজবাটীতে বিষাদের স্রোত প্রবাহিত।—সকলেই বিমর্ষ;—সকলেই দারুণ-দুঃখভারে একান্ত আক্রান্ত;—সকলেরই নয়ন অশ্রু-জলপূর্ণ। রায়-কুমার বরদাকান্তের শোকে সকলেই আজ অধীর; সকলেই আজ উন্মাদ।

রাধাকান্ত রায় প্রতীক্ষা-গৃহে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপ-বিষ্ট হইলেন।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এবং সমাগত অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহাত্মগণ সকলেই একযোগে একবার তাঁহার সেই কাতর মুখশ্রীর প্রতি বিষাদদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন;—সকলেই এক একটী মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন;—এই অভাবনীয় শোচনীয় ঘটনায় সক-লেরই হৃদয় যে, একান্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছে, আকারেঙ্গিতে সকলে তাহাই প্রকাশ করিলেন।

দেওয়ান দোলগোবিন্দ একপার্শ্বে প্রাচীর-সংলগ্নে দণ্ডায়মান। তাহার অবস্থা আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। সে, যেন, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কাহারো সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছে; অথবা, যেন গত রজনীতে কোন গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া হৃদয়কে কলু-

ষিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার দীপ্তিহীন উদাস, অপ্রসন্ন দৃষ্টি—অস্বভাবিক বিকৃত-মুখবর্ণের বীভৎসভাব যেন, স্বতঃই সেই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।—কিন্তু, গৃহস্থ সমবেত সন্ত্রান্তমণ্ডলীর সে দিকে তখন বিশেষ লক্ষ্য ছিল না।—তাঁহারা তখন স্ব স্ব বিষাদ-চিন্তাতেই একান্ত-চিত্তে নিমগ্ন।—রায়-পরিবারের এই উপস্থিত বিপৎপাতে সকলেই নিতান্ত চিন্তাকুল।—সকলে তখন সেই বিষয়ের আন্দোলনেই ব্যতিব্যস্ত।

আর শোক-তাপ-বিষাদ-ক্ষীণা বালিকা সুশীলা?—তিনি নিজ কক্ষে ধাত্রী কমলার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন।

কিয়ন্মুহূর্ত্ত অতীত হইলে রাধাকান্ত রায় মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"আপনার নিকটে আমার একটী নিবেদন—"

"নিবেদন!"—সহসা রাধাকান্ত রায়ের মুখ হইতে এইরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"নিবেদন!—নিবেদন কি?—কি অনুমতি হয়, আদেশ করুন;—"

"আমার একটী নিবেদন আপনাকে রক্ষা কোর্ত্তে হবে।"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ অপেক্ষাকৃত বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন,—"আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

রাধাকান্ত রায় সেই ভাবেই পুনর্ব্বার কহিলেন,—

"সুশীলার বিবাহের দিন ৫ই স্থির হোয়েছে।—আজ ত ২রা—"

"তাতো সকলেই জানেন—"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ উত্তর দিলেন,—"তাতো সকলেই জানেন। তবে, এর ভিতর কি আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?"

"এই বিবাহ সম্বন্ধে"—এইবার রাধাকান্ত রায় অপেক্ষাকৃত কুণ্ঠিতভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে যেন অতি কষ্টে নিঃসৃত হইল,—"এই বিবাহ সম্বন্ধে—"

"যা বোলতে ইচ্ছা করেন, একেবারে বোলে ফেলুন;"

অপেক্ষাকৃত উৎকণ্ঠার সহিত—ব্যগ্রতার সহিত রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"যা বোলতে ইচ্ছা করেন, একেবারেই বোলে

ফেলুন।—এই বিবাহ-সম্বন্ধে আপনার কিরূপ অভিপ্রায়? আপনি কি কোর্ত্তে ইচ্ছা করেন?—সমস্ত বলুন।—আমার বোধ হয়, আপনি অধিক আড়ম্বর কোর্ত্তে—"

ভূপেন্দ্রনারায়ণের বাক্যে বাধা দিয়া রাধাকান্ত রায় বলিলেন—"না, তা, না;—এ বিবাহে আর আমার মত নাই।—"

"আর আপনার মত নাই।"—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ নিতান্ত বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়া কিঞ্চিৎ উদ্ধতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এ বিবাহে আর আপনার মত নাই,—কেমন, এই কথা? এ সম্বন্ধ আপনি তবে ভগ্ন কোর্ত্তে চান্?"

সকাতরে কুণ্ঠিতভাবে রাধাকান্ত রায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের দুইটী হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন;—

"আপনি আমায় ক্ষমা করুন!—আমি আপনার নিকটে বাক্যদত্ত হোয়েছি;—এই অগ্রহায়ণে আপনাকে কন্যাদান কোর্ব্বো অঙ্গীকারও কোরেছি;—কিন্তু আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার দুটী হাতে ধোরে মিনতি করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।—এ কাজ আমার সাধ্য নহে;—আমি আপনার নিকটে সত্যে বদ্ধ থাকলেও, এ কাজ আর আমার সাধ্য নহে।—আমার সবে-মাত্র কন্যাটীকে আপনি আমাকে ভিক্ষা দিন।—আমি তাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আর বলি দিতে পার্‌বো না।—"

বলিতে বলিতে সন্তানবৎসল পুত্রহারা রাধাকান্তরায়ের দুইটী চক্ষু জলভরে অবনত হইয়া পড়িল।

রাধাকান্ত রায়ের শেষ কথাটী গৃহস্থিত অনেকেরই প্রাণে বাজিল। কিন্তু, ভূপেন্দ্রনারায়ণের অন্তরে অন্যভাব আসিয়া অধিকার করিল। তাঁহার অভিমান-পূর্ণ-হৃদয়ে অপমানের শেল বিঁধিল।—পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়ের উপস্থিত শোচনীয় অবস্থা বিস্মৃত হইয়া, তিনি আপন স্বার্থ-সাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বভাব অপেক্ষাকৃত কিছু উগ্রভাব ধারণ করিল। তিনি কহিলেন,—"আপনি বলেন কি?—আমি কে, তা কি আপনি ভুলে গেলেন?—এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির—দিন স্থির কোরে আপনি কি আমাকে সুরঙ্গপুর হইতে

লোক পাঠিয়ে এখানে আনেন্ নাই?—আমি কি বরযাত্র-সমভিব্যাহারে এখানে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ কোত্তে আসি নাই?—দেশের বিদেশের ছোট-বড় সকল লোকে কি আমার এই বিবাহের কথা শোনে নাই?—এই বিবাহের উদ্দেশে সাধারণকে কি নিমন্ত্রণ করা হয় নাই? দূরদেশ হতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কি বিবাহ উপলক্ষে রাজবাড়ীতে দিন দিন আগমন কোচ্ছে না?—কন্যাদান করবার ছলনা কোরে কি, আমাকে এখানে এইরূপ অপমান কোর্ত্তে আনয়ন করা?—হঁ্যা, তবে এই হোতে পারে, দু-দশ দিনের জন্যে, কি এক মাসের জন্যে, বিবাহ স্থগিত থাক্‌তে পারে।"

"না, না, আপনি যাই বলুন,—ক্রুদ্ধই হোন বা অপমানিতই মনে করুন,—এ বিবাহে আমি আর সম্মত নই।—আপনাকে আমি কন্যাদান কোর্ত্তে পার্ব্বো না;—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

এই বলিয়া রাধাকান্ত রায় সকলের প্রতি একবার চঞ্চল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ভূপেন্দ্রনারায়ণের হস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক চঞ্চল চিত্তে-আসন ত্যাগ করিয়া অধীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্রমেই যেন তাঁহার সমস্ত অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি বোল্‌ছেন কি? এরূপ কোরে আপনি কখনই আমাকে এতাদৃশ অবমাননা কোত্তে পারেন না। এ কথা শুন্‌লে, লোকে বোল্‌বে কি?—দেশে বিদেশে আমি মুখ দেখাব কেমন কোরে?—আর আপনার বাগ্দত্তা কন্যাকেই বা অন্যে কে বিবাহ কোর্‌বে?—জানেন, আপনি এখন একঘরে;—জাতিহীন; সমাজহীন;—অনুগ্রহ কোরে আমিই আপনাকে রক্ষা কোরেছি।—তার এই ফল!—এই ব্যবহার!—আরো এক কথা, আপনি এখন আইনে বাধ্য—"

রাধাকান্ত রায় কহিলেন,—"আইনে বাধ্য সত্য;—কিন্তু, কি কোর্ব্ব? আমার আর উপায় নাই।"

রাজা—"উপায় নাই?—নাই বোল্লে চোল্‌বে কেন?—অবশ্য উপায় হবে।

আজ থেকেই সুশীলার সুচিকিৎসা চোলবে।—সে জন্য চিন্তা কি? আপনি স্থির হোন।"

এই বলিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বৈদ্যরাজের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ দেওয়ান দোলগোবিন্দকে পাঠাইয়া দিলেন।

রাধাকান্ত রায় কহিলেন,—"আর এক কথা।—সেই কথাই আপনা-কেই আমার বলবার উদ্দেশ্য। সেই কথা বলবার জন্যই আমি ভাবছি।—"

ব্যস্ত হইয়া ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"বলুন্।—অনুমতি করুন।"

"আপনি বোধ হয় জানেন, সুশীলা বঙ্কিমকে ভালবাসে।—প্রাণের সহিতই ভালবাসে। সেই বঙ্কিমচন্দ্র এখন কয়েদী;—হয় ত বিচারে তার ফাঁসীও হোতে পারে।"

রাধাকান্ত রায়ের কথা শেষ হইতে না হইতে ভূপেন্দ্রদারায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"অবশ্য হবে। খুন কোরেছে,—ফাঁসী হবে না? অবশ্য হবে।"

"সেই জন্যই ভাবনা।"—রাধাকান্তরায় কহিলেন,—"সেই জন্য ভাবনা। আমি ধাত্রীর মুখে আজ প্রাতে শুনিছি, সুশীলা সমস্ত রাত্রি কবল বঙ্কিমের ভাবনাই ভেবেছে। সুশীলা বঙ্কিমের প্রতি বাল্যকাল হোতেই অনুরাগিণী। আমার বরদার অপেক্ষা সুশীলা বঙ্কিমকে বাল্য-কাল হোতেই অধিক ভালবাসে। বঙ্কিমের ফাঁসি হোলে,—কি, তার অন্য কোন একটা ভাল-মন্দ হোলে, সুশীল আর প্রাণে বাঁচবে না। বর-দাকে ত হারিয়েছি;—আবার কি সুশীলাকেও—"

এইবার বৃদ্ধের দুই গণ্ড বহিয়া প্রবল অশ্রুজল গড়াইল। বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলেন না। উত্তরীয় বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাধাকান্ত রায় নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"সে জন্য আপনার চিন্তা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এখনো ত বিচারালয়ের হস্তে সমর্পিত হয় নাই। আমরাই তাকে সন্দেহ কোরে বন্দী কোরেছি।—সেই যে একাজ কোরেছে, তারো ত কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। আমরা অনায়াসে এই দণ্ডেই তাকে মুক্ত কোরে দিতে পারি। প্রচার কোরে দিলেই হবে যে, আমা-

দের সন্দেহ অমূলক ;—বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দোষ।—অথবা, কোনরূপে আমরা কারাগৃহ হইতে তাহার পলায়নেরও সাহায্য কোর্ত্তে পারি। সে বাংলা হইতে পলাইয়া অন্যদেশে গিয়া অনায়াসে আপনি পরিশ্রম করিয়া নিজের জীবিকা উপার্জ্জন কোর্ত্তে পার্ব্বে। বাংলার সুবার ভিতর না থাকিলেই হইবে।—"

"সেটী আমার ইচ্ছা নয়।"—রাধাকান্ত রায় কহিলেন,—"সেটী আমার ইচ্ছা নয়। সেটী আমি ভাল বুঝি না। ধর্ম্মের বিচারে তাহার যা হবে, তাই প্রমাণ্য ;—তাই গ্রহণ করা উচিত। যথার্থ বিচারে বঙ্কিম নির্দ্দোষ হয়, মুক্তি পাবে ;—যথা ইচ্ছা যাবে।—দোষী হয়, রাজবিচারে যে দণ্ড হয়, তাই তাকে গ্রহণ কোর্ত্তে হবে। তাহাতে যদি বঙ্কিমের প্রাণদণ্ডেরি আজ্ঞা হয়,—সে কারণে বঙ্কিমের শোকে আমার কন্যা যদি প্রাণই পরিত্যাগ করে,—তাতেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ বা ক্ষতি নাই। ধর্ম্মের বিচারে—আইনের বিচারে যা হবে, তাই আমার শিরোধার্য্য। ধর্ম্মকে উপেক্ষা কোরে অনিত্য আত্ম-সুখের জন্য আমি পরকালে ঘোর নরকে নিপতিত হোতে ইচ্ছা করি না। অধিক কি, আমি এতদূর পর্য্যন্ত সঙ্কল্প কোরেছি যে, অদ্যই সুরঙ্গপুরের রাজ-দরবারে আমার পুত্রের নিরুদ্দেশ সংবাদ পাঠাব। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে, তাহার হত্যাকাণ্ডের সন্দেহ জোম্মেছে, তাও লিখে পাঠাব। শীঘ্রই এ বিষয়ের যা হয় একটা চূড়ান্ত বিচারের জন্য প্রার্থনা কোর্ব্বো। এ বিষয়ের উদাসীন হোয়ে থাক্‌তে কিম্বা ক্ষণকাল বৃথা অতিপাত কোর্ত্তে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। শীঘ্র শীঘ্র যাতে এর একটা নিষ্পত্তি হয়, এই আমার বাসনা। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে আপনার কি অভিপ্রায়, তাই আমাকে বলুন।"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কিঞ্চিৎকাল কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সুরঙ্গপুরে আপনি এই দণ্ডেই লোক প্রেরণ করুন। কিন্তু, বিবাহের সম্বন্ধে আমার আর একটী কথা আছে—"

"অনুমতি করুন।"

আমি আপনার সুশীলার সহিত একবার সাক্ষাৎ কোর্ত্তে চাই।

সুশীলা যদি স্বইচ্ছায় আমাকে পাণিদান কোর্ত্তে চান, ভালই ;—নতুবা, এ বিবাহের জন্য আমি আপনাকে আর কখন কোন উপরোধ কোর্ব্বো না ;—আপনার প্রতি কোন অংশে বিরক্তও হব না। আর আমাদের বন্ধুত্বও, তাহোলে কখন ছিন্ন হবে না।"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের এই কথায় রাধাকান্ত রায় কিছু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"আপনি যেমন মহৎ-লোক; তেমনি মহৎ-কথাই বোলেছেন। সুশীলার সহিত এই দণ্ডেই আপনি সাক্ষাৎ কোর্ব্বেন চলুন। সুশীলা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বরমাল্য দান কোর্ত্তে চান, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আপনি আসুন তবে, আমার সহিত—"

এই বলিয়া রাধাকান্ত রায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুশীলার গৃহের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর উভয়ে সুশীলার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিষাদ-বিহ্বলা সুশীলা নিজ শয্যার উপরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অজস্র-প্রবাহিত নয়ন-জলে তাঁহার সব বস্ত্র-উপাধান সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে। স্নেহবতী কমলা শয্যার একপার্শ্বে ম্লান-মুখে উপবেশন করিয়া আছে। রাধাকান্ত রায় কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যার তাদৃশী অবস্থা অবলোকন করত একটী সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

পিতা ও ভূপতিকে গৃহমধ্যে সমাগত দেখিয়া শোকশীর্ণা সুশীলা অতি কষ্টে ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। কমলা উঠিয়া সসম্ভ্রমে কক্ষের একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। রাধাকান্ত রায় কমলাকে একেবারে কক্ষ-বহির্ভাগে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কমলা প্রভু-নির্দেশ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গেল। তখন রাধাকান্ত রায় কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা! রাজা আসিয়াছেন তোমার সহিত সাক্ষাৎ কোর্ত্তে। ইনি তোমাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করবেন। তুমি অকপটে ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তা কও। তোমার যেমন ইচ্ছা সেইমত উত্তর-প্রদান করিও। তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা শঙ্কিত হইও না।—আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাধাকান্ত রায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ ও সুশীলাকে কক্ষমধ্যে স্বাধীনভাবে কথোপকথন করিতে অবসর প্রদান করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। কমলাও অন্য-কক্ষে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত রহিল। কিন্তু তাহার প্রাণ পড়িয়া রহিল সুশীলার নিকট।

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে রাধাকান্ত রায় কন্যার কক্ষে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, রাজা ও সুশীলার কথোপকথন শেষ হইয়াছে। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ হাস্যমুখে সুশীলার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। সুশীলা সহাস্যমুখে তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন। রাধাকান্ত রায় দেখিয়াই বুঝিলেন যে, কন্যার মত ফিরিয়াছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন মা, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে বিবাহ কোর্ত্তে আর তোমার কোন আপত্তি নাই?"

সুশীলা অমনি সলজ্জে মস্তক অবনত করিলেন।

পিতা বুঝিলেন যে, কোন কৌশলে আজ ধূর্ত্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার কন্যাকে উপস্থিত বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মতা করাইয়াছে। যাহা হউক, কন্যার যখন অভিমতি হইয়াছে, তখন আর তাঁহার সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবার কোন প্রয়োজন বা অধিকার দেখিলেন না।

অনন্তর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

সেই দিনই সুরঙ্গপুরের রাজ-দরবারে বরদাকান্তের হত্যাপরাধে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে একখানি অভিযোগ-পত্র প্রেরিত হইল। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং স্বহস্তে পত্রখানি লিখিয়া এক জন বিশ্বাসী দ্রুতগামী দূতকে পাঠাইয়া দিলেন।

অষ্টাদশ প্রসঙ্গ।

কালিদুর্গ।

আনন্দদুর্গ হইতে প্রায় চার ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে আনন্দ-গিরি-শ্রেণীর অন্যতম শৃঙ্গের উপরিভাগে দৃঢ়রক্ষিত আর এক প্রকাণ্ড দুর্গ লক্ষিত হয়। বিষম পার্ব্বত্যভূমির উপরে স্বভাব-শিল্পির স্বহস্তেই যেন সেই দুর্গ-প্রাকার সুদৃঢ়রূপে স্বতঃই বিনির্ম্মিত হইয়াছে। কোন মনুষ্য-হস্তে কৃত্রিম উপকরণে এ দুর্গের যেন কোন অংশই সংস্কৃত নহে। দুর্গ-প্রবেশের দুরারোহ পথ পর্ব্বত কাটিয়া এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, সামান্য ছয়জন-মাত্র অস্ত্রধারী সেই পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া শত-সহস্র সশস্ত্র-আক্রমণকারীর হস্ত হইতে এই দুর্গকে অবলীলাক্রমে রক্ষা করিতে পারে।

দুর্গের বহির্ভাগের ন্যায় দুর্গের আভ্যন্তরিক দৃশ্যও অতি ভয়ঙ্কর! বাসগৃহ, বিলাসগৃহ, প্রতীক্ষাগৃহ, অস্ত্রগৃহ, উপাসনাগৃহ—সকলগুলিই যেন, এক-একটী ভীষণ কারা;—কিম্বা, পর্ব্বতের এক-একটী গভীরতম গুহা। তবে প্রত্যেক গৃহের ছাদ আছে;—প্রবেশের দ্বার আছে;—দ্বারে কবাট আছে;—আলোক ও বায়ু সঞ্চালনের জন্য প্রত্যেক গৃহের ছাদের দিকে দুই-তিনটী করিয়া গবাক্ষও আছে। পর্ব্বতের উপর দিয়া দুর্গ-প্রবেশের একটীর অধিক পথ নাই;—তাহাও এত অপ্রশস্ত যে তাহাতে দুই জনের অধিক অশ্বারোহী একসঙ্গে পার্শ্বাপার্শ্বি গমন করিতে পারে না।

এই পার্ব্বত্য দুর্গেই মহাবীর সর্দ্দারের ডাকাইতের আড্ডা। এই দুর্গেই তাহার দলবল বাস করে। মহাবীরের দলে প্রায় দুইশত লোক। কেহ ভীল, কেহ সাঁওতাল, কেহ পোদ, কেহ গ্যারো।—মহাবীর ও রণবীর নিজে জাতিতে ভীল। মহাবীরের আর একটা নাম ছিল রামু।

অনেকে তাহাকে ভীলরাজও বলিত। বস্তুত, রামু বা মহাবীরের প্রকৃত-পক্ষে ডাকাইতি করা ব্যবসা ছিল না। তবে যাহার উপরে কোন কারণে কখন বিরক্ত হইত,—যাহার প্রতি একবার বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মিত, প্রাণান্ত পণ করিয়াও তাহার উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইত। নতুবা, প্রকাশ্য রাহাজানী করিয়া, কিম্বা অকারণে কোন নিরপরাধী গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অর্থকোষ পূর্ণ কবা তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না।—রামু এবং তাহার সম্প্রদায় একান্ত শক্তিভক্ত ছিল।—তাহাদের দুর্গের মধ্যে পর্ব্বতের এক গভীর গহ্বরে আদ্যাশক্তি কালিকার এক পাষাণময়ী প্রতি-মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিতা ছিল।—রামু নিজে প্রত্যহ আপন অভীষ্ট দেবতার যথাবিধি পূজা করিত।

এই দুর্গস্থিত একটী ক্ষুদ্র গৃহে আমাদের উন্মাদিনী গত রাত্রি হইতে আসিয়া বাস করিতেছে। সর্দ্দারের আদেশে দস্যুদলের সকলেই তাহাকে মান্য করিতেছে। মধ্যাহ্ন অতীত হইতে না হইতে একজন দস্যু-অনুচর আসিয়া সে গৃহেই তাহার জন্য রন্ধনাদির উদ্যোগ করিয়া দিয়া গেল। অদ্ভুত-প্রকৃতির পাগলিনী বহুদিনের পর স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিল।—পাগলিনী এতদিন কেবল অযত্ন-সুলভ বৃক্ষের ফল-মূল ভক্ষণ করিয়াই কালহরণ করিত।

দস্যুদুর্গে অন্য কোন রমণী ছিল না।—রামু কিম্বা রণবীর কেহই এ এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই। রামু পালি ও উর্দ্দু ভাষা এবং তখনকার প্রচলিত বাংলাভাষাও কিছু কিছু জানিত।—এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, রামু প্রথম অবস্থায় রাজ-সবকারে একজন সৈনিকের কর্ম্ম করিত; পরে নিজে দলবল সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনভাবে প্রায় চব্বিশ বৎসর এই দুর্গে বাস করিতেছে।—তাহার নিজ জাতির প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। এই কারণে সে, কিম্বা তাহার কনিষ্ঠ সহোদর কেহই এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই।—স্বজাতির ঘরে যাহারে কন্যা জুটিল না, বিজাতির এমন কে আছে যে, তাহাকে সহজে কন্যাদান করিতে যাইবে?

পাগলিনী রন্ধন করিয়া আহার করিল। আহারান্তে একান্তে উপ-

বেশন করিয়া গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা ভাবিতে আরম্ভ করিল।—সেই বনমধ্যস্থিত সমাধিস্তম্ভ;—সমাধিস্তম্ভের সোপানোপবিষ্ট সেই নিশাচারী;—তাহার সেই কথা;—পাগলিনী তাহাকে চিনিতে পারিল, পাগলিনী তাহাকে তাহার নাম বলিয়া দিল;—কিন্তু, সে পাগলিনীকে চিনিতে পারিল না;—পাগলিনী তাহাকে তীব্র কর্কশ সম্ভাষণে সম্বোধন করিল;—তাহাকে মহাপাপী বলিয়া ডাকিল;—তাহার পর পীতবাসাবৃত সেই অপার্থিব মূর্ত্তি;—প্রান্তর পর্য্যন্তও সেই মূর্ত্তির অনুসরণ; অকস্মাৎ তাহার অন্তর্দ্ধান;—প্রস্তর-পতিত অচৈতন্য রামুসর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ;—ঔষধঘ্রাণে তাহার চৈতন্যসম্পাদনকরণ;—পরে তাহার সহিত তাহাদের দুর্গমধ্যে আগমন।—এই পর্য্যন্ত এক-একটী করিয়া চিন্তাপূর্ব্বক পাগলিনী আপনা আপনি বলিয়া উঠিল,—"আমি এখানে আসিলাম কেন? ভাল খাইব, ভাল পরিব, সুখে থাকিব বলিয়া?—না, না, আমার জীবন যে, বনে বনে, রৌদ্র-বৃষ্টিতে, উন্মাদের বেশে অবসান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি,—আমি যে ভগবানের নামে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি;—আমার জীবনে যে, আর কোন সাধ-বাসনা নাই।—যে দিন ভগবান যা মাপাইবেন, তাহাতেই যে আমি জীবনধারণ করিব।—সুখভোগে আমার প্রয়োজন কি?—সুখভোগ করিবার জন্য ত আমি জন্মগ্রহণ করি নাই;—তবে আমার এ নিগ্রহ কেন?—"

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সে কক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সোপানাবলির সাহায্যে ক্রমে প্রথমতলে নামিয়া আসিল। দস্যুদুর্গের সম্মুখ-মহলের প্রথমতলে অবরোহণ করিয়া সোপান-দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাগলিনী একবার চতুর্দ্দিক চাহিয়া ভাবিল কোন দিক দিয়া বহির্গত হইবে। কারণ, সোপানদ্বারের নিকটে আসিয়া সে দুই দিকে দুইটী পথ দেখিতে পাইল। একটী পথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে এবং অপরটী বামদিকে কিয়দ্দূর গিয়া অন্য একটা গহ্বরদ্বারের সহিত মিলিত হইয়াছে।

পাগলিনী সাত পাঁচ ভাবিয়া সেই বাম দিকের পথ ধরিয়া চলিল। এবং, কিয়দ্দূর যাইয়াই সেই গহ্বর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাগ-

লিনী দেখিল, গহ্বর-দ্বার অর্দ্ধ উন্মুক্ত এবং তাহার মধ্যে নিম্নদেশে অবরোহণ করিবার জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত একটা সোপানশ্রেণীও রহিয়াছে।

কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া উন্মাদিনী সেই সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া নিম্নদেশে অবরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। কয়েকটীমাত্র সোপান অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় সে শুনিতে পাইল গহ্বরের নিম্নদেশে দুই ব্যক্তির যেন অত্যন্ত বাদানুবাদ চলিয়াছে। একজন যেন তীব্রকণ্ঠে জোরে জোরে আর একজনকে শাসাইয়া শাসাইয়া কি বলিতেছে।—রমণী আর নামিল না।—সেই স্থানেই রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া তাহাদের সেই কথোপকথন শুনিতে লাগিল।—পাগলিনী দুই একটা কথা যাহা শুনিতে পাইল, তাহাতে তাহার কৌতূহল আরো বাড়িয়া উঠিল।—কিয়ৎক্ষণ পরে সে শুনিল, ঝন-ঝন-শব্দে সজোরে দ্বার বন্ধ করিয়া কে যেন দ্রুতপদে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। তখন পাগলিনী আর সেখানে অবস্থান করা অবৈধ বিবেচনা করিয়া, ত্বরিতপদে দক্ষিণ দিকের পথে আসিয়া পথের পার্শ্বে সেই সোপানাবলীর অন্তরালে লুকাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, রামুসর্দ্দার গহ্বরস্থ সেই সোপান হইতে উত্থিত হইয়া সোপান-দ্বারে চাবি বন্ধ করিল এবং গহ্বরের বাহিরে আসিয়া গহ্বরদ্বারও পুনর্ব্বার রুদ্ধ করিয়া দ্রুতপদে দুর্গবাহিরে চলিয়া গেল। রমণী দেখিয়া বুঝিল, দস্যুদুর্গে নিশ্চয়ই কোন কয়েদী আছে।—দস্যুরা নিশ্চয়ই কাহাকে ধরিয়া আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

রামুর প্রস্থানের কিয়ৎক্ষণ পরে পাগলিনী গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে একেবারে দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।—দুর্গদ্বারে ভজনলাল, আবিরলাল এবং আর দুইজন দস্যু-অনুচর উপবেশন করিয়াছিল।—পাগলিনীকে দেখিয়া সকলেই তাহাকে এক একটী প্রণাম করিল। দস্যুদিগের মধ্যে একটা সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, এই পাগলিনী ডাকিনী; তাহাকে ভয়-ভক্তি-মান্য না করিলে, সে কোন দিন হয় ত তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে।—তাহারা আরো জানিত,—অনেকেই মানিত,—ডাকিনীরা মনে করিলে, হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করিতে পারে;—ইচ্ছা করিলে লোকের ভাল করিয়া দিতে পারে;—আবার কাহারও উপরে ক্রোধ হইলে

তাহার সর্ব্বনাশও করিতে পারে।—এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দস্যুরা সকলেই পাগলিনীকে ভয় করিত।—বিশেষতঃ, আবিরলালের ভয়টা কিছু অধিক ছিল।—সে পাগলিনীকে দেখিবামাত্র গলবস্ত্রে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করত, শশব্যস্তে দুই হস্তে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পাগলিনী মনে কি করিল,—হাসিল কি শাঁপিল,—তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না;—কিন্তু, মুখে আবিরলালকে অচিরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কামনায় অনেক আশীর্ব্বাদ করিল।

পাগলিনী যখন দুর্গদ্বারে এই দস্যু-কয়েকজনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিত অবস্থার আন্দোলন করিতেছিল।—গত পূর্ব্ব দিনে বঙ্কিমচন্দ্র যে, হত্যা-অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছেন, পাগলিনী তাহার কিছুই জানিত না।—সুতরাং, দস্যু-অনুচরগণের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অন্তঃকরণ সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।—সবিস্ময়ে সকৌতূহলে পাগলিনী জিজ্ঞাসা করিল;—"তোমরা কি বোল্‌ছিলে?"

আবিরলাল কহিল,—"আমার হাত থেকে সুশীলাকে যে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়, সেই বঙ্কিম না কি রাধাকান্ত রায়ের ব্যাটাকে কেটে ফেলেছে।—তাই, সে এখন কয়েদ হয়েছে।—এর পর বিচার হবে;—বিচার হোলে ঠিক ফাঁসী হবে।"

পা।—এ কথা কোথা শুন্‌লে?

আ।—আমাদের সর্দ্দার কাল রাতে গাঁ থেকে সব শুনে এসেছে।

পা।—বঙ্কিম বরদাকান্তকে কেন খুন কল্লেন?

আ।—কাল বিকালে সুশীলার সঙ্গে বঙ্কিম বনের দিকে বেড়াচ্ছিলো—

পা।—সে ত আমিও দেখেছি।

আ।—তার পর, হঠাৎ সেই খানে বরদা এলো। বরদা এসেই বঙ্কিমকে খুব গালাগালি কোর্ত্তে লাগলো।—বঙ্কিমকে নাকি বরদার বাপ কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে——

পাগলিনী মনে মনে সহসা চমকিত হইয়া উঠিল।—আবিরলালের কথায় বাধা দিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল——

"বঙ্কিমচন্দ্রকে রাধাকান্ত রায় কুড়িয়ে' পান?—কি রূপে তা জান কি?"

আ।—আমি আর জানি না?—যেখানে যা হবে;—এই বাংলা মুলুকে যেখানে যা ঘোট্‌বে—আমাদের সদ্দারের কাছে তার সব সন্ধান আগে আস্‌বে। তবে আর আমরা রোয়েছি কেন?——

পা।— কি রূপে কুড়িয়ে পান?

আ।—রাধাকান্ত রায়ের বিয়ের বৌভাতের দিন বাত্রে ভাঁড়ার-ঘরের ভেতর,—কে তা, কে জানে—ছমাসের একটী ছেলে ফেলে পালায়। সেই ছেলেটীকে রাধাকান্ত রায় কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে;—সেই ছোড়াই ঐ বঙ্কিম।

পা।—রাধাকান্ত রায়ের আদ বাড়ী কোথায়?

আ।—শঙ্করপুরে, বুড় নদীর ধারে।—মস্ত বাড়ী।—ও যে সেই খানকার রাজা বোল্লে হয়।

"শঙ্কর-পুরে!—বড় নদীর ধারে!—" বিস্ময়ের সহিত—উদ্বেগের সহিত পাগলিনী এই দুইটী বাক্য উচ্চারণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া একটী গভীর দীঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা বিকম্পিত হইয়া উঠিল।—তাহার মর্ম্মস্থানে অকস্মাৎ কে যেন সূচী বিদ্ধ করিয়া দিল।— কি যেন অতীত-স্মৃতির তীব্র-দংশনে তাহার উন্মাদ-হৃদয় ব্যথিত হইয়া পড়িল। পাগলিনীর চক্ষে দুই বিন্দু বারিধারাও দেখা দিল।

আবিরলাল উন্মাদিনীর এই রূপ আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া শশ-ব্যস্তে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।—কিন্তু, পাগলিনী তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংযম করিয়া—তদনীন্তন মনোভাব গোপন করিয়া বলিল—"চক্ষে কি একটা পড়িল। না, না,—সেরে গেছে।—ও কিছু নয়। তুমি যা বোল্‌ছিলে তাই বল।"

আ।—হাঁ,—শোন।—বরদা বঙ্কিমকে আপনার বোনের সঙ্গে আস-নাই কোর্ত্তে দেখে রেগে একেবারে আগুণ। বঙ্কিমকে কত গাল দিলে! বোনকে বোকে-ঝকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।—তার পর, বঙ্কিমকে কত কি

বোলতে বোলতে দুজনে নদীর দিকে চোলে গেল।—প্রায় দু-ঘণ্টা পরে বঙ্কিম একলা রাজবাড়ীতে ফিরে এল।—বঙ্কিম যখন ফিরে এল, তখন তার গায়ে কাপড়ে—ঠাঁই ঠাঁই কাদার—রক্তের দাগ।—খাপখানা খালি,—তলোয়ারখানা তা থেকে কোথায় পড়ে গেছে;—বাড়ীর লোকে জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে, সে কিছু বোলতে পাল্লে না;—কেবল আমতা আমতা কোর্ত্তে লাগলো।—খানিক পরে একটা চাষা, একখানা রক্তমাখা ডগা-ভাঙ্গা তলোয়ার নদীর ধারে কুড়িয়ে পেয়ে রাজবাটীতে এনে দেয়। এদিকে খাবার সময় বরদাকে না দেখতে পেয়ে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পোড়েছে। তার পর, বঙ্কিমের সঙ্গে বনের পথে বরদার যা যা হোয়েছিল সে সমস্ত শুনে,—আর বঙ্কিমের সেই রকম রক্তমাখা কাপড় এবং চাষার কাছে বঙ্কিমের সেই ভাঙ্গা তলোয়ার;—চাষাটা আরো বোল্লে যে, নদীর ধারে একগঙ্গা রক্ত জমে রয়েছে; আবার ঠিক তার পর—ঠিক সেই সময়, আর একজন জেলে এসে বরদার মাথার রক্তমাখা টুপি—নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল,—এনে দিতে সকলেই ঠিক কোল্লে, বঙ্কিম বরদাকে খুন কোরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।—তাই বঙ্কিমকে এখন রাজবাড়ীর কয়েদখানায় পূরে রেখেছে।—রাজসরকারে লোক গেছে;—সে লোক ফিরে এলেই বিচার হবে;—বিচার হোলেই ফাঁসী।

আবিরলালের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া পাগলিনীর হৃদয় অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল।—সে, সেস্থানে আর অপেক্ষা না করিয়া দস্যুদিগের যে গৃহে সে গত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল, ধীরে ধীরে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিবার মনস্থ করিল। কিন্তু, যে পথে আসিলে সেই গৃহে আসা যায়, সে পথে না আসিয়া ভ্রমক্রমে অন্যপথ অবলম্বন করায় ক্রমে দস্যুদিগেরর রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।—রন্ধন-গৃহের দ্বারে আসিয়া পাগলিনী শুনিল, ভিতর হইতে কে একজন বলিতেছে,-

"ওরে হাবাতে, ভাঙ্গা তলোয়ার কি আর বেঁধে খায়?"

এই কথা শুনিবামাত্র পাগলিনী দ্বারের এক পার্শ্বে আসিয়া গোপন

ভাবে দাঁড়াইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল,—"দেখ্ না, সুমুন্দি, এযে টেনে বার করা যায় না।"

প্রথম বক্তা বলিল—

"বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙ্গুতে হোলে মুণ্ড হয় হেট॥

খালি খেতে জান?"

এই বলিয়া সেই ব্যক্তি একটা অস্ত্র-নিহত বন্য-বরাহের কণ্ঠদেশ হইতে একখানা প্রকাণ্ড তরবারির ভগ্ন শীর্ষদেশ বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দ্বারের বাহিরের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।—ভগ্ন-তরবারির অগ্রভাগ সন্দর্শনে পাগলিনী এক অভূত-পূর্ব্ব কৌতুহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই খানি তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লইয়া সযত্নে সঙ্গোপনে আপনার বল্কল-পরিচ্ছদের মধ্যে রাখিয়া দিল এবং সেস্থান হইতে পুনর্ব্বার দুর্গদ্বারের অভিমুখে ফিরিল।—পাগলিনী ফিরিয়া আসিতেছে, ইতিমধ্যে পথে রামু-সর্দ্দারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।—পাগলিনীকে দেখিয়া রামু সহাস্যে বলিল,—"কেমন পাগলি মা! তোর কোন কষ্ট হয় নি ত?—"

পা।—না, বাবা, আমার আবার কষ্ট কি? আশীর্ব্বাদ করি তুই রাজা হ।

রা।—তোর আশীর্ব্বাদে তাই আমরা।—তুই এদিগে কোথা গিছলি, মা?

পা।—আমি তোদের ঘর-কন্না দেখে বেড়াচ্ছি।

রা।—এ তোর ঘরবাড়ী;—যেখানে ইচ্ছা বেড়িয়ে বেড়া।—কেউ তোকে কিছু বোল্‌বে না।

এই বলিয়া রামুসর্দ্দার দুর্গদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া আবিরলালকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার হস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ এক তাড়া চাবি দিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে কি বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।—পাগলিনী দেখিল, সেই চাবি-দ্বারাই রামু কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দস্যুদুর্গের পাতালগৃহে অবতরণের সোপানের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল।

এই ঘটনা সন্দর্শনে পাগলিনীর কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পাইল।—সে তখন তাহার পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে ফিরিয়া আসিল এবং নিজ নির্দ্দিষ্ট শয্যাতলে সেই ভগ্ন তরবারির শীর্ষখানি সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়া সেই খানে উপবেশনপূর্ব্বক আপন মনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে কত কি ভাবিতে আরম্ভ করিল।

ঊনবিংশ প্রসঙ্গ।

প্রতিমাবিসর্জ্জন।

রাত্রি এক প্রহর অতীত।—চল পাঠক, আনন্দ-দুর্গের অন্ধকারাগৃহ-মধ্যে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার দেখিয়া আসি।

আনন্দদুর্গের সেই ভীষণ নির্জ্জন কারাগৃহে বঙ্কিমচন্দ্র একাকী পদ-চারণা করিতেছেন। তাঁহার হস্তদ্বয় একত্রে বক্ষ-সংলগ্ন,—মস্তক অবনত;—অন্তঃকরণ গত অষ্ট-প্রহরের এই অভাবনীয় ঘটনাস্রোতের চিন্তাতরঙ্গে ভাসমান।—কারাগৃহের একদিগে একটা মৃৎপাত্রে জল ও অপর একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ অস্পৃষ্ট ভক্ষ্য-দ্রব্য রহিয়াছে;—অপর একদিকে একটা স্বল্প-পরিসর তৃণশয্যা;—অদূরে দীপাধারে একটা ক্ষীণ আলোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে।

কারাগৃহের দ্বার আর্গলে—শৃঙ্খলে—চাবীতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। দ্বারের সম্মুখের দিকে ঠিক ঋজুভাবে ছাদের নীচে বায়ু-সঞ্চালনের জন্য ক্ষুদ্রায়তন একটীমাত্র গবাক্ষ লৌহদণ্ডে সম্বদ্ধ।—কেহ কোন রূপে সে কারা হইতে যে পলায়ন করিয়া মুক্তি-লাভ করিবেন, তাহার কোন উপায় নাই।—বঙ্কিমচন্দ্র অতীত ঘটনার গাঢ়-চিন্তাতেই নিমগ্ন;—কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন, এ চিন্তার কিছুমাত্র বারেকের জন্যও তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইতে পায় নাই।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি এক প্রহর,—দশ দণ্ড,—দ্বাদশ দণ্ড অতীত হইল। এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র অকস্মাৎ তাঁহার কারাগৃহের দিকে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন।—তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল।—কারণ পূর্ব্বে পাঁচ ছয় দণ্ড কারারক্ষক দোলগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে ভোজ্য ও পানীয় দিয়া সে রাত্রের মতন বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে।—রাজাজ্ঞায় দোল-গোবিন্দের প্রতি তাঁহার তত্ত্বাবধারণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। দোলগোবিন্দ দুই সন্ধ্যা কেবল দুইবার তাঁহার আহার যোগাইতে আসে।—আসিয়াছিল, চলিয়া গিয়াছে।—তবে আবার পদ শব্দ কাহার?

বঙ্কিমচন্দ্র এই রূপ ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে তাহার কারাগৃহের লৌহদ্বারের প্রকাণ্ড কপাট দুইটা ঝন্-ঝন্-শব্দে উন্মুক্ত হইল। বঙ্কিম-চন্দ্র দেখিলেন, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।—তিনি কারাগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র কারা-দ্বার বহির্দ্দিক হইতে পুনর্ব্বার বন্ধ হইয়া গেল। তাহাতেই অনুমান হইল যে, রাজা একাকী আগমন করেন নাই। সঙ্গে অন্য অনুচরও আছে।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে তাঁহার কারাগৃহ মধ্যে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের আকস্মিক আগমন অবলোকন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন;—আশঙ্কিতও হইলেন।—ভাবিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে আবার বুঝি কোন নূতন আপদ সংঘটিত হয়।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্কিম-চন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন,—"তুমি, বোধ হয়, এমন সময়ে এখানে আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হোতেছ?—কিন্তু বন্ধুত্ব-ভাবেই তোমার কাছে আমার আসা।—শুন্‌লেই এখনি সমস্ত জান্‌তে পার্‌বে।"

রাজার কথায় আমাদের নবীন যুবার হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। যুবক সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শুন্‌তে এসে থাকেন,—তা হোলে অবশ্যই আপনি আমার একজন সদ্বন্ধুর কাজ কোরেছেন।—ভগবান্ অবশ্যই আপ-নাকে এর পুরস্কার দেবেন।"

"না, সে সব কথা এখন আমার শোনবার কিছু মাত্র অবকাশ নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এই উত্তর দিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু যা বোল্‌বো—যা হবে,—এই রাত্রে—এই দণ্ডে সব শেষ কোর্ত্তে হবে। আমি তোমার জন্য বিচারপতি হোয়ে এখানে আসি নাই; তোমার বন্ধু ভাবেই এসেছি।—যিনি আমাকে একাজে তোমার জন্য পাঠিয়েছেন, তাঁর নাম শুন্‌লেই তোমার সব বিশ্বাস হবে।"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের শেষ কথাটি শ্রবণ করিয়া তত বিপদে, তত বিষাদেও বঙ্কিমচন্দ্রের হৃৎ-পিণ্ড যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন,—কাঁহার নাম তদ্দণ্ডে তাঁহার কর্ণ-কুহর শ্রবণ করিবে।

"রায়-কুমারী সুশীলা-সুন্দরী আমাকে তোমার নিকটে পাঠালেন।" এই বলিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের মুখমণ্ডলের প্রতি একবার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

"তবে সুশীলা আমাকে নির্দ্দোষ বোলে জেনেছেন?—"

আহ্লাদে উৎসাহে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"তবে, সুশীলা আমাকে নির্দ্দোষ বোলে জেনেছেন?—বলুন, মহারাজ, বলুন,—তিনি কি আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পেয়েছেন?"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—"আসল কথা, তিনি তোমার মঙ্গলই কামনা করেন। দাঁড়াও, তাঁরির হাতের পত্র আছে;—তা হোলেই সব বুঝতে পারবে।"

অধীরতার সহিত বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"সুশীলা আমাকে পত্র লিখেছেন?—আপনি নিয়ে এসেছেন?—দিন, প্রভু!—দিন; বিলম্ব কোর্ব্বেন না।"

এই বলিয়া উৎসাহ, আনন্দ, আগ্রহ সহকারে বঙ্কিমচন্দ্র আপন হস্ত প্রসারণ করিলেন।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ নিজ অঙ্গবস্ত্র হইতে একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহা-

বিস্ময় সহকারে তৎক্ষণাৎ পত্র খানি উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এইরূপ লিখিতছিল;——

"বঙ্কিম!—ঘটনাচক্রে আমাদের উভয়ের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কোর্ত্তে বোসেছে। আমাদের পরস্পরের প্রণয়, বোধ হয়, ভগবানের অভি-প্রেত নহে। এক্ষণে আমি বুঝ্তে পেরেছি,—জেনেছি যে, আমার স্নেহশীল পিতার অবাধ্য হোয়ে আমি কতদূর অন্যায় কোরেছি।—সকল বিবেচনা কোরে আনন্দ-পুরের রাণী হোতে আমি স্বীকার কোরেছি; সম্মতও হোয়েছি।—কিন্তু তথাপি এ জগতে তোমার বিপদ, তোমার মন্দ কখনই দেখ্তে পার্বো না। রাজা ভুপেন্দ্রনারায়ণ তোমাকে যে রূপ বোল্-বেন,—যে উপায় অবলম্বন কোর্ত্তে আদেশ কোর্বেন,—ভাল মন্দ বিবেচনা না কোরে সেই কার্য্য করিও।—তা হোলে নিশ্চয় বিপন্মুক্ত হবে।—এই আমার অনুরোধ।—আমারি আগ্রহে; অনুরোধে, আকিঞ্চনে রাজা ভুপেন্দ্রনারায়ণ এই কার্য্যে ব্রতী হোয়েছেন। অতএব তাঁর বাক্য অবহেলা কোরো না। আপন বিপদ—আমার মহাকষ্টের অকারণ কারণ হইও না।—আমায় যদি ভালবাস, তা হোলে আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা কোরবে। আর ভবিষ্যতে—আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হোলে, যদি কখন আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হয়, তা হোলে তুমিও আমাকে চিন্‌বে না,—আমি তোমাকে চিন্‌বো না। অধিক আর কি বোল্‌ব?—বিদায়।"

"শ্রীমতী সুশীলা।"

বঙ্কিমচন্দ্রও একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া এই ভয়ানক পত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লইলেন।—খুনী আসামীকে বধ্য-ভুমিতে আন-য়ন করিলে, সে যেমন মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্টি-সঞ্চালনে তাহার উপস্থিত ভাগ্য সমস্তই জানিতে পারে,—বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ, সুশীলার সেই ভয়ঙ্কর পত্রখানিতে একবারমাত্র আদ্যোপান্ত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার জীবনের সকল আশা এইবার ফুরাইল।—যে আশায় আশ্বাসিত হইয়া এতদিন তিনি তত, অপমান—তত লাঞ্ছনা,

তত হীনভাবকে উপেক্ষা করিয়া, তত যন্ত্রণা—তত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতে ছিলেন,—এই পত্রে এত দিনে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সে আশালতা শুকাইল।—তিনি যেন স্বর্গের উচ্চতম প্রদেশ হইতে একেবারে রসাতলের গভীর গর্ভে নিপতিত হইলেন। পত্রখানির সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইয়া উন্মাদ-নয়নে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের প্রতি এক-দৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া দুই হস্তে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে উন্মাদ-বিকট-তীব্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"হা ভগবান!—তবে কি সুশীলা আমাকে দোষী বিবেচনা করেন? ওহো! একবার যদি আমি তাঁর দেখা পেতেম,—তা হোলে আমি যে তাঁর পা-দুটী ধোরে সব কথা বোল্‌তেম।—প্রভু!—রাজন্‌!—আপনি যদি বন্ধুভাবে এসে থাকেন"—

"তাই,—তাই!—আমি বন্ধুভাবেই এসেছি।—পত্রেই তা পোড়েছি। শান্ত হও;—শোন;—"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বাক্য শেষ হইতে না হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিলেন;—

"শান্ত!—" তীব্রকণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রবলিয়া উঠিলেন,—"শান্ত!—শান্ত হোতে বলেন আমাকে?—প্রবল ঝটিকায় উত্তাল তরঙ্গাকুল অকূল সমুদ্র-কূলে যান,—সেই খানে শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন;—যান্, সেই সমুদ্রকে শান্ত হোতে বলুন গে।—না, না, রাজন্‌!—আপনি সুশীলাকে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ কোর্ত্তে দিন।—একবার দিন, মহারাজ!—ক্ষণ-কালের জন্য;—কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য;—আপনারি সম্মুখে;—আপনি নিকটে দাঁড়িয়ে থাকবেন;—আমার সমস্ত কথা আপনি শুন্‌বেন। আমার এই উপকারটী করুন।—যে দেবি-প্রতিমার অনুরোধে আপনি এত ক্লেশ স্বীকার কোরেছেন;—সেই দেবীর দোহাই—"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"তা, হোতে পারে না।—বঙ্কিম। তুমি কি পাগল হোলে? রাজা রাধাকান্ত রায় কি মনে কোর্ব্বেন—যখন শুনবেন যে, আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব-ভাবে দেখা কোর্ত্তে এসেছি? এক জন খুনী আসামীর সঙ্গে সংশ্রব রাখ ছি?—"

"খুনী!—আসামী!—" ক্রোধে, অভিমানে, উন্মাদের স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"আসামী? "খুনী—আসামী?—না; না, আসামী বটে, কিন্তু অপরাধী সাব্যস্ত কিসে হোলেম?—বিচার না কোরে, আমার মুখে কোন কথা না শুনে, আমাকে কি বলপূর্ব্বক কারাগৃহে নিক্ষেপ করা হয় নাই?"

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বিশাল চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া গেল।

"সুস্থ হও!—শান্ত হও!—অমন কোল্লে, আমি চলে যাব! আমার কথা শোন।"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এরূপ গম্ভীরভাবে একটী একটী করিয়া এই কথা গুলি কহিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের যেন সহজে অনুমান হয়, তিনি কোন বিষয়ে উপহাস করিতেছেন না;—সত্যি সত্যই তিনি যেন বিষম দায়িত্ব স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন।—এই ভাবেই ঐ কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—

"দেখ, বঙ্কিম, আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বোলেছি যে, আমি তোমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটী কোর্ত্তে আসি নাই।—প্রায় অর্দ্ধদণ্ড হোতে চোল্লো, কিন্তু কোন কাজই হোলো না।"

"বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"বলুন, তবে, আপনার অভিপ্রায় কি? আমার এখন আর কি বলুন?—আর আমি এখন কিছুতে ভয় করি না। যে আশা অবলম্বন কোরে এ হতভাগ্য এত দিন জীবিত ছিল—সে আশা-দীপ যখন নির্ব্বাপিত হোয়েছে,—যে প্রেমের সূত্র ধোরে এ জীবন এত দিন ধারণ কোরেছিলাম—সে সূত্র যখন ছিন্ন হোয়েছে,—যাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতার ভালবাসতাম—সেই যখন ভালবাসতে বিরত হোয়েছে—তখন, এ হতভাগ্যের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।"

বলিতে বলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠ-স্বর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে অবসন্ন-দেহে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

গম্ভীর-স্বরে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"দেখ বঙ্কিম, তুমি সুশীলাকে যদি কখন ভালবাসিয়া থাক, তা হোলে তাঁর আদেশ পালন

কোর্ত্তে আর ক্ষণকাল বিলম্ব কোরো না।—এখন শোন,—তিনি তোমাকে এই কথা বোলে দিয়েছেন যে, তুমি এইরাত্রেই এখান থেকে ব্রহ্মদেশে পলায়ন কর। সেই খানে গেলে তুমি এই ভয়ানক বিপদ হোতে মুক্ত হোতে পারবে।

"কি !—পলায়ন কোর্ব্বো ?—চোরের ন্যায়—খুনীর ন্যায় রাজদণ্ডের ভয়ে পলায়ন কোর্ব্বো ?—" এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উদ্দীপ্ত-ক্রোধ কেশরীর ন্যায় এক লম্ফে দণ্ডায়মান হইয়া আরক্তিম-নয়নে উগ্রকণ্ঠে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—

"পলায়ন কোরে চিরদিনের জন্য খুনে বদনাম কিনিব ?—তা কখনই হবে না।—বরং, বিনা অপরাধে অকারণে জল্লাদের শাণিত কুঠারে এ মস্তক সমর্পণ কোর্ব্বো,—তথাপি, ভীরু-কাপুরুষের ন্যায় গুপ্তভাবে পলায়ন কোরে মিথ্যা-অপবাদে চির-জীবনকে কখনই কলঙ্কিত কোর্ব্বো না।"

"তবে সুশীলাকে আমি বলি গিয়া যে, তুমি তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য কোরেছ ;—তার প্রার্থনার অবমাননা কোরেছ ;—তার অনুরোধ-অনুযোগ-প্রার্থনাপূর্ণ পত্রখানি ছিন্ন ভিন্ন কোরে ফেলেছ ;——"

একটি একটি করিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কয়েকটী বলিয়া তৎক্ষণাৎ যেন সে গৃহপরিত্যাগের উপক্রম করিলেন।

"না, না, এ কথা তাঁকে আপনি বোলবেন না।—মনের উদ্বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষীণ-কম্পিত-স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র এই কয়েটী কথা উচ্চারণ করিলেন।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিত মনের ভাব অনেকটা অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন,—

"দেখ, বঙ্কিম, তোমার প্রতি যে সন্দেহ দাঁড়িয়েছে তা, সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, তোমার কিন্তু নিস্তার নাই। সুশীলার পত্রপাঠে, তুমি বুঝতেই পেরেছ যে, এখন পলায়ন ভিন্ন এই আশু-বিপদ হোতে পরিত্রাণ পাবার তোমার কিছুমাত্র উপায় নাই। আর তোমার পলায়নের উপরেই তাঁহারো সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর কোচ্ছে। আমার

কথায়, বঙ্কিম, তুমি বিশ্বাস কর;—দেখ, সুশীলা এই ঘটনায় এত আত্মাভিভূত হোয়েছেন যে, কাল প্রাতে তিনি যদি শুনেন যে তুমি তাঁর ইচ্ছা, অনুরোধ, অনুযোগ সকলি অগ্রাহ্য কোরেছ,—তাঁর কথা তুমি রাখ নাই,—তা হোলে হয় তিনি প্রাণত্যাগ কোর্ব্বেন;—নয় পাগল হবেন।"

"হা ভগবন্! শেষে কি এই হোলো?"—উন্মত্তের ন্যায় দুই হস্তে বক্ষে আঘাত করিয়া উন্মাদস্বরে বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটী কথা উচ্চারণ করিলেন।

"ঠিক, এই-ই ঘোটেছে।—" রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"ঠিক, এই-ই ঘোটেছে। আমি তোমায় অনুনয় কোরে বোলছি, বঙ্কিম, তুমি ঘটনাটা একবার ভাল কোরে বিবেচনা করে দেখ। মনে কর, তুমি নির্দ্দোষ;—কিন্তু, ঘটনাচক্রে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত কোর্ব্বে। মনে কর, তুমি দোষী;—তা হোলে কঠিন রাজ-দণ্ডের হাত থেকে কি রূপে তুমি নিষ্কৃতি পাবে? দেখ, যে দিক দিয়াই হোক, তোমার প্রাণ দণ্ড হবে;—হবেই হবে।—কিছুতেই তোমার নিস্তার নাই।—মনে কর, যদিও সুশীলা পিতৃ-নির্দ্দেশের বশবর্ত্তিনী হোয়ে তোমার প্রেমকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হোয়েছেন, তথাপি তোমার এই রূপ অস্বাভাবিক মৃত্যু—জল্লাদের কুঠারে তোমার প্রাণ-দণ্ডের কথা শ্রবণ কোল্লে, তাঁর সেই কোমল হৃদয়ে কি কিছুমাত্র আঘাত লাগবে না? অবশ্য লাগ্‌বে।—এ কথা শুনলে, তিনি কখনই প্রাণে বাঁচবেন না। এতে হয় তাঁর প্রাণ যাবে;—নয়, জ্ঞান যাবে। সেই জন্যেই—সেই ভবিষ্যত ভাবনা ভেবেই, তিনি তোমাকে পালাতে বোলছেন।—পত্রে লিখেছেন;—আমাকে দিয়া বোলে দেছেন—আর আমিও বোল্‌ছি,—তুমি পালাও;—এই দণ্ডে পালাও।—দেখ বঙ্কিম, যদি সুশীলাকে তুমি বাঁচাতে চাও,—যদি তাঁকে জ্ঞানশূন্য উন্মাদ হোতে দিতে ইচ্ছা না কর, তা হোলে, তাঁর অনুরোধ রাখ;—এই দণ্ডে পালাও!—আমি তোমায় এ কার্য্যে সহায়তা কোর্ব্বো।—তোমার কোন বিপদ ঘোট্‌বে না।

উন্মাদ-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র হতাশ-নয়নে হতাশ-হৃদয়ে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। পরে উন্মাদ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"ভগবন! সাক্ষ্য আপনি!—আপনি অন্তর্য্যামী;—সকলি জানতে পার্‌ছেন্।—আপনি আমাদের অগোচর;—কিন্তু আপনার অগোচর কিছুই নাই। আপনি জানছেন, কেবল স্থশীলার জন্যই আমি পলায়নে সম্মত। আমার প্রাণের প্রতিমা—যাহাকে আমি প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বেসেছি, কেবল তাহারি জন্যে—যাহাকে যাবজ্জীবনে ভালবাসিতে কখন ভুলিতে পারিব না—কেবল তাহারি জন্যে আমি আমার নামের এ দারুণ মিথ্যা অপবাদও মোচন কোর্ত্তে চেষ্টা করিলাম না। সে আশাও পরিত্যাগ করিলাম। কেবল তাহার জন্যে মিথ্যা অপবাদেকেও পদ-দলিত কোরে চোল্লেম। সদাগতির প্রতি গতিতে আমার নামের কলঙ্ক চতুর্দ্দিকে নীত হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মণিচুরি অপবাদের ন্যায়—আমি ভয়ানক অপবাদ, অষ্টচন্দ্রের সকল কলঙ্ক শিরে ধারণ কোরে চোল্লেম।—এই দণ্ডে এই কারাগার পরিত্যাগ কোরে চোল্লেম। স্থশীলার হৃদয়-যন্ত্রণার আমি লেশমাত্রও বৃদ্ধি কোর্ত্তে পার্ব্বো না।"

এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উন্মাদের ন্যায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন,—"আস্থন।—চলুন।—এই মুহূর্ত্তেই আমি পলায়ন কোর্ব্বো। আমার নাম,—আমার চরিত্র মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত হউক,—তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।—সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কোরে এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হোতে আমি পলায়ন কোর্ব্বো।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিরস্ত হইলেন।—তাঁহার মুখে আর বাক্য সরিল না।—তাঁহার বাক্জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে;—চতুর্দ্দিক শূন্যময় বোধ করিতেছেন;—প্রকৃতপক্ষে তিনি তখন সম্পূর্ণ উন্মাদ। তাঁহার নয়নে তখন এক অস্বাভাবিক জ্যোতির সঞ্চার;—হৃদয়ে একপ্রকার অনৈসর্গিক উন্মাদ-ভাবের আবি-

ভাব ;—তাঁহার সেই পাংশুবর্ণ গণ্ডদেশে একপ্রকার অপ্রাকৃত শৈত্যের অধিকার।—তাঁহার হৃদয়ের আঘাত-প্রতিঘাতে স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল যে, তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন সেই মুহূর্ত্তে বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে ;—তিনি যেন একেবারে মস্তিষ্ক-বিহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

"এস তবে।"—বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শেষ হইলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সবলে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"এস তবে।"—তাঁহার ভয় হইয়াছিল, মনের উদ্বেগে পাছে বঙ্কিমচন্দ্র সেই খানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

তৎক্ষণাৎ সেই কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল।—দেওয়ান দোল-গোবিন্দ সেই মুহূর্ত্তে কারাগৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের বঙ্কিম-চন্দ্রকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়া দিল। অনন্তর তিন জনে একত্রে সেই কারা-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অবাস্তের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক একবারে দুর্গের দক্ষিণ-দিকস্থ আম্রকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, দুই জন সশস্ত্র অশ্বারোহী এবং আর একটী আরোহী-শূন্য সুসজ্জিত অশ্ব সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছে।—তখন রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই অশ্বে আরোহণ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন,—"আর ক্ষণকাল বিলম্ব কোরো না।—এই অশ্বে আরোহণ কোরে, যত শীঘ্র পার, ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক একেবারে ব্রহ্মদেশে চোলে যাও।—এই দুই জন অশ্বারোহী তোমার পথ-প্রদর্শক হোয়ে যাবে।—ভারতের পূর্ব্ব-প্রান্তে উপস্থিত হোলে এরা ফিরে আসবে।—বিদেশে স্বচ্ছন্দে চলবার জন্যে আরো কিঞ্চিৎ অর্থ আমি তোমাকে প্রদান কোচ্ছি।

এই বলিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কতকগুলি সুবর্ণ-মুদ্রা লইয়া বঙ্কিমের হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন।

"অর্থে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।—একমাত্র সুশীলার জন্যেই আজ আমি যা কিছু কোচ্ছি ;—তাঁরি অনুরোধে, তাঁরি

সন্তোষ সাধনের জন্য, আজ আমি চোরের ন্যায় আনন্দ-দুর্গ হোতে পলায়ন কোরে চিরদিনের তরে হত্যাকারীর দুরপনেয় কলঙ্ক অকারণে বহন কোর্ত্তে প্রস্তুত হোয়েছি।—অকিঞ্চন অর্থ কিম্বা অসার জীবনের মায়ায় আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হই নাই।—আপনি নিশ্চয় জানবেন, আজ পৃথিবীর যাবতীয় ধন-ভাণ্ডার শূন্য কোরে সেই সমস্ত অসংখ্য অর্থ এই স্থানে রাশিকৃত কোরে সেই অর্থকে আরো লক্ষ লক্ষ গুণে গুণিত কোরে যদি আমাকে কেহ প্রদান কোর্ত্তে উদ্যত হোতো, তথাপি এ কাজে আমি কখনই প্রবৃত্ত হোতেম না।—ও অর্থ আপনি রেখে দিন;—উহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।—তবে ওর পরিবর্ত্তে আপনার পার্শ্বস্থিত ঐ তরবারি খানি আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অর্পণ করুন।—ব্রহ্মদেশে গমন কোরে ঐ তরবারীর সাহায্যে অনায়াসে আমি আমার জীবিকা উপার্জ্জন কোর্ত্তে সক্ষম হব!"

বঙ্কিমচন্দ্রের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ প্রথমে একবার ইতস্তত করিলেন। পরে তরবারিখানি না পাইলে যদি বঙ্কিমচন্দ্র পলায়নে অসম্মত হন, এই ভাবিয়া, কটিবন্ধ হইতে সকোষ-তরবারিখানি খুলিয়া বঙ্কিমের হস্তে অর্পণ করতঃ কহিলেন,—"তবে আর বিলম্ব কি?—"

বঙ্কিমচন্দ্র আর বিলম্ব করিলেন না।—তৎক্ষণাৎ নির্দ্দিষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে সময়োচিত সম্মান ও ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বেগে অশ্ব চালনা করিয়া দিলেন।

পথপ্রদর্শক অশ্বারোহীদ্বয়ও তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল।

প্রস্থানকালে সেই অশ্বারোহীদ্বয়ের সহিত রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের নয়নে নয়নে কি কথা হইয়া গেল।—সে কথার মর্ম্ম এই যে, আনন্দপুর পার হইয়াই তাহারা যেন কোন না কোন উপায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণ বিনষ্ট করে!—সুশীলার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ যে ইহজগতে জীবিত থাকিবে, ইহা তাঁহার মনে-প্রাণের কোন অংশে

অনুমোদিত নহে।—আর সেই সুযোগই তিনি এত দিন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বিংশ প্রসঙ্গ।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ—অভাবনীয় সংঘটন।

যে সময়ে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের কারাগৃহ-মধ্যে প্রবেশ করেন, ঠিক সেই সময়ে দস্যুদিগের কালিদুর্গের এক নিভৃত গৃহে উপবেশন করিয়া দস্যুসর্দ্দার মহাবীর সহোদর রণবীরের সহিত নির্জ্জনে সঙ্গোপনে কি পরামর্শ স্থির করিয়া দ্বাদশ-জন অশ্বারোহী অনুচরের সহিত, কালিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনন্দদুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিল।—তাহারা যখন সশস্ত্রে তাহাদের আড্ডার বাহির হয়, উন্মাদিনী তখন তাহার কক্ষ হইতে স[illegible] দেখিয়াছিল!—দেখিয়া ভাবিল, "আজ একটা কাণ্ড বাধিবে!"

এ দিকে বঙ্কিমচন্দ্র অশ্বারোহী-দ্বয়ের সহিত আনন্দদুর্গ হইতে পূর্ব্বদিকে অতি-দ্রুতবেগে অশ্ব-চালনা করিয়া দিয়াছেন।—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় এখন চিন্তার গুরুভারে আক্রান্ত।—তিনি কেবল তাঁহার প্রাণাধিকা সুশীলার মনোরক্ষার্থেই উপস্থিত পথের পথিক হইয়াছেন।—একমাত্র সুশীলার জন্যেই তিনি তাঁহার নাম হইতে এই ভয়ানক মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন করিবার কোন চেষ্টা করিতে পারিলেন না; অকারণে নিজের নিষ্কলঙ্ক নামে চিরদিনের জন্য এই দারুণ অপবাদ রাখিয়া চলিয়াছেন।—কিন্তু যাঁহার জন্য তিনি এ হেন দারুণ কর্ম্মে ব্রতী,—সেই সুশীলা কি আর তাঁহার হইবেন?—তাঁহার

অকৃত্রিম প্রেমের প্রতিদান-স্বরূপ সুশীলা কি আর তাঁহাকে তাঁহার হৃদয় দান করিতে পারিবেন?—"না!"—তাঁহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া উত্তর করিল,—"না!"—তাঁহার সুশীলা এতদিনের পর চিরদিনের জন্য অপরের হইতে চলিলেন।—সুশীলার সেই ভয়ঙ্কর পত্রই তাঁহার সমুদায় আশার একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে। শীঘ্রই তিনি কোন উচ্চপদবীতে উন্নীত হইবেন।—অচিরাৎ তাঁহার সুশীলা তাঁহারি হইবে।—কিন্তু কি হইতে কি হইল!—দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় তাঁহার মনোরথ মনোমধ্যে উদিত হইয়া মনে মনেই যে বিলীন হইয়া গেল।—যে দৈবের প্রতি তিনি এত দিন সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন,—সেই দৈব তাঁহার প্রতি এ কিরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল? তাঁহার সেই অনন্ত বিশ্বাসের কি এই পরিণাম হইল?—যে প্রেমের স্বর্ণ-পাত্র পানের আশায় তিনি মুখ-সান্নিধ্যে উত্তোলন করিয়াছিলেন, সে পাত্র তাঁহার হস্ত হইতে কে বলপুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া শতখণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিল?—এই সমস্তই চিন্তা করিয়া তিনি আজ সুশীলার জন্য—সামান্য জীবন কেন—জীবনের অধিক মান-সম্ভ্রম পর্য্যন্ত জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন।—বঙ্কিমচন্দ্র ভাবিলেন, তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য সুশীলার প্রেমেই তিনি যখন বঞ্চিত হইলেন, তখন আর তাঁহার ছার মান-সম্ভ্রমে প্রয়োজন কি?—সেই জন্যেই প্রথম তিনি সুশীলার প্রেম,—শেষে আপন সম্ভ্রমকে চিরজীবনের জন্য হৃদয় হইতে বিদায় প্রদান করিয়া, চিরতরে কলঙ্কের ডালি শিরে ধরিয়া, ব্রহ্মদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আপন মনোবেগের সহিত ঐক্য করিয়া সবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিয়াছেন।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের আদেশানুসারে অনুগামী অশ্বারোহীদ্বয়ও তাঁহার সহিত সমান বেগে চলিয়াছে।—মনোরথগতিতে অশ্বত্রয় ছুটিতেছে!—মধ্যে মধ্যে অনুগামী অশ্বসেনাদ্বয়ের অশ্বদ্বয়ের পদস্খলিত হইয়া যাইতেছে;—মধ্যে মধ্যে তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সমান গতি রাখিতে পারিতেছে না।—মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অশ্ব হইতে

তাহারা বহু-পশ্চাতে পড়িতেছে।—বঙ্কিমচন্দ্রের অশ্ব সমান গতিতেই চলিয়াছে।

এই রূপে এক দণ্ডকাল অশ্ব চালনা করিয়া ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র যখন অরণ্যের একাংশ পার হইয়া এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন সেই প্রান্তর ধরিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। এই দিকে আর এক ক্রোশের মধ্যে প্রান্তরের দক্ষিণপার্শ্বে রামু-সর্দ্দারের কালিদুর্গ।—কিন্তু প্রান্তরের মধ্যে কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতে বঙ্কিমচন্দ্র অদূরে একদল অশ্বসেনার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার অনুগামী অশ্বসেনাদ্বয় সেই শব্দ শুনিবামাত্র তাঁহাকে অশ্বরজ্জু সংবদ্ধ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল।—কিন্তু উন্মাদ-হৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া অপ্রতিহত-গতিতে গমন করিতে লাগিলেন।—কিয়দ্দূর যাইয়া দস্যুসেনার সম্মুখীন হইয়া পড়িলেন।—উভয় দলই অশ্বরজ্জু আকর্ষণ-পূর্ব্বক যে যাহার স্থানে দণ্ডায়মান হইল।—বঙ্কিদচন্দ্রের অনুচর-দ্বয় বলিযা উঠিল,—"ডাকাত!"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই ভজনলালকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—"কি! এই দুর্ব্বৃত্তদের হস্ত হইতে আমি সে দিন সুশীলার উদ্ধার সাধন কোরে ছিলম?"

স্বরশ্রবণে ভজনলাল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কি!—কি! বঙ্কিম!—বঙ্কিম!—সেই ছোঁড়া?—"

তচ্ছ্রবণে দস্যুসহোদরদ্বয় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল। কারণ, তাহার জানিত, বঙ্কিমচন্দ্র তখনো পর্য্যন্ত কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ!

অস্ত্রপ্রকাশ হইল দেখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপনার অশ্বের গতি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রান্তরের পূর্ব্বদিকস্থ এক প্রশস্ত পথে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুদক্ষ অশ্বারোহী রামু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার বামবাহু ধারণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল,—"তা হবে না। আমি আজ তোকে অম্নে ছাড়বো না। তুই-ত সুশীলাকে আমাদের মুখ থেকে ছিনিয়ে নে প্যালিয়েছিল!"

"এবারো সেরূপ হোলে, সেই রকমই কোর্ত্তাম।"—এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সহসা রামুর বজ্রমুষ্টি হইতে আপন বাহু বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পথে আপন অশ্ব ছুটাইয়া দিল। রামুও সদর্পে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

রামুকে স্বীয় অসি নিষ্কাসিত করিয়া তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রনিনাদে বলিয়া উঠিলেন,—"সাবধান পামর! আমার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার হোলে আর নিস্তার থাক্‌বে না;—রামু-সর্দ্দারের নাম তা হোলে পৃথিবী হোতে লোপ হোয়ে যাবে। তোর জীবনহীন দেহ এই দণ্ডে ধূলিসাৎ হবে।"

"কি! একটা ছোড়ার এত তেজ? তবু যদি একটা নামজাদা যোদ্ধা হোতিস!—রোস তবে।—"

এই বলিয়া দস্যুপতি সবলে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজ অদ্ভুত-শিক্ষা-প্রভাবে নিজে শত্রু-হস্তে আহত হইবার পূর্ব্বে রামুসর্দ্দারের মস্তকে নীজ অসির অপর পৃষ্ঠ দিয়া সবলে এক আঘাত করিলেন। পরক্ষণেই রামুর অসির দারুণ আঘাতে তাঁহার অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। অসিতে অসিতে মুহুর্মুহু ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। বনপথে সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে দুইসমযোদ্ধায় রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রামুর অনুচরগণ সর্দ্দারের সাহায্য করিবার জন্য সদর্পে সলম্ফে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু রণবীর তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "অন্যায় যুদ্ধে আবশ্যক নাই! সমানে সমানে লড়াই চোলেছে,—সমানে সমানেই চলুক;—তোমরা দেখ!"—রণবীরের আদেশে রামুর অনুচর অশ্বসেনাগণ অগত্যা সেই স্থানে সমভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের সর্দ্দার ও বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপূর্ব্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিল।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃই একজন বীর-পুরুষ।—তাঁহার সাহসও অপ্রমেয়।—তাহাতে উপস্থিত ঘটনায় তিনি এখন উন্মাদ। মরণ-জীবনের প্রতি তাঁহার এখন কিছুমাত্র দৃকপাত নাই।—তিনি মরিয়া হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।—তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে

তাঁহার যদি প্রাণ-বিয়োগও হয়, তাহাও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।—যে দুরাচারেরা তাঁহার প্রাণের সুশীলার প্রতি তাদৃশ নৃশংস আচরণ করিয়াছিল, তাহাদের দলপতিকে শাসন করিতে গিয়া তাঁহাকে যদি প্রাণ হারাইতে হয়, তাহা হইলে, তাহাতে তাঁহার যশোধর্ম্ম-স্বর্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে,—এই ভাবিয়াই মরিয়া হইয়া তিনি এই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।—নতুবা প্রথমেই তিনি অনায়াসে দস্যুকবল হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন।

উভয়েই অসীম-সাহসে অস্ত্র-চালনা করিতেছে।—কিন্তু কেহই কাহাকে কিছুতেই পরাজয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।—রামু একবার মনে করিতেছে, এইবার তাহার জয় হইল;—কিন্তু পরক্ষণে সে বঙ্কিমচন্দ্রের অশ্ব হইতে দশ হস্ত দূরে হটিয়া যাইতেছে।—ক্ষণপরে আবার প্রবল বেগে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিতেছে।—কিন্তু কনিষ্ঠ রণবীরের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, তাদৃশ বালকবেশী বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাহার বীরাগ্রগণ্য সহোদর অকারণে এই সামান্য বিবাদে প্রবৃত্ত হয়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র? বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় আজ চতুর্গুণ সাহসে সাহসী, চতুর্গুণ উৎসাহে উৎসাহিত।—সুশীলার অপহরণকারী দুর্ব্বৃত্ত দস্যুপতিকে আজ তিনি সম্মুখে পাইয়াছেন।—এতদিনে সে অত্যাচার—সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন,—এই উৎসাহে তিনি চতুর্গুণ উৎসাহিত।—তাঁহার উপস্থিত অবস্থার বিষয় তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার মনে হইতেছে সুশীলা যেন তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মানা। দুর্ব্বৃত্ত দস্যুপতি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তিনি যেন সেই মুহূর্ত্তে সুশীলাকে দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করিয়া পরিশেষে তাহাদের দারুণ অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।—সেই কারণেই যেন এই সংগ্রামের অবতারণা। এই কল্পনায় তাঁহার হৃদয়ে চতুর্গুণ সাহসের সঞ্চার। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একবারে তিরোহিত। রামু-সর্দ্দার যখন দেখিল যে, তাহার সম্মুখীন শত্রু বড় সহজ নহে, তখন সে ক্রমশই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরাশায়ী করিবার জন্য নানাকৌশলে অসি চালনা করিতে

লাগিল। কিন্তু, অসিযুদ্ধে সুদক্ষ ক্ষিপ্রহস্ত বঙ্কিমচন্দ্র অসীম-সাহসে অপূর্ব্ব-সমর-কৌশলে প্রতিযোগীর সকল চেষ্টাই বিফল করিতে লাগিলেন। অসীম বাহুবলে অসি ধারণ করিয়া প্রতিপক্ষের আঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন। রামু কখন মস্তক, কখন স্কন্ধ, কখন হৃদয়, কখন বাহু লক্ষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সরোষে সবলে ধাবমান হইতেছে; রণকুশল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রত্যেক গতি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক-বারই আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছেন। দুর্দ্দান্ত দস্যুপতি অনেক চেষ্টা—অনেক কৌশল করিয়াও প্রতিপক্ষের উপর কিছুতেই জয়লাভ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিযাছে। বিজয-লক্ষ্মী যে, কাহাকে আসিয়া আলিঙ্গন দান করিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই।—অর্দ্ধদণ্ড অতীত; যুদ্ধ সমভাবেই চলিয়াছে।—অবশেষে রামুসর্দ্দার সহসা বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষিণ-পার্শ্বে আসিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রবলবেগে যেমন তরবারি উঠাইবে, অমনি বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তস্থ অসি সজোরে তাহারই নিজের মস্তকে নিপতিত হইল;—সঙ্গে সঙ্গে দস্যুদলপতি হতচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইল।—প্রতিযোগীর তাদৃশ দশা দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, দুর্ব্বৃত্তের রক্তদর্শনে আমার বাসনা নাই।—ইহাতেই সুশীলার প্রতি অত্যাচারের যথেষ্ট প্রতিশোধ লওয়া হোয়েছে।"

এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অশ্ব ছুটাইয়া গমনোন্মুখী হইবেন, অমনি দুর্দ্দান্ত রণবীর সবেগে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল।—কিন্তু, বঙ্কিম-চন্দ্রের অসীম বাহুবল সে দস্যুভুজ ক্ষণমুহূর্ত্তও সহ্য করিতে পারিল না। বঙ্কিমচন্দ্র আজ যেন দৈববলে বলী।—রণবীর আসিয়া যে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশে অসি উত্তোলন করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁহার নিষ্কাসিত তরবারির প্রবল আঘাতে দস্যু দুরাচারের দক্ষিণবাহু একেবারে অবশ করিয়া দিলেন;—অমনি ঝন্ ঝন্ শব্দে রণবীরের হস্তস্থিত বৃহৎ অসি প্রান্তর মধ্যে নিপতিত হইল। এইরূপে দুইজন প্রতিযোগীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া বিজয়ী বঙ্কিমচন্দ্র বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন।—অন্যান্য দস্যুগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার

অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছিল, কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুচর অশ্বারোহী দুই-জন এইবারে আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল।—যদিও সেই দুইজন অনুচর পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণবিনাশ করিবার জন্যই রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ-কর্ত্তৃক গোপনে উপদিষ্ট হইয়াছিল;—যদিও সেই কারণে রাজার নিকট হইতে গোপনে তাহারা প্রচুর পরিমাণে অর্থও প্রাপ্ত হইয়াছিল; তথাপি তাহারা নিতান্ত কাপুরুষ ছিল না।—বঙ্কিমচন্দ্রের তাদৃশ অসীম সাহস—অদ্বিতীয় বীরত্ব দর্শন করিয়া প্রথম হইতেই তাহারা তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল,—পরে একজনের বিপক্ষে দ্বাদশজনকে যুগপৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া তাহারা আর থাকিতে পারিল না।—তাহারা তৎক্ষণাৎ দস্যুদলের সম্মুখীন হইল।—দেখিতে দেখিতে তিনজন দস্যু ধরাশায়ী হইল।—কিন্তু, বারজন অসভ্য দুর্দ্দান্ত বন্য দস্যুসেনার সহিত দুইজন সামান্য সৈনিক কতক্ষণ যুঝিতে পারে?—মুহূর্ত্তদ্বয়ের মধ্যে সেই অশ্বারোহী দুইজন গতাসু হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিল।—অবশিষ্ট নয়-জন দস্যু তখন পুনর্ব্বার বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। কিন্তু রণবীর তাহাদিগকে তদ্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কহিল,—"একটা চেংড়া ছোড়ার জন্য রক্তপাত কোল্লে কি হবে?—যে জন্য আমরা বাহির হোয়েছি, তার কিছুই হোলো না,—লাভে হোতে কেবল তিনটা লোকের মাথা গেল। এখন ভাইকে তুলে আমাদের নিজের কাজে চল।—ওকে তখন আবার দেখা যাবে।"

এই বলিয়া রণবীর অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া জ্যেষ্ঠসহোদরের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অবশিষ্ট নয়জন দস্যু, সর্দ্দারের সংজ্ঞালাভ পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিয়া রহিল।

এদিকে বঙ্কিমের অশ্ব বায়ুবেগে ছুটিয়াছে।—অশ্ব আপনা হইতেই ছুটিয়াছে।—বঙ্কিমচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও অশ্বের গতির হ্রাস করিতে পারিতেছেন না।—অশ্ব তড়িৎ-গতিতে ছুটিয়াছে।—যেন কোন দৈব-শক্তিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের অশ্বকে আজ বিদ্যুৎবেগে উধাও করিয়া লইয়া যাই-তেছে।—কোন্ দিকে যাইতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের তাহাও কিছু নির্ণয় নাই।

প্রথমে প্রান্তরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত পূর্ব্বোক্ত পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অশ্বরাজ পরিশেষ পুনর্ব্বার নিবিড় জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে সেই পাঁচ-ছয়-ক্রোশ-ব্যাপী জঙ্গল পার হইয়া পরিশেষে আরোহী পৃষ্ঠে একেবারে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের সমাধিস্তম্ভের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।—বঙ্কিমচন্দ্রের অশ্ব তাঁহাকে যেরূপ নিবিড়-বন-জঙ্গল ভেদ করিয়া উধাও হইয়া লইয়া আসিয়াছে, নিতান্ত দৈবানুকূল্য না থাকিলে, তাঁহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।—কোন বৃক্ষে আঘাত লাগিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত।—অথবা, কোন পর্ব্বতশৃঙ্গের অভিমুখে অশ্ব ধাবিত হইলে,—কিম্বা, নদীর দিকে ছুটিয়া যাইলে তাঁহাকে আর প্রাণে বাঁচিতে হইত না।

যাহা হউক তাঁহার অশ্ব এই সমাধিস্তম্ভের নিকটে আসিয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইল।—তখন বঙ্কিমচন্দ্র একলম্ফে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া নানামতে অশ্বরকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।—অনন্তর অশ্বকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া নিজেও কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভের প্রত্যাশায় ধীরে ধীরে সমাধিস্তম্ভের সোপানের উপরে গিয়া উপবেশন করিলেন।—দুর্দ্দান্ত দস্যু-সহোদরদ্বয়ের সহিত প্রায় দণ্ডেককাল অপ্রতিহত প্রভাবে তাদৃশ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া,—পরে সেই ভাবে অশ্বপৃষ্ঠে বায়ুবেগে আগমন করিয়া তাঁহার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে সম্মুখে সমাধিস্তম্ভের বিস্তৃত সোপানশ্রেণী সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় যেন কতক পরিমাণে শান্তিলাভ করিল। তিনি ধীরে ধীরে সেই সোপানপ্রস্তরে উপবেশন করিলেন।—উপবেশন করিলেন জানুপাতিয়া।—জানুপাতিয়া উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ;—

"ভগবন্!—ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞানত ত আমি কখন কোন পাপের অনুষ্ঠান করি নাই,—তবে কেন আমার ভাগ্যচক্র দৈবের করে এরূপ ভাবে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিত হোতেছে?—যে অপার্থিব-মূর্ত্তির সন্দর্শন আমি মধ্যে মধ্যে লাভ কোরেছি, তা হোতে ত আমার এই ধারণা জন্মেছে

যে, অনুকূল হোক আর প্রতিকূল হোক, দৈবই একমাত্র আমার সকল কার্য্যের নেতা। আর সত্যই তাই।—সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি দর্শন কোরেছি;—অনৈসর্গিক কার্য্য সকল আমি অনুভব কোরেছি;—অনেক লক্ষণ—অনেক চিহ্ন—অনেক সঙ্কেত আমার নয়নপথের পথিক হোয়েছে। সে সমস্ত নিশ্চয়ই যে আমার জন্য, সেই সকলের সহিত আমার ভাগ্যের নিশ্চয়ই যে কোন না কোন সম্বন্ধ আছে—তাহাতে আর আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আনন্দদুর্গে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে সেই গভীর নিশীথে আমি যে সেই, অদ্ভুত অপার্থিব মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করি,—সেই মূর্ত্তির সঙ্কেতানুসারে আমি যে এই সমাধিস্তম্ভ পর্য্যন্ত আগমন কোরে কে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে এই সোপানের উপরিভাগে অনুতাপীর ন্যায় উপবেশন কোরে থাকৃতে দেখি,—সে সমস্তই কি অলীক? সে সমস্তই কি আমার স্বপ্ন?—না,—কখনই না!—যে রাত্রে অভূতপূর্ব্ব অনৈসর্গিক আলোক-রশ্মিতে দর্পণ-দৃষ্টির ন্যায় আপন কক্ষে থাকিয়াই সমগ্র আনন্দদুর্গের সম্পূর্ণ দৃষ্টি—প্রতিকক্ষের প্রতিচিত্র প্রত্যক্ষ করি, প্রত্যেক কক্ষে যাহার সহিত যে ব্যক্তির যেরূপ কথোপকথন হয়, তৎসমুদায় যেন প্রত্যক্ষই শ্রবণ করি,—সে সমস্তই কি আমার মনের ভ্রম? সে সমস্তই কি স্বপ্নমূলক?—কখনই না।—যে অদৃষ্টপূর্ব্ব দৈবশক্তিতে আমি দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের দারুণ কবল হোতে মুক্তিলাভ কোরে এলেম, যে শক্তিবলে আমার অশ্ব তাদৃশ অস্বাভাবিক গতিতে এখানে এত অল্পসময়ের মধ্যে এসে উপস্থিত হোলো,—যে অমানুষী ক্ষমতাবলে অশ্বপৃষ্ঠে থেকেও আমার কোনরূপ বিপদ ঘোটতে পারে নাই,—সেই স্বর্গীয় শক্তিই পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় অপার্থিব ঘটনার মূল।—সেই ঐশ্বরিক শক্তির অনৈসর্গিক প্রভাবেই আমার পক্ষে এই সমস্ত অদ্ভুত সংঘটন সংঘটিত হোতেছে। আর সেই শক্তি নিশ্চয়ই এখনও পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা কোর্চ্চেন।—আমি কখনই আনন্দপুর পরিত্যাগ কোরে পলায়ন কোর্ব্বো না।—যে শক্তি আমাকে পদে পদে রক্ষা কোরে আস্‌ছেন,—যে শক্তিবলে সময়ে সময়ে আমি অনেক গূঢ়রহস্য দেখতে পাচ্ছি,—সেই শক্তিবলেই

আমি রক্ষা পাব;—সেই শক্তিবলেই আমি এই সমস্ত গূঢ়রহস্যের মর্ম্মো-দ্ঘাটন কোর্ত্তে সক্ষম হব;—সেই শক্তিই আমার জীবনের জন্য নূতন পথ দেখিয়ে দিবেন।—আমি একমাত্র সেই বিশ্বশক্তির উপরেই আত্ম-নির্ভর কোরে রইলেম।"

এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নয়ন মুদ্রিত করত একান্ত-চিত্তে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সর্ব্বসুখ-দুঃখ-নিয়ন্তা পরমপিতাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেন। অনন্তর যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন সহসা দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট সেই পীতবসনাবৃত অপার্থিব মূর্ত্তি তাঁহারি সম্মুখে অদূরে দণ্ডায়মান। তাঁহার এতদিনের আশার পদার্থকে সম্মুখে আবার দেখিতে পাইবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র একলম্ফে গাত্রোত্থান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় তদ্দিকে ধাবমান হইলেন।—কিন্তু তিনিও যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তত সেই মূর্ত্তিও তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে সেই অপার্থিব মূর্ত্তির অনুসরণ-ক্রমে সমস্ত বনভাগ অতিক্রম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবশেষে পুনর্ব্বার আনন্দদুর্গের পশ্চাদ্দ্বা-রের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দ্বার দিয়াই ইতিপূর্ব্বে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন;—এই দ্বারের বহির্ভাগে আসিয়াই তিনি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অনুচরদ্বয়ের সহিত পলায়নপর হয়েন।—কিন্তু দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তাঁহার অগ্রণী সেই অপার্থিব মূর্ত্তি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।—তখন তিনি সবিস্ময়ে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, সেই মূর্ত্তি তাঁহার পশ্চাতে প্রায় বিংশতি হস্ত দূরে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে সত্বরে সেই পশ্চাদ্দ্বার দ্বারা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র আর কালবিলম্ব করিলেন না। মনের বিস্ময়—মনের কৌতূহল মনেই পোষণ করিয়া সেই অপার্থিব উপদেষ্টার উপদেশানু-সারে দ্রুতপদে দুর্গপশ্চাদ্দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বারের সম্মুখে আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বার ভঙ্গ করিয়া কাহারা যেন দুর্গান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে;—নিশ্চয়ই দুর্গবাসীর কোন

বিপদ ঘটিযাছে। তখন তিনি তথায আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিযা দ্রুতপদে যেমন দুর্গমধ্যে কিযদ্দূর অগ্রসর হইযাছেন, অমনি অন্তঃপুর হইতে বহুতর লোকের গোলমাল ও আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন এবং পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন যে, দস্যুদলপতি মহাবীর মূর্চ্ছিতা সুশীলাকে সতর্কে বহন করিযা সহোদর রণবীর, ভজনলাল এবং অন্য আর একজন অনুচরের সহিত দ্রুতবেগে সেই দ্বারের দিকে আসিতেছে। দেখিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রদীপ্ত-ক্রোধ কেশরীর ন্যায একলম্ফে গিযা দস্যুচতুষ্টযকে আক্রমণ করিলেন।

একবিংশ প্রসঙ্গ।

পশ্চাদ্দ্বার।—রুগ্নশয্যা।

অবান্ত-প্রাঙ্গণে তুমুল সংগ্রাম চলিযাছে।—অসীমসাহসে বঙ্কিমচন্দ্র চারজন দুর্দ্দান্ত দস্যুর সহিত একাকী যুঝিতেছেন।—অসিতে অসিতে আঘাত-প্রতিঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে।—বঙ্কিমচন্দ্রের করস্থিত রাজদত্ত সেই চন্দ্রহাসের সমুজ্জল প্রভা চন্দ্রমাপ্রভাকেও লাঞ্ছনা করিতেছে।—দস্যুগণের হুঙ্কার-ধ্বনিতে দুর্গ-প্রাকার কাঁপাইযা তুলি-তেছে।—বঙ্কিমচন্দ্র অনর্গল অসিচালনা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ভজনলাল ভূমিশাযী হইল।

তদ্দর্শনে দস্যুপতি বামহস্তে অচৈতন্যা সুশীলাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে নিষ্কোষিত তরবারি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তক লক্ষ্য করিযা

সবলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহার সে উদ্যম ব্যর্থ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র আপন অসিদ্বারা সেই দুরন্ত দস্যুর প্রচণ্ড আক্রমণ নিবারণ করিয়া সবলে দস্যুদুরাচারের দক্ষিণ স্কন্ধে দারুণ আঘাত করিলেন। অমনি সুশীলাকে লইয়া দস্যুপতি ভূমিতে অচেতন হইয়া পড়িল। তাহার নাসা, মুখ ও স্কন্ধ দিয়া অনর্গল রক্ত ছুটিতে লাগিল। পরক্ষণে রণবীর এবং সেই অবশিষ্ট দস্যুসেনা যুগপৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিল।—কিন্তু প্রথম উদ্যমেই সেই দস্যনুচর বঙ্কিমচন্দ্রের সুশাণিত তরবারির দারুণ আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার ছিন্ন মস্তক আনন্দদুর্গের অভ্যন্ত-প্রাঙ্গণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পরক্ষণে রণবীরও হতচেতন হইয়া সেই স্থানে নিপতিত হইল। তখন রণবিজয়ী বঙ্কিম সলম্ফে সংজ্ঞাহীনা সুশীলাকে দস্যুপতির বাহুবিচ্ছিন্ন করিয়া আপন বক্ষের উপর তুলিয়া লইলেন।—ঠিক সেই সময়ে রায়কুমারীর একবার সামান্য চৈতন্য হইল; একবার তিনি চাহিয়া দেখিলেন।—কিন্তু চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল;—অমনি ভীতিব্যঞ্জক একটী অস্ফুট কম্পিত ধ্বনি তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার তিনি বঙ্কিমের বক্ষের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে সুশীলার সেই সংজ্ঞাহীন দেহখানি একবার প্রাণ-ভরিয়া দেখিলেন।—অমনি পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া তাঁহাকে দংশন করিল; মুহূর্ত্তের জন্য তিনি বিশ্বজগৎকে যেন শূন্যময় নিরীক্ষণ করিলেন;—মুহূ-র্ত্তের জন্য তাঁহার সর্ব্বশরীরের শোণিতরাশি যেন শুকাইয়া আসিল। একটী সুগভীর সুদীর্ঘ উষ্ণশ্বাস তাঁহার নাসাপথ ভেদ করিয়া ছুটিয়া গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের নবীন বীর আবার নবীন উৎসাহে উৎ-সাহিত—অতুল সাহসে প্রদীপ্ত—অমিত তেজে তেজীয়ান হইয়া দাঁড়াই-লেন।—পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন, আর সাতজন দস্যুসেনা দুর্গবহির্ভাগ হইতে সহসা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।—দস্যুগণ দেখিল, যে, তাহাদের সর্দ্দার-সহোদরদ্বয় হতচেতনে অদূরে ভূপতিত;—দলপতির স্কন্ধ, মুখ ও নাসাপথ ভেদ করিয়া অজস্র শোণিতস্রোত নির্গত হইতেছে;

ভজনলাল ও অন্য আর একজন দস্যুর মস্তক-বিচ্ছিন্ন দেহ ধূলিবিলুণ্ঠিত হইতেছে;—বঙ্কিমচন্দ্র সুশীলাকে একহস্তে ধারণ করিয়া অপর হস্তে বেগে অসি ঘূর্ণিত করিতেছেন। কাহার সাধ্য যে, সেই সময়ে তাঁহার সম্মুখীন হয়?—তিনি এখন দৈব-শক্তি-সম্পন্ন;—অস্বাভাবিক তেজে তাঁহার সেই বিশাল হৃদয় এখন উত্তেজিত। তিনি দুর্গপ্রাচীরের একাংশে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া অকুতসাহসে দণ্ডায়মান।

বঙ্কিমচন্দ্রের বামবক্ষ-বিলম্বিতা জ্ঞানোপহতা সুরসুন্দরী সুশীলা এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষীণ কটিদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের বামবাহু-পরিবেষ্টিত;—সেই সুকোমল অঙ্গ-যষ্টিখানি বঙ্গবীরের বিশাল বক্ষের উপরে শায়িত;—মস্তকটী তাঁহার স্কন্ধের উপর লুটাইত;—ভীতি-শুভ্র গণ্ডদেশে নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ নিপতিত;—আকর্ণ-বিস্ফারিত নয়নদ্বয় নিমীলিত;—সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-কেশপাশ এলাইত,—বঙ্কিমচন্দ্রের পৃষ্ঠপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত।—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য;—অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!—যেন দুরাচার দৈত্যপতির হস্ত হইতে ভীতিবিহ্বলা পুলোমজার উদ্ধার সাধন করিয়া সুররাজ সহস্রাক্ষ প্রতিপক্ষ-সম্মুখে সদর্পে দণ্ডায়মান!

বিজাতীয় ক্রোধে বঙ্কিমচন্দ্রের গণ্ডদ্বয় অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; নাশাপথে অগ্নিশিখা বাহিতেছে;—তাঁহার হস্তস্থিত অসি স্বন স্বন শব্দে ঘূর্ণিত হইতেছে।

দস্যু-অনুচরগণ মুহূর্ত্তকাল এই ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়া—মুহূর্ত্তকাল তাহাদের দলপতিদ্বয়ের সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া—মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত ঘটনার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া—সহসা সদম্ভে সক্রোধে বঙ্কিমচন্দ্রকে আসিয়া আক্রমণ করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র একাকী,—প্রতিপক্ষ সাত জনা। তখন আমাদের নবীন যোদ্ধা পলকের মধ্যে মূর্চ্ছিতা সুশীলাকে আপন পৃষ্ঠদিকে প্রাচীরের পার্শ্বে ধীর-ত্রস্তে শয়ন করাইয়া, এক লম্ফে দস্যুদলের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। সপ্ত-জন দস্যুপরিবৃত, বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তরথীর মধ্যে চক্র-ব্যূহ-স্থিত সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সাতজন দুর্দান্ত দস্যুর ভীম বাহুবল অবিশ্রান্ত রণক্লান্ত একক বঙ্কিমচন্দ্র আর কতক্ষণ সহ্য করি-

বেন ?—ক্ষণ-মুহূর্ত্ত-মধ্যে তিনি অস্ত্রশূন্য হইয়া শূন্য-হস্তে—শূন্য-চেতনায় মোহগতা সুশীলার পাদমূলে নিপতিত হইলেন।

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

বঙ্কিমচন্দ্রের যখন পুনর্ব্বার চৈতন্যসঞ্চার হইল, তখন দেখিলেন যে, তিনি একটী সুসজ্জিত দ্বিতল সুন্দর কক্ষে দুগ্ধফেণনিভ শয্যার উপরে শয়ন করিয়া আছেন।—উন্মুক্ত-গবাক্ষ পথ দিয়া প্রভাতী সূর্য্য-কিরণের সুবর্ণ আভা কক্ষমধ্যে অবাধে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে;—ধাত্রী কমলা বিষণ্ণবদনে তাঁহার শিরোদেশে শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছে;—অদূরে অপর একখানি কাষ্ঠাসনে বৃদ্ধ ভট্ট সদাশিব চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে উপবিষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া এই সমস্ত সন্দর্শন করিলেন।—দেখিবামাত্র অতীত ঘটনা সমস্ত তাঁহার স্মৃতিপথে একে একে উদিত হইতে লাগিল।—কারাগারে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত সেই সাক্ষাৎ;—তাঁহার সহিত সেই প্রকার কথোপকথন;—সুশীলার সেই বিষাক্ত পত্র;—কারাগার হইতে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সাহায্যে পলায়ন;—পথে দস্যুদলের সহিত সাক্ষাৎ—তাহাদের দলপতির সহিত ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ;—অস্বাভাবিক গতিতে অশ্বপৃষ্ঠে সমাধিস্তম্ভের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হওন;—পুনর্ব্বার সেই অপার্থিব মূর্ত্তির আবির্ভাব; তাহারি সঙ্কেতে দুর্গপশ্চাদ্দ্বার পর্য্যন্ত পুনরাগমন;—দস্যুকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার সুশীলা-হরণে প্রয়াস;—দস্যুকবল হইতে সুশীলার পুনরুদ্ধার;—দস্যু-সর্দ্দারদ্বয়ের পরাজয়;—অনন্তর সপ্তজন দস্যুর সহিত তুমুল সংগ্রাম; দস্যুগণের দারুণ আঘাতে সংজ্ঞাহীন হওন;—তাহার পরে এই কক্ষে সেই ভাবে অবস্থান।—ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে, রাধাকান্ত রায়ের অনুমতিতে পুরজনেরা তাঁহাকে সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় এই কক্ষ মধ্যে লইয়া আসিয়া সযত্নে তাঁহার চিকিৎসা করাইতেছে। তাহাদেরই যত্নে ও শুশ্রূষায় যে, এতক্ষণের পর তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইয়াছে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।—কিন্তু তখনও

পর্য্যন্ত তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা,—মস্তিষ্কের ক্ষীণতা,—হৃদয়ের অবসন্নতা সম্পূর্ণরূপে অবসান পায় নাই। উঠিয়া বসিবার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে একবার মস্তক উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না; মস্তিষ্ক ঘুরিয়া উঠিল;—চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন; সুতরাং, অবসন্ন-দেহে পুনর্ব্বার তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া স্নেহময়ী কমলার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল,—মুখ প্রসন্ন হইল,—মনে আশা আসিল।—তখন সে ধীরে ধীরে বঙ্কিমের পার্শ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক—ধীরে ধীরে বৃদ্ধ সদাশিবের সমীপে উঠিয়া আসিল।—সদাশিবের নিকটে আসিয়া সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল,—

"চেতন হোয়েছে।"

"গোল কোরো না;—এখনও' নির্ভয় নয়!"—অধিকতর মৃদুস্বরে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বৃদ্ধ ভট্ট কহিল,—"গোল কোরো না!—এখনও নির্ভয় নয়!"

"উপায় আছে ত?"—সমধিক আশাঙ্কা ও উদ্বেগের সহিত কমলা পুনর্ব্বার সাগ্রহে সুধাইল—"রাহা আছে ত?"

"উপায় তিনি;—রাহা তিনি;—নির্ভর সেই তিনি!"

মুহূর্ত্তের জন্য ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া—ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি হেলাইয়া বহুদর্শী সদাশিব ভট্ট গম্ভীর অথচ অনুচ্চ-কণ্ঠে কমলাকে এই কয়েকটী কথা বলিয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল।—অনন্তর সচিন্ত সশঙ্কিত ধীর-পদে বঙ্কিমচন্দ্রের শয্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া রোগীর দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। কমলা আসিয়া তাঁহাদের অদূরে প্রাচীর-সংলগ্নে এক-পার্শ্বে দাঁড়াইল। সদাশিব ভট্ট বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থা অবলোকন করিয়া ধীর-প্রসন্ন-গম্ভীর-স্বরে কমলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—"জয় জগদীশ! আর কোন ভয় নাই।—মোহটা কেটেছে।"

"আপনিই এঁর জীবন-দান কোল্লেন।"—কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে নিরতিশয় আনন্দ সহকারে কমলা বলিয়া উঠিল,—"আপনিই এঁর জীবন-দান কোল্লেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরম সৌভাগ্য যে, এ সময়ে আপনি এখানে উপস্থিত ছিলেন।—না-হোলে, মাথায় যে আঘাত—"

কমলার কথায় বাধা দিয়া সদাশিব ভট্ট কহিল,—"তলোয়ারের সোজাদিকে হোলে আর দেখ্‌তে হোতো না;—উলটা দিকের আঘাত বোলেই রক্ষা।"

বঙ্কিমচন্দ্র এতক্ষণ নয়ন মুদ্রিত করিয়াই ছিলেন।—অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অল্পে অল্পে তাঁহার তন্দ্রাবেশ আসিতেছিল।—নিকটে কমলা ও সদাশিব ভট্টের কথোপকথন চলিয়াছে;—তাঁহাদের কথোপকথনের মৃদু-গুঞ্জন তাঁহার ব্রহ্মপদ্মে মধুর ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় অনুভূত হইল;—সেই শব্দেই যেন তন্দ্রার সেই অল্প অল্প অন্ধকার আপনা হইতে তাঁহার জ্ঞানাকাশ হইতে অপসারিত হইয়া গেল।—তিনি অল্পে অল্পে আবার নয়ন উন্মীলন করিলেন।—নয়ন উন্মীলন করিয়া সদাশিব ভট্টকে নিকটে দেখিয়া উৎসাহ, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা মিশ্রিত ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুশীলা নিরাপদ ত?"

"নিরাপদ।"—সদাশিব ভট্টের কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ধাত্রী কমলা শশব্যস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের শয্যার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আনন্দব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "নিরাপদ;—সুশীলা আমার নিরাপদ হোয়েছে।—তুমিই তাঁকে রক্ষা কোরেছ;—ডাকাতের হাত থেকে তুমিই তাকে বাঁচিয়েছো।—সুশীলা সব জেনেছেন;—সব বোলেছেন;—কর্ত্তা সব শুনেছেন;—"

বঙ্কিমচন্দ্র একটী একটী করিয়া ধাত্রীর মুখনিঃসৃত শব্দগুলি শুনিলেন।—শুনিতে শুনিতে তাহার মনোমধ্যে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল।—তাঁহার মুখমণ্ডলে অল্পে অল্পে নানাবর্ণের আভা দেখা দিতে লাগিল। হৃদয়ের ঘন ঘন আঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল।—তদ্দৃষ্টে বৃদ্ধ ভট্ট কমলাকে জনান্তিকে নিষেধ করিয়া বলিল,—"দেখছো না, রোগীর আবার মোহ হবার উপক্রম হয়েছে;—এখন কি ও-সমস্ত কথা শুনাইতে আছে?"

কমলা কহিল,—"না, না;—আমার বোধ হয়, এ সমস্ত কথা শুন্‌লে ইনি অনেকটা সুস্থ থাক্‌বেন।—মনের সংশয় অনেকটা দূর হবে; হৃদয়ের ভার লাঘব হোয়ে পোড়বে।"

এই বলিয়া কমলা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি একবার সস্নেহ-দৃষ্টিপাত করিয়া

পুনর্ব্বার ভট্টরাজকে সম্বোধন করত বঙ্কিমচন্দ্রের অগোচরে মৃদুস্বরে কহিল,—"এই দেখুন না, মুখের সে ভাব আবার সেরে গেছে; এখন আবার ঠিক স্বাভাবিক ভাব দাঁড়িয়েছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকে আবার কি বলিবার ইচ্ছা করিলেন।—কমলা বুঝিতে পারিয়া বঙ্কিমের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্র মৃদুস্বরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহামান্য রাধাকান্ত রায় সমস্ত শুনেছেন ?"

কমলা কহিল,—"সুশীলা তাঁর পিতার নিকট সমস্তই বোলেছেন ; তিনি সমস্তই শুনেছেন ;—কর্ত্তা তোমায় প্রতি বড়ই প্রীতি লাভ কোরেছেন।—সকলে শতমুখে তোমায় শত শত ধন্যবাদ দিতেছেন।"

একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। তাঁহার সুশীলা,—তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—স্বর্গীয় সুন্দরী সুশীলা আনন্দে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন ;—রাধাকান্ত রায় তাঁহার প্রতি প্রীতিলাভ করিয়াছেন;—তাঁহার হৃদয়ের আনন্দময়ী প্রতিমা তাঁহাকে আনন্দের চক্ষে দেখিয়াছেন ; এই আনন্দে তিনি যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন।—অনন্তর তিনি কমলাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ঘটনাটা ঘোট্‌লো কিরূপে ?"

কমলা কহিল,—"প্রথমে বাহিরে কি হোয়েছিল জানি না। তবে শুনিলাম, রাত্রি দুইপ্রহরের পরে ডাকাতেরা না কি গড়ের পশ্চাদ্দ্বার ভেঙ্গে দক্ষিণ দিকের ফটকের কাছে আসে।—সেখানে আটজন রক্ষক ছিল। ডাকাতেরা সহসা তাদের আক্রমণ কোরে একবারে সাত জনেরই হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে, একজনকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে সুশীলার শয়ন-গৃহ দেখিয়ে দিতে বলে। সে প্রাণের ভয়ে তাহাদিগকে সুশীলার শয়নকক্ষে লয়ে আসে। তখন আমি নিদ্রিত।—শয়নকক্ষে ডাকাতদের গোলমালে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গে আমি দেখ্‌লেম,—একটা যমদূতের মতন চেহারা, যে লোকটা আর একদিন বনের ধার থেকে সুশীলাকে লুপে নে গেছলো, সেই যমদূতের মতন লোকটা—সেইটেই বোধ হয় ডাকাতদের সর্দ্দার হবে, সেইটে সুশীলাকে মিষ্টি কথায় ভুলুচ্ছে।—সুশীলা জোর কোরে কোরে,

ধমক দিয়ে দিয়ে তার সব কথা অগ্রাহ্য কোচ্ছেন।—আমি উঠে পোড়েই তাদের পায়ে গিয়ে জোড়িয়ে ধোল্লেম;—কত কাকুতি মিনতি কোর্ত্তে লাগ্‌লেম। কিন্তু একটা তাল-গাছের মতন লম্বা—বানরের মতন মুখখানা, নামটা কি, না কি, ভজনলাল, সে অমনি আমার পিঠে এমন এক ঘা লাঠি মারলে যে,—আমি ঘুরে অজ্ঞান হোয়ে পোড়লেম;—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কমলা একবার থামিল।

"আমি তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছি। স্বহস্তে সে দুরাত্মার শিরশ্ছেদন কোরেছি।—পাপের প্রতিফল দিয়েছি।"—ক্ষীণ-স্বরে একটী একটী করিয়া এই কয়েকটী কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্ব্বার কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর?"

কমলা কহিল,—"তার খানিক পরে সচেতন হোয়ে দেখি, দুরাত্মারা সুশীলাকে লয়ে পালিয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোর্ত্তে আরম্ভ কোল্লেম।—আমার চীৎকারে পুরীর অন্যান্য অনুচরেরা জেগে উঠ্‌লো;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ উঠে পোড়্‌লেন:—কর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ হোলো। সকলে তাড়াতাড়ি সুশীলার কক্ষে দৌড়ে এলেন। তারপর, আমার মুখে সমস্ত শুনে খিড়কীর দিকে সশস্ত্রে ছুট্‌লেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। কিন্তু আমরা খিড়কীর দ্বারের নিকট-বর্ত্তী হোতে না হোতে দেখ্‌লেম,—জনকতক রক্ষক তোমাকে আর সুশীলাকে ধরাধরি কোরে অন্তঃপুরের মধ্যে লয়ে আস্‌ছে। তাদের মুখে শুন্‌লেম যে, তাদেরি ডাকাতেরা ইতিপূর্ব্বে বন্ধন দশায় রেখে এসেছিল; কোন কৌশলে তারা বন্ধন ছিন্ন কোরে ইতিপূর্ব্বেই ডাকা-তের বিপক্ষ এসে উপস্থিত হোয়েছিল।—তোমাকে যখন ডাকাতেরা দারুণ আঘাত করে,—সেই আঘাতে তুমি যখন অচেতন হোয়ে পড়, তখন তারা অসীম-সাহসে ডাকাত কয়জনকে পরাজিত করে। ডাকাতেরা তাহাদের সঙ্গে না পেরে উঠে, তাদের সর্দ্দার দুজনকে কাঁদাকাঁদি কোরে তুলে নিয়ে—আর কাটা মানুষ দুটোকে ঘোঁড়ার পিঠে তুলে দিয়ে পালিয়ে গেল।—রক্ষকেরা তাদের আর তাড়া কোরে যেতে পাল্লে না। কারণ, সুশীলা এবং তুমি তখনও সেইখানে অচে-

তন হোয়ে পোড়েছিলে। সুতরাং,তাদের তখন তোমাদের দুজনকে ধরাধরি কোরে অন্তঃপুরের ভিতর লয়ে আন্‌তে হোলো।—কর্ত্তা এবং রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ যেতে যেতে দেখলেন, তারা তোমাদের লয়ে আস্‌ছে। শুনলেন, ডাকাতেরা সব পালিয়েছে;—তাদের দুজন আহত—দুজন আঘাত প্রাপ্ত হোয়েছে।—আর যেরূপে যা ঘোটেছিল—যতদূর তারা জান্‌তো—যতদূর তারা দেখেছিল, সমস্তই তারা বোল্লে।—তোমার কথাও তারা বোল্লে।—বোল্লে, বোধ হয়,তোমার জীবন নাই।—সুশীলার তখন আবার একটু চেতনা হয়েছে। সুশীলা সেই কথা শুনে বোধ হয় আরো চিন্তিতা হোয়ে পোড়্‌লেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কমলা বৃদ্ধ সদাশিবের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—"ইনিও তখন কর্ত্তাদের সঙ্গে সেইখানে ছিলেন'।—অনুচরদের বাক্য শুনে ইনি তৎক্ষণাৎ তোমার দেহটী ভালরূপে পরীক্ষা কোরে দেখ্‌লেন। দেখে বোল্লেন যে, ভয় নাই, রক্ষা পাবে।

"এই কথা শ্রবণমাত্রে কর্ত্তার মনে যেন আনন্দ এলো। তিনি তোমার শুশ্রূষার জন্যে পরিচারকগণকে বিশেষ কোরে বোলে দিলেন। যাতে তুমি শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর,—যাতে তোমার প্রতি যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে বিশেষরূপে অনুমতি দিয়ে সুশীলাকে লয়ে আপন কক্ষে চোলে গেলেন।—অনন্তর তারা তোমাকে অন্তঃপুরের এই গৃহে লয়ে এলো। কর্ত্তার আদেশে আমি এবং এই ঠাকুর-মহাশয় দুজনে আমরা অনবরত তোমার নিকটে রোয়েছি। এঁরি ঔষধে—যত্নে, চেষ্টায় তুমি আরোগ্য লাভ কোরেছ। নইলে,যে আঘাত লেগেছিল;—"

এই বলিয়া কমলা কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সদাশিব ভট্টের প্রতি আর একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল, রাধাকান্ত রায় আমাকে কারামুক্ত দেখে কিছু বোল্লেন না?"

কমলা কহিল,—"প্রথমে তিনি তোমাকে কারামুক্ত দেখে আশ্চর্য্যই হোয়েছিলেন।—কিন্তু তুমি সে সময়ে স্বাধীনতা না পেলে দস্যুহস্তে

সুশীলার উদ্ধার সাধন হোতো না, এই ভেবে তিনি আর সে বিষয়ে কিছুই বোল্লেন না।"

এই বলিয়া কমলা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি পুনর্ব্বার সরল-সস্নেহ-দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টির অর্থ এই যে, তিনি কিরূপে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, কমলা তাহা জানিত। কমলা সদাশিব ভট্টকেও সে কথা গোপনে বলিয়াছিল।

কিন্তু পরক্ষণেই কমলার মুখমণ্ডল আবার গম্ভীরভাব ধারণ করিল। কমলা ভাবিতে লাগিল যে, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রই সুশীলার একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা; তথাপি বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় সে কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া বরদাকান্তের আনুমানিক হত্যাকাণ্ডের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনই কঠিন আইনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিবেন না।

এদিকে কমলার শেষ কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তঃকরণেও আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল।—সেই রাত্রে সুশীলার সেই ভয়ঙ্কর পত্রখানির কথা তাহার মনে পড়িল।—সুশীলা রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের মহিষী হইবার জন্য সত্যে বদ্ধ হইয়াছেন, এই কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয় আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল।—পুনর্ব্বার মোহের পূর্ব্বলক্ষণ তাহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। তদ্দৃষ্টে বৃদ্ধ ভট্ট তৎক্ষণাৎ প্রস্তরপাত্রে করিয়া একটী ঔষধমিশ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে পান করাইয়া দিলেন।—তীব্র ঔষধের গুণে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমে ক্রমে তন্দ্রাবেশ আসিয়া পরিশেষে তাঁহাকে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিল।

দ্বাবিংশ প্রসঙ্গ।

আবিরল্যাল।—চাবির তোড়া।

পাঠক! চল, একবার দস্যুদিগের কালিদুর্গে!—চল, দেখি গিয়া আমাদের পাগলিনী তথায় কি করিতেছে।

দস্যুদুর্গের পাতালগৃহে সেই ব্যক্তিগত-কথোপকথনের কিয়দংশের আভাষমাত্র পাইয়া,—দস্যুদিগের রন্ধনশালার দ্বারে সেই ভগ্ন তরবারি-খণ্ড পাইয়া এবং দস্যুসর্দ্দারকে সেই গুহাদ্বারের চাবি সাবধানে আবির-লালের হস্তে অর্পণ করিতে দেখিয়া, পাগলিনীর মনে একটা বিষম কৌতূহলের সঞ্চার হইল।—পাগলিনী দস্যুনিকেতন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, সে স্থান আর সে পরিত্যাগ করিতে পারিল না।—সেই সমস্ত রহস্যের মর্ম্ম জানিবার জন্য, পরিণামে কি হয় দেখিবার জন্য, সে পুনর্ব্বার দস্যু-দুর্গস্থ আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

রজনী একপ্রহর অতীতপ্রায়, এমন সময়ে পাগলিনী দেখিল যে, দস্যু-সর্দ্দার দ্বাদশজন অশ্বারোহীর সহিত কালিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনন্দদুর্গের অভিমুখে চলিয়া গেল।—তাহাতে পাগলিনী বুঝিল, রাত্রে কি একটা কাণ্ড ঘটিবে এবং কাণ্ডও যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠকগণ পূর্ব্ব-প্রসঙ্গদ্বয়ে তৎসমস্তই জানিতে পারিয়াছ।

পূর্ব্ব হইতেই পাগলিনীর মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, দস্যুদুর্গে নিশ্চয়ই কোন না কোন বন্দী আছে;—নিশ্চয়ই তাহারা কোন না কোন লোককে তাহাদের আড্ডায় ধরিয়া আনিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে।—কিন্তু, সমস্ত দিবস চেষ্টা করিয়াও পাগলিনী তাহার

কোন সন্ধানই করিতে পারিল না।—পরিশেষে রাত্রি একপ্রহরের পর দস্যুপতিকে স্বদলে তাহাদের দুর্গহইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, সে ধীরে ধীরে আপন কক্ষ হইতে নীচে নামিয়া আসিল। স্থির করিল, কৌশলে আবিরলালের নিকট হইতে সমস্ত তত্ত্ব জানিয়া লইবে। আর, তাহা যে সহজে সম্পন্ন হইতে পারিবে, তাহাও সে স্থির জানিয়াছিল। কারণ, দিবাভাগে পাগলিনী যখন আবিরলাল এবং অন্যান্য দস্যু-অনুচরের সহিত তাহাদের দ্বারদেশে কথোপকথন করে, তখন সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে, সেই লোকটারই তাহার প্রতি অধিক ভয়,—অধিক ভক্তি,—অধিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়াই পাগলিনী ভাবিল যে, সহজে তাহাকে ভুলাইয়া বশীভূত করিতে পারিবে।

এই সঙ্কল্প করিয়া পাগলিনী যেমন তাহার কক্ষ হইতে নিম্নে অবরোহণ করিবে, অমনি দেখিতে পাইল যে, একব্যক্তি এক হস্তে আলোক ধরিয়া অপর হস্তে পথের বামদিকের সেই পাতাল-গৃহের দ্বার উন্মোচন করিতেছে।

তদ্দৃষ্টে পাগলিনী ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তির নিকটে দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল,—আবিরলাল।

পাগলিনীকে সেই সময়ে সেই স্থানে দেখিয়া আবিরের মনে অত্যন্ত ভয় হইল।—কোনরূপ অশুভ লক্ষণ দৃষ্টে অন্ধবিশ্বাস দুর্ব্বল-হৃদয়-ব্যক্তিগণের সচরাচর মনের ভাব যেরূপ হইয়া থাকে, পাগলিনীকেও সহসা সম্মুখে দেখিয়া, সেই দস্যুচরের অন্তঃকরণে সেইরূপ ভাবের উদয় হইল।—লোকটা শিহরিয়া জিজ্ঞাসিল,—"পাগলী মা এখানে যে?"

"এলুম!—তুই এখানে একলা কি কোচ্ছিস্, দেখ্‌তে এলুম।—"

"এত রাত্রে সকলে ঘুমাচ্ছে, আর তুমি যে ঘুমাও নাই?"

"তোর জন্তে!"

সবিস্ময়ে সচকিতে আবিরলাল জিজ্ঞাসা করিল,—

"আমার জন্তে!"

"তোর আমি ভাল কোর্ব্বো।—তোর আমার ওপর বড় ভক্তি।

তোরে আমি বড় ভালবাসি।—তোর ভাল কোর্ব্বো।—সাতদিন সাত রাতের ভেতর—"

কুসংস্কারাপন্ন নির্ব্বোধ দস্যু ভাল হইবে শুনিয়া ভক্তিবিশ্বাসে একেবারে গলিয়া গেল।—সে তটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদবচনে সবিস্ময়ে কহিল—"এঁ্যা!—কি বোল্লে, আমার ভাল কোর্ব্বে?"

"নিশ্চয়!—নিশ্চয়!"

আ। কি ভাল কোর্ব্বে?—কি রকমে হবে?—বল না আমায়?

পা। সব বোলে দেব।—স্থির হ।—গোপনীয় স্থান চাই; সাবধানে বলা চাই;—এখানে নয়;—এ স্থান নয়;—নীচে চল্। পাতালপুরে চল। এই যে, চাবি রোয়েছে;—সিঁড়ির দোর খোল্ না——"

নির্ব্বোধ লোকেরা প্রায়ই সরল হইয়া থাকে।—তবে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তি যদি নিষ্পাপ হয়, তাহা হইলেই তাহার সারল্য আনন্দমিশ্র; নতুবা, যাহারা আমাদের এই নরঘাতক দস্যু আবিরলালের ন্যায় নির্ব্বোধ, তাহাদের সে সারল্য সন্দেহ ও প্রতিহিংসা কণ্টকে কণ্টকিত। পাগলিনীর শেষ কথায় সে মহাপাপীর চিত্তে সন্দেহ আসিল;—ভয়ও হইল। ভাবিল, পাগলিনী পাতালগৃহে যাইতে চায় কেন?—তবে কি সে তাহাদের গুপ্ততত্ত্ব সমস্তই জানিতে পারিয়াছে?—এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "যা বোল্‌তে হয়, এই খানে বল।—নীচে যেতে পাবে না।"

"কি! আমার কথাটা গ্রাহ্য হোলো না?"—যেন কত ক্রোধে, কতই বিরাগসহকারে পাগলিনী বলিয়া উঠিল,—"আমার কথাটা গ্রাহ্য হোলো না? জানিস্ না আমাকে?—আমি এই চোখে তোকে এখনি ভস্ম কোরে ফেল্‌তে পারি।"

আবিরলাল সভয়ে দেখিল, পাগলিনীর চক্ষু দিয়া যেন সত্য সত্যই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে।—সে তৎক্ষণাৎ ভয়ে জড়সড় হইয়া অর্দ্ধোক্তিতে বলিল,—"না, না, তা কেন?—তবে—সর্দ্দার শুন্‌লে—আমায় আস্ত রাখবেন না।—"

"আমার চেয়ে সর্দ্দার বড়?—আমি থাকতে সর্দ্দারের কি ক্ষমতা যে,

তোকে এক কথা কয়!—তুই জানিস্, সর্দ্দার আমার গোলাম;—সকলেই আমার গোলাম;—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব আমার নখদর্পণে; সে সব তোর জ্ঞান নাই?”—এমন বিকটস্বরে—বিকট-ভঙ্গিতে—বিকট-দৃষ্টিতে পাগলিনী এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিল যে, মূর্খ দস্যুদাসের মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, পাগলিনী ডাকিনী না হইয়া যায় না; তাহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই।

আবিরলাল তখন অধিকতর ভয়ে ও কৌতূহলে অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“আমার কপালটা কেমন, তবে বলে দাও না?”

“তুই ত রাজা হবি।—শীঘ্র হবি।—দেড়শ বছর বাঁচবি।—হঠাৎ একরাশ টাকা পাবি।—খুব সুখে থাকবি।—কিন্তু, মনে কোল্লে আবার একদিনের মধ্যেই আমি তোর ঘাড় ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারি।”

আবিরলাল পাগলিনীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাতরভাবে বলিয়া উঠিল;—“দোহাই মা কালির!—তা কোরো না;—আমায় কি কর্ত্তে হবে বল।”

“আমার কথা শুনলে তোকে আমি রাজা কোরে দেব।—কখন তোর মন্দ হবে না।”

“তা হোলে আমি সর্দ্দারের চেয়েও তোমাকে মানবো;—তোমার সব কথা শুনবো।—”

“আমার কথায় কি তোর বিশ্বাস হয় না?—তুই জানিস্‌নে যে, আমি কামাখ্যার ডাকিনী!”

“দোহাই! দোহাই!—আমাকে রাখ;—তুমি আমার মা!”

এই বলিয়া মূর্খ দস্যুদাস পুনর্ব্বার পাগলিনীর পাদুখানি জড়াইয়া ধরিল।

পাগলিনী বলিল,—“ভাল, তুই আমার সঙ্গে পাতালগৃহে নেমে আয়; সেইখানে তোর অদৃষ্টে যা যা ঘটবে, সব আমি দেখিয়ে দেব।—দেখিস্ কাকেও কিন্তু এ কথার বিন্দুবিসর্গ জান্‌তে দিস্‌ না।—তিন কাণ হোলে আর ফল্‌বে না।”

“তুমি যা বোল্‌বে, আমি তাই কোর্‌বো।”—এই বলিয়া আবিরলাল সোপানদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক পাগলিনীর সহিত পাতালপুরে অবতরণ

করিতে আরম্ভ করিল।—নামিবার পূর্ব্বে ভিতরদিক হইতে সোপানদ্বার আবার রুদ্ধ করিয়া দিল।

আবিরলালের মনে ঠিক বিশ্বাস হইয়াছে যে, পাগলিনী নিশ্চয়ই তাহাকে রাতারাতি একটা বড়লোক করিয়া দিবে। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই সে পাগলিনীকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের আড্ডার গোপনীয় স্থানে গোপনীয় তত্ত্ব দেখাইতে লইয়া যাইতেছে।—সে কথা প্রকাশ পাইলে তাহার সর্দ্দার যে তাহার মস্তক গ্রহণ করিবে, সে বিষয় মনোমধ্যে একবারও ভাবিল না।—সে তখন আপনার ইষ্ট-চিন্তাতেই একেবারে উন্মত্ত;—পরিণাম ভাবিবার তখন তাহার কিছুমাত্র অবসর ছিল না।

সে তখন ভাবিতেছিল, আর তাহাকে এমন করিয়া মহাবীরের দাসত্ব করিতে হইবে না। এইবার সে কত লোককে মাহিনা করিয়া রাখিবে;—কত লোকের উপর সর্দ্দারি করিবে।—আর স্বশীলার মতন সুন্দরী কন্যা দেখিয়া অগ্রে ত একটা বিবাহ করিতে হইবে! নতুবা হাতপোড়াইয়া রাঁধে কে?—আবিরলাল দস্যুদিগের হস্তে খাইত না;—সে স্বপাকে ভোজন করিত।

এদিকে আমাদের পাগলিনী কি উপায়ে সেই নির্ব্বোধ দস্যুকিঙ্করকে পরাভূত করিয়া নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে,—কিরূপে দস্যুদুর্গের গুপ্তরহস্য সকল সংগ্রহ করিয়া লইবে,—মনে মনে কেবল তাহারি কল্পনা আঁটিতেছিল।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের স্বার্থচিন্তা ভাবিতে ভাবিতে শতাধিক প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করত ক্রমে দুইজনে এক অনতি-প্রশস্ত চত্বরভূমে আসিয়া উপস্থিত হইল।—নামিবার সময় পাগলিনী যেন কাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। আবিরের হস্তস্থিত দীপালোকে,পাগলিনী দেখিল, চত্বরটী আয়তনে বিংশতি হস্তের অনধিক।—সেই বিশহস্ত পরিমিত অপ্রশস্ত চত্বরের চতুর্দ্দিকে উন্নত গিরিশৃঙ্গ প্রাকারভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;—মধ্যভাগে একটী প্রকাণ্ড কূপ। সেই কূপের ভিতর দিয়া স্থূল সুদীর্ঘ এক গাছা সুদৃঢ় রজ্জু তাহার তলদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান।—পর্ব্বত-

গৃঙ্গের একদিকে—চত্বরের উত্তরপার্শ্বে লৌহদ্বার-সংযুক্ত একটী অনতিদীর্ঘ গহ্বর।—আবিরলাল পাগলিনীর সহিত ক্রমে সেই গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইল।—অনন্তর গহ্বরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া পাগলিনী সেই লৌহদ্বারের ছিদ্রদ্বারা যাহা দেখিল, তাহাতে সে চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার এক রকম কৌতূহল চরিতার্থ হইল।—কিন্তু একেবারে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে পাছে সকল কার্য্য নষ্ট হয়, এই ভয়ে সে সে স্থানে আর না দাঁড়াইয়া, সে স্থান হইতে দূরে সরিয়া আসিল।—সে সেই কূপের চাতালের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল।—দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, কি করিবে। এদিকে আবিরলাল তাহার অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

সেই গহ্বর মধ্যে এক হতভাগ্য বন্দী লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তৃণশয্যার উপরে পড়িয়া আছে।—দিনমানে পাগলিনী সোপানের উপর হইতে দস্যুসর্দ্দারের সহিত সেই হতভাগ্যেরই বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়াছিল।—এক্ষণে উপর হইতে নামিবার সময়ও এতক্ষণ তাহারই আর্ত্তনাদ, তাহার সকরুণ বিলাপ—তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল।—পাগলিনী বন্দীকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল।—চিনিয়াই শিহরিয়া উঠিল।—পাগলিনী মনে মনে ভাবিল, কি উপায়ে বন্দীকে এক্ষণে সে মুক্ত করে।

পাগলিনী গহ্বরচত্বরের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এদিকে আবিরলাল সেই গহ্বরে গবাক্ষ দিয়া বন্দীকে রাত্রের জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ও একপাত্র পানীয় জল প্রদান করত পাগলিনীর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"এইবার আমার কাজ শেষ হয়েছে; আমাকে এখন কি বোল্‌বে বল।"

পাগলিনী সেই ভাবে সেই কূপের চাতালে দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে কহিল—"এত বড় কূপ!"

"এটী কূপ নহে;—এর নীচে ঝরণা আছে। সেই ঝরণা হোতে এই পথ দিয়ে জল তোলা যায়।—এ ঝরণার জল ফুরাবার নয়।—আমাদের দল যদি একযুগ এই গড়ের ভিতর বোসে থাকে, তবু জলাভাবে কখন মারা যাবে না।"

"তবে এটা দিয়ে নেমে যাবার পথও আছে?"

"যে রকম সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা গেল, এর ভিতর দিয়ে সে রকম সিঁড়ি নাই।—এই দড়ী ধরে নামতে হয়।—এখন যেমন আমরা গড়ের উপর থেকে প্রায় একশ হাত নীচে এসেছি। এমনি আরো একশ হাত নীচে আর একটা এই রকম চাতাল আছে।—এখান থেকে এই কূপের ভিতর দিয়ে দড়ী ধরে সেখানে নামতে হয়।—সেও এমনি ফাঁকা যায়গা। এই কূপের ছিদ্র দিয়ে তাতে আলো যায়। তার ভেতর ঐ রকম দুটা গহ্বর আছে।—আর সেইখান দিয়ে এ দুর্গ থেকে পালাবারও গুপ্তপথ আছে।—কেউ উপর দিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ কোল্লে, আমরা যদি তাদের সঙ্গে না পেরে উঠি, তা হোলে এইখান দে নেমে সেই পথ দিয়ে একেবারে পালিয়ে যাই।—এ পথের সন্ধান আমরা ভিন্ন অন্যে কেউ জানে না;—তাই এ পর্য্যন্ত আমাদের দলকে কেউ ধরতে পারে না;—কায়দাও কোর্ত্তে পারে না।—"

"সে থান থেকে উপরে উঠিবার তবে সিড়ি নাই?—"

সকৌতূহলে পাগলিনী এই কথাটী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল।

আবিরলাল কহিল—"সিড়িও আছে।—সে এদিক দিয়ে নয়।—অন্য দিকে। সে বড় কলের সিড়ি।—তার দরজায় চাবি নাই।—আপনি খোলে,—আপনি বন্ধ হয়।—যে সন্ধান জানে, সেই খুলতে পারে। যা হোক, তুমি আমায় কি বলবে, বল না?"

"হ্যা—কথায় কথায় ভুলে গিছলেম।—তোমার নাম হোলো, আবিরলাল।—আ—আ—অ—অ—ল—ল—অ—ল—হোলো মেব। রাজার মেয়ে তোকে বিয়ে কোর্ব্বো।—আজ থেকে একুশ দিনের মধ্যে তুই সাতগাঁএর সর্দ্দার—একটা মস্ত লোক হবি;—অনেক জমিজোরাতপারি; তোর তাঁবে অনেক লোক খাটবে;—তুই একটা মস্ত বড় লোক হবি; রাজার জামাই হবি;—দেখ্‌ছিস কি? তোদের এই সর্দ্দার তোর তখন কত খোসামোদ কোর্ব্বে,—কত খাতির কোর্ব্বে;—বেশী দেরীও নাই, এই একুশদিনের মধ্যে;—"

আবিরলাল একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছে।—তাহার মনের ধারণা,

পাগলিনী যাহা বলিতেছে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে।—তথাপি মনের সন্দেহ মিটাইবার জন্যে আর একবার জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যি, না—তুমি——"

আবিরের মনোভাব বুঝিয়া পাগলিনী দুই চক্ষু লাল করিয়া যেন কতই ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমার কথায় বিশ্বাস নাই? দে দেখি তোর চাবির তোড়া!—দেখাই তোকে——"

"এঁ্যা—এঁ্যা—চাবি!—চাবি!—চাবি কেন?"—জড়িত-স্বরে সভয়ে সচকিতে লোকটা বলিয়া উঠিল,—"এঁ্যা—এঁ্যা—চাবি!—চাবি!—চাবি কেন?"—তাহার মনে একটা সহসা সন্দেহের ছায়া পড়িল। সে ভাবিল, যদি পাগলিনী চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়া বন্দীকে খালাস করিয়া দেয়। কিন্তু, পরক্ষণেই আবার সে ছায়া তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল।—মনে করিল, নিজে নিকটে থাকিতে, একটা স্ত্রীলোকে কি করিবে।—তথাপি, চাবির তাড়াটা একেবারে পাগলিনীর হস্তে দিতে তাহার সাহস হইল না।—সে পুনর্ব্বার বলিল,—"চাবি নিয়ে কি কোর্ব্বে?"

"তোর ভাল যাতে হয়, তাই কোর্ব্বো।—তোকে এখনি দেখাব,—তুই নিজে এখনি দেখ্‌তে পাবি,—তোর অদৃষ্টে কত কি আছে।—একবার চাবির তোড়াটা দে দেখি।—আমার কথা ঠিক কি, না, এখনি দেখ্‌তে পাবি।—দেখ্‌ছিস, আমার চোখে আগুণ জ্বলে!—এই দ্যাখ——"

মূর্খ আবিরলাল দেখিল, সত্য সত্যই যেন পাগলিনীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে। তখন ক্রমেই তাহার মনের অন্ধবিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়া আসিল;—ক্রমেই পাগলিনীর প্রতি তাহার অটুট বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল: সে মনে মনে অমনি আকাশে বাটী নির্ম্মাণ করিতে বসিল। পাগলিনী হইতে নিশ্চয় তাহার ভাল হইবে এই ভাবিয়া, আপন কটিবন্ধ হইতে চাবির তোড়াটী খুলিয়া পাগলিনীর হস্তে সমর্পণ করিল। সুচতুরা পাগলিনী সত্য সত্যই যেন কোন অদ্ভুত ইন্দ্রজাল দেখাইবে, এই ভাণ করিয়া, চাবির শৃঙ্খল ধরিয়া আপন মনে বারকত ঘুরাইতে লাগিল এবং অস্পষ্টস্বরে মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায় বিড়বিড় করিয়া কি বকিতে আরম্ভ করিল। আবিরলাল একমনে একদৃষ্টে পাগলিনীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

অনন্তর দস্যুদাসকে সেইরূপে অন্যমনা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পাগলিনী সহসা তাহাকে সবলে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল।—একটা বিরম চীৎকার করিয়া আবিরলাল উর্দ্ধপদে অধোমুখে কূপমধ্য দিয়া পর্ব্বতের নিম্নকন্দরে প্রায় শতহস্ত-নিম্নে নিপতিত হইল।—পাগলিনী বুঝিল, প্রস্তরখণ্ডের উপর পতিত হইয়া নিশ্চয়ই দস্যুটার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে; সে কখনই আর জীবিত নাই;—তাহারো আর কোন ভাবনা নাই।—কিন্তু অকারণে একটা নরহত্যা করিল, এই ভাবিয়া তাহার সেই উন্মাদ-হৃদয়ও সেই সময়ে একবার কাঁপিয়া উঠিল!

অনন্তর পাগলিনী দ্রুতপদে সেই গুহাদ্বারের নিকটে আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্তস্থিত চাবিদ্বারা লৌহদ্বার উন্মুক্ত করত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল এবং বন্দীকে লৌহশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার হস্তধারণ করিয়া বাহিরে চত্বরের উপরে লইয়া আসিল।—বন্দী রমণীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং তাহাকে এই কার্য্যের জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। কিন্তু কিরূপে রমণী হইয়া—উন্মাদিনী হইয়া—এত সন্ধান করিয়া, এ হেন ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা তাহার বোধশক্তিতে আদৌ আসিল না।—বন্দী সবিস্ময়ে সকৌতূহলে পাগলিনীকে জিজ্ঞাসিল,—"তুমি এখানে কোথা হোতে এলে?

রমণী তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কহিল,—"এখনকার কোন কথা নহে।—শীঘ্র পালাবার উপায় দেখ। এখানে অধিক বিলম্ব কোল্লেই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।—শীঘ্র এই দড়ি ধোরে নীচে নাম; আমিও তোমার পরে নামিতেছি।"

বন্দীর ভয় হইল।—দড়ি ধরিয়া সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতগর্ত্তে কিরূপে নামিবেন?—কোথায় নামিবেন? শেষে কি প্রাণ হারাইবেন?—তাঁহার সাহস হইল না।

বন্দীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া পাগলিনী বিরক্তিসহকারে বলিয়া উঠিল,—"আমি রমণী হোয়ে সাহস কোর্ত্তে পাল্লি, আর তুমি পুরুষ হোয়ে পার না?—ধিক্ তোমায়!"

বন্দীর একটু লজ্জা—একটু অভিমান—একটু ঘৃণা বোধ হইল।

কিন্তু তখন আর ত লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান জানাইবার স্থানও নহে, সময়ও নহে ; সুতরাং, মনের সে ভাব মনেই পোষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"কেন, উপরের ঝিঁড়ি দিয়া যাইলে হয় না?—তোমার নিকটে ত চাবি আছে?"

"মূর্খ! পাগল! কোন জ্ঞান নাই?"—ভর্ৎসনাবাক্যে অধিকতর বিরক্তিসহকারে রমণী কহিল,—"মূর্খ! পাগল!—কোন জ্ঞান নাই? উপর দিয়া যাবে কেমনে?—উপরে উঠিবামাত্র ডাকাতেরা চিন্‌তে পার্ব্বে না?—তাহোলে দুজনকেই যে ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌তে হবে।—আর কি বাড়ী ফিরে যেতে পারবে?"

পাগলিনীর কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া, বন্দী ধীরে ধীরে সেই কূপমধ্যস্থিত রজ্জু ধারণপূর্ব্বক অতি সন্তর্পণে ক্রমে ক্রমে শতহস্ত নিম্নে আর একটা দরীগর্ভে অবতরণ করিলেন। বন্দী নামিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, পাগলিনী অকুতসাহসে সেই দড়ি ধরিয়া ক্রমে ক্রমে নীচে নামিল।—কিন্তু সে যেমন নীচে নামিয়াছে, অমনি একখানি বজ্র-হস্ত পশ্চাদ্দিক হইতে সহসা তাহার স্কন্ধদেশ ধারণ করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই সে বুঝিল, কে যেন তাহাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল।

বন্ধন সমাপ্ত হইলে, ভীষণ ক্রোধদীপ্তস্বরে কে বলিয়া উঠিল,—"তবে রে ডাইনি, আমাকে তুমি রাজা কোরে দিচ্ছিলে?—এখনি ত তোর মতলবে আমার প্রাণটা গিছলো।—এই দড়ী গাছটা না ধোর্ত্তে পেলে ত পাহাড়ের পাথরে আমার হাড়গোড় গুড়োনাড়া হোয়ে যেত।—আমি বদ্ধপাগল—ভারি আহাম্মুখ—তাই তোর ছলনায় ভুলতে গিছলেম। তবে নাকি আমার শরীরে কোন পাপ নাই, তাই মা কালি ধর্ম্মে ধর্ম্মে আমাকে রক্ষা কোরেছেন।—উঃ! কি দাগাবাজী মৎলব!—একটা বুনো পাগলীর পেটে এত বুদ্ধি! আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে চায়!—দেখ্‌তে পাবি কাল;—কাল কি রকমে দুটোকে ফাঁসিকাঠে লটকাই!—"

তখন পাগলিনী বুঝিল, আবিরলাল মরে নাই; দৈবগতিকে সে রক্ষা

পাইয়াছে।—যাহা হউক, তাহার বাক্যে সে সময় সে আর কোন উত্তর করিল না।

অনন্তর আবিরলাল হস্তপদবদ্ধা পাগলিনীকে একটা গহ্বরমধ্যে পুরিল! পলাতক বন্দীকেও ইতিপূর্ব্বে ঠিক নামিবার সময় সে কোন্‌রূপে ধরিয়া আর একটা গহ্বরে বদ্ধাবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার সকরুণ বিলাপে ও পাগলিনীর প্রতি ঘন ঘন অভিসম্পাতে রমণী তাহা বিশেষ বুঝিতে পারিল।

অনন্তর আবিরলাল কিয়ৎক্ষণ পরে উপর হইতে আর এক তোড়া চাবি আনিয়া দুই গহ্বরদ্বার ভালরূপে বন্ধ করিয়া দিল।

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

আনন্দদুর্গে দস্যুপ্রবেশের পর আর দুইদিন অতিবাহিত। এই দুইদিন ধরিয়া ভূপেন্দ্রনারায়ণ পুনর্ব্বার রাজবাটীতে আর সেরূপ ঘটনা যাহাতে না ঘটিতে পায়, তাহার সুবন্দোবস্তসকল করিয়া দিলেন।

রাজবাটীর সৈন্যেরা দস্যুদিগকে ধৃত করিতে না পারায়, রাধাকান্ত রায় মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার ক্রোধানল এতদূর পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল যে, তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, সসৈন্যে গিয়া দস্যুদুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন।—এ বিষয়ের জন্য তিনি সৈন্যও সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে সেই দুরূহ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, দস্যুদুর্গ দুরারোহ,—দুর্ভেদ্য ;—তাহার উচ্ছেদ সাধন করা কাহারো সাধ্য নহে।—এপর্য্যন্ত অনেকে অনেকবার অনেক চেষ্টা করিয়াও দস্যুদের কোন ক্ষতিই করিতে সক্ষম হয় নাই।—তাহাদের দুর্গ আক্রমণ করিতে যাওয়া কেবল অকারণে নিজধন প্রাণ ও সৈন্যগণকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা ;—তদ্ব্যতীত তাহাতে অন্য কোন ফল লাভেরই সম্ভাবনা নাই।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের এই বাক্যে অন্যান্য সৈন্যমণ্ডলীও অনুমোদন করিল। সুতরাং, রাধাকান্ত রায়কে অগত্যা সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে

হইল।—কিন্তু দস্যুদিগের এই দারুণ অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারিল না।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই রাত্রে সেই সময়ে কারামুক্ত দেখিয়া রাধাকান্ত রায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র কারাগারের দ্বার ভাঙ্গিয়া সেই রাত্রে খিড়কীর দ্বার দিয়া পালাইতেছিল, এমন সময়ে দস্যুরা আসিয়া এই কাণ্ড বাঁধাইল। নিরীহ বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় এবং রাজবাটীর অন্যান্য পুরজন ও অনুজনেরা সেই কথাই বিশ্বাস করিল।

বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়ের হৃদয় দারুণ চিন্তায় আকুল।—তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র হত্যা করিয়াছেন;—আবার সেই বঙ্কিচন্দ্রই ডাকাইতদের হস্ত হইতে তাঁহার আদরিণী কন্যা সুশীলাকে দুই দুইবার রক্ষা করিয়াছেন।—প্রথম অপরাধের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিপক্ষে তিনি সুরঙ্গপুর রাজদরবারে অভিযোগ করিয়া পাঠাইয়াছেন;—দ্বিতীয় উপকারের অনুরোধে সম্প্রতি তিনি তাঁহাকে উত্তমগৃহে উত্তম অবস্থায় থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। ধাত্রী কমলা ও বৃদ্ধ সদাশিব ভট্ট তাঁহারি আদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছে।—তিনি বলিয়া দিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের যেন কোনরূপে কোন ক্লেশ বা কোন অভাব না হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দস্যু-কর্ত্তৃক সুশীলা হরণের পর দুইদিন গত হইয়াছে।—সুদক্ষ চিকিৎসক বৃদ্ধ ভট্টের আশ্চর্য্য ঔষধের গুণে এবং কমলার আন্তরিক যত্নে ও শুশ্রূষায় বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছেন।

ত্রয়োবিংশ প্রসঙ্গ।

রাজবুদ্ধি।

তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্র নিজ কক্ষে নিজ শয্যার উপরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে ধাত্রী কমলা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

"রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ আমার সহিত সাক্ষাৎ কোরবেন।—কেন? বোল্‌তে পার?"

সন্দিহান-চিত্তে বঙ্কিমচন্দ্র ধাত্রীকে এই কয়েকটী কথা বলিয়া পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল, সেই রাত্রে সুশীলা আমাকে যে পত্রখানি লেখেন,—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কারাগার হোতে আমাকে যে কৌশলে কোরে মুক্ত কোরে দিতে যান,—তিনি যে আমাকে সেই দণ্ডে দেশত্যাগ কোরে পালাতে বলেন,—তাঁহার কথা প্রমাণ এবং সুশীলার পত্রের অনুরোধে আমিও যে সেই রাত্রে আনন্দ-দুর্গ হোতে পলায়নও করি, তা বোধ হয় তুমি সমস্তই জান?—"

ধাত্রী অবনত-নয়নে অল্পে অল্পে কহিল,—"জানি;—সবই জানি।"

"কিন্তু এ রকমে রাজা আমাকে কেন কারামুক্ত কোরে দিলেন? কেনইবা সুশীলা আমাকে সে রকম পত্র লিখ্‌লেন, তাও বোধ হয় তুমি জান?—"

"জানি।"

"কিন্তু তুমি ত সে রহস্য আমার কাছে কিছুই প্রকাশ কর নাই।"

"তুমিও জিজ্ঞাসা কর নাই।—আর এখন সে কথা তোমার শুনেও

কাজ নাই।—পরে আপনা' হোতেই যখন সমস্ত প্রকাশ পাবে, তখন আমাকে কেন আর রাজার নিকটে দোষের ভাগিনী কোর্বে?"

এই কথা বলিয়া ধাত্রী কমলা বঙ্কিমচন্দ্রের বদন-চন্দ্রমার প্রতি এক-বার-সস্নেহ-দৃষ্টিপাত করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন,—

"ভাল, রাজার এখন আমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ কর্ব্বার প্রয়োজন?"

কমলা কহিল,—"তুমি আনন্দদুর্গ হোতে পলায়ন কোরে আবার কেন ফিরে এলে,—কিরূপেই বা ডাকাতদের সন্ধান পেলে,—এই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার মুখে শোনবার জন্যেই বোধ হয় তিনি এখানে আসছেন।"

"ভগবানই আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন।—তিনিই আমাকে এই ডাকাতির সন্ধান বোলে দেছেন,—"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শেষ হইল না।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।—রাজাকে সমাগত দেখিয়া ধাত্রী কমলা শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে তৎক্ষণাৎ কক্ষের বাহিরে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিল।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে আদেশ করিলেন,—

"দেখ, আমি যতক্ষণ এ গৃহে থাক্‌বো—যতক্ষণ বঙ্কিমের সহিত কথোপকথন কোর্ব্বো, ততক্ষণ যেন এ গৃহে কেহ প্রবেশ না করে।"

কমলা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল।

ধাত্রী প্রস্থান করিলে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের রুগ্ন-শয্যার নিকটস্থ অন্য আর একখানি আসনে উপবেশন করত মৃদু-গম্ভীরস্বরে কহিলেন;—"যুবক!—তোমার বীরত্বে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হোয়েছি। মহাত্মা রাধাকান্ত রায়ের কন্যাকে তুমি যে সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুকবল হোতে রক্ষা কোরেছ,—তাতে ইতর-সাধারণ সকলেই তোমাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছে,—কিন্তু, সে ধন্যবাদ কিম্বা প্রশংসার কথা তোমাকে শোনাবার জন্য এখানে এখন আমার আসা নয়।—তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ কোরেছ শুনে, কোন গোপনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা কোর্বো—গোপনে তোমাকে কোন

উপদেশ দিয়েছিলেন, [illegible] এসেছেন । আচ্ছা, বল দেখি, তুমি ব্রহ্মদেশে যেতে যেতে আবার ফিরলে কেন ?—বোধ হয়, পথেও একটা কাটা-কাটি হোয়েছিল ?”

“কিন্তু, সে কেবল আত্মরক্ষার্থে ।—”

বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাবিয়া উত্তর দিলেন যে, রাজা বোধ হয় তাঁহাকে পথে দস্যুদলের সহিত তাঁহার প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাই জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন ।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের মুখমণ্ডলের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আচ্ছা, আমার লোক দুজন অগ্রে তোমাকে আক্রমণ করে,—না, তুমি তাদের প্রতি প্রথমে অসি উত্তোলন কর ?”

বিস্ময়, উৎকণ্ঠা ও সন্দেহ সহকারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—“আপনার কথার অর্থ কি ?—আপনি কি বোল্‌তেছেন ?”

ক্রোধোদ্দীপ্ত-নয়নে কর্কশস্বরে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া উঠি-লেন,—“তবেরে ধূর্ত্ত দাগাবাজ, আমার অনুচর দুজনকে বনের ভেতর কেটে ফেলে এখন আবার ছলনা কোচ্ছিস্ ? আমার দুজন লোককে পথের মধ্যে কেটে তাদের মৃতদেহ বনের ভিতর ফেলে দিস্ নাই ? আজ সকালে আমার লোকেরা তাদের মৃতদেহ দেখ্‌তে পেয়ে তুলে নিয়ে এসেছে ।—তুই কি মনে কোচ্ছিস্ যে, মিছে কথায় আমাকে ভুলিয়ে রাখবি ?—দেখ্, তুই বরদাকান্ত রায়কে খুন কোরেছিস্ ;—আবার জেল ভেঙ্গে পালাচ্ছিলি,—আমার লোক দেখ্‌তে পেয়ে তোকে ধর্‌তে যায়, তুই তাদেরো কেটে ফেলে পালাস ;—শেষে, নিজে ডাকাতদের হাতে ধরা পোড়ে মার খেয়ে পোড়ে থাকিস ;—কেমন ?”

বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে অবাক্ !—তিনি যে, কি উত্তর করিবেন, প্রথমে তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না । অনন্তর কিয়ৎ-ক্ষণ পরে আপনার বুদ্ধি স্থির করিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিলেন,—“

[illegible] সেই রাত্রে যে দুইজন অশ্বারোহী পথ-প্রদর্শক

হোয়ে আমার সহিত গমন করায়, তাদের মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।—কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, তাঁহারা দস্যুদের হস্তেই নিহত হয়।—খিড়কীর দ্বার দিয়ে আনন্দদুর্গ হোতে প্রস্থান কোরে আমরা কিয়দ্দূর মাত্র গমন কোরেছি, এমন সময়ে দেখতে পেলেম, একদল অশ্বারোহী আনন্দদুর্গের অভিমুখে আসছে।—তাই দেখে আমরা আর না অগ্রসর হোয়ে সেইখানে দাঁড়ালেম। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অশ্বারোহীরা আমাদের সম্মুখে এসে পোড়লো। আমি দেখেই চিন্তে পাল্লেম,—দস্যুসেনা।—দস্যুসর্দ্দার মহাবীর আমাকে দেখতে পেয়েই সহসা এসে আক্রমণ কোল্লে।

"দস্যুসর্দ্দারের সঙ্গে আমাদের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হোলো।—আপনার অনুচর দুজন আমারি পক্ষ হোয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কোর্ত্তে লাগলো। আমিও প্রাণপণে আত্মরক্ষা কোর্ত্তে লাগলেম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার সেই অনুচর দুজন দস্যুহস্তে নিহত হোলো। আমি কোন গতিকে তাদের হস্ত হইতে পলায়ন কোল্লেম। পলায়ন কোল্লেম বটে, কিন্তু, আমি গন্তব্যপথে না গমন কোরে অন্য পথ দিয়া পুনর্ব্বার দুর্গের পশ্চাদ্বারের দিকেই ফিরে এলেম। এসেই দেখি, দস্যুরা সুশীলাকে লয়ে পালাচ্ছে। তার পর যা যা ঘোটেছিল, সে সব আপনারা ভালরূপ জানেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র এতাদৃশ সরলতার সহিত এই ইতিহাসটী বর্ণন করিলেন যে, কূটবুদ্ধি ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার তৎকালিক মুখরাগাদি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যকে কোন অংশে মিথ্যা বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারিলেন না। প্রথমে তিনি মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার অনুচরদ্বয়ের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের সরলতাপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনের সে সন্দেহান্ধকার দূরীভূত হইল। কিন্তু মনের সন্দেহ দূর হইল বলিয়া, মুখে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ দিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের উদ্দেশ্য—বঙ্কিমকে দেশত্যাগী করা।—লজ্জাই হউক, আর নিন্দাই হউক, কোনরূপে, তাঁহার লোকের দ্বারা তাঁকে [illegible], প্রাণের [illegible]

তর দেখাইয়া, কৌশলক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ করানই রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের এখন উদ্দেশ্য ;—সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত ইতিহাসের সত্যতা-সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ না থাকি-লেও, তিনি মুখে কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। বরং, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীরভাবে আমাদের নবীন যুবাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বাঃ !—খুব উপস্থিত বুদ্ধি ত তোর !—একেবারে ঠায় ঠিক সাজিয়েছিস্ !—তোর বুদ্ধিকে আমি শত শত ধন্যবাদ দিই। ডাকাতদের ঠিক সেই সময়ে পথে থাকবারই সম্ভাবনা ;—তুইও অমনি সেই সুয়া ধরেছিল। অমনি দু-দুটো লোকের খুনের দায় ডাকাতদের ঘাড়ে চাপিয়েছিস্ !—সাবাস বুদ্ধি ! বলিহারি তোরে !—কিন্তু, তা বোলে কি আমার চক্ষে তুই ধুলি দিতে পার্ব্বি ?—না, আমাকে ঠকাতে পার্ব্বি ?—ডাকাতদের হাতে আমার তেমন সাহসী যোদ্ধা দু-দুটো কাটা পড়লো ;—আর তুমি এলে বেঁচে ফিরে !—কেমন ?"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের প্রতি ক্রোধ-কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া উদ্ধত-স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন ;—"আমি মিথ্যা বলি নাই। সত্য যা ঘোটেছিল, তাই বোলেছি—"

"হাঁ, হয়, তাই হোলো, তোমার কথাই মানলেম্ !—কিন্তু তুমি ব্রহ্মদেশে না গিয়ে আবার আনন্দদুর্গের দিকে ফিরে এলে কি জন্য ? সুশীলার জন্য সব ত্যাগ কোর্‌বে ;—প্রাণ দিবে, মান দিবে ;—তত প্রতিজ্ঞা, তত আত্মোৎসর্গ,—তার পর এ কি হোলো ?"

বিদ্রূপের স্বরে—ক্রোধের দৃষ্টিতে,—হিংসার আবেশে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ কয়েকটী কথা একটী একটী করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন।

অতুল-গম্ভীরভাবে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"দৈবই আমাকে আনন্দদুর্গে পুনর্ব্বার ফিরিয়ে এনেছেন।"

"আচ্ছা !"—টিটকারীর হাসি হাসিয়া ব্যঙ্গস্থলে রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"বাহবা !—তোর বুদ্ধিকে বাহবা ! উত্তর

সাজাতে তুই বেশ পারিস্!—আমার অনুচর দুজনকে ডাকাতে কেটে ফেলে;—তোকে দৈব ফিরিয়ে নিয়ে এল;—বরদাকান্ত কোথা চোলে গেছে;—কেমন? অনেক চতুর লোক আমি দেখেছি;—অনেকের সঙ্গে আমিও অনেক চতুরতা করে থাকি,—কিন্তু, তোর জোড়া মেলা ভার।"

এই বলিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ঘৃণা-বিরক্তি-অসূয়াপূর্ণ বিষম কটাক্ষ বিক্ষেপ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই সরল অকপট দৃষ্টিযুগল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।—অভিমানে, শোকে, দুঃখে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সম্ভ্রম রক্ষা করা, তাঁহার পক্ষে যেন সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইল।—প্রতিপদেই তিনি অকারণে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিযুক্ত,—এ অপমানে তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"কি? দৈবের প্রতি আপনার বিশ্বাস নাই?—তবে কার্ত্তিকি-পূর্ণিমায় মেলার দিন রাসমঞ্চের উপরে মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়েছিলেন কেন?—তেইশ বৎসর পূর্ব্বে এই মেলাতে আপনি কি দেখেছিলেন?—কি শুনেছিলেন? কেন আপনি আপনার জন্মভূমি পরিত্যাগ কোরে, প্রায় চব্বিশ বৎসর অন্য দেশে বাস কোচ্ছেন?—কেন তাকি জানেন না?"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ অন্তরে অন্তরে একবার বিলক্ষণ শিহরিয়া উঠিলেন।—তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল;—মুখমণ্ডল যেন অপেক্ষাকৃত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল।—তিনি ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"ও সব কথা কেন?—ও কথায় তোমার প্রয়োজন কি? আমি কি করি না করি, সে অনধিকার-চর্চ্চায় তোমার আবশ্যক কি? এখনকার যা বক্তব্য তাই বল;—যা কর্ত্তব্য তাই কর।—আমাকে তোমার বন্ধু বোলে জেন। আমি বন্ধুত্ব-ভাবেই তোমার উপকার কোর্ত্তে এসেছি। সেই জন্য সে দিনও তোমাকে কারাগৃহ হোতে খালাস কোরে দিয়েছিলেম। এই যে সমস্ত কাণ্ড আবার কোরেছ, আমি কাহাকেও সে কথা বলি নাই;—কাহারও নিকটে সে সমস্ত প্রকাশ হোতে দিই নাই। তাব দেখি

আমি তোমার কত বড় সুহৃদ;—তোমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তবে বোধ হয়, এখনও তোমার মাথা ঠিক হয় নাই;—এখনও শারীরিক আরোগ্য লাভ কোরে উঠ্‌তে পার নাই।—যে আঘাত মাথায় লেগে ছিল।—তা হোক;—আর দুর্দিন না হয় চিকিৎসা হোক;—ভালরূপে না হয় আরোগ্য লাভ কর—"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার বাঁধা দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"আমার মস্তিষ্ক ঠিক আছে;—আমার মনের কোন গোলমাল হয় নাই;—স্মরণ-শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই;—আপনি যা বলবার হয় বলুন,—আমি ঠিক বিবেচনা কোরেই উত্তর দেব।"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"ভাল, তা হোলে এখন তুমি ব্রহ্মদেশে পলায়ন কোর্ত্তে প্রস্তুত আছ?"

অধিকতর দার্ঢ্যের সহিত অস্বাভাবিক উদ্ধতস্বরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"কি!—পুনর্ব্বার সেই প্রস্তাব?—ইহা আমার ভাগ্যানুমোদিত নহে।—আমার ধ্রুব-জ্ঞান,—আমি এই স্থানেই থাক্‌বো। তাতে আমার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক,—বিধাতার মনে যা আছে, তাই হোক!"

"অবাধ্য বালক! এই-ই তোমার সঙ্কল্প?"—এই বলিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

"হাঁ;—এই-ই আমার সঙ্কল্প।"

দৃঢ়স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্তর করিলেন। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন,—"ভাল, দেখি তোমার মতি ফিরাইতে পারি কি না।—"

"কিছুতে নহে।"

"তবে, সুশীলার অনুরোধ তুমি শুন্‌তে চাও না?—আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না?—তোমারি ভালর জন্যে স্বয়ং কুমারী সে রাত্রে তোমাকে যে এত অনুরোধ কোরে পাঠিয়েছিলেন, তাও কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না?"

"আপনার প্রস্তাবে সম্মত হবার পূর্ব্বে সুশীলার সহিত আমি একবার সাক্ষাৎ কোর্ত্তে ইচ্ছা করি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় রক্ত-বর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"অচিরাৎ যিনি আমার মহিষী হবেন, তাঁর সাক্ষাৎ-লাভ কোর্ত্তে তুই আশা করিস্?—ছোট মুখে বড় কথা!—পাজি—"

"আপনি একজন নিরপরাধ,রুগ্ন-ব্যক্তির গৃহে অনধিকারে প্রবেশ কোরে অকারণে তার প্রতি এতাদৃশ কটুবাক্য প্রয়োগ কোচ্ছেন কেন? আমাকে ও-রূপ বল্‌বার আপনার অধিকার কি?"

শোকে, দুঃখে, ক্রোধে, অভিমানে অধীর হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বাক্যের এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

"ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি কোচ্ছিস!"—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বলি-লেন,—"তুই ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি কোচ্ছিস্।—যা হোক, আমার সঙ্কল্প আর তোর উপস্থিত অবস্থা তোকে একবার ভাল রূপে জানিয়ে দিয়ে যাই—"

"বলুন, আমি শুনিতে বাধ্য আছি।—এরূপ রুগ্ন-অবস্থায় যদি শয্যা-গত হোয়ে না থাক্‌তেম, তা হোলে আপনি কখনই অনধিকারে এমন কোরে আমার গৃহে প্রবেশ কোর্ত্তে পার্ত্তেন না;—আমাকে এরূপ অপ-মান-সূচক যথেচ্ছা কটুবাক্যও বোল্‌তে পার্ত্তেন না।"

ঘৃণা ও তাচ্ছল্য সহকারে বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্তর করিলেন।

"কি!—আমার অধিকারে, আমার রাজ্যে, আমার দুর্গে, আমার আশ্রয়ে বাস কোরে আমাকেই এত বড় কথা!—এত স্পর্দ্ধা!"

"এখন এ কক্ষে আপনার কোন অধিকার নাই।—আমাকে কোন-রূপে অপমান কর্ব্বারও আপনার কোন ক্ষমতা নাই;—আমার প্রতি-পালক রাধাকান্তরায়কে আপনি যথেচ্ছা বোল্‌তে পারেন।—আমার সহিত আপনার সম্বন্ধ নাই।—"

"ও কথা যাক!—এখন আমার কথা শুন্‌বে কি, না, বল? সুশী-লার ইচ্ছা, তুমি ব্রহ্মদেশে পলায়ন কর।—তা হোলেই এই দারুণ হত্যাপরাধে নিষ্কৃতি পাবে।—এই রাত্রের মধ্যেই তোমাকে বঙ্গ-দেশের সীমা অতিক্রম কোরে দেশান্তরে যেতে হবে।—আত্মগোপন

কোন্‌দিন আমিই তোমার ঘোর শত্রু হোয়ে দাঁড়াব;—পদে পদে তোমার অনিষ্টের চেষ্টা কোর্‌বো;—তখন তোমার বিপদের পরিসীমা থাকবে না;—প্রতি-মুহূর্ত্তে তোমাকে অসহ্য অন্তর্যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কোর্ত্তে হবে, তোমার জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার পক্ষে ভার বোধ হবে।—কেবল একমাত্র বরদাকান্তের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হোয়েই তুমি নিষ্কৃতি পাবে না,—আমি এই মুহূর্ত্তে সকলের নিকটে প্রচার কোরে দিব যে, তুমি আমাকে স্ব-ইচ্ছায় নিকটে আহ্বান কোরে নিজ মুখে আমার নিকটে তোমার সমস্ত দোষ স্বীকার কোরেছ,—তুমি বরদাকান্তকে খুন কোরেছ, কারাগৃহ হোতে পলায়নের চেষ্টা কোরেছ;—আমার দুইজন দুর্গ-প্রহরীর জীবন হরণ কোরেছ,—"

তাচ্ছল্য-সহকারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"আমি বোল্‌বো, আপনার কথা সমস্তই মিথ্যা,—আপনি একজন ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী!"

"তোর কথা বিশ্বাস কোর্‌বে কে?—আমার কথা ত্যাগ কোরে তোর কথা শুন্‌বে কে? তুই যে কারাগার হোতে পলায়নের চেষ্টা কোরেছিলি, সে কথা এরির মধ্যে সাধারণে জেনেছে।—তার পর তুই যখন কারাগার হোতে পলায়ন করিস্, তখন আনন্দদুর্গের দুই জন অশ্বসেনা তোকে দেখ্‌তে পেয়ে তোর পশ্চাদ্ধাবিত হয়। কিন্তু, তুই তাদের দুজনাকেই কেটে ফেলেছিস্।—আমার দেওয়ান দোলগোবিন্দ বোল্‌বে, সে স্বচক্ষে এই সমস্ত দেখেছে।—তখন তুই কি কোর্‌বি?—এই সমস্ত সাক্ষ্য তোর বিপক্ষে প্রদত্ত হোলে, তুই সমগ্র জগতের চক্ষে একজন ভয়ানক খুনী আসামী বোলে প্রতিপন্ন হবি।—তখন আর তোকে কেউ রক্ষা কোর্ত্তে পার্ব্বে না।"

"জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা কোর্‌বেন।"—গম্ভীর-প্রশান্ত দৃঢ়স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"কেহ না রক্ষা করে,—আপনি যদি এরূপ নীচ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হোয়ে এ-হেন জঘন্য আচরণেই প্রবৃত্ত হয়েন, তা হোলে জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা কোর্ব্বেন। তাঁরি প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সম্পূর্ণ নির্ভর।"

"তবে এখনো তুই এস্থান হোতে পলায়নে অসম্মত?"

অধিকতর উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ সহকারে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখনো তুই এস্থান হোতে পলায়নে অসম্মত ?"

"হাঁ ;—অসম্মত।"—মনের ও স্বরের সম্পূর্ণ-দৃঢ়তা-সহকারে বঙ্কিমচন্দ্র রাজ-বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

"থাক্‌ তবে দুরাচার পাজী।—আজ হোতেই আমি তোর চির-শত্রু হোলাম।"

এই বলিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সরোষে বঙ্কিমচন্দ্রের কক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দুঃখিতস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আহা-হা!—ছেলে-মানুষ ছোঁড়া,—এমন কাজ কেন কোল্লে ?"

ধাত্রী কমলা এতক্ষণ গৃহের বাহিরে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়াছিল। রাজার এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সে শশব্যস্তে রাজসমীপে আগমন করত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"আবার কি হোয়েছে ?"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ যেন কতই দুঃখিত—কতই বিষণ্ণ,—কতই কাতরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"সে কথা মুখে আনতেও হৃদয় কেঁপে উঠে!—ছোঁড়া আমার কাছে সমস্ত স্বীকার কোরেছে।—আহা-হা! ছোঁড়া বোল্‌ছে যে, সে বরদাকান্তকে খুন কোরেছে;—প্রাতঃকালে যে দুই জন অশ্বারোহী সৈন্যের মৃতদেহ বনের মধ্যে পাওয়া যায়, সে দুজনকেও সে কেটে ফেলেছে।"

"না,—না,—মিথ্যা কথা ;—সব মিথ্যা কথা ;—আপনি অকারণে মিথ্যা কথা বোল্‌ছেন।—বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দোষ।—আমি জানি তিনি এ সমস্ত কিছুই করেন নাই।"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বাক্যে বাধা দিয়া ধাত্রী কমলা এই কয়েকটী কথা বলিয়া উঠিল।

"বুঝিছি, ছোঁড়াটা মিষ্ট কথায় তোদের মন ভুলিয়ে দিয়েছে।"

ধাত্রীর বাক্যে অধিকতর ক্রোধভাব প্রকাশ করিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—"বুঝিছি, ছোঁড়াটা মিষ্ট কথায়,—মিথ্যা কথায়,

তোদের মন ভুলিয়ে গেছে।—কিন্তু আমার কাছে চালাকি কর্‌বার যো নাই।—আমাকে আপনার মুখে সে সকল কথা বোলেছে;—আমার নিকট সকল দোষ স্বীকার কোরেছে।”

ধাত্রী কহিল,—“কৈ?—আমার সম্মুখে একবার তিনি স্বীকার করুন, তবে আমি বিশ্বাস যাব।”

“আমার মুখের উপর কথা!”—ক্রোধোদ্দীপ্ত-নয়নে রাজা বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন,—“আমার মুখের উপর কথা!—আমাকে অপমান! দূর হ, আমার সম্মুখ হোতে!—আমাকে অমান্য?—জানিস্‌ না, এই দণ্ডে রাধাকান্তরায়কে বোলে তোকে এ সংসার হোতে দূর কোরে দিতে পারি!—ধাত্রীর অভাব?—আর কি তোর মতন লোক পাওয়া যাবে না? সাবধান, বঙ্কিমের এ গৃহে আর তুই আস্‌তে পাবি না।”

ভয়ে, দুঃখে, অভিমানে ব্যথিত-হৃদয়ে সরলা কমলা অধোবদনে আপন কক্ষের অভিমুখে চলিয়া গেল।—রাজার বাক্যে আর দ্বিরুক্তি করিল না।

কমলা প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই দেওয়ান দোলগোবিন্দ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ দেওয়ানকে নিকটস্থ দেখিয়া রাজা কহিলেন,—

“দেখ দোলগোবিন্দ,—আজ হোতে খুনী আসামী নজরবন্দী থাক্‌বে।—বঙ্কিমের গৃহদ্বারে আজ হোতে অষ্টপ্রহর প্রহরী বোস্‌বে। তুমি শীঘ্র তার বন্দোবস্ত কোরে দাও।—দেখ, আসামী যেন কোন রূপে গৃহের বাহির হোতে না পায়,—কারো সহিত বাক্যালাপ না কোর্ত্তে পারে,—তুমি ভিন্ন তার গৃহে আর কেহ না প্রবেশ কোর্ত্তে পায়। তবে, যতদিন না ছোঁড়াটা উত্তমরূপে আরোগ্যলাভ করে, ততদিন কেবল সদাশিব ভট্ট এক একবার তাঁকে দেখ্‌তে আস্‌বে।—তাও বক্সীর সহিত; একাকী নয়। বুঝিতে পার্‌লে।—ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না;—আসামী পলায়নের চেষ্টায় আছে।”

এই বলিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাধাকান্তরায়ের কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে ক্ষয়-শয্যাশায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহদ্বারে প্রহরী বসিল। বঙ্কিমচন্দ্র নজরবন্দী হইলেন।—কিন্তু দণ্ড দুই পর্য্যন্ত তিনি এ সংবাদের কিছুই জানিতে পারেন নাই।—পরে রাত্রে যখন সদাশিব ভট্ট তাঁহাকে দেখিতে আসিল, তখন তাহার মুখে সমস্ত অবগত হইলেন।—তখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য কিরূপ কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাধাকান্তরায়ের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ শুনাইলেন;—

বঙ্কিমচন্দ্রকে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎ-কামনা করাতে তিনি স্বয়ং তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া অনেক-ক্ষণ কাঁদিয়া—অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া—পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিয়া—নিজ মুখে নিজ দোষ সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন।—বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বরদাকান্তকে হত্যা করিয়া পরিশেষে সেই মৃতদেহ নদীনীরে ভাসাইয়া দিয়াছেন।—তাহার পর কারাগৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া পলাইয়া যান;—দেওয়ান দোলগোবিন্দ তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে পুনর্ব্বার ধৃত করিবার জন্য দুই জন অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া দেয়।—অশ্বসেনাদ্বয় পথিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক বুঝাইয়া আনন্দদুর্গে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্র সহসা উন্মত্ত হইয়া তাহাদের দুই জনকেই কাটিয়া ফেলেন। পরে কি ভাবিয়া—বোধ হয় অনুতাপের বশবর্ত্তী হইয়া হইবে—পুনর্ব্বার আনন্দ দুর্গের ভিতর আগমন করেন।—মনে করিয়াছিলেন, নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দস্যুদলের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাহাদের হস্তে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় এই কয়েকদিন শয্যাগত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। পরে কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে অনু-তাপের সহিত এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছেন।—তাঁহার দুইটী পায়ে জড়াইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন;—তাঁহাকে দিয়া রাধাকান্ত রায়ের নিকটেও ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।—কিন্তু তাঁহার

বিবেচনায় তাদৃশ পাষণ্ড অকৃতজ্ঞ নরহত্যাকারী নরাধম মিথ্যাবাদীকে কখনই কোন অংশে ক্ষমা করা উচিত নহে। সে পুনর্ব্বার যাহাতে না পলায়ন করিতে পারে সেই জন্ত তিনি তাহার গৃহদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। বন্দী শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত নজরবন্দীই থাকিবে। শ্রীমতী সুশীলার ধাত্রী কমলার আর বন্দীর গৃহে যাইবার আবশুক নাই। তদ্ব্যতীত তাদৃশ খুনী আসামীর সহিত কাহাকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া উচিতই নয়।

রাজার বাক্যে বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় কহিলেন,—"আপনি উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন।" এই বলিয়া পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় বৃদ্ধ রাধাকান্ত বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন;—আপন অদৃষ্ট ও বঙ্কিমচন্দ্রকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।—অশ্রুজলে তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে নানামতে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে দশদিন কাটিয়া গেল।—বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ-দুর্গে নজরবন্দী হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।—ধাত্রী কমলা আর তাঁহার নিকটে আসিতে পায় না।—কাহারো সহিত তিনি আর বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না।—কেবল বৃদ্ধ ভট্ট সদাশিব দিবসে দুই বার করিয়া আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যায়। তাহাও দোলগোবিন্দের সহিত।—সুতরাং, একমাত্র হৃদয়ের দারুণ চিন্তাকেই অষ্টপ্রহরের সহচরী করিয়া অকারণে দুর্গত নবীন যুবা নিজ কক্ষে বন্দীভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।—একমাত্র সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরম-করুণাময় পরম পিতা পরমেশ্বরের পবিত্র পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে দশ দিন কাটিয়া গেল। দশ দিন পরে সংবাদ আসিল, বরদাকান্তের খুনের মোকদ্দমা বিচার করিবার জন্ত সুরঙ্গ-পুর রাজসরকার হইতে দুইজন বিচারপতি আনন্দপুরে আসিতেছেন। আনন্দদুর্গের বিচারগৃহেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিত হত্যা-অপরাধের বিচার হইবে।

চতুর্ব্বিংশ প্রসঙ্গ।

সদানন্দের কৌশল।

সুবঙ্গপুর রাজসরকার হইতে এই সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্রে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং বিচারসম্বন্ধীয় সমস্ত আয়োজন ও তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। আনন্দপুরের অধীনস্থ বিচারপতি রায় রমাপ্রসাদ সিংহকে পত্র লিখিয়া আনন্দদুর্গে আনান হইল। রমাপ্রসাদ সিংহ আনন্দদুর্গে আসিয়া রাজার প্রমুখাৎ বরদাকান্তের হত্যা-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা একে একে শুনিলেন;—সাক্ষীগণের এক তরফা জবানবন্দীও গ্রহণ করিলেন। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাধাকান্ত রায়ের নিকটে ইতি-পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজমুখে দোষ-স্বীকার-সম্বন্ধে যে রূপ বর্ণনা করিয়া-ছিলেন, তৎসমুদয় পত্রস্থ করিয়া তাহাতে নিজনাম সাক্ষরিত করত সেই বর্ণনা পত্রখানি রমাপ্রসাদ সিংহের হস্তে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান দোলগোবিন্দ আসিয়া অম্লান-বদনে নিজ প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিলেন; সেই বর্ণনাপত্রে সে তাহার নামও সাক্ষরিত করিয়া দিল।

রায় রমাপ্রসাদ সিংহ প্রথমে একজন সামান্ত অবস্থার লোক ছিলেন। অধিক কি, প্রথমে তিনি একজন সামান্ত পদাতিক বার্ত্তাবহের কার্য্য করি-তেন। পরে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বিশেষ কোন উপকার করায় ক্রমে ক্রমে রাজ-অনুগ্রহে তিনি আনন্দপুরের প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। এই কারণে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণেরও বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, রমাপ্রসাদ সিংহকে তিনি যে দিকে ফিরাইবেন, সেই দিকেই ফিরি-বেন;—যাহা বলিবেন তাহাই করিবেন। আর এই কারণেই তিনি অগ্রে রমাপ্রসাদ সিংহকে আনন্দদুর্গে আনাইলেন,—নানাপ্রকারে আত্মীয়তা, সদ্ব্যবহার ও সমুদয় দেখাইয়া সহজে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলি-লেন। রাজার সাক্ষরিত বর্ণনাপত্র এবং শিক্ষিত সাক্ষীগণের জবানবন্দী

শ্রবণ করিয়া রায় রমাপ্রসাদ সিংহ নিরপরাধী বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্ব্ববিষয়েই অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুরঙ্গপুরের মন্ত্রিসভা হইতে প্রধান বিচারপতি, একজন সহকারী ও দুইজন ব্যবহারজীবির সহিত আনন্দদুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব ও রাধাকান্ত রায় বহু-সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব নিজ শয়ন-কক্ষে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু পদের গুরুত্বের অনুরোধে তাঁহারা দুর্গমধ্যস্থ বাসোপযোগী অন্য কোন পৃথক কক্ষে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আপন কক্ষে থাকিয়া এ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু এই সংবাদে আমাদের নবীন যুবার নিষ্কলঙ্ক হৃদয় কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না;—আশার অপূর্ব্ব আশ্বাসে অধিকতর, বরং, আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, এইবার তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে; এইবার তিনি এই মিথ্যা অপবাদ ও অপরাধের দারুণ অঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। তিনি আরও শুনিলেন যে, পরদিনই তাঁহার বিচার আরম্ভ হইবে এবং আনন্দপুরের বিচারপতি রমাপ্রসাদ সিংহ জানিতে চাহিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার স্বপক্ষে কোন সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি না;—যদি পারেন, তাহা হইলে তাহাদের নাম, ধাম, জাতি ও পেশা প্রভৃতি পত্রস্থ করিয়া অবিলম্বে বিচারপতির নিকটে যেন প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই মর্ম্মে উত্তর পাঠাইলেন যে, তাঁহার সাক্ষ্য অপর কেহই নাই। তাঁহার নিজের সরল ও সত্য কথাই উপস্থিত ঘটনায় তাঁহার পক্ষে একমাত্র সাক্ষ্য।

তাঁহার মন্তব্য লইয়া একজন রক্ষী বিচারপতি রমাপ্রসাদ সিংহের নিকট চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয়-প্রহর। বঙ্কিমচন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। উপস্থিত ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে অল্পে অল্পে তাঁহার তন্দ্রাবেশ আসিতেছে;—এমন সময়ে, তাঁহার দ্বাররক্ষক প্রহরী ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে ডাকিল,—"একবার উঠুন, দেখুন কি জ্বল

বঙ্কিমচন্দ্রের সবে মাত্র তন্দ্রাবেশ আসিতেছে। নিদ্রাদেবী এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বাহ্য-চৈতন্য হরণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রহরীর সম্বোধন মৃদু হইলেও পরিচিত কণ্ঠের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ণপথে বিদ্ধ হইল। তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন, প্রহরীবেশে সদানন্দ।—সদানন্দ ঠাকুরকে সম্মুখে দেখিবামাত্র তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন,—"একি, ঠাকুর মহাশয়! আপনি?—আবার যে আপনাকে আমি দেখ্‌তে পাব, সে কথা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আপনার স্নেহ যে, আমি কখনও ভুলিতে পার্ব্বো না।"

বলিতে বলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশাল নয়নযুগল হইতে বারিধারা গড়াইতে লাগিল। তিনি তখন ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় মার্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার সদানন্দ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু আপনি এখানে এলেন কিরূপে?" সদানন্দ ঠাকুর কহিল,—"আমি কয়েক দিবস হোতেই আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর্ব্বার সুযোগ অন্বেষণ কোচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হোতে পারি নাই। যে ব্যক্তির উপর আজ রাত্রের জন্য আপনার দ্বার রক্ষার ভার ছিল; সে লোকটা আমার বড় অনুগত; আমার কথার অত্যন্ত বাধ্য।—সে আজ এইখানে প্রহরী থাক্‌বে, তাই জেনে আজ সন্ধ্যার সময় তাকে আমার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করি। সে আমার কথামত সন্ধ্যার পরেই এই নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদেই আমার নিকটে নিমন্ত্রণ রক্ষা কোর্ত্তে যায়। লোকটা বে-আড়া মাতাল।—মদ পেলে আর কিছু চায় না।—তা আমি জান্‌তুম। আগে থেকে এক কলসী মদও জোগাড় কোরে রেখেছিলুম।—সে আশা মিটিয়ে পান কোর্ত্তে লাগ্‌লো।—খানিক পরেই একেবারে অঘোর মাতাল,—একেবারে জ্ঞানশূন্য। তখন আমি ধীরে ধীরে তার গা থেকে এই সমস্ত পোষাক খুলে নিয়ে নিজে পোরে, তাকে আমার সেই ঘরে চাবি-দে রেখে দণ্ডখানেক হোলো তোমার প্রহরায় এসে উপস্থিত হোয়েছি।"

"সাধু, সদানন্দ ঠাকুর সাধু!—সাধু!" এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সানন্দে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং সদানন্দ ঠাকুরকে হস্ত ধরিয়া আপন শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—"আপনি

দেখছি আমার জন্ত সব কোর্ত্তে পারেন। আমার প্রতি আপনার স্নেহ অকৃত্রিম। আমার জন্ত আপনি সকল বিপদকেই উপেক্ষা কোর্ত্তে উদ্যত। আপনি বোধ হয় কোন সুযোগে এখান থেকে আমার পলায়নের উপায় কোরে দিতে এসেছেন। কিন্তু তা ভেবে যদি এসে থাকেন, তা হোলে আপনার সেটা ভুল হোয়েছে। আমাকে ক্ষমা কোরবেন,—আপনার এরূপ সহৃদয়তার জন্ত আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হোতে পারলেম না। কাল আমার চূড়ান্ত বিচারের দিন—"

"আমি আপনার সৎসাহসের অপমান কোর্ত্তে আসি নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া সদানন্দ ঠাকুর বলিয়া উঠিল, "এখান হোতে পলায়নের পরামর্শ দিয়ে আপনার সৎসাহসের অবমাননা কোর্ত্তে আমি এখানে আসি নাই। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আপনি নির্দ্দোষ এবং আশা করি, কালকের বিচারেও তাই সপ্রমাণ হবে। কমলা আমাকে বার বার বোলেছে, আপনি নির্দ্দোষ। আর তারির পরামর্শেই আপনার দ্বার-রক্ষীকে মাতাল কোরে আজ রাত্রের জন্ত আপনার রক্ষায় নিযুক্ত হোয়েছি।"

এই কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা সমধিক বৃদ্ধি পাইল। কি এক যেন অভাবনীয় আশার ক্ষীণ আলোক তাঁহার হৃদয়-কন্দরের অদূরে ক্ষণকালের জন্ত প্রতিভাত হইল। তিনি ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্নেহময়ী কমলার উদ্দেশ্য কি?"

"সকলি জান্তে পার্ব্বেন, অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া সদানন্দ ঠাকুর কক্ষের বাহিরে গিয়া একবার চতুর্দ্দিক দেখিলেন, কোথাও কেহ আছে কি না,—দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। তখন তিনি নির্ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে পুনরাগমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনার জন্ত একজন জীবনের আশা পরিত্যাগ কোর্‌তে বোসেছেন। যাঁর সহিত আপনি আশৈশব একত্রে প্রতিপালিত;—যাঁর অকৃত্রিম প্রেমে আপনি আবদ্ধ,—যাঁকে আপনি দুরন্ত দস্যুকবল হোতে দুই-দুইবার রক্ষা কোরেছেন,—তিনি ক্ষণমুহূর্ত্তও আপনাকে না দেখলে থাকতে পার্ব্বেন না;

আপনার ঈদৃশী অবস্থায় যাঁর কোমল হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুলিত হোয়েছে, তিনি একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ——"

সদানন্দ ঠাকুরের বাক্যের সমাপ্তি হইতে না হইতে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দের উদ্বেগে লাফাইয়া উঠিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"কি আমার সুশীলা—আমার সুশীলা—সুশীলা আমার সহিত সাক্ষাৎ কোরবেন ?—সত্যই কি ?"

"চুপ করুন, কার যেন পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।"—এই বলিয়া সদানন্দ ঠাকুর তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পুনরায় প্রহরায় নিযুক্ত হইল। —বঙ্কিমচন্দ্র উৎকণ্ঠাকুল-চিত্তে আশা-প্রতীক্ষায় আপন শয্যায় বসিয়া রহিলেন।

পঞ্চবিংশ প্রসঙ্গ।

যোগমন্দির।—গুপ্তসম্মিলন।

পলচতুষ্টয় অতীত, এমন সময়ে ধাত্রী কমলা মৃদুপদবিক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্ত সঞ্চালন-পূর্ব্বক তাঁহাকে তাহার অনুসরণ করিবার জন্য সঙ্কেত করিল।—বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।—সদানন্দ ঠাকুর প্রহরীর-বেশে দ্বারদেশেই অবস্থিত রহিল।

কমলা অগ্রবর্ত্তিনী।—বঙ্কিমচন্দ্র ধীরপদে তাহার অনুসরণ করিতেছেন। ক্রমে অনেকগুলি সংকীর্ণ গুপ্ত পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কমলার সহিত এক গুপ্ত সোপানাবলি অবলম্বনে রাজবাটীর প্রাঙ্গণস্থিত যোগমন্দিরের অন্তঃপুরদিকস্থ চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—রাজবাটীর এ সমস্ত পথে কিম্বা যোগমন্দিরের এদিকে কোন প্রহরী থাকিত না;—থাকিবার আবশ্যকও হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র ধাত্রীর সহিত যোগমন্দিরের সেই চত্বর-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুন্দরী সুশীলা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে প্রাচীর অবলম্বনে পূর্ব্ব হইতেই সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সুশীলাকে দেখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সাগ্রহে সোদ্বেগে তাঁহার সুকোমল করবল্লী দুটী ধারণ করিয়া আনন্দোন্মত্ত-হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"সুশীলা।—প্রাণাধিকা।"

বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।—তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল;—মনের আবেগে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল;—মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া গেল;—তাঁহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।—তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে সুশীলার পাদমূলে জানুর উপরে বসিয়া পড়িলেন।—উপবেশন করিয়া একদৃষ্টে সুশীলার সেই বিষাদপাংশু কমনীয়-মুখখানির প্রতি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ক্ষীণ-কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"সুশীল, আমার প্রতি কি তোমার বিশ্বাস হয়?—তোমার স্নেহময়ী ধাত্রী—আমার জননী-স্বরূপা কমলা যেরূপ তোমাকে বোলেছে, তাতে কি তোমার প্রত্যয় হয়?—সত্য বল, সুশীলা, আমাকে কি তোমার নির্দ্দোষ বোলে ধারণা হোয়েছে?"

সুশীলা কহিলেন,—"ধাত্রীর মুখে সমস্ত কথা শোনবার পূর্ব্ব হোতেই তোমাকে নির্দ্দোষ বোলে আমার ধারণা।—তুমি নির্দ্দোষ বোলেই আমার হৃদয়ে এত যন্ত্রণা!—কিন্তু কাল যে বিচারের দিন! কাল বিচারে যদি তোমার——"

রায়-কুমারী আর বলিতে পারিলেন না।—কাল বিচারে যদি বঙ্কিমচন্দ্র অপরাধী বলিয়া গৃহীত হয়েন, এই ভয়ানক ভাবনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র, বালিকা-হৃদয় অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িল;—তাঁহার হৃৎপিণ্ড অনবরত উঠিতে পড়িতে লাগিল; সেই চিন্তাক্ষীণ সুকোমল দেহখানিতে ঘন ঘন বেপথুর সঞ্চার হইতে লাগিল।—বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, শেষ কথাটী বলিবার সময় তাঁহার প্রাণাধিকার সেই ইন্দীবর-বিনিন্দিত বিশুষ্ক নয়নদ্বয় জলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে।—সেই কমল-কোমল করতলদ্বয় মৃত ব্যক্তির অঙ্গ অপেক্ষাও শীতল হইয়া গিয়াছে।—এই সমস্ত অনুভব করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সকাতরে বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ!—প্রাণাধিকা! তোমার যন্ত্রণা যে আমার আর সহ্য হয় না!

এই সময়ে একবিন্দু উষ্ণ অশ্রুবারি সুশীলার সেই বিশাল চক্ষু ভেদ করিয়া—সেই পাংশুল গণ্ডদেশ আধৌত করিয়া—ধীরে ধীরে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তের উপরে নিপতিত হইল।—বঙ্কিমচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।—তিনি একটী গভীর-তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হতাশস্বরে বলিলেন,—"জগদীশ্বর! এইরূপে অসহ্য রবিকরণে আজীবন দগ্ধ কর্‌বার জন্যেই কি এ হেন কুমুদিনীটী সৃজন কোরেছিলে?"

সুশীলা একভাবে নতভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কিন্তু আর পারিলেন

না।" তাঁহার ক্ষীণ-শরীর ক্রমে আরো অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তখন তিনি পার্শ্বস্থিত স্তম্ভের উপরে সমস্ত দেহের ভার-নির্ভর করিয়া দেহকে সেই স্তম্ভ-সংলগ্ন করিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্রও উঠিয়া সেই স্তম্ভপার্শ্বে সুশীলার দক্ষিণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—উভয়ের চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।—উভয়ের হৃদয় যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল।—উভয়ে যেন চতুর্দ্দিগ শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়াছেন, সুশীলা আর তাঁহার হইবেন না। সুশীলা জানিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় এখন আর তাঁহার নাই;—তাহাতে এখন তাঁহার আর অধিকার নাই;—তাহার হৃদয় তাঁহার অনিচ্ছায় ঘটনাচক্রে—বিধির বিড়ম্বনায়—এখন অপরের।—ইন্দ্রের নন্দন-কানন এখন দুরাচার দৈত্যরাজ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে।—এই সমস্ত ভাবিয়াই উভয়ে উভয়ের হৃদয়কে নৈরাশ্যের অনন্ত সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছেন।

অকারণ-প্রণয়ী-দ্বয় এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ সেই যোগমন্দিরের গুপ্ত চত্বরের স্তম্ভ-সংলগ্নে দণ্ডায়মান।—ধাত্রী কমলা দ্বারদেশে থাকিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্তা।—ঠিক যেন, দৈত্যরাজ বাণের ভীষণ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কামকুমার অনিরুদ্ধ বুদ্ধিমতী চিত্রলেখার সাহায্যে পুনর্ব্বার উষা-সুন্দরীর সহিত সঙ্গোপনে সম্মিলিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ের বেগ কথঞ্চিৎ পরিমাণে দমন করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত-ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"প্রাণের সুশীল!—অথবা ও-সম্বোধনে আর আমার অধিকার নাই!—সুশীলা! আর কেন, শান্ত হও;—কি বলিবে বল;—আর আমাকে কেন সন্দেহ দোলায় দোলাও? আর অধিকক্ষণ এখানে এরূপ ভাবে আমাদের থাকাও উচিত নয়।—অনেক বিপদের সম্ভাবনা;—অনেকের বিপদের সম্ভাবনা।"

শান্ত হোতে বোল্চ বঙ্কিম?"—সহসা মুখবার মোচন করিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে ভগ্ন-হৃদয়ে 'সুশীলা' বলিয়া উঠিলেন,—"শান্ত হোতে বোল্‌ছো কাকে?—শান্তি আর কি, আমাতে আছে।—চিরজীবনের সুখশান্তি

আমি যে জন্মের মতন হারিয়েছি।—শান্তি আর আমি কোথায় পাব? বঙ্কিম। আমি যে তোমাকে কি ভাল বেসেছিলাম,—কি চক্ষে দেখে ছিলাম,—তা যে আমি এক মুখে বোলে উঠ্‌তে পারি না।—এখনো যে তোমাকে ভিন্ন আমি আর কিছুই জানিনা।—তুমি আমায় হবে বোলে আমি তোমার নামে যে এ হৃদয় উৎসর্গ কোরে ছিলাম।—কিন্তু বিধাতা তার কি কোল্লেন?—বঙ্কিম, তুমি যে বোলেছিলে চারদিকে অনেক বিপর্য্যয় ঘোট্‌তে পারে।—শেষ কি এই বিপর্য্যয় ঘোট্‌লো?—শেষে কি আমি ভ্রাতৃহারা—তোমা হারা—আত্মহারা হোতে বোস্‌লাম।—তুমি যে বোলেছিলে, দৈব আমাদের অনুকূলে।—শেষ এই কি সেই অনুকূল দৈবের কার্য্য হোলো?—বঙ্কিম। আমাদের পরিণামের কি এইরূপ পর্য্যবসান হোলো?—"

বলিতে বলিতে সুশীলা থামিলেন। সুশীলার এক একটী বাক্য বঙ্কিমের হৃদয়ে যেন উত্তপ্ত শাণিত ছুরিকার ন্যায় মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইতে লাগিল।—বঙ্কিমচন্দ্রের শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত খরস্রোতে ছুটিতে আরম্ভ হইল। সুশীলা পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—বঙ্কিমচন্দ্র যেন শূন্য-নয়নে—শূন্য-মনে—শূন্য-ভাবে শুনিতে লাগিলেন।

সুশীলা বলিলেন,—"বঙ্কিম। দৈব আমাদের প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল। নতুবা এ হেন অঘটন কেন ঘোট্‌বে?—তুমি কেন অকারণে এ হেন দারুন মিথ্যা কলঙ্কে অভিযুক্ত হবে?—কেনইবা আমি পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় খাণ্ডবদাহনের দারুণ দহনে দিবানিশি দগ্ধ হোতে থাক্‌বো?—বল বঙ্কিম, কেন আমাদের অদৃষ্টে এরূপ ঘোট্‌লো?—আমাদের ভাগ্যস্রোত কোন্ দিকে যেতে কোন্ দিকে ফির্‌লো?—আমি তোমার হোতে গিয়ে কার হোতে বোস্‌লাম।—কেন আমি আজ অপরের হোতে গেলেম?—কেবল তোমার জন্যেই না। কমলা জানে—ভাল জানে, কেবল তোমার জন্যেই আজ আমি ভূপেন্দ্রনারায়নকে পাণি-দান কোর্ত্তে সম্মতা হোয়েছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীলা আবার চুপ করিলেন।—তাঁহার হৃদয় ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।—প্রাণবায়ু যেন একেবারে তাঁহার দেহ-

বাস পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছিল;—তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।—সুতরাং, তিনি পুনর্ব্বার থামিলেন।—পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ থামিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। সুশীলা বলিলেন,—

"দেখ বঙ্কিম, কেবল তোমারই জন্যে আমি অপরের হাতে বোসেছি। যে দিন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিরুদেশ সংবাদ শ্রবণ করি,—যেদিন পিতার কঠিন আদেশে,—ধূর্ত্ত আনন্দবাজের চেষ্টায় তুমি দারুণ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হও, সেই দিন রাত্রে পিতা আমার কক্ষে এসে আমাকে অনেক সান্ত্বনা কোরে বোল্লেন যে, তিনি আমাকে কোন বিষয়ের জন্য আর কখন কোনরূপ অনুরোধ কোর্‌বেন না। আমার ইচ্ছা না হয়, আমি রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের গলে বরমাল্য দিব না।—সে সাক্ষাতে এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।—তার পরদিন তিনি রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার আমার কক্ষে এলেন। এসে বোল্লেন যে, রাজা আমাকে নির্জ্জনে কি বোল্‌তে ইচ্ছা করেন। এই কথা বোলে তিনি আমাকে রাজার নিকটে একাকিনী রেখে কক্ষান্তরে চোলে গেলেন। যাবার সময় কমলাকেও স্থানান্তরিত হোতে আদেশ করে গেলেন। কমলাও কক্ষান্তরে চোলে গেল।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ ও আমি গৃহ মধ্যে রহিলাম।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ প্রথমেই আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"

"আমার কথা।"—বঙ্কিমচন্দ্র সচকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কথা!—বুঝিছি,—এতক্ষণে বুঝিছি।—আচ্ছা, তোমার মুখেই আগে তাহা কোরে শুনি;—"

"তিনি প্রথমেই তোমার সম্বন্ধে আমার কিরূপ ধারণা—তুমি দোষী কি নির্দ্দোষ—সে বিষয়ে আমার কিরূপ বিশ্বাস, সেই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে তোমাকে নির্দ্দোষ বোলে প্রতিপন্ন কোল্লেম।—তাতে তিনি বোল্লেন যে, তুমি দোষী হও আর নির্দ্দোষই হও,—তোমার কিন্তু পরিত্রাণের কিছুমাত্র উপায় নাই।

ঘটনা-চক্র যেরূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে বিচারে তুমি অকাট্য দোষী সাব্যস্ত হবে;—শেষে তোমার ফাঁসীও হবে। এইরূপে তোমার অদৃষ্টের এরূপ ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত কোরে তিনি আমাকে দেখালেন যে, আমি যেন তাতে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হোয়ে পোড়লেম। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে যেন কোথায় অন্তর্হিত হোলো;—সে সময় আমি যেন অকূল সমুদ্রের ঘোর ঘূর্ণিত জলমধ্যে নিপাতিত ব্যক্তির ন্যায় বিহ্বল-চিত্তে একবার ডুব্‌তে একবার উঠ্‌তে লাগলেম।—ওঃ!—এখনো পর্য্যন্ত আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তোমার অদৃষ্টচক্রের ভবিষ্যৎ চিত্র যেরূপ ভীষণ ভাবে অঙ্কিত কোরে আমাকে দেখিয়েছিলেন, সে কথা মনে পোড়লে এখনো আমার হৃৎকম্প উপ-স্থিত হয়। যাহোক, ধূর্ত্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পারলেন।—তোমার জীবন যে আমার প্রার্থনীয়, তা আর তাঁর জানতে বাকী রইলো না।—তোমার জন্যে যে আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ কোর্ত্তে প্রস্তুত, এটী যেন তিনি স্পষ্টই দেখ্‌তে পেলেন।—তখন তিনি আমাকে বোল্লেন, আমি তাঁর একটা কথা রক্ষা কোর্ব্বো এরূপ যদি অঙ্গীকার করি, তা হোলে তিনিও তোমার জীবন রক্ষা কোর্‌বেন; যে কোন উপায়ে হোক তিনি তোমাকে কারামুক্ত কোরে দেবেন।—এই বিপজ্জাল হোতে তুমি মুক্তিলাভ কোর্‌বে,—জল্লাদের শাণিত কুঠারের হস্ত হোতে তোমার জীবন রক্ষা হোবে,—এই চিন্তা কোরে—পরিণাম না ভেবে—মনের সহিত ঐক্য না কোরে, আমি তাঁর কথা পালন কোর্ব্বো বোলে তৎক্ষণাৎ দারুণ সত্যে বদ্ধ হোলেম।—অধিক আর কি বোল্‌বো?—আনন্দ দুর্গের রাণী হব বোলে আমি তাঁর নিকটে অঙ্গী-কার কোল্লেম।—তিনিও তোমার জীবন রক্ষা কোর্ব্বেন,—সেই দিনই রজনীযোগে তোমাকে কারামুক্ত কোরে দেবেন,—এইরূপ অঙ্গীকার কোল্লেন।—তোমার মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে সেই মুহূর্ত্তে আমার দ্বারা সেই ভীষণ পত্রখানিও লিখিয়ে নিলেন।—কিন্তু, বল্লভ স্বেচ্ছায় তোমার প্রেমকে আমি বিসর্জ্জন দিই নাই;—স্বেচ্ছায় সে ভীষণপত্রে লেখনী ধারণ করি নাই।—দৈবই সকলের মূল;—দৈবই আমাদের

প্রতিকূল।—দৈবই আমাকে সে লিপি লিখাইতে লেখনী ধরাইল; দৈবই আমাদের সকল সাধে প্রতিবাদী হইল।—"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—

"ওঃ! সেই ভয়ঙ্কর পত্র?—যে পত্র আমার হৃদয়ের চির-আশালতা উন্মূলিত কোরে দিয়েছে?"

"কিন্তু এখনো শেষ হয় নাই।"—আমার কাহিনীর আরো বাকী আছে।—সঙ্গে সঙ্গে সুশীলাও এই কথা বলিয়া উঠিলেন।—তাঁহার ভয় হইল, বঙ্কিমচন্দ্রের তাদৃশ সমালোচনায় পাছে তাঁহার অন্তঃকরণ পুনর্ব্বার বিচলিত হইয়া উঠে;—পাছে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। এই ভাবিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া নিজেই পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—

"শোন বঙ্কিম,—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত আমার কথোপকথন শেষ হোয়েছে, এমন সময়ে পিতা সেই গৃহে পুনর্ব্বার প্রবেশ কোল্লেন। সে সময়ে আমি যে কিরূপে আমার দারুণ অন্তর্যন্ত্রণার দমন কোরেছিলেম,—সে কথা এখন আমি মুখে প্রকাশ কোরে উঠ্তে পারি না।—তখন আমার বোধ হোতে লাগ্লো, যেন আমার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হোয়ে যাবার উপক্রম হোয়েছে,—আমার বাক্‌শক্তি কণ্ঠভেদ কোরে পলায়ন কর্ব্বার উপক্রম কোরেছে।—কিন্তু পরক্ষণেই তোমার উপস্থিত অবস্থা স্মরণ কোরে—তোমার জীবন-সংশয় জেনে,—তখন—আত্মোৎসর্গই কর্ত্তব্য বোলে জ্ঞান কোল্লেম।—জীবনের যাবতীয় যন্ত্রনা নীরবে অকাতরে সহ্য কোর্ত্তে প্রস্তুত হোলেম। মনের প্রকৃত ভাব মনেই গোপন কোরে মুখে পিতাকে জানালেম যে, আনন্দপুরের রাণী হোতে আমি সম্মতা। শুনে পিতা আশ্চর্য্য হোলেন, আনন্দিতও হোলেন।—কিন্তু, কারণ কিছুই বুঝ্তে পাল্লেন না।—আমি যে কেবল তোমার জন্যে তাদৃশ আত্ম-বলিদানে অগ্রসর হোয়েছি, সেটী তাঁহার কল্পনাতে এলো না। তিনি সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর কোরে রাজার হস্তধারণ-পূর্ব্বক আমার কক্ষ পরিত্যাগ কোল্লেন।—অনন্তর কমলা আমার নিকটে এলে কমলাকে আমি সমস্ত কথা বোল্লেম। রাজার নিকটে যেরূপ প্রতিজ্ঞত

হোয়েছিলেন, তাও তাকে জানালেন। তার পর আমার নিজের আর একটী গুপ্ত-সংকল্পও তার নিকটে প্রকাশ কোল্লেন।—সে সংকল্প যে কি, শুন্‌বে বঙ্কিম?—সে অতি ভয়ানক সংকল্প!—বঙ্কিম! আমার মন ক্ষুদ্র নয়;—আমার প্রেম তরল নয়;—আমার ভালবাসা দর্পণের প্রতিবিম্ব নয়!—আমি মনে মনে দৃঢ়-সংকল্প কোরেছিলেম—সত্যরক্ষা কোর্ব্বো, এক মুহূর্ত্তের জন্য ভূপেন্দ্রনারায়ণের মহিষীও হব;—কিন্তু, পর মুহূর্ত্তে অভাগিনীর দগ্ধ জীবন এ দেহবাসে আর কেহ থাক্‌তে দেখ্‌বে না;—পর মুহূর্ত্তে অভাগিনী সুশীলার নাম ইহজগতে আর কেহ শুনতে পাবে না;—"

বলিতে বলিতে সুশীলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সেই বিশাল নয়নযুগল ভেদ করিয়া শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—

"সুশীলা!—প্রাণের সুশীলা!—অমার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে যেমন তোমার কোন সন্দেহ নাই, সেইরূপ তোমার প্রেমের সম্বন্ধেও আমরা কোন সন্দেহ নাই! তোমার প্রেম—তোমার ভালবাসা অপার্থিব। এ প্রেমের তুলনা নাই,—হ্রাস নাই—ক্ষয় নাই।—রমণীকুলের তুমিই সার-রত্ন!—অকৃত্রিম সরল প্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত একমাত্র তোমাতেই বিদ্যমান।—কিন্তু, সুশীলা, কাল যদি মনে কর, আমি বিচারে দোষী বোলে সপ্রমাণিত হই,—কাল যদি আমার জীবন দণ্ডের আদেশ হয়,—কাল যদি আমার অনিত্য জীবন অনিত্য জগতের যাবতীয় শোক-দুঃখের সহিত সসম্বন্ধে অথবা সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে চিরদিনের জন্য ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করে,—তা হোলে ত কোন কথাই নাই!—কিন্তু, কাল যদি হতভাগ্যের নাম নিষ্কলঙ্ক বোলেই সাধারণে প্রতিপন্ন হয়—কাল বিচারে যদি আমার সাধু-চরিত্রের নির্দ্দোষ চিত্রই সাধারণে দেখ্‌তে পায়,—কাল যদি আমার সমস্ত অপরাধ—সমস্ত অপবাদ বিচার-স্রোতে ক্ষালিত হোয়ে যায়—তা হোলে?—তা হোলে সুশীলা?—তা হোলে কি হবে?

আবার হৃদয়ের চির আশা, সে আশার কি হবে ?—সে আশালতা কি ফলবতী হবে ?"

নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া,—ম্লান-মুখ-কমলখানি আনত করিয়া, সুন্দরী সুশীলা ধীরে ধীরে কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"সে আশা যে আর নাই, বঙ্কিম!—আমি যে, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের নিকটে কঠিন সত্যে আবদ্ধ হোয়েছি।—তিনি তোমাকে এদেশ হোতে পলায়নের উপায় কোরে দিয়ে তোমার জীবন রক্ষা কোর্‌বেন,—আমি আনন্দদুর্গের রাণী হব।—তিনি তা কোরেছেন;—তোমাকে পলা-য়নে সাহায্য কোরেছেন।—কিন্তু, যদিও তুমি—যে কোন কারণে হৌক, পুনর্ব্বার দুর্গ মধ্যে ফিরে এসেছ, তথাপি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা করা হোয়েছে;—তিনি ত সত্যে মুক্ত হোয়েছেন। এখন আমাকেও আমার সত্য পালন কোর্ত্তে হবে।—না, না, বঙ্কিম.—সত্য ভঙ্গ কোরে অধর্ম্মে পতিত হোতে কখনই পার্ব্বো না।—সময়ে অবশ্যই আমাকে আমার সত্যপালন কোর্ত্তে হবে।—তদ্ব্যতীত দেখ, বঙ্কিম আমাদের এ প্রণয় ভগবানের অভিপ্রেত নহে।—তা না হোলে, যে দিন প্রথমে আমরা পরস্পর পরস্পরের অনুরাগের কথা প্রকাশ করি,—যে দিন প্রথমে আমরা জান্‌তে পারি যে, আমাদের পরস্পরের ভালবাসা নির্দ্দোষ শৈশ-বের নির্দ্দোষ ভালবাসা নহে,—এ ভালবাসা অন্যরূপ;—এ ভালবাসার ভিত্তিতে অন্ধ-প্রেমের সঞ্চার হোয়েছে,—সেই দিন হোতেই আমাদের কপাল ভাঙ্‌তে আরম্ভ হোয়েছে;—সেই দিন হোতেই আমাদের ভাল-বাসার প্রতি কুগ্রহের দৃষ্টি পোড়েছে;—সেইদিন হোতেই দৈব আমা-দের প্রতিকূলে দাঁড়িয়েছেন;—সেই দিন হোতেই দুর্ভাগ্য আমাদের পশ্চাৎ-গ্রহণ কোরেছে;—সেই দিন হোতেই পদে পদে আমাদের অম-ঙ্গল সংঘটন হোতে আরম্ভ হোয়েছে,—"

"হা ভগবন্! সুশীলারও কি শেষে বুদ্ধিভ্রংশ হোইলো!—"

আত্যন্তিক উদ্বেগের সহিত উন্মাদস্বরে নন্দিনীর বাক্যে বাধা দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"হা ভগবন!—সুশীলারো কি শেষ বুদ্ধি-ভ্রংশ হোইলো?—কেন, সুশীলা, আমি কি তোমাকে বুঝিয়েছি আবার

বলিলাম না,—যে দৈববলে আমি পরিচালিত;—দৈব আমার রক্ষক; দৈবই আমার উত্তর-সাধক?—দৈবশক্তিতে আমার হৃদয় উত্তেজিত; দৈবই আমাকে পদে পদে রক্ষা কোরে আস্‌ছেন; দৈবই আমাকে সকল বিপদ হোতে রক্ষা কোর্‌বেন,—দৈবই আমার সকল আশা পূর্ণ কোরে দিবেন?—সেই ভাবী আশাতেই আমার হৃদয় আশ্বাসিত, উৎসাহিত।—বল দেখি, সুশীলা, রাস-পূর্ণিমার রাত্রে সেই রাসমঞ্চের চত্বরে সর্ব্বজন-সমক্ষে সেই অপার্থিব মূর্ত্তিদ্বয় তোমাকে আশীর্ব্বাদচ্ছলে হস্ত-প্রসারণ কোরেছিলেন কি জন্য?"

"আমি আনন্দপুরের রাণী হব—সে জন্যেও ত হোতে পারে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাগ্রহ-প্রশ্নের কাতরা সঙ্গিনীর এই কাতর প্রত্যুত্তর।

"না, সুশীলা;—" অধিকতর অধীরতার সহিত বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"না, সুশীলা,—তা নয়।—শোন তবে, কেন আমি পলায়ন কোরেও দুর্গমধ্যে পুনর্ব্বার ফিরে এলেম।—আমি যখন আনন্দ-দুর্গের কারাগার হোতে পলায়ন কোরে মৃতমহারাজের সমাধিস্তম্ভ পর্য্যন্ত গমন কোরেছি,—ঠিক সেই সময়ে সেই অপার্থিব মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তির সন্দর্শন আমি পুনঃ পুনঃ লাভ কোচ্ছি,—সেই মূর্ত্তি অকস্মাৎ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হোয়ে, আমাকে অবিলম্বে দুর্গোমধ্যে ফিরে আস্‌বার জন্য সঙ্কেত কোল্লেন। আমি তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য কোর্ত্তে পাল্লেম না, ফির্‌লেম।—ফিরে অবারুদ্ধ দ্বারের নিকটে এসে দেখ্‌লেম তুমি দস্যু হস্তে—"

"ওহো! আমি যে কিছু বুঝিতে পাচ্ছিনা। বঙ্কিম, আমার মন যে ক্রমেই উন্মত্ত হোয়ে উঠ্‌ছে;—আমার সর্ব্বশরীর যে লোমাঞ্চিত হোচ্ছে;—"

এই বলিয়া কৃশাঙ্গী সুশীলা বঙ্কিমচন্দ্রের বাহুবল্লী অবলম্বন করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধদেবের যোগমন্দিরস্থ সেই নিভৃত চত্বর সহসা এক প্রকার অনৈসর্গিক আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই যুগল স্ত্রী পুরুষে, অবিস্ময়ে, সচকিতে দেখিতে পাইলেন

সে, সেই পূর্ব্বোক্ত অপার্থিব মূর্ত্তি সেই প্রকার সর্ব্বাঙ্গ পীত-বসনে আচ্ছাদন করিয়া অকস্মাৎ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র এবং সুশীলা তৎক্ষণাৎ গললগ্নী-কৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে জান্নূপরি তৎসম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন।—উভয়ে মনে করিয়াছিলেন যে, এইবার তাঁহারা সেই ছায়ামূর্ত্তির নিকটে আপন আপন ভাগ্য-ফল জানিয়া লইবেন। কিন্তু, তাঁহাদের মুখের কথা নিঃসৃত হইতে না হইতে, সেই মূর্ত্তি হস্ত-প্রসারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে সে স্থান হইতে প্রস্থান, করিবার নিমিত্ত সঙ্কেত করিয়া প্রকারান্তরে প্রত্যেকের মস্তকে আশীর্ব্বাদ অর্পণ করত সহসা আবার অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরিণাম-চিন্তাকুলিত অন্তরকে ভাবিবার আর ক্ষণমাত্র অবসর না দিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই অপার্থিব উপদেবতার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইলেন। সুশীলা দ্বারস্থিতা কমলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।—বঙ্কিমচন্দ্রও সেই গুপ্তপথ অতিক্রম করত আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।—এই ক্ষণিক মিলনের পর এই আকস্মিক বিচ্ছেদকে চিরবিচ্ছেদ মনে করিয়াই যেন শুষ্কদেহে তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিলেন।—প্রস্থান-কালে পরস্পরের কেবল এক একবার বিষাদ-বিশুষ্ক হতাশ কটাক্ষের বিনিময় হইল, কোনরূপ বাক্য বিনিময় হইল না।

বঙ্কিমচন্দ্র আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন,—সুশীলা অন্তঃপুরে ফিরিয়াছেন,—ঠিক তাহার পরক্ষণে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ-মূর্ত্তি শ্বেত-বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে গুপ্তসোপান-অবলম্বনে নীচে আসিয়া নামিয়া—অন্তঃপুর পার হইয়া ক্রমে অবারোদ্যানের দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা সুশীলা তাঁহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ষড়বিংশ প্রসঙ্গ।

দায়রার বিচার।

আনন্দপুরের রাজদুর্গ আজ লোকারণ্য।—বরদাকান্তের খুনী মোকদ্দামার আজ বিচারের দিন।—রাজবাটীর নির্দ্দিষ্ট বিচারগৃহ আজ হাকিম, আমলা, উকীল, ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, হরকরা, কোতোয়াল ও দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ। রাজদুর্গের চতুর্দ্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।

সুরঙ্গপুরের প্রধান বিচারপতি সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াছেন;—দক্ষিণ পার্শ্বে সহকারী বিচারপতি আর একখানি আসনে উপবিষ্ট;—অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে একদিকে পেস্কার এবং দুইজন নকল নবিস;—অপর দিকে রায় রমাপ্রসাদ সিংহ।—সম্মুখস্থ কয়েকখানি কাষ্ঠাসনে ফরিয়াদী রাধাকান্তরায় এবং রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণদেব, দেওয়ান দোলগোবিন্দ,—দেবীপুরের জায়গীরদার ব্রহ্মানন্দ চৌধুরী ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের অপরাপর কয়েকজন সম্ভ্রান্তগণ আসীন।—সরকারী দুইজন ব্যবহারজীবী কাঠগড়ার একপার্শ্বে অপর দুইখানি আসনে উপবিষ্ট; কাঠগড়ার মধ্যে হতভাগ্য বঙ্কিমচন্দ্র অবনত-মস্তকে দণ্ডায়মান।—বিচারস্থানের দূরে অদূরে সহস্র সহস্র লোক বিচারের ফলাফল শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠাকুল-চিত্তে উৎকর্ণে অবস্থিত।—মধ্যে মধ্যে গোলমাল থামাইবার জন্য আরদালী মহাত্মারা উন্নতবক্ষে গর্ব্বিত পদ-বিক্ষেপে বিচারগৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাদচারণায় নিযুক্ত।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং রাধাকান্ত রায় উভয়ে একাসনে একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের প্রত্যেক দৃষ্টি—প্রত্যেক মুখরাগ তাঁহার অন্তরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় প্রদান করিতেছে।—যেরূপে হউক সুশীলার প্রণয়-প্রতিযোগী—তাঁহার সুখের পথের কণ্টক বঙ্কিমচন্দ্রকে পদদলিত করিবেন,—ইহজগত হইতে সেই

প্রতিবাদীকে অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবেন,—এই দৃঢ়-সংকল্প যেন তাঁহার মুখে—কপালে—চক্ষে জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে।—কিন্তু বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায়ের অন্তরে সে ভাব নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিপদ ঘটুক, এ চিন্তা তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থানই পায় নাই। তবে তাঁহার হৃদয় কেবল একমাত্র প্রাণাধিক পুত্ররত্নের অকাল-মৃত্যুতেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।—যে বঙ্কিমকে তিনি এতদিন পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই যে পরিণামে তাঁহার পক্ষে কাল-ভুজঙ্গ-স্বরূপ হইল,—এই চিন্তাতেই বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।—কি হইতেছে—কেন হইতেছে—কি হইবে—সে সমস্ত সম্বন্ধে তাঁহার যেন কিছুমাত্র চৈতন্য নাই। তিনি শূন্যহৃদয়ে, শূন্য-মনে, শূন্যনয়নে, শূন্যময় ভুবনেই যেন অবস্থান করিতেছেন।—বাহ্য-জ্ঞান-চৈতন্য, একেবারে তাঁহাকে যেন জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াগিয়াছে। তাঁহাতে আর যেন তিনি নাই।

কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র তাদৃশ জীবনসঙ্কটেও নির্দ্দোষ-চিত্তের স্বাভাবিক তেজস্বিনী স্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ।—তাঁহার বিষাদ-ভগ্ন অন্তর তখনও পর্য্যন্ত আশার আলোকে আলোকিত।—সেই ক্ষোভ-বিশুষ্ক বিশাল নয়নযুগলে দৈব-তেজ উদ্ভাষিত;—সেই নৈরাশ্য-বিতাড়িত ভগ্ন-হৃদয় তখনও পর্য্যন্ত সৎসাহসে পরিপূর্ণ।—আমাদের নবীন যুবা এই অভাবনীয় সমুহ বিপচ্চিন্তাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সেই দৈবশক্তির উপরে সমর্পিতাত্মা;—একমাত্র সেই দৈব-চিন্তাতেই নিমগ্ন।

তাঁহার দিকে মহামান্য রাধাকান্ত রায়ের একবার দৃষ্টি পড়িল। তিনি মনশ্চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের আবকল প্রতি-বিম্বখানি যুবার মুখ-দর্পণে একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তিনি আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন,"—হা ভগবন্—এই লোক কি দোষী? না, না,—অসম্ভব! অসম্ভব!"

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ শুনিতে পাইলেন।—রাধাকান্ত রায়ের মনের ভাবও বুঝিতে পারিলেন;—বলিলেন,—"ওটাকে চেনেন না;—চেনেন না;—ওটা বিষম দাগাবাজ;—বিষম খেলোয়াড়।"

কিন্তু রাধাকান্ত রায়ের সে দিকে মন ছিল না।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সুতরাং, তিনিও তাহার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না।

রমাপ্রসাদ সিংহ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে সম্বোধন করত বলিলেন,—"দেখুন, মহারাজ, আপনার মুখে না কি পূর্ব্বেই সমস্ত ঘটনা শুনিছি, নহিলে এ লোকটার আকৃতি প্রকৃতি দেখে, আমার ত কোন মতেই বিশ্বাস হোতো না, যে এ লোক মাতব্বর বরদাকান্ত রায়কে খুন কোরেছে।—লোকটা দেখাচ্ছে যেন কত নির্দ্দোষ;—কত সৎস্বভাব।"

"অতি ভয়ানক লোক! অতি ভয়ানক লোক! বয়সে বাচ্ছা, কিন্তু এদিকে আচ্ছা! বাহাদুরী দিই আমি ওর বুদ্ধির দৌড়কে!—ওটা পাকা বদ্মায়েস! অমন ছদ্মজীবি—ভণ্ডবিটেল বাংলার মধ্যে আর দুটী নাই।"

রমাপ্রসাদ সিংহের বাক্যের প্রত্যুত্তরে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এই কয়েকটী কথা বলিলেন।

বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় এতক্ষণ অন্যমনে আপন চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন।—এক্ষণে রমাপ্রসাদ সিংহ ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবের কথোপকথনের কিয়দংশ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বিষাদিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"দেখুন, মহারাজ!—আপনি বোল্‌তেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র আপনার নিকটে ওর নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার কোরেছে;—এই দারুণ অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছে,—কিন্তু ওর মুখভাব দেখে আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।"

রাজা কহিলেন,—"তখন যে বোলেছিল, সে অনেক কারণে।—প্রথমে তখনও রুগ্নশয্যায়;—তখন ওর জীবনের আশা আদৌ ছিল না।—ভেবেছিল, যদি সেই অবস্থায় মরিতেই হয়, তবে প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে নিজের দোষটা স্বীকারের জন্যেও যদি পরকালে অব্যাহতি পায়। এই ভেবেই তখন আমার সম্মুখে সমস্ত দোষ স্বীকার কোরেছিল।—কিন্তু এখন দেখছে [illegible] আটকে পোড়েছে;—সহজে নিস্তার পাবার যো নাই,

তাই এখন অন্য উপায়ে পরিত্রাণ পাবার পথ দেখ্‌ছে ।' তাকে দেখাচ্ছে যেন কত সাধু ;—কত নির্দ্দোষ । বুঝ্‌লেন কি না ? কিন্তু আপনি জানেন না, ছোঁড়া ভারি দাগাবাজ ;—ভারি ফেরুপী বুদ্ধি ধরে ।"

রাধাকান্ত রায় আর কোন উত্তর করিলেন না ।—কোন্‌টা যে তিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না ।—একদিকে ঘটনাস্রোত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকূলেই সম্পূর্ণ দাঁড়াইতেছে,—অপরদিকে যুবার স্বাভাবিকী তেজস্বিনী স্ফূর্ত্তি তাঁহাকে সাধুর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে ।—রাধাকান্ত রায়ের চিত্ত দারুণ সন্দেহে দোলায়মান ।—সমস্ত ঘটনাই তাঁহার পক্ষে যেন স্বপ্নদৃষ্টবৎ উপমিত হইতেছে ।—একবার রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের কথাই তাঁহার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে ;—মনে হইতেছে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই এই দারুণ হত্যাপরাধে অপরাধী ; যথার্থই তিনি রাজার নিকট আপন মুখে নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছেন ।—কিন্তু, পরক্ষণেই আবার বিবেকশক্তির তীক্ষ্ণ দংশনে তাঁহাকে বলিয়া দিতেছে যে, একজন যথার্থ অপরাধি ব্যক্তি কি কখন বিচারলয়ের মধ্যে বিচারকমণ্ডলীর সমক্ষে উন্নতবক্ষে নির্দ্দোষ দৃষ্টিতে স্বাভাবিক সৎসাহস অবলম্বনে এরূপ ভাবে অবস্থান কোর্ত্তে পারে ?

কেবল বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় বলিয়া নহে—দর্শক-বিচারক-সাক্ষ্য-প্রভৃতি অনেকের অন্তরেই এতৎসম্বন্ধে এবম্প্রকার সংশয়ের অঙ্কুর অঙ্কুরিত হইতেছিল ।—কেবল দুই জন ব্যক্তি সম্পূর্ণ দৃঢ়তা-সহকারে বঙ্কিমচন্দ্রকে অপরাধী প্রতিপন্ন করাইয়া, তাঁহার জীবনদণ্ডের আজ্ঞা পাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন ।—সে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ও প্রধান রাজা ভুপেন্দ্রনারায়ণ দেব ;—দ্বিতীয় তাঁহারি উপযুক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দেওয়ান গোলগোবিন্দ দে ।'

প্রধান বিচারপতির এইবার সময় হইল ।—এইবার তিনি পেস্কারের প্রতি সঙ্কেত করিলেন । পেস্কারও তৎক্ষণাৎ করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিচারাসনকে অভিবাদন করত ধীরোচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"ধর্ম্মাবতার, বিচারপতি এই অভিযোগের [illegible] সম্পূর্ণ ও

সুচারুরূপে অবগত হইতে পারিবেন, এঁকারণ ফরিয়াদীর পোষকার্থে নিবেদন যে, এই আসামী বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই রাধাকান্তরায়ের আশ্রয়ে তাঁহারি অন্নে ও যত্নে, প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে।—আসামীর পিতা মাতা কে—আসামী কি জাতি, তাহার কেহই কিছু জানে না। নিরাশ্রয় বালককে কুড়াইয়া পাইয়া মহামান্য রাধাকান্ত রায় পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন; দয়াপূর্ব্বক আপন পরিবারবর্গের সামিল করিয়া রাখেন। প্রায় তিন চারি মাস গত হইল,—কোন কারণে রাধাকান্ত রায় সুরঙ্গপুর ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহার বন্ধুবর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের রাজধানীতে আনন্দপুরের এই রাজদুর্গে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন।—রাজদুর্গে আসিবার একপক্ষ পরে রাধাকান্ত রায়ের পুত্র বরদাকান্তরায় একদিন উপবন পার্শ্বে দেখিতে পাইলেন যে, এই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অবিবাহিতা যুবতী ভগ্নীর সহিত অবাধে প্রেমালাপ করিতেছে। কিন্তু, সদ্বিবেচক বরদাকান্ত সে সময়ে বঙ্কিমকে কিছু না বলিয়া আপন পিতাকে আসিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন।—সুরঙ্গপুরের যুদ্ধসচিব মহামান্য রাধাকান্ত রায়ের কন্যাকে একজন অজ্ঞাত-কুলশীল পরান্নদাস সামান্য ভৃত্য· কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা অতি অসহ্য! আইনে আনিলে, এই অপরাধেই আসামীকে ইতিপূর্ব্বে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইত। কিন্তু উদারপ্রকৃতি রাধাকান্ত রায় অনেক বিবেচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে সেবার আর কিছু বলিলেন না।—বঙ্কিমচন্দ্র রায়কুমারীর গৃহ-শিক্ষক ছিল,—সেইদিন হইতে রায়মহাশয় কন্যার শিক্ষকতা কার্য্য হইতে আসামীকে অপসৃত করিয়া দিলেন।—বলিয়া দিলেন যে, আসামী আর তাঁহার পুত্র কন্যার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ—বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করিতে পারিবে না;—রায়পরিবারের কোন সংস্রবে থাকিতে পারিবে না,—একাকী একটী গৃহে থাকিবে;—একজন লোক আসামীর তত্ত্বাবধারণ করিবে। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিল।—আসামী রায়-সংসারে নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করে। ইতিমধ্যে আসামী রায়কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আর কোন সুযোগ পায় নাই।—পরে এইরূপে একমাস অতীত হইলেই, মহামান্য রাধাকান্তরায় ভূপেন্দ্রনারায়ণের করে

আপন কন্যা সম্প্রদান করিবার মানসে সুরঙ্গপুর হইতে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আনাইলেন। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এই রাজবাটীতে পদার্পণ করিবার পরদিন আনন্দপুরের দুর্দ্দান্ত দস্যুদলপতি রামু সর্দ্দার ওরফে মহাবীর—যেন কৌশলে রায়কুমারী সুশীলাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।—আসামী কোন গতিকে ডাকাইতদের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করে।—এই সুযোগে রায়কুমারীর সহিত আসামীর আর একবার সাক্ষাৎ—আর একবার বাক্যালাপ ঘটে।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পেস্কার আবার তাহার লিখিত কাগজপত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বিচারপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

“সকলেই অবগত আছেন যে, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ বংশপরম্পরার অনুরোধে বৌদ্ধধর্ম্মের একজন অনুরক্ত উপাসক।—কার্ত্তিকি-পূর্ণিমাতে প্রতিবৎসর রাজবাটীতে একটা মহোৎসব হইয়া থাকে। সেই মহোৎসবের পরদিন প্রাতঃকালে কুমারী সুশীলা তাঁহার ধাত্রীর সহিত খিড়কীর উপবনে বায়ু-সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে ঘটনাক্রমে আসামী ও সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়।—আসামীর সহিত রায়কুমারীর কথোপকথন চলে।—রায়কুমার বরদাকান্ত অদূরে অন্তরালে থাকিয়া এই ঘটনা সমস্তই স্বচক্ষে সন্দর্শন করেন ;—তাঁহাদের কথোপকথনও সমস্ত স্বকর্ণে শ্রবণ করেন।—তাঁহাতে তাঁহার অতিশয় ক্রোধের উদ্রেক হয়।—আর এরূপ হওয়াই সম্ভব।—তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রথমে আপন সহোদরাকে অনেক তিরস্কার করত বাটীতে পাঠাইয়া দেন।—পরে আসামীকেও তিনি অনেক লাঞ্ছনা ও ভর্ৎসনা করেন। তাহার ফলে প্রথমে উভয়ের কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া বাকযুদ্ধ—পরে আসামী সহসা বরদাকান্তকে আক্রমণ করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাঁহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করত সেই মৃতদেহ নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়।—কুমারী সুশীলার রাজবাটীতে প্রত্যাগমনের প্রায় দুই ঘণ্টা পরে রক্তাক্ত-কর্দ্দমাক্ত কলেবরে বিষণ্নবদনে, শূন্য অসিকোষ-বহনে আসামী রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিল। দ্বাররক্ষক আসামীর তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া তাহার কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে, আসামী তাঁহাকে কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে একজন কৃষক একখানা রক্তাক্ত ভগ্ন তলোয়ার লইয়া রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।—সে বলিল যে, নদীর তীরে বহুপরিমানে রক্ত পড়িয়া আছে এবং সেইখানে সে সেই তলোয়ার ভাঙ্গা কুড়াইয়া পাইয়াছে। পরে পরীক্ষায় জানা গেল যে, তলোয়ার খানা আসামীর।—আসামীকে ডাক হইল,—স্বয়ং রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাহার জবানবন্দী লইলেন;—বরদাকান্তের সম্বন্ধে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আসামীর সাফাই সম্বন্ধে তখন কোন উত্তরই সন্তোষজনক হইল না। ইতিমধ্যে আর একজন ধীবর বরদাকান্তের রক্তাক্ত শিরস্ত্রাণ নদীর জলে পাইয়া সর্ব্বসমক্ষে রাজবাটীতে আনিয়া দিল।—সেই শিরপাই যে, বরদাকান্ত রায় সে দিন পরিধান করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, তাহা সহজেই প্রমাণ হইল।—সভাগত-সাক্ষীগণের মধ্যে সকলেই সে সময়ে সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাহা ভালরূপে অবগত আছেন। অনন্তর আসামীকে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করা হইল। কিন্তু আসামী এই সমস্ত দেখিয়া—সব প্রকাশ হইল জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেইখানে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।"

এইবার বঙ্কিমচন্দ্র মুখের দ্বার উন্মোচন করিলেন। মহামান্য বিচারপতিকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া দৃঢ়-প্রশান্ত-স্বরে তিনি বলিলেন, "বরদাকান্ত সত্য সত্যই তবে জলে ডুবে মারা গেছেন;—এই ভেবেই শোক-বিহ্বল-চিত্তে আমি হতচেতন হোয়ে পড়ি।—তার পর আমার যখন আবার জ্ঞানের সঞ্চার হোলো, তখন দেখলেম আমি কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ।—সুতরাং, বনপ্রদেশের প্রকৃত ঘটনা রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ কিম্বা মহামান্য রাধাকান্ত রায়কে বুঝাইয়া দিতে পারিলাম না। কারাগারে থেকে সেই কথা জানাবার জন্য অনেক চেষ্টাও কোরেছিলেম, কিন্তু আমার প্রার্থনা কেহ পূর্ণ করে নাই।"

"ভাল, ক্ষণ-পরেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।—ক্ষণেক পরেই আমি তোমার সমস্ত কথা শুনিব।"—বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্যে প্রধান বিচারপতির এই সুধীর প্রত্যুত্তর।

বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না। বিচারপতির আদেশে অগত্যা তাঁহাকে সময়ের অপেক্ষ করিতে বাধ্য হইল।

পেস্কার পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

"বন্দীকে কারাগারে পাঠাইবার দ্বিতীয় রাত্রে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবের বিশ্বস্ত দেওয়ান দোলগোবিন্দ দে আসামীর তত্ত্বাবধারণে গিয়া দেখিলেন যে, আসামী তথায় নাই;—বন্দী কারাগৃহ হইতে পলাইয়াছে। দেওয়ান আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া দুইজন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে আসামীর অনুসরণে সেই মুহূর্ত্তে পাঠাইয়া দেন।—দেওয়ান অবশ্যই দেখিয়াছিলেন যে, দুর্গের পশ্চাদ্দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে;—সুতরাং তৎপ্রেরিত অশ্বারোহী দুইজনও সেই পথ দিয়া আসামীর অনুসরণে গমন করিল। এই ঘটনার ঠিক দুই ঘন্টা পরে দস্যুরা কোন কৌশলে গুপ্ত দ্বার দিয়া রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কুমারী সুশীলাকে অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইতেছিল।—রাজবাটীর লোকজন জানিতে পারিয়া, দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দস্যুদিগের হস্ত হইতে সুশীলাকে উদ্ধার করাও হয়। তিনজন দস্যু তাহাতে নিহত হয়।—কিন্তু অবশিষ্ট দস্যুগণ তাহাদের মৃতলোক কয়েকজনকে উঠাইয়া লইয়া পলাইয়া যায়। সেই সময় দেখা গেল যে, আসামীর মৃতপ্রায় দেহ দুর্গের পশ্চাদ্দ্বারের পার্শ্বে পতিত রহিয়াছে।—মহামান্য রাধাকান্ত রায় আসামীকে মৃতপ্রায় দেখিয়া দয়াপূর্ব্বক তাহাকে আর কারাগৃহে না রাখিয়া একটা সুসজ্জিত উত্তম গৃহমধ্যে রাখিতে আদেশ করিলেন এবং তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তিনি না কি শুনিয়াছিলেন যে, এবারেও আসামী রায় কুমারীর জন্য দস্যুদিগের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল।—কিন্তু সে বিষয়টা যে কতদূর সত্য,—আসামীই ডাকাইতদের সঙ্গে যোগ করিয়া কুমারী সুশীলাকে চুরী করিয়া পলাইতেছিল কি, না, তাহারি বা ঠিক কি?—খুনেরা সব করিতে পারে!"

বঙ্কিমচন্দ্র অনন্যমনে স্থিরভাবে এতক্ষণ সমস্ত শুনিতে ছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইবার দ্বিতীয় দিবস রাত্রে তিনি কারাদ্বার ভগ্ন করিয়া পলায়ন করেন;—দেওয়ান দোলগোবিন্দ

জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য দুইজন অশ্বসেনা পাঠাইয়া দেয়,—এই পর্য্যন্ত যখন শুনিলেন, তখনই তাঁহার শরীরস্থ সমস্ত শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল;—ক্রোধে দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই—নরপিশাচ ভূপেন্দ্রনারায়ণ যেরূপে তাঁহাকে কারাগার হইতে পলায়ন করিবার পরামর্শ দেন,—যে প্রকারে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দেন,—সেই দুইজন অশ্বসেনা রাজার আদেশেই যে তাঁহার পথ-প্রদর্শক-স্বরূপ হইয়া তাঁহার সহিত গমন করে, তৎসমস্ত আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিতে একবার উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু অমনি সুশীলার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার স্মরণ হইল, সে তথ্য প্রকাশ করিতে যাইলে সুশীলার নাম প্রকাশপাইবে;—সুশীলার নামে কলঙ্ক আসিবে।—এই ভাবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অমনি চুপ করিয়া গেলেন।—তিনি ভাবিলেন, এরূপ মিথ্যা অপবাদে—মিথ্যা ষড়যন্ত্রে শতবার মরিতে হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুশীলার কোন সংস্রব তুলিতে পারিবেন না;—সুশীলার নাম কলঙ্কিত করিতে পারিবেন না।—এই ভাবিয়াই তখন তত ক্রোধও সম্বরণ করিলেন;—মনের অনলে মনে মনেই দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন পেস্কার বলিলেন যে, হয় ত ডাকাইতদের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি সুশীলা-হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন;—খুনেরা সব করিতে পারে।—তখন আর তাঁহার সহ্য হইল না;—তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসাপথ দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল। বিজাতীয় ক্রোধে একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ!—ভয়ানক মিথ্যা।—সব মিথ্যা!—সমস্তই মিথ্যা সাজান!"

"চুপ রও, ছোক্‌রা।"—রমাপ্রসাদ সিংহ নিষেধের স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"চুপ রও ছোক্‌রা!—এটা বিচারালয়;—মহামান্য বিচারপতির সম্মুখে বে-আদবী কোরো না;—এখনি দণ্ড পাবে;—কোড়া খাবে।"

সহকারী বিচারপতি রাজা রঘুপ্রসাদ সিংহ কহিলেন,—"তোমার বল্‌বার সময় আছে;—ক্ষণেক অপেক্ষা কর।"

বঙ্কিমচন্দ্র অবনত-মস্তকে নিরস্ত হইলেন। তাঁহার মুখ নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর আঘাত-প্রতিঘাত চলিতে লাগিল, তাঁহার মনোবৃত্তির প্রবল স্রোত ক্রমে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল; তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

সেই সময়ে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রমাপ্রসাদ সিংহকে জনান্তিকে বলিলেন—

"সাবধান, সিংহ মহাশয়,—ছোঁড়াটা নেহাত গোঁয়ার,—মুখে যা আস্‌বে, তাই বোল্‌বে।—এখন ত মরিয়া হোয়েছে,—মর্‌বে কিনা; তাই বোল্‌ছি, একটু নজর রাখ্‌বেন;—বে-ফাঁস কথা কিছুতে বোল্‌তে দেবেন না;—অধিক কথাই কহিতে দেবেন না।"

"সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।" রায় রমাপ্রসাদ সিংহ বলিলেন,—"সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।—আসামীকে ঠিক জবর-দস্তীতে রাখ্‌বো।—আমার কাজই তাই।"

এদিকে পেস্কার পুনর্ব্বার কাগজপত্র দৃষ্টে বলিতে আরম্ভ করিলেন।—পেস্কার কহিলেন;—

"সেবা-শুশ্রূষায় আসামী কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিয়া একদিন অপরাহ্ণে দোলগোবিন্দকে দিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে ডাকিতে পাঠায়। সে প্রায় দুই সপ্তাহ হইল।—কেবলমাত্র কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব আসামীর গৃহে আগমন করেন। আসামী তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিয়া অশ্রু-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে রাজ-সম্মুখে সকল অপরাধ একে একে স্বীকার করিল।—আসামী বলিল,—মহামান্য রাধাকান্ত রায়ের কন্যাকে সে প্রথমে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা পায়;—তাহার পর সেই বিষয় লইয়া বরদাকান্তের সহিত নদীর তীরে তাহার একদিন ভয়ানক বচসা হয়।—আসামী ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া বরদাকান্তের প্রাণ বধ করে;—তাহাতে তাহার নিজের অসি ভাঙ্গিয়া যায়;—বরদাকান্তের মৃতদেহ সে স্বহস্তে নদীর জলে নিক্ষেপ করে;—কারাগারের নিক্ষিপ্ত হইবার দ্বিতীয় রাত্রে দস্যু-দলের সাহায্যে কারাগৃহ হইতে পলায়ন করে; পথে রাজবাটীর দুইজন

অশ্বারোহীর প্রাণ বিনাশ করে এবং অবশেষে দস্যুদিগের সহিত যোগ দিয়া সুশীলাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা পায়;—মহামান্য রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব সত্যপাঠপূর্ব্বক এই সমস্ত স্বীকার করিতেছেন।—আসামী তাঁহার নিকটে এই সমস্ত স্বীকার করিয়াছে;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বর্ণনা-পত্রে তাঁহার স্বনাম স্বাক্ষরিত আছে; তাহাতে অবিকল এইরূপ বর্ণিত আছে।—অথবা রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সাক্ষ্য অপমান্য করিতে কে সাহসী হইবে?—অতএব, আসামীকে আনন্দপুরের অধীনস্থ প্রধান বিচারপতি রায় রমাপ্রসাদ সিংহ নিম্নলিখিত কারণ গুলিতে দায়রা সোপরদ্দ করিতেছেন।—যথা;

(১ম)—সম্ভ্রান্ত কুলকন্যাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা;—

(২য়)—রায় বরদাকান্ত বাহাদুরের জীবন-হরণ;—

(৩য়)—কারাগার হইতে ফেরার হওন,—

(৪র্থ)—দুইজন নিরপরাধী অশ্বসেনার অকারণে জীবন-হরণ;—

(৫ম)—দস্যুদলের সহিত এক-যোগ হইয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের প্রাসাদ মধ্যে অনধিকার প্রবেশ, লুটতরাজ এবং পুনর্ব্বার কুলকন্যা-হরণে চেষ্টা।

যাহা হউক, আশা করি এতগুলি গুরুতর অপরাধের অপরাধী বঙ্কিমচন্দ্র মহামান্য বিচারপতির এবং অন্যান্য সমাগত রাজন্যগণের মহামূল্য সময় আর অকারণে নষ্ট না করিয়া সাধারণের নিকটে বিনীত ভাবে আপন কৃত-অপরাধ স্বীকার করিয়া সাধারণের প্রীতির ভাজন হইবে। আর, তাহা হইলে, মহামান্য বিচারপতি এবং অন্যান্য সমাগত সভ্যগণ দয়া-পরতন্ত্র হইয়া আসামীর দণ্ডের ভাগ ও কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারেন। আমার বোধ হয়, আসামী এ বিষয়ে আর কাল-বিলম্ব করিবে না।"

এই বলিয়া পেস্কার মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন।—সমস্ত বিচার-গৃহটী প্রায় এক মিনিট কালের জন্য নিস্তব্ধ হইল;—এক মিনিট কাল কাহারো মুখে কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

এক মিনিট কাল পরে প্রধান বিচারপতি সাক্ষীগণের জবানবন্দী

গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।—অমনি একে একে সাক্ষী-গণের তলপ হইল।—সরকারী উকীলের দ্বারা সওয়াল জবাব হইতে লাগিল।

প্রথম সাক্ষী,—রাজবাটী দ্বাররক্ষী। সে যাহা জানিত—প্রথমে রাজ-সম্মুখে যেরূপ বলিয়াছিল, সেইরূপ অবিকল বলিল।

দ্বিতীয় সাক্ষী,—লক্ষ্মণ পোদ;—নিবাস, আনন্দপুর;—পেষা, চাসবাস।—সেই প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের তলোয়ার ভাঙ্গা কুড়াইয়া আনে। সে যাহা জানিত,—বঙ্কিমচন্দ্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দিন রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এবং রাধাকান্ত রায় প্রভৃতির সাক্ষাতে সে যেরূপ যাহা বলিয়াছিল, অবিকল সেইরূপ বলিল।—নকল-নবিশ সে সমস্ত লিখিয়া লইলেন।

তৃতীয় সাক্ষী,—রামভদ্র দাস;—জাতিতে কৈবর্ত্ত;—মৎস্য-জীবি। সে ব্যক্তিও প্রথম দিন রাজবাটীতে যেরূপ বলিয়াছিল—যেরূপে বরদা-কান্তের শিরস্ত্রাণ নদীর জলে প্রাপ্ত হয়, তাহাই বলিল।—লেখক লিখিয়া লইলেন।

এই তিনিজন সাক্ষীর কেহই এরূপ-ভাবে এমন কোন কথাই বলিল না যে, যাহাতে কোনরূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে বরদাকান্তের হত্যা-অপরাধে অপরাধী বলিয়া কাহারো মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে।

চতুর্থ সাক্ষী,—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বৃদ্ধ দেওয়াণ দোলগোবিন্দ দে;—জাতিতে তিলি;—পেষা চাকুরী।—দোল-গোবিন্দ অম্লান-বদনে বলিল যে, আসামী কারাগার হইতে পলায়ন করে;—সে তাহাকে ধরিবার জন্য দুইজন অশ্বারোহী প্রেরণ করে। আসামীর প্রার্থনায় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে আসামীর গৃহে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।—তাহার সাক্ষাতে আসামী রাজা ভূপেন্দ্রনারা-য়ণের নিকটে নিজের যাবতীয় অপরাধের কথা স্বীকার করে।

পঞ্চম সাক্ষী;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব স্বয়ং।—তিনি কেবল সত্যপাঠ ও প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন যে, তাঁহার লিখিত বর্ণনাপত্র,

যাহা তিনি সরকারি উকীলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা সত্য ও যথার্থ। তাহাতে আসামীর বিরুদ্ধে যাহা লিখিত আছে, সমস্তই সত্য, সমস্তই আসামী তাঁহার নিকটে তাঁহার দেওয়ানের সাক্ষাতে নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে।

সাক্ষীগণের একে একে জবানবন্দী হইয়া গেল।—নকল-নবীশ সমস্ত জবানবন্দী একে একে লিখিয়া লইলেন।—মহামান্য বিচারপতি ও তাঁহার সহকারী এবং সম্ভ্রান্ত ও ইতর-সাধারণ সমাগত-মণ্ডলী সকলেই তাহা শ্রবণ করিলেন।—মহামান্য রাধাকান্ত রায়ও সমস্ত শুনিলেন।—কিন্তু এক দিন রাত্রে—যে দিন বরাদাকান্তের হত্যা-জনরব তাঁহার কর্ণগোচর হয়—সেইদিন রাত্রে নিজের শয়ন কক্ষে বৃদ্ধ ভট্ট সদাশিব রাওয়ের মুখে যে একটী ভয়ানক গুপ্ততত্ত্ব শ্রবণ করেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া দেওয়ান দোলগোবিন্দের সাক্ষ্য যেন তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া বোধ হইল;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবের সাক্ষ্যতেও তাঁহার কিঞ্চিৎ সন্দেহের ছায়া পড়িল।—কিন্তু, পদমর্য্যাদার গৌরবে তাঁহার সে সন্দেহ দাঁড়াইতে পারিল না। আবার একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রকে যথার্থ অপরাধী বলিয়াও তাঁহার কিছুতেই ধারণ হইল না।—পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধ রাধাকান্ত রায় বিষম ভাবনায় পড়িলেন। কোন দিকেই তাঁহার মনস্তরি স্থির রাখিতে পরিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র একে একে সমস্ত সাক্ষীর সমস্ত জবানবন্দী শুনিলেন। দেওয়ানের সাক্ষ্য শুনিলেন,—তাঁহার শিরায় শিরায় অগ্নি ছুটিতে লাগিল। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সত্যপাঠ শুনিলেন,—সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পক্ষে শূন্যময় বলিয়া বোধ হইল।—তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল।

সপ্তবিংশ প্রসঙ্গ।

আসামীর সাফাই।

এইবার আসামীর সাফাই।—প্রধান বিচারপতি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার কোন বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।—উপস্থিত অভি-যোগে তিনি কোনরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অভিলাষী কি না, কোনরূপে আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করিলেন।—সরকারী উকীল বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালরূপে প্রধান বিচারপতির মনের ভাব বুঝাইয়া দিলেন;—রীতিমত সত্যপাঠ করা-ইলেন;—নাম, ধাম, জাতি, পেশা জিজ্ঞাসা করিলেন।—বঙ্কিমচন্দ্রও বিচারপতির যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া সময়োচিত সম্বোধনে নির্ভীক-হৃদয়ে নির্দ্দোষ-সরল-দৃষ্টিতে প্রশান্ত-স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার!—বাল্যকাল হোতে—আমার অজ্ঞান অবস্থা হোতেই মহামান্য রাধাকান্ত রায়ের স্নেহে, যত্নে, অন্নে ও আশ্রয়ে আমি প্রতিপালিত।—পুত্রনির্ব্বিশেষে এতদিন তিনি আমাকে প্রতিপালন কোরে এসেছেন;—আমিও তাঁকে সর্ব্বদাই পিতার অধিক ভেবে থাকি,—তদধিক ভক্তি শ্রদ্ধা কোরে থাকি,—তাঁর অনু-মতি লয়ে সকল কার্য্য কোরে থাকি।—তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বরদাকান্তের সহিত আমি একত্রে বর্দ্ধিত,—একত্রে শিক্ষিত,—একত্রে প্রতিপালিত। বরদাকান্তকে আমি কনিষ্ঠ সহোদর অপেক্ষাও অধিক ভালবাসতেম, বরদাকান্তও আমাকে সর্ব্বদা অগ্রজের ন্যায় জ্ঞান কোর্ত্তেন।—বাল্য-কাল হোতেই আমাদের উভয়ের হৃদয়ে অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহের সঞ্চার হোয়েছিল,—বয়সের সহিত আমাদের সেই অনির্ব্বচনীয় স্নেহ-ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হোতেছিল,—কখন কোন কারণে আমাদের পর-

স্পরের কোনরূপে মনোবাদ ঘটে নাই,—একদিনের জন্যে আমাদের হৃদয়ে কোন কারণে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাভাবের সঞ্চার হয় নাই।
এক পিতার পুত্রের ন্যায়,—অথবা, এক আত্মা দুই দেহে অবস্থিতের ন্যায়, আমরা পরস্পরে পরস্পরের প্রীতি-বিনিময়ে পরমানন্দে কালযাপন কোরে আস্‌ছিলেম।—একত্রে ভোজন,—একত্রে শয়ন,—একত্রে ভ্রমণ, সকল কার্য্যই আমাদের একত্রে সম্পাদিত হোতো;—এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের কেহ কাহারো বিচ্ছেদ সহ্য কোর্ত্তে পার্‌তো না।—কুমারী সুশীলাকে আমি কনিষ্ঠা সহোদরার অপেক্ষাও অধিক স্নেহ কোর্ত্তেম; প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাস্‌তেম;—সযত্নে সুশীলাকে আমি নানাবিষয়িনী শিক্ষাও প্রদান কোর্ত্তেম।—কিন্তু সময়ের দোষে,—বয়সের চাপল্যে—মনের তারল্যে—আমাদের বাল্যের সেই নির্দ্দোষ ভালবাসার—অকৃত্রিম সোদরসোদরাস্নেহের রূপান্তর প্রাপ্তি হোলো।
অতি অল্প দিন অতীত হোলো, আমাদের পরস্পরের মনোভাব পরস্পরে জান্‌তে পাল্লেম।—আমি জান্‌লেম, সুশীলা আমাকে প্রণয়ের চক্ষে দেখেছেন;—সুশীলাও বুঝিলেন, আমার ভালবাসা প্রণয়মূলক।
এই আমার জীবনের অপরাধ!—একজন অজ্ঞাত কুলশীল পরান্নজীবী হোয়ে মহামান্য রাধাকান্ত রায়ের কন্যাকে প্রণয়ের চক্ষে দেখেছি, এই অপরাধে আমি আমার মাননীয় প্রতিপালকের নিকট অপরাধী।
এই কারণে আমি অকৃতজ্ঞ-পদবাচ্য!—কিন্তু ভেবে দেখুন, এতে আমার দোষ কি?—স্বাধীন মনোবৃত্তির অপ্রতিহত গতি কে রোধ কোর্ত্তে পারে?—পবিত্র প্রেমের কঠোর শাসন উল্লঙ্ঘন কোরে কয়জন ব্যক্তি ইহজগতে বিচরণ কোর্ত্তে সক্ষম হোয়েছে?—মানব হৃদয়ক্ষেত্রে প্রণয়-তরু স্বতঃই অঙ্কুরিত হয়;—বিনা যত্নে স্বতঃই প্রস্ফুরিত হয়,—পরিণামে স্বতঃই মুকুলিত হোয়ে উঠে।—হৃদয় বিচ্ছিন্ন কোল্লেও সে অঙ্কুর উৎপাটন করা—সে মুকুল ধ্বংস করা পার্থিব জীবের কোন সাধ্য নাই।
তবে এ কথা আমি স্বীকার করি যে, সমাজের চক্ষে আমার কার্য্য শতবার অন্যায় হোয়েছে;—মহামান্য রাধাকান্ত রায়ের কুমারী কন্যার কর্ণে প্রেমের ভাষা বর্ণন কোরে, আমি কঠোর সমাজ-বন্ধনের কঠিন

শাসনে দণ্ড-ভোগের পাত্র হোয়েছি।—কিন্তু কোর্ব্বো কি?—মুহূর্ত্ত কালের জন্য উদ্ভ্রান্ত চিত্তবৃত্তি যে পথে প্রবৃত্ত হোয়েছিল, তখন আর তাকে সে পথ হোতে প্রতিনিবৃত্ত কোর্ত্তে পারি নাই।—তবে যখন সমস্ত বুঝ্‌তে পাল্লেম—আমার অপরাধ জান্‌তে পাল্লেম, সাধারণের চক্ষে আমাকে অকৃতজ্ঞ হোতে হোচ্ছে এ ধারণা যখন আমার জন্মাল, তখনই আমি সে পথ হোতে ফিল্লেম;—সে কল্পনা বিসর্জ্জন দিলেম; সে আশা পরিত্যাগ কোল্লেম।—মুহূর্ত্ত কালের জন্য আমার হৃদয়ে তাদৃশ প্রেমের সঞ্চার হোয়েছিল;—মুহূর্ত্ত কাল পরেই আবার আমার মনের সে ভাব মনেই বিলীন হোয়ে গেল।—দুর্লভ পদার্থের আশায় মনকে প্রধাবিত হোতে আর আমি অবসর দিলাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র কিয়ৎক্ষণের জন্য একবার নিস্তব্ধ হইলেন।—একবার বিচারগৃহের চতুর্দ্দিকে তড়িৎ-সঞ্চালনের ন্যায় দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। দেখিলেন, সমগ্র বিচারগৃহটী একেবারে নিস্তব্ধ;—গৃহের বায়ুটী পর্য্যন্ত নিশ্চল;—বিচারক হইতে সামান্য দর্শক পর্য্যন্ত নিশ্বাস নিরোধে নির্নেমেষ-নয়নে তাঁহার কাহিনী শ্রবণে নিবিষ্টমনা।—কেবল দেখিলেন, তাঁহার প্রতিপালক পিতৃতুল্য রাধাকান্ত রায় উভয় হস্তে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া অনর্গল অশ্রুবর্ষণে নিযুক্ত।—ওহো!—বৃদ্ধ যুদ্ধসচিবের মনের যে তখন কি ভয়ানক ভাব, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য!

কিয়ৎক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে লাগিলেন;—

"যে দুর্দ্দিনে শ্রীমতী সুশীলার সহিত আমার প্রথম প্রণয়ের ভাষায় কথোপকথন হয়, সেই দিন হোতেই আমি রায়-সংসার হোতে পৃথক ভাবে কালযাপন কোরে আস্‌ছি।—সেই দিনেই মহামান্য রাধাকান্ত রায় আদেশ করেন যে, আমি রায়-পরিবারের আর কোন সংস্রবে সংশ্লিষ্ট থাক্‌তে পার্ব্বো না,—তাঁর কন্যা-পুত্রের সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কোর্ত্তে পাব না;—একাকী এক ঘরে থাকিব,—কেবল সংসার হোতে আমার ভরণপোষণ চোল্‌বে।—আমার আশৈশব প্রতিপাল-

কের সেই আদেশ শ্রবণ কোরে তদ্দণ্ডেই আমি রায়-পরিবার পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে চোলে যেতে পার্ত্তেম;—সেই দিন হোতেই নিজের ক্ষমতা—নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা অন্যদেশে গিয়ে কোন রূপে আত্মজীবিকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হোতেম;—সেই দিনই পরাধীনতার দুর্ব্বহ শৃঙ্খল ছিন্ন কোরে—পরোপাসনা পরিত্যাগ কোরে স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা বিচরণ কোরে বেড়াতেম।—কিন্তু তা পাল্লেম না। কৃতজ্ঞতার দারুণ অঙ্কুশ আমাকে আঘাত কোল্লে।—পিতৃতুল্য রাধা-কান্ত রায়ের আদেশ লঙ্ঘন কোরে তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্রে গমন কোল্লে, আমাকে চির অকৃতজ্ঞ হোতে হবে—চিরদিনের জন্য ধর্ম্মে পতিত হোতে হবে—এই ভেবে সে সং-কল্প আমি পরিত্যাগ কোল্লেম;—প্রতিপালকের আদেশ ও অভি-লাষানুসারে সেই হীনভাবেই আমি রায়-পরিবারে বাস কোর্ত্তে প্রস্তুত হোলেম।—এই ঘটনার অত্যল্পদিন পরেই রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ সুরঙ্গপুর হোতে এই রাজবাটীতে এসে উপস্থিত হোলেন। তাঁর শুভাগমনের পরদিন দুর্দ্দান্ত ভীল-সর্দ্দার মল্লাবীর—কিরূপে কেন জানি না—সুশীলাকে অপহরণ কোরে লয়ে পলায়। আমি তার দারুণ কবল হোতে সেবার সুশীলার উদ্ধার সাধন করি। অনন্তর রাসপূর্ণিমার পরদিন সুশীলা তাঁর ধাত্রীর সহিত উপবনে ভ্রমণ কোচ্ছেন, এমন সময়ে আমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। সুশীলার সহিত আমার দুই-একটী কথোপকথনও হোলো। ইতি-মধ্যে বরদাকান্ত সেই স্থানে এসে উপস্থিত হোলেন।—বরদাকান্ত স্বভা-বতই কিঞ্চিৎ উদ্ধত—কিঞ্চিৎ অভিমানশালী ছিলেন।—সুশীলার সহিত আমাকে বাক্যালাপ কোর্ত্তে দেখে, তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হোয়ে উঠলেন। প্রথমে নিজ সহোদরা ও ধাত্রী কমলাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও তিরস্কার কোল্লেন।—তাঁরা দুইজনে তৎক্ষণাৎ ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে দিকে চোলে গেলেন। আমি সেই খানেই রইলেম। ধাত্রী ও সুশীলার প্রস্থানের পর বরদাকান্ত আমার প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ কোর্ত্তে আরম্ভ কোল্লেন।—যা

মুখে আস্‌তে লাগ্‌লো, তাই বোল্‌তে লাগ্‌লেন।—আমি চুপ কোরেই রইলেম,—তাঁর কোন কথায় কোন উত্তর কোল্লেম না।—সহোদরাধিক বরদাকান্তের সহিত কোন অংশে বিরোধ করা আমার অভিপ্রেত ছিল না।—এবং তাহা আমার উচিতও নহে।—সুতরাং, তাঁর কোন কথা, কোন তিরস্কার আমি গ্রাহ্য না কোরে, তাঁর নিকট হোতে স্থানান্তরিত হবার মানসে দুই-এক পদ কোরে আমি নদীর দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম।—তিনি, কিন্তু, আমার সঙ্গ ছাড়্‌লেন না।—আমি যে দিকে যাই, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকেই যেতে লাগ্‌লেন।—ক্রমে আমরা দুজনে নদীর তীরে এসে উপস্থিত হোলেম।—নদীতটে সবেমাত্র আমরা উপস্থিত হোয়েছি, এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড বন্য-বরাহ সহসা আমাদিগকে আক্রমণ কোল্লে।—বরদাকান্ত বন্য বরাহটাকে দেখেই ঊর্দ্ধশ্বাসে বনপথে বেগে পলায়ন কোল্লেন। আমি পালাতে পাল্লেম না।—আমি তখন সেই ভীষণ বরাহের কবলস্থ হই হই! কিন্তু অসীম-সাহসে আর দৈবের অনুকম্পায় আমি রক্ষা পেলেম। বরাহটা যেমন আমায় আক্রমণ কোর্ত্তে উদ্যত হবে, অমিনি আমি আমার হাতের তলোয়ার খানা ঠিক লম্বভাবে ধোল্লেম;—বরাহটা যেমন আমার উপব ঝাঁপিয়ে পোড়্‌বে, অমনি সেই তরবারির শীর্ষদেশ তার কণ্ঠদেশে ভেদ কোরে বিদ্ধ হোয়ে গেল।—তাতেই তার প্রাণবিয়োগ হোল্লো। আমি তৎক্ষণাৎ সবলে সেই দুর্দ্দান্ত পশুটাকে ভূতলে নিক্ষেপ কোরে তার গলা থেকে তলোয়ার খানা খুলে নেবার জন্যে অনেক চেষ্টা কোল্লেম;—কিন্তু, পাল্লেম না।—টানাটানিতে তরবারির অর্দ্ধেকটা ভেঙ্গে আমার হাতে এল;—অপরার্দ্ধ সেই মৃত বরাহের কণ্ঠ মধ্যেই রোয়ে গেল।—তখন ভগ্ন তরবারি লইয়া আর কি কোর্ব্বো ভেবে, সে খানাও সেই খানে ফেলে বরদাকান্তের অন্বেষণে বনমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম।—প্রায় এক ঘন্টা কাল তাঁকে খুঁজলেম; কিন্তু, কোন সন্ধান পেলেম না। তখন ভাব্‌লেম, তিনি বোধ হয় রাজবাটীতে ফিরে গিয়েছেন।—এই ভেবে আমি পুনর্ব্বার নদীর তীরে এলেম। এসে দেখি, সেখানে সে মৃত বরাহটা নাই;—আমার হাতের ভাঙ্গা সে

আধখানা তলোয়ারও নাই। কেবল কতক পরিমাণ রক্ত সেই স্থানে জমে রোয়েছে।—কর্দ্দমের উপর অনেকগুলি পদচিহ্নও দেখ্তে পেলেম। স্থির কোর্লেম,—অন্য কোন শিকারী এসে, বোধ হয়, বরাহটাকে উঠিয়ে লয়ে গেছে। যাহোক, আমি সে স্থানে আর অপেক্ষা কোর্লেম না; দ্রুতপদে রাজবাটীতে ফিরে এলেম। এসে শুন্লেম, বরদাকান্ত তখনও পর্য্যন্ত ফেরেন নাই। আমার মনে বিষম ভাবনা হোলো। কিন্তু তখন কাহাকেও কিছু বোল্লেম না।—আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ও কর্দ্দম লেগেছিল;—পরিধেয় পরিচ্ছদও স্থানে স্থানে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হোয়ে পোড়েছিল;—সুতরাং, তৎক্ষণাৎ আপন কক্ষে চোলে গেলেম। আপন কক্ষে প্রবেশ কোরে বস্ত্রাদি উন্মোচন করত হস্ত পদাদি ধৌত কোরছি মাত্র, এমন সময়ে একজন প্রতিহারী গিয়ে আমাকে এই দরবার-গৃহে ডেকে নিয়ে এলো। এখানে এসে দেখ্লেম,—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ,—মহামান্য রাধাকান্ত রায় এবং আরো কয়েকজন সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার উপবেশন কোরে আছেন,—দেওয়ান দোল্গোবিন্দ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান,—ধাত্রী কমলা একান্তে উপবিষ্টা এবং এই মোকদ্দমার দ্বিতীয় সাক্ষী, লক্ষ্মণ পোদ সেই স্থানে উপস্থিত।—আমাকে দেখে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব বরদাকান্তের সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা কোর্লেন।—আমি কিছুই জানতাম না—জানি নাই বোল্লেম।—অনন্তর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব নানাকৌশলে প্রকারান্তরে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে লাগ্লেন;—মধ্যে মধ্যে ধমকও দিতে লাগ্লেন;—কিন্তু আমি কিছুই জনিতাম না, সুতরাং, তাঁহার সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পার্লেম না।—আমার প্রতি সেইরূপ জেরা চোল্‌ছে, ইত্যবসরে তৃতীয় সাক্ষী রামভদ্রদাস বরদাকান্তের জলসিক্ত রক্তাক্ত অঙ্গবস্ত্র লয়ে সেই স্থানে এসে উপস্থিত হোলো।—তদ্দর্শনে সকলেই সিদ্ধান্ত কোর্লেন, যে আমি বরদাকান্তকে হত্যা কোরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।—কিন্তু আমার মনে এই হোলো যে, বরদাকান্ত বোধ হয়, তবে নদীর তীর দিয়া ছুটিয়া আসিতে পদস্খলিত হোয়ে নদী মধ্যে নিপতিতা হোয়েছেন;—নিশ্চয় তবে তিনি নদীতেই নিমগ্ন হোয়ে গেছেন;

সোদরাধিক বরদাকান্ত তবে এ জগতে আর নাই—নদীতে নিমগ্ন হোয়ে প্রাণত্যাগ কোরেছেন,—করালকাল অকালে তাঁকে হরণ কোরেছে, এই ভেবে আমার মাতা ঘুরে গেল, তখনই আমি সেই স্থানে হতজ্ঞান হোয়ে পোড়লেম।—আমার বক্তব্য এই সমস্ত বৃত্তান্ত তখন আর কাহাকেও জানাতে পাল্লেম না।—পরে আবার আমার যখন চৈতন্য হোলো, তখন দেখ্‌লেম, আমি এক ভীষণ অন্ধকারা-কূপে একাকী নিক্ষিপ্ত;—লৌহ-শৃঙ্খলে আমার হস্ত-পদ আবদ্ধ।—বুঝ্‌লেম যা দাঁড়িয়েছে;—রায়কুমার বরদাকান্তের খুনের দায় আমার ঘাড়ে এসেছে;—খুনের দায়ে আমি বন্দী হোয়েছি। সন্ধ্যার পর এই মকদ্দমার চতুর্থ সাক্ষী দেওয়ান দোল-গোবিন্দ দে আমার জন্য আহাব ও পানীয় লয়ে সেই কারাগৃহে এল। আমি তাকে আমার কাহিনীটী সব বোল্লেম।—সাধারণকে—বিশেষ রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ ও মহামান্য রাধাকান্ত রায়কে সেই কথা জানাবার জন্যে—আমি যে নির্দ্দোষ, এই কথা বল্‌বার জন্যে আমি অনেক অনু-নয়ও কোল্লেম। কিন্তু দেওয়ান আমার কথায় কর্ণপাত কল্লে না। পর-দিন রাত্রে আমি কারাগৃহ হোতে মুক্তিলাভ করি।—ইচ্ছাপূর্ব্বক কারা গৃহ হতে পলায়ন করি নাই;—তবে কে—কিরূপে আমাকে মুক্ত কোল্লে কেন কোল্লে, সে কথা আমি বোল্‌তে ইচ্ছা করি না।—কারাগার হোতে মুক্তিলাভ কোরে দুর্গ হোতে নিষ্ক্রান্ত হোয়ে এই দুর্গেরই দুইজন অশ্বসেনার সহিত আমি দক্ষিণ পূর্ব্বপথ অতিবাহন করি;—পথে যেতে যেতে মহাবীরের দস্যুদলের সম্মুখে আমরা পড়ি।—রাজা ভূপেন্দ্রনারা-য়ণ যে দুইজন অশ্বারোহীর প্রাণ হত্যার অপরাধ আমর স্কন্ধে নিক্ষেপ কোচ্ছেন, সে দুইজন অশ্বসেনাকে আমি হত্যা করি নাই,—অথবা দেওয়ান দোলগোবিন্দ কর্ত্তৃক তাহারা আমার অনুসরণেও প্রেরিত হয় নাই।—এই দেওয়ান ইচ্ছাপূর্ব্বকই তাহাদিগকে আমার সহিত পাঠিয়ে দেন।—পথে দস্যু হস্তে সম্মুখ সংগ্রামে তাহার নিহত হয়। আমি কোন গতিকে তাদের হস্ত হোতে পলায়ন কোরে অন্যপথ দিয়ে পুনর্ব্বার দুর্গের পশ্চাদ্দ্বারের নিকটে এসে উপস্থিত হই।—এসেই দেখি ভীল-দস্যু মহা-বীর দুর্গের পশ্চাদ্দ্বার ভগ্ন কোরে সদলে অন্তঃপুরে প্রবেশ কোরে পুন

র্ব্বার সুশীলাকে অপরহণ কোরে পালাচ্ছে।—দস্যুদিগের সহিত আমার আবার যুদ্ধ হোলো,—তাতে দুইজন দস্যু আমার হাতে নিহত হয়। দস্যুদলপতি দুই সহোদরে অচেতন হোয়ে পড়্‌লো।—সুশীলাকে পুনর্ব্বার তাদের হস্ত হোতে আমি উদ্ধার কোল্লেম। কিন্তু পরক্ষণেই অবশিষ্ট দস্যুগণ এসে আমাকে যুগপৎ আক্রমণ কোল্লে। আমি তাদের প্রহারে অচেতন হোয়ে সেই খানেই পোড়্‌লেম।—তার পরে চৈতন্য সঞ্চার হোলে দেখি যে, এই দুর্গস্থিত একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সুন্দর-শয্যার উপরে আমি শয়নে কোরে আছি;—মহামান্য রাধাকান্ত রায়ের আদেশে আমার সুচিকিৎসা চলিতেছে;—ধাত্রী কমলা আমার শুশ্রুষায় নিযুক্ত রোয়েছে।—ধাত্রীকে আমার এই সমস্ত কথা আমি একে একে বোল্লেম। কিন্তু তাতে কোন ফল হোলো না।—ধাত্রী কমলা সুশীলার দ্বারা সমস্ত কথা আমার মহামান্য প্রতিপালককে শোনাবার চেষ্টা কোচ্ছিল; কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি তার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। দেওয়ান দোলগোবিন্দ আমার রুগ্নাবস্থায় এক দিনের জন্যেও আমার সহিত সাক্ষাৎ কোর্ত্তে আসে নাই;—সে এখন যে সাক্ষ্য প্রদান কোল্লে তাহা সমস্তই মিথ্যা।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে আমি কোন দিন ডাক্‌তে পাঠাই নাই। তিনি আপন ইচ্ছায় আমার গৃহে একদিন এসেছিলেন। আমি তাঁর নিকটে—আমি দোষী—এমন কথা কখন বলি নাই। তাঁকে আমি পদে পদে বোলে এসেছি আমি নির্দ্দোষ!—তিনিও যে সমস্ত সাক্ষ্য দিলেন, তাহাও সমস্ত মিথ্যা;—সমস্তই তাহার স্বকপোল-কল্পিত।"

নবীন যুবা নিরস্ত হইলেন।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ আরো কিছু বলিবার জন্য আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু রাধাকান্ত রায় তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বসাইয়া বলিলেন,—"আর না!—আর আমি এসব দেখ্‌তে পারি না।—যা হবার হৌক;—আমার প্রাণে আর সহ্য হোচ্ছেনা!"

"আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস কোচ্ছেন, না বঙ্কিমের?"

রাধাকান্তরায়ের বাক্যে এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

"আপনার কথা অবিশ্বাস করি কিরূপে? কিন্তু আমার মাথা ঘুচ্ছে;—আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।" শোক-তাপ-দুঃখ মর্ম্মাহত রাধাকান্ত রায়ের এই প্রত্যুত্তর।

এদিকে প্রধান বিচারপতি বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী সমগ্র শ্রবণ করিয়া, সাক্ষ্যগণের এজেহারের সহিত একটী একটী করিয়া মিলাইয়া, উপস্থিত মোকদ্দামার ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনেক ক্ষণ বিবেচনা করিয়া, সাধারণ সভ্যমণ্ডলীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"ঘটনা যেরূপ দাঁড়িয়েছে,—সাক্ষীগণের মুখে যেরূপ প্রকাশ পেতেছে,—বিশেষত, মহামান্য রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব সত্যপাঠ-পূর্ব্বক যেরূপ বর্ণনাপত্র দাখিল কোর্ত্তেছেন,—তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দেওয়ান দোলগোবিন্দ যেরূপ এজেহার দিতেছে,—তাতে আসামীকে হত্যা-অপরাধে অপরাধী বোলেই সপ্রমাণ কোরে দিচ্ছে।—আসামী আপন মুখে বন্যবরাহের আক্রমণ ঘটনা যেরূপ বর্ণনা কোল্লে, তাহা তাহার সুবুদ্ধি-রচনা ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না।—আসামী বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন প্রত্যুৎপন্নমতি, তাহার আকার ইঙ্গিতেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হোতেছে।—আর, মান্যমান রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবকে আমি কখনই মিথ্যাবাদী বোলে—মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত অভিযুক্ত কোরে, আসামীর এককের বাক্য কখনই বিশ্বাসযোগ্য বোধে গ্রহণ কোর্ত্তে পারি না।—আসামী বঙ্কিমচন্দ্র বরদাকান্ত রায়ের হত্যা-অপরাধে অপরাধী।—তাহার বিপক্ষে অন্যান্য অভিযোগ আমি আর গ্রহণ কোল্লেম না। অতএব সদ্যুক্তিতে সুবিচারপূর্ব্বক এই রায় দিলাম যে—বরদাকান্ত রায়ের হত্যা-অপরাধে আসামী বঙ্কিমচন্দ্র অদ্য হইতে তৃতীয় দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় আনন্দপুরের রাজবাটীর বধ্যভূমে নীত হইবে।—সেই রাত্রে সর্ব্বজন সমক্ষে আসামীর গলদেশে ফাঁসী রজ্জু প্রদান করা হইবে। আনন্দপুরের অধীনস্থ বিচারপতি রায় রমাপ্রসাদ সিংহ সেই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।—আশা করি, জগদীশ্বর আসামীকে তৎকৃত মহাপাপের জন্য পরলোকে ক্ষমা করিবেন। এ পৃথিবীতে আসামীর আর স্থান হইবে না। কিন্তু, ভবিষ্যতে এরূপ যদি কখন প্রমান পাওয়া যায় যে, আসামী

বিনা অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং তাঁহার উপযুক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দোলগোবিন্দ দে মিথ্যা-সাক্ষ্য দিয়া অকারণে নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড করাইয়াছেন, তাহা হইলে আইন অনুসারে তাঁহা-দিগকে এই মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদানের জন্য যথারীতি দণ্ডভোগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে।—"

অনন্তর প্রধান বিচারপতি এইরূপ রায় প্রদান করিয়া বিচারগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের নির্দ্ধারিত কক্ষে চলিয়া গেলেন।—গৃহের জন-স্রোত জল-স্রোতের ন্যায় হুহু-শব্দে বাহির হইয়া চলিল।—রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ দেব রাধাকান্ত রায়ের সহিত অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। উকিল ও আমলাবর্গ এবং রায় রমাপ্রসাদ সিংহ আপন আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন। প্রহরীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত কারাগৃহ মধ্যে লইয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আনন্দপুরের অধিকাংশ লোকেই মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইলেন।—অনেকেরই তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া সংস্কার ছিল;—অনেকেরই হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। কেবল, মনে মনে আনন্দিত হইলেন আনন্দপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মচারী দেওয়ান দোলগোবিন্দ দে।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অচল-হৃদয় কিছুমাত্র বিচ-লিত হইল না।—তখনো তিনি সরলচিত্তে সেই দৈবের উপরেই আত্ম-নির্ভর করিয়া রহিলেন;—তখনো তাঁহার প্রশান্ত অন্তর আশার ক্ষীণা-লোকে উদ্ভাষিত হইয়া রহিল।

স্বল্পক্ষণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণাম সুশীলাসুন্দরীর কর্ণ-গোচর হইল।—তিনি শুনিলেন;—শুনিয়া কাঁদিলেন না, কাঁপিলেন না, ভাল মন্দ কোন কথাই বলিলেন না।

অষ্টবিংশ প্রসঙ্গ।

মহাবীরের মন্ত্রণা।

ভীল দস্যু মহাবীরের প্রসিদ্ধ কলিদুর্গের এক নিভৃত কক্ষে আলকোধারের উপরে মিট্ মিট্ করিয়া একটী আলোক জ্বলিতেছে;—দস্যু-সর্দ্দার মহাবীর সহোদর রণবীরের সহিত একান্তে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে উপবেশন করিয়া কি গোপনীয় পরামর্শ করিতেছে।—কথোপকথন চলিতেছে তাহাদের মাতৃভাষায়। কিন্তু পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা তাঁহার মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের দায়রায় বিচারের পর একদিন অতীত হইয়াছে। আর একদিনমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র এ পৃথিবীতে থাকিবেন।—পরদিন নিশীথে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে।—তাঁহার জীবিতকালের আর পূর্ণ অষ্টপ্রহর অবশিষ্ট আছে।

প্রায় একপক্ষ অতীত হইল, দস্যু-সহোদরদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়।—সেই আঘাতে তাহারা দুই সহোদরেই এই একপক্ষকাল সম্পূর্ণ শয্যাগত হইয়াছিল।—একপক্ষ পরে তাহারা কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিয়াছে। একপক্ষ পরে আজ তাহারা উঠিয়া বসিয়াছে। উঠিতে পারিয়াছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই।—দেহে এখনও পর্য্যন্ত বলাধান হয় নাই।—এখনো উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা পায় নাই।—তবে যে, আজ এই দুই প্রহর রাত্রে এখনো পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া আছে?—তদবস্থ-দেহকে আবার যে, তাহারা রাত্রিজাগরণের কষ্ট দিতেছে?—আছে;—কারণ আছে; বিশেষ আবশ্যকীয় কারণ আছে।—দুর্দ্দান্ত দস্যু মহাবীর কিম্বা তাহার উপযুক্ত সহোদর রণবীর অকারণে কখন কোন কাজ করে না।—আজ তাহাদের সেই অবস্থায়, সেই প্রকারে নিশাযাপনের বিশেষ কারণ,

বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।—তাহারা যেন প্রতিমুহূর্ত্তে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে পদার্পণ করিয়াছে।—দস্যুসহোদর সেই ভাবেই উপবেশন করিয়া আছে।—এক একবার দ্বারের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে,—এক একবার উভয়ে কি বলাবলি করিতেছে, আর সম্মুখস্থ মৃৎপাত্র হইতে পানপাত্র পূর্ণ করিয়া এক একবার একে একে এক এক নিশ্বাসে পাত্র নিঃশেষিত করিয়া ফেলিতেছে। মুহুর্মুহু-তীব্র-বারুণী-সেবনে সেই অসুরমূর্ত্তি সহোদর-যুগলের মুখরাগাদি অধিকতর ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে।—সুগোল সুবৃহৎ নয়ন-চতুষ্টয় ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে,—আপীত নেত্রপুত্তলী ভেদ করিয়া যেন তড়িৎ-রশ্মি বিনির্গত হইতেছে। ঠিক যেন, রণচামুণ্ডার রণনির্জ্জিত দৈত্যপতি শুম্ভ সহোদর নিশুম্ভের সহিত বৈরনির্য্যাতনের স্পৃহা-প্রদীপ্ত-হৃদয়ে প্রতিক্ষণে প্রতিপক্ষ সুরপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে!

কালীদুর্গের পাতাল-গৃহে উন্মাদিনী এবং সেই হতভাগ্য অজ্ঞাত বন্দী সেই ভাবেই কারাবদ্ধ আছে।—যে দিন আবীরলালকে কৌশলে ভুলাইয়া, চতুরা পাগলিনী সেই অজ্ঞাত বন্দীকে দস্যুকবল হইতে উদ্ধারের প্রয়াস পায়, তৎপর দিনই তাহাদের ফাঁসী হইবার কথা ছিল।—কিন্তু সেই রাত্রে দস্যুদলপতি মহাবীর এবং রণবীর উভয়েই আহত হইয়া দুর্গ মধ্যে আনীত হওয়ায় তাহাদের প্রাণদণ্ড স্থগিত হইয়া আছে। সর্দ্দারের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া আবীরলাল এতদিন পাগলিনীর সম্বন্ধীয় সেই সমস্ত কথা কিছুই বলিতে পারে নাই;—কোন কথাই কহিতে সাহস করে নাই।—সে তাহাদের দলপতির স্বভাব ভালরূপ জানিত। জানিত, বিনা অনুমতিতে অথবা তাহাদের শারীরিক অসুস্থতা থাকিলে, কেহ কোন কথা কহিতে আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত। সুতরাং, এই একপক্ষের মধ্যে এই সহোদরদ্বয়ের নিকটে কেহ আগমন করিতে কিম্বা কোন কথা কহিতে পারে নাই। কেবল একজন অস্ত্র-চিকিৎসক প্রতিদিন দুইবার করিয়া আসিয়া দেখিয়া যাইত এবং বিশ্বস্ত অনুচর দেবরাজ প্রত্যহ একবার করিয়া আসিত। যাহা কিছু আবশ্যক,

যাহা কিছু গোপনীয় পরামর্শ সমস্তই দেবরাজের সহিত হইত। দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারো নিকটে আসিবার অনুমতি ছিল না। সুতরাং, আবীরলাল পাগলিনীর সম্বন্ধীয় কোন কথাই এ পর্য্যন্ত তাহার প্রভুর কর্ণগোচর করিতে পারে নাই।—এই কারণেই সেই প্যাতালপুরীর অন্ধকারানিহিত অজ্ঞাত হতভাগ্য বন্দী ও আমাদের সুপরিচিতা উন্মাদিনীর হতভাগ্য-জীবন এতাবৎকাল রক্ষা পাইয়াছে।

অদ্য প্রাতঃকালে দস্যু-সহোদরদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারের ফলাফল সমস্ত শ্রবণ করিয়াছে।—বঙ্কিমচন্দ্রের ফাঁসি হইবে শুনিয়া তাহাদের আনন্দের পরিসীমা নাই।—কারণ, এই বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক তাহারা তাদৃশরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে;—এই বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের তিন জন বীর অনুচরের প্রাণবিনাশ করিয়াছেন;—এই বঙ্কিমচন্দ্রই দুই দুইবার তাহাদের করালকবল হইতে রায়কুমারী সুশীলার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রই তাহাদের সকল আপদের মূল;—বঙ্কিমচন্দ্রই তাহাদের সুখের পথের প্রধান অন্তরায়।—সেই আপদ—সেই অন্তরায় দূরীভূত হইবে, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণদণ্ড হইবে,—এই সংবাদ শ্রবণে মহাবীর এবং রণবীরের আনন্দের আর পরিসীমা নাই।—সেই আনন্দেই উৎসাহিত হইয়া তাহারা উঠিয়া বসিতে পারিয়াছে।—সেই বিষয় লইয়াই তাহাদের আজ কথোপকথন চলিয়াছে।—সেই বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্র ধরিয়া তাহার নিজের কোন প্রধান সংকল্প সিদ্ধি করিবার জন্যই রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত নির্জ্জনে দুই সহোদরে বসিয়া পরামর্শ আঁটিতেছে।

অনেকক্ষণ উভয় সহোদরের কি কথোপকথন হইল।—উভয় সহোদরে অনেকক্ষণ ধরিয়া কত যুক্তি—কত পরামর্শ করিল।—অনেকক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার রণবীর বলিল,—"এ মতলবে তুমি কি বল?"

মহাবীর কহিল,—"কালীর দিব্যি!—আমার ঠিক্ মনে লেগেছে। ছুঁড়ীটা ভারি খাপসুরোৎ।—ছুঁড়ীটাকে আমরা চাই।—চাই-ই—চাই। বিশবার—হাজার বার—লাখবার তোমায় বোলেছি, ছুঁড়ীটাকে হাতছাড়া করা হবে না।—প্রথম দেখে অবধি ছুঁড়ীটার ওপর আমার মন মজে গেছে।—কি চেহারা!—কি গড়ন!—কি রূপ!—তুমিও দেখেছ;

মাইরি, অমন সুগোল—সুডৌল—সুভোল মেয়ে মানুষ আর হবে না। তুমি বলকি ভাই, দু-দুবার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে!—নইলে মালতো সাবাড় কোরেই ছিলেম।—এখন আবার দেখা যাক এবার কি হয়—”

“এবার আর কোথায় যাবে?”—দম্ভের সহিত গভীর গর্জ্জনে রণবীর বলিয়া উঠিল,—“এবার আর কোথায় যাবে?—যে মতলব আঁটা গিয়েছে,—এবার আর যায় কোথা?”

এই বলিয়া সর্দ্দারানুজ একপাত্র পানীয় পূর্ণ করিয়া জ্যেষ্ঠের সম্মুখে ধরিল।—জ্যেষ্ঠ সহোদর অমনি এক নিশ্বাসে তাহা উদরস্থ করিয়া ফেলিল।—দ্বিতীয় পাত্র পূর্ণ হইল;—দেখিতে দেখিতে শূন্যও হইল। রণবীর এক চুমুকে নিঃশেষিত করিয়া বিকৃত মুখে বলিতে লাগিল,

“আমাদের কেউ মেয়ে দিতে চায় না!—লোকে আমাদের ভয় করে! আমাদের জামাই কোর্ত্তে কোন বড়লোকের সাধ্য হয় না!—এইবার হবে! রাধাকান্ত রায় একটা মস্তলোক;—খুব ধনী,—খুব মানী;—বেশ হবে;—তার জামাই হবে তুমি!—ছুঁড়ীটাকে তুমি বিয়ে কোরো! আমার দরকার নাই।—তুমি বিয়ে কোর্‌বে।—তা হলেই বেশ হবে। আমি খুব খুসী হব।—তোমার ছুঁড়ীটার ওপর বড় ঝোঁক।—তুমি রাধাকান্ত রায়ের জামাই হবে;—তোমার একটী পুত্র সন্তান হবে—আমাদের বীরবংশের নাম থাকবে—বংশ রক্ষা হবে!—তুমি একবার রাধাকান্ত রায়ের জামাই হোতে পার্‌লে, তখন আমার আর বিয়ের ভাবনা থাক্‌বে না। অনেক ব্যাটা যেচে এসে মেয়ে দেবে। কিন্তু আমি দেবীপুরের বেহ্মচৌধুরীর মেয়েকে বিয়ে কর্‌বো।—সে ছুঁড়ীও খুব;—”

“ঠিক বোলেছ।”—স্বহস্তে আর একপাত্র সুরা উদরস্থ করিয়া দস্যু সর্দ্দার বলিয়া উঠিল,—“ঠিক বোলেছ!—একবার এ কাজটা হাসিল হোলে আমাদের নাম-ডাক খুব বেড়ে যাবে।—আর যে মতলব খাটান গেছে, এবার আর দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে না।”

“কিছুতে না।”—জ্যেষ্ঠের বাক্যে কনিষ্ঠের এই প্রত্যুত্তর।

“কিন্তু সময় কাটান আর নয়।—মনে আছে ত, কাল রাত্রি এমনি সময় ছোঁড়াটা ফাঁসীতেলটে কাবে?—ঠিক রাত্রি দুপুরের সময়—”

এই বলিয়া দস্যুদলপতি অনুজের প্রতি একটী অর্থপূর্ণ গভীর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

ঠিক সেই সময় দস্যু-অনুচর দেবরাজ শশব্যস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেবরাজ ভিন্ন অন্য কেহ কখন যখন তখন দস্যুদলপতির নিকটে আসিতে পারিত না;—অন্য কাহারো আসিবার আদেশও ছিল না।—দস্যুদলপতিদ্বয়ের আড্ডার গুপ্ত পরামর্শের সাহায্যকারী দেবরাজ।—তাহাদের সকল গুপ্ত তত্ত্বই দেবরাজ জানিত। অনেক সময়ে দেবরাজের পরামর্শ লইয়া তাহার কার্য্য করিত, দেবরাজের উপদেশে চলিত;—দেবরাজের প্রতি দস্যুসহোদরদ্বয়ের অটুট বিশ্বাস ছিল।

দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া মহাবীর জিজ্ঞাসা করিল,—"সংবাদ কি?"

প্রভুকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া দেবরাজ মৃদুস্বরে কহিল, "ঠিক ঠিক সমস্তই জেনে এসেছি। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের কথাতেই, তার সাক্ষ্যতেই—আর তার দেওয়ানের এজেহারেই বঙ্কিমের ফাঁসী হচ্চে।"

"দাবী কি?—কি দাবীতে দায়রা সোপরদ্দ?" দবরাজের কথায় দস্যুপতি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

"কেবল বরদাকান্তকে খুন করা।"—দলপতির প্রশ্নে দেবরাজের প্রত্যুত্তর।

মহা।—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সত্যপাঠ কোরে সাক্ষ্য দিল যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার নিকটে তাহার সমস্ত অপরাধ স্বীকার কোরেছে? বরদাকান্তকে খুন কোরেছে?

দে।—হাঁ।

মহা।—আর কোন সাক্ষীর মুখে কোন কথা প্রকাশ হলো?

দে।—না;—কেবল রাজার দেওয়ান রাজার কথার পোষকতা কোরেছে।—সে বোলেছে বঙ্কিম তার সামনে রাজাকে নিজের অপরাধের কথা বোলেছে।

মহা।—তবে এই দুইজনের কথাতেই ছোড়াটা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে যাচ্ছে?

দে।—ঠিক তাই।—কিন্তু, বিচারপতি বোলেছেন যদি তাদের সাক্ষ্য কখন মিথ্যা বোলে প্রমাণ হয়, যদি কখন এরূপ প্রকাশ পায় যে, বরদাকান্তকে বঙ্কিমচন্দ্র খুঁন করে নাই;—তা হোলে তাঁদের দুজনাকেই কঠিন রাজদণ্ডভোগ কোর্ত্তে হবে,—দুজনকেই যাবজ্জীবন জেলে পোচ্‌তে হবে।

মহা।—সকলেই কি ছোঁড়াটাকে দোষী স্থির কোরেছে?

দে।—অনেকেই না।—অনেকেই বঙ্কিমের জন্যে চক্ষের জল ফেল্‌ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য অনেকেই দুঃখিত।

দস্যু-সর্দারের এই কথায় কিঞ্চিৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য অনেকে দুঃখিত,—অনেকে চক্ষের জল ফেলিতেছে,—এ কথাটা তাহার কর্ণে ভাল লাগিল না।—মহাবীর ক্রোধব্যঞ্জক-স্বরে বলিল, "তার জন্য দুঃখ?—তাকে খণ্ড খণ্ড কোরে ফেল্লেও আমার রাগ যায় না। ভজনলালকে কে কেটে ফেল্লে?—দু-দুবার আমাদের মুখের গ্রাস কে কেড়ে নিলে?—আমাদের তিন তিনটে বীরকে কে ঘাল কোল্লে? সব ভুলে গেছিস্?—কিছু মনে নাই?—তার জন্য আবার দুঃখ?"

"আমার কথা বোলছি না।"—ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে দেবরাজ উত্তর করিল,—"আমার কথা বোল্‌ছি না।—আমি কোন কথা ভুলি নাই। আমার ওপর রাগ কোর্ব্বেন না।—পাঁচ জনেব কথা বোল্‌ছিলেম।—আমার দুঃখ হবে কেন?—আমি বরং আহ্লাদিত হোয়েছি। ছোঁড়াটার ফাঁসি হবে শুনে অবধি আমার দেল আরো খুসী হয়েছে। কাল ফাঁসী হয়ে গেলে আমি ত ভাল কোরে মা কালীর পূজা দেব—"

দুর্দ্দান্ত দস্যুহৃদয় একটু শান্ত হইল।—সেই ভীষণমুখে একটু হাসি আসিল।—মহাবীর কহিল,—"তাই বল! তোমার আমার কেন দুঃখ হবে?—আহ্লাদ হবে;—ছোঁড়াটা ফাঁসীতে লট্‌কাবে আমরা হাসতে হাস্‌তে দেখ্‌তে যাব।—কেমন?—এই ত কথা?—কি বল, ভাই রণবীর, এই ত কথা?—"

"তা বইকি।—যেমন দাগাবাজ, তেমনি জব্দ হোক;—যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল,—যেমন চালাক, তেমনি নাকাল।"

এইরূপে জ্যেষ্ঠের বাক্য সমর্থন করিয়া কনিষ্ঠ রণবীর দেবরাজকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কেমন দেবরাজ, আর কিছু বল্‌বার আছে?—ছুঁড়ীটার খপর কিছু রাখ?"

দে।—রাখি।—তার বাপ আজ তাকে দেবীপুরে পাঠিয়ে দেছে। বেহ্ম চৌধুরীর বাড়ীতে পাঠিয়েছে।—বুড়ো রাধাকান্ত কাল যাবে। লোকজন সব গেছে;—জিনিসপত্র সব গেছে;—কেবল বুড়ো একলা আছে;—কাল যাব।

রণ।—আগে এ খপর পেলে পথ থেকেই কাজ সাবাড় হোতো।

মহা।—হোতো না;—যেত কে?—পার্‌তো কে?—লোক কোথা? হোতো না।—যাক্ এখন, সে জন্য ভাবনা নাই;—ছুঁড়ীটা ঠিক হাতে আসবে।—যে কৌশল খাটান হোয়েছে,—ঠিক হবে।——রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের সাক্ষীতে বঙ্কিমের ফাঁসী;—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ এখন আমাদের মুটোর ভেতর!—এখনি দেবরাজ রাজবাড়ীতে যাক, আমাদের মনের কথা বলুক,—কাজ হাসিল কোরে আসুক।—কি বল?

রণ।—আমার বিবেচনায় কিন্তু তার নিজের দাওয়ানকে দিয়ে এই কাজ হাসিল করাতে হবে।—তাকে আজকে রাত্রে যোগাড় কোত্তে হবে।

"ঠিক বোলেছ।"—আনন্দে উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া মহাবীর বলিয়া উঠিল,—"ঠিক বোলেছ।—সেই দোলগোবিন্দ দ্বারাই কাজ হবে। এই রাত্রেই তাকে পাওয়া যাবে।—আমি জানি কিরূপে তাকে পাওয়া যাবে। এখনি দেবরাজ যাক;—এখনি তাকে পিছমোড়া কোরে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে আসুক।—সঙ্গে আর জন কতক লোক যাক।—কিন্তু, খুব সাবধান;—খুব হুঁসিয়ার;—আর কেউ যেন কিছু না জানতে পারে,—না বুঝ্‌তে পারে।—"

এই বলিয়া মহাবীর সর্দ্দার দেবরাজকে যেখানে যাইতে হইবে,

যেখানে যাইলে সহজে দোলগোবিন্দের সাক্ষাৎ পাইবে, তৎসমুদায় তাহাকে একে একে বলিয়া দিল।—কার্য্যকুশল ইঙ্গিতজ্ঞ দেবরাজও তৎক্ষণাৎ আর ছয়জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে দ্রুতগতিতে কালি-দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আনন্দদুর্গের অভিমুখে চলিয়া গেল।—দস্যু-সহোদরদ্বয় তাহার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় সেই কক্ষ মধ্যেই অপেক্ষা করিয়া রহিল।

ঊনত্রিংশ প্রসঙ্গ।

নিশীথ ভ্রামক।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী।—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত। নিশীথিনী ঘোর-কৃষ্ণ-বসনে পরিবৃতা। আনন্দপুরের আরণ্য-প্রদেশ এই ঘোর তমিস্রা যামিনীতে অতি ভয়ানক ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে!—কাহার সাধ্য যে, সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সেই ভয়ঙ্কর বনদৃশ্য দর্শন করিতে করিতে সেই ভয়ঙ্কর বনপথে নির্ভীক-হৃদয়ে একাকী বিচরণ করে!

কিন্তু দৈবের অপ্রতিহত গতি রোধ করে এমন ক্ষমতা—এমন বুদ্ধি জড়-জগতে কোন্ জীবের আছে?—সেই ভয়ানক সময়ে আনন্দপুরের সেই ভীষণ বনপ্রদেশের ভিতর দিয়া এক হতভাগ্য ব্যক্তি দৈব-চালি-তের ন্যায় দ্রুতপদে আগমন করিতেছে।—সে ব্যক্তি কোথায় যাই-তেছে, কেন যাইতেছে, তাহা যেন সে কিছুমাত্র বিদিত নয়।—তাহার

বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র নাই।—বাহ্যজ্ঞান থাকিলে, বোধ হয়, সে কখনই ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাদৃশী বিভীষিকাময়ী রজনীর তাদৃশ ভীষণ ভাব উপেক্ষা করিয়া,—সেই ভীষণ বনপ্রদেশের হৃদয়-শোষণকারী দারুণ দৃশ্য ভেদ করিয়া,—নরমাংস-লোলুপ হিংস্র শ্বাপদকুলকে অগ্রাহ্য করিয়া—সেরূপ ভাবে সে হেন গহন-পথে সে ভাবে বিচরণ করিতে পারিত না।

তবে কি এ ব্যক্তি এ জগতের জীব নয়?—না, এ ব্যক্তি এ জগতেরি জীব।—এ ব্যক্তি পাঠকগণের বিশেষ পরিচিত।—এই ব্যক্তিরই নাম, দেওয়ান দোলগোবিন্দ দে!—রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবের বিশ্বস্ত উপযুক্ত সত্যবাদী বৃদ্ধ কর্ম্মচারী—রাজধানী আনন্দপুরের সর্ব্বময় কর্ত্তা দোলগোবিন্দ দে!

যিনি এরূপ পদস্থ, তিনি রজনীর এই গভীর সময়ে রাজপ্রাসাদের সুখ-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় আরণ্য পথে উন্মাদের ন্যায় ঐরূপভাবে বিচরণ করিতেছেন কেন?—ইহাও কি রাজ-প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য?—না, তাঁহার সম্মান-রক্ষার্থে?—অথবা রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপনে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোভাব—গুপ্তরহস্য সংগ্রহ করিতে রাজাজ্ঞায় তিনি আজ এই কাজে ব্রতী?

সে সমস্ত কিছুই নয়!—লোকটা নিদ্রাচর।—নিদ্রাবেশে প্রত্যহ নিশীথে এইরূপ ভ্রমণ করিয়া থাকে।—আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র এই ব্যক্তি-কেই দুইবার রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ দেবের সমাধিস্তম্ভের উপরে অনুতাপীর ন্যায় উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়াছিলেন।—সে সময়ে হস্তদ্বারা মুখাবৃত ছিল বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দৈবশক্তি-প্রভাবে সমস্ত দেখিয়াও তখন ইহাকে চিনিতে পারেন নাই। প্রায় একমাস পূর্ব্বে আমাদের উন্মাদিনী সেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে এই ব্যক্তিকেই সমাধিস্তম্ভের উপরে দেখিয়া ইহার নাম কর্ণে কর্ণে বলিয়া দিয়াছিল।—এই ব্যক্তিই-সেই উন্মাদিনীর কথা শুনিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে বন-প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল। এই ব্যক্তিই আমাদের দেওয়ান দোলগোবিন্দ দে!

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেবের আদেশ অনুসারে বন-প্রদেশের এক-

অংশ পরিষ্কৃত করা হইয়াছে।—প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ভূমিখণ্ড একেবারে বৃক্ষ-লতা-শূন্য করা হইয়াছে;—প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ভূখণ্ড সমচতুর্ভুজ সমতল প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।—সেই সমতল ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে প্রায় পঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ একটী ফাঁসি-কাষ্ঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই ফাঁসি-কাষ্ঠের উপরিস্থিত প্রস্থ-কাষ্ঠের মধ্যভাগে ত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত এক গাছি সুদৃঢ় রজ্জু অধোদিকে লম্বমান।—সেই সুদীর্ঘ রজ্জুতে আগামী রাত্রি ঠিক এই সময়ে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য-দেহ লম্বমান হইবে, ইহাই সাধারণের সংস্কার জন্মিয়াছে।

দেওয়ান দোলগোবিন্দ ক্রমে বনভাগ অতিক্রম করিয়া সেই বধ্য-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।—বধ্য-ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীর সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল;—বদনমণ্ডল এক প্রকার বীভৎসভাব ধারণ করিল।—বৃদ্ধ দেওয়ান তৎক্ষণাৎ উভয় হস্তে সেই বীভৎস-মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া জানুপৃষ্ঠে সেই স্থানে উপবেশন করিল। বসিয়া সেই ভাবেই সেই খানে প্রায় অর্দ্ধদণ্ড কাল রহিল।—পরে সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে ফাঁসি-কাষ্ঠের সন্নিকটে আগমন করিল।—ফাঁসি-কাষ্ঠের নিকটে আসিয়া তাহার পাদমূলে পুন-র্ব্বার সেই ভাবে উপবিষ্ট হইল।—কিন্তু, এ সমস্তই তাহার নিদ্রাবেশে হইতেছে।—তাহার শরীরে এখনও পর্য্যন্ত বাহ্য-চৈতন্যের সঞ্চার হয় নাই;—তাহার তন্দ্রাজাল দূরীভূত হয় নাই;—সে যে কি করিতেছে, কোথায় যাইতেছে,—কেন যাইতেছে,—কি হইতেছে, তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছে না।—নিশিতে তাহাকে এই রূপে বিচরণ করাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে।

এদিকে দস্যুপতির আদেশে দেবরাজ ছয়জন অনুচর লইয়া আনন্দ-দুর্গের দিকে আসিয়াছে।—দস্যুদলপতি মহাবীর দেওয়ান দোলগোবি-ন্দের এই অবস্থার বিষয় জানিত।—দেওয়ান যে, প্রতি রজনীতে নিদ্রা-বশে ঐরূপ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, পাগলিনীর মুখে সে তাহা শুনিয়া-ছিল।—যে রাত্রে পাগলিনী দেওয়ানকে চমকিত করিয়া, তাহাকে তাহার নাম শুনাইয়া,—বিধিমতে তিরস্কার করিয়া পরিশেষে, অশ্ব হইতে নিপ-

স্থিত সংজ্ঞাহীন মহাবীরকে প্রান্তর মধ্যে দেখিতে পাইয়া দ্রব্যগুণে তাহার চৈতন্য সঞ্চার করাইয়া, দস্যুপতির সহিত কালিদুর্গে আগমন করে, সেই দিন রাত্রে পথে আসিতে আসিতে পাগলিনী দস্যুপতিকে দেওয়ানের এই রোগের কথাটা বলিয়াছিল।—উপস্থিত কথোপকথনে পাগলিনীর সেই কথা স্মরণ হওয়াতেই দস্যুরাজ সানন্দে দেবরাজকে বলিয়া দিল যে, মৃত রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ দেবের সমাধি-স্তম্ভের নিকটে বৃদ্ধ দেওয়ানকে পাওয়া যাইবে।—সেই উপদেশ অনুসারেই দেবরাজ অনুচরসহ প্রথমেই সেই সমাধিস্তম্ভের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সমাধিস্তম্ভের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাহাদের অভীষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল না।—অনন্তর তাহারা নিকটস্থ বনভাগের কিয়দংশ অন্বেষণ করিল, তাহাতেও কোন ফল হইল না।—সুতরাং, তখন তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইল ভাবিয়া নিজ দুর্গে পুনঃ প্রস্থানের কল্পনা করিল। কিন্তু যে পথে আসিয়াছিল সে পথে অবলম্বন না করিয়া, অন্য পথের অনুসরণে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

যে পথ দিয়া দস্যু-অনুচর দেবরাজ সঙ্গীগণ-সহ কালিদুর্গের অভিমুখে ফিরিয়া চলিল, সেই পথের একপার্শ্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত উপস্থিত বধ্যভূমি কল্পিত হইয়াছিল।—তাহারা যাইতে যাইতে পথপার্শ্বে বধ্যভূমির সেই ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিয়া অশ্ব-সহ সকলেই সেই স্থানে একবার দাঁড়াইল।—সেই ভয়ানক সময়ে সেই ভয়ানক স্থানে বধ্যভূমির সেই প্রকার ভয়ানক দৃশ্য-দর্শনে নরঘাতক দস্যুগণের কঠিন হৃদয়ও একবার কম্পিত হইয়া উঠিল।—আর এক পদ অগ্রসর হইতে তাহাদের যেন সাহস হইল না। সেই স্থান হইতেই তাহারা একমনে ফাঁসি-যন্ত্রের সেই ভীষণ-দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দেবরাজের চক্ষু সহসা কি পদার্থ দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল।—দেবরাজ তৎক্ষণাৎ একলম্ফে আপন অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া মৃদু-পদ-সঞ্চালনে নিঃশব্দে সেই দৃষ্ট-পদার্থের সমীপবর্ত্তী হইল এবং তাহার সন্নিকটস্থ হইয়াই চিনিতে পারিল যে, যাহার অন্বেষণে তাহারা এই গভীর রজনীতে সেই বন-প্রদেশ আলোড়িত করিয়া বেড়াইতেছিল, সেই দোলগোবিন্দই

এই ফাঁসি-যন্ত্রের পাদমূলে জড়পিণ্ডের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছে। দোলগোবিন্দকে তদবস্থ সদর্শন করিয়া প্রথমে দেবরাজের মনে একটু ভয় হইল। ভাবিল, লোকটা জীবিত কি, মৃত। কিন্তু, পরক্ষণেই তাহাদের সর্দ্দারের কথা তাহার স্মরণ হইল।—সর্দ্দার মহাবীর তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, দেওয়ান দোলগোবিন্দ নিদ্রাচর;—নিদ্রাবেশে গভীর রজনীতে প্রায়ই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। সেই কথা স্মরণ হইবামাত্র, সে হস্ত-সঞ্চালন-পূর্ব্বক তাহার আর দুইজন সহচরকে সত্বরে নিঃশব্দে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া সেই স্থানে আসিবার নিমিত্ত সঙ্কেত করিল।—তন্মুহূর্ত্তে তাহার আদেশও প্রতিপালিত হইল। অপর দুইজন দস্যু-সহচর ধীরে ধীরে সেইখানে আসিয়া জুটিল।—অনন্তর দেবরাজ সেই দুইজন সহচরের সাহায্যে নিশিপ্রাপ্ত দেওয়ানকে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করত ধীরে ধীরে বহন করিয়া নিজের অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিল এবং দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে তাহারা সকলে কালিদুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেবরাজ এবং তাহার সহচর দুইজন দেওয়ান দোলগোবিন্দকে ধরাধরি করিয়া যখন অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া দেয়, সেই সময় নরকরস্পর্শে তাহার একবার চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু, পরক্ষণেই ভয় ও আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া সেই অশ্ব পৃষ্ঠেই পুনর্ব্বার সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল এবং সমস্ত পথ সেই অচেতন ভাবেই থাকিল। পরে দেবরাজ যখন তাহাকে তাহাদের সর্দ্দারের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন আবার তাহার চৈতন্য-সঞ্চার হইল।—জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, দোলগোবিন্দ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া সম্মুখে দুর্দ্দান্ত দস্যু-সর্দ্দার-সহোদরদ্বয়ের দুরন্ত মূর্ত্তি অবলোকন-পূর্ব্বক সভয়ে সবিস্ময়ে সক্রোধে বলিয়া উঠিল,—"এ সব অন্যায় অত্যাচার কেন? আমাকে এখানে এমন কোরে ধোরে আন্‌বার তোমাদের কি অধিকার আছে? রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে কি তোমরা ভয় কর না?—তাঁকে রাগালে কি তোমরা নিস্তার পাবে মনে কোরেছ?"

"চুপ্;—বুড়ো!—দেখ্‌ছিস না, কার সাম্‌নে রয়েছিস্?"

সক্রুভঙ্গে দেবরাজ বৃদ্ধ দেওয়ানকে এইরূপে তাড়না করিয়া পুনর্ব্বার বলিল,—

"ভয় নাই তোমার কিছু।—ভদ্রলোকের মতন আচরণ কর, আমাদের মহামান্য প্রভুরা তোমায় কিছুই বোল্‌বেন না। কিন্তু জোর দেখাতে চেষ্টা কোল্লে,—কোন রকমে অভদ্রতা প্রকাশ কোর্ত্তে চেষ্টা কোল্লে, কিছুতেই নিস্তার পাবে না।—আমাদের সর্দ্দারেরা আছেন তো খুব ভাল মানুষ—সদাশিব;—কিন্তু রাগলে স্বয়ং যমরাজেরও নিস্তার নাই।—"

দেওয়ান কোন উত্তর করিল না। ভাবিল, বোবার শত্রু নাই;—এ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকাই ভাল। কিন্তু, এত রাত্রে এরূপভাবে ডাকাইতেরা তাহাকে যে কেন ধরিয়া আনিল, তাহার কারণ কিছুই নিরাকরণ করিয়া উঠিতে পারিল না।

"দেবরাজ! তুমি এখন যেতে পার।—কিন্তু একেবারে যেন বিছানায় যেও না। আবার তোমাকে এখনি দরকার হবে।—দুটো ঘোড়া ঠিক কোরে রাখতে বোলো।—আর আবিরলালকে পাতাল-ঘরের চাবি নিয়ে পাঠিয়ে দাওগে।"

দস্যুদলপতি মহাবীর অনুচর দেবরাজকে এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক দেওয়ান দোলগোবিন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"কেমন দেওয়ান তুমি বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছো, এমন সময় আমরা তোমায় এখানে কেন ধোরে নিয়ে এলেম?—অ্যাঁ?—কিন্তু জেন, মহাবীর সর্দ্দার কখন অকারণে কোন কাজ করে না।—অথবা বেশী বাক্যব্যয়ের দরকার নাই; এক কথায় তোমায় বলি শোন;—রাধাকান্ত রায়ের মেয়েটাকে আমার চাই;—তাকে আমি বিয়ে কোর্ব্বো, এই আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা;—তোমাকে তার যোগাড় কোরে দিতে হবে!—"

দস্যুপতির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে ভয়াতুর বৃদ্ধ দেওয়ানের আকুল হৃদয় কতক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইল। সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার উপর কোনরূপ অত্যাচার ঘটিবে না;—সে অভিপ্রায়ে দস্যুরা তাহাকে ধৃত করিয়া আনে নাই। তখন সে ধীরে ধীরে সসম্ভ্রমে দস্যুপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"জানেন ত, আমি রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের

সমান্য একজন কর্ম্মচারী;—আর রাধাকান্ত রায়ের কন্যার সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহের কথা-বার্ত্তা এক রকম স্থির হোয়ে গেছে;—"

"সমস্তই জানি।"—দেওয়ানের কথায় বাধা দিয়া মহাবীর বলিল, "সমস্তই জানি;—তোমার রাজার সঙ্গে যে সুশীলার বিয়ের কথা-বার্ত্তা চুকে গেছে, সে সমস্তই জানি।—কিন্তু, তা বল্লে চোল্‌বে না;—সুশীলাকে আমার চাই।—রাজার ওপর তোমার অনেক জোর চলে; তোমার কথায় রাজা মরেন, বাঁচেন;—সে সব আমি জানি। আর সেই সব জেনেই তোমাকে আজ আমরা এখানে ধোরে এনেছি। তোমাকে বলি শোন, তুমি তোমার রাজাকে আমাদের কথা বোলে রাজী কোর্‌বে;—তোমার রাজা আবার বুড় রাধাকান্তকে রাজী কোরবে। ফল কথা, যে রকমেই হোক সুশীলাকে আমার চাই।"

"সেটা কি রকমে হবে?—সেটা কি রকমে হবে?"—অর্দ্ধোক্তিতে ভয়জড়িত-স্বরে দেওয়ান দোলগোবিন্দ দস্যুপতির কথায় এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

দস্যুপতি বলিল,—"শোন, দোলগোবিন্দ, আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, শপথ কোরেছি,—সংকল্প কোরেছি—সুশীলাকে বিয়ে কোর্ব্বো। কোর্ব্বোই কোর্ব্বো!—ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও আমার সে প্রতিজ্ঞা রোধ হবে না।—দেখ, দেওয়ান, সেই সংকল্প সিদ্ধি করবার জন্যে দুবার আমরা দুভায়ে দলবল নিয়ে ছুঁড়ীটাকে চুরী কোরে আন্‌বার যোগাড় করি; কিন্তু, দুবারই আমাদের মুখের শিকার পালায়;—দুবারই আমরা বিফল হই। কিন্তু এবার আর তা নয়।—যে যোগাড় এবার আমরা কোরেছি, এবার আর কিছুতেই ফস্‌কাচ্ছে না। এবার সুশীলাকে ঘরে বোসে পাব। যাক, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠিক বল দেখি, পরশু দিন বঙ্কিমের বিচারের সময় তুমি শপথ কোরে সাক্ষ্য দাওনি যে, আসামী বঙ্কিমচন্দ্র যখন রুগ্নশয্যায়, তখন তুমি তার শয়নগৃহে গিয়েছিলে তোমাদের দুজন অশ্বসেনাকে কেটে ফেলেছে বোলে তাকে তুমি ধোম্‌কেছিলে, সে তোমাকে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে ডাক্‌তে বোলেছিল, তুমি ডেকে এনে দিছ্‌লে,—তোমাদের সাম্‌নে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার কোরেছিল যে, সে

স্বহস্তে বরদাকান্তকে এবং তোমাদের সেই দুজন অশ্বারোহী অনুচরের প্রাণবিনাশ কোরেছে,—নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার কোরে বঙ্কিমচন্দ্র আবার তোমাদের নিকটে ক্ষমা চেয়ে ছিল ?—আর তোমার রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণও শপথ কোরে বলেন নি যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামনে তারা নিজের সকল দোষ স্বীকার কোরেছে ?—কিন্তু, মনে কর গোবিন্দ, যদি কালই তোমার এবং তোমার রাজার সাক্ষ্য জাল সাক্ষ্য বোলে প্রমাণ হয়, তা হোলে ?——"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দস্যুপতি মহাবীর দোলগোবিন্দের মুখের প্রতি সরাগ ভ্রুকুটি বিক্ষেপ করিল।

দেওয়ান দোলগোবিন্দের মুখখানি শুকাইয়া আসিল।—তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।—কিন্তু সহসা মনের ভাব গোপন করিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিল,—"সেই প্রথম দিনের সেই ঘটনার জন্যে আমাদের রাজার ওপর আপনাদের রাগটা আজও পড়ে নাই দেখ্‌ছি। কিন্তু, এ গরিবের উপর এত কেন ? সিংহ হয়ে একটা সামান্য মশার উপরে এত কেন ?"

"তোমার মুখখানি বেশ মিষ্টি !—তোমার কথাগুলি বেশ সুন্দর !"

মৃদুহাস্যে বিদ্রূপের স্বরে দস্যুপতি মহাবীর এই কথা বলিয়া দেওয়ান দোলগোবিন্দের মুখভাবের প্রতি তড়িৎ সঞ্চালনের ন্যায় আর একবার তীব্র-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,——

"কিন্তু, দাওয়ান, তোমার কথাগুলি যেমন সুন্দর, তোমার কাজ ত তেমন সুন্দর নয় !—যাহোক তুমি মনে কোরো না যে, আমি তোমাদের মনের কথা বুঝতে পারি না ?—আমি সকলের মন গুণে বোলে দিতে পারি।—তোমাদের পেটের কথা সব আমি জানি।—মনে কর, যদি, তোমাকে আর তোমার মহামান্য রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণকে কাল আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে অপরাধী সপ্রমাণ কোরে দিতে পারি, তা হোলে কি হয় ?—তা হোলে বঙ্কিমের ফাঁসী রদ হবে ;—তোমার রাজা মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছেন,—জানত মিথ্যা কথা বোলে একজন নিরপরাধীর জীবনদণ্ড করাতে উদ্যত হয়েছেন,—তুমি সে কাজে সহায়তা

কোরেছ,—এ সমস্তই সহজে সপ্রমাণ হবে;—আর তোমরা দুজনে যাব-জ্জীবনের জন্য জেলখানায় পচে মর্‌বে। তার ওপরে, সুরঙ্গপুরের মন্ত্রি-সভা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে, যে রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ যখন রাধকান্ত রায়ের মেয়েকে বিয়ে কোর্ত্তে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই তাব চৈতন্যধর্ম্ম গ্রহণ কোরেছেন। সুতরাং, যেমন কোরে হোক, রাজা ভূপেন্দ্রনারা-য়ণকে জব্দ করবার জন্যে তাঁরাও প্রাণপণে চেষ্টা পাবেন।—আর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের জেল হোলে, তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি—বিষয়-আশয় রাজকোষে গিয়ে ঢুক্‌বে।—বল দেখি, তা হোলে কেমন মজা হবে?"

দস্যুপতির এই সমস্ত কথা শুনিয়া দোলগোবিন্দের আত্মাপুরুষ একেবারে উড়িয়া গেল।—শত শত ভয়ের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে যেন অট্টহাস্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল;—যেন শত-সহস্র বিপদ-সমুদ্রের দ্বার একেবারে তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইল; দুশ্চিন্তার স্রোত তরঙ্গের উপর তরঙ্গে উঠিয়া তাহার হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত-প্রতিঘাত করিতে আরম্ভ করিল। সে যে উপস্থিত কি করিবে, কি বলিবে,—তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। দস্যুপতির সমস্ত কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া পরিশেষে ভয়জড়িতস্বরে ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আপনি কি বোল-ছেন?—গরিবের গলায় কেন পা তুলে দেন?—না, না;—আমাকে ভয় দেখ্‌বার জন্যে বুঝি এই সব এই রকমে সাজিয়ে গুজিয়ে বোল্‌ছেন?—"

দস্যু-সহোদরদ্বয় কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া দেওয়ানের উপস্থিত মানসিক অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল। অনন্তর রণবীর সহসা এক লম্ফে আসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"কথা কাটা-কাটিতে কাজ কি?—এস, গোবিন্দ, দেখ্‌বে এস আমার সঙ্গে।—"

এই বলিয়া অনুজ দস্যুদলপতি দেওয়ান দোলগোবিন্দের দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া তাহার সেই ভয়-কম্পিত-দেহ-যষ্টিখানি বলপূর্ব্বকই যেন টানিয়া লইয়া চলিল।—সঙ্গে সঙ্গে মহাবীরও উঠিল। অনন্তর তিন জনে গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল, আবিরলাল এক হস্তে একজোড়া চাবি এবং অপর হস্তে একটা আলোক লইয়া তথায় তাহা-

দের অপেক্ষা করিতেছে।—আবিরলালকে দেখিয়া মহাবীর কহিল, “চল, আবির, বন্দীশালায়।”

আবিরলাল একটু থতমত খাইল।—কারণ, সে যে ইতিপূর্ব্বে বন্দীকে গুহান্তরে রাখিয়াছে, সেই সঙ্গে আর একজন অভাগিনী যে বন্দিনী হইয়াছে,—সে বিষয় এ পর্য্যন্ত সে তাহার উপযুক্ত প্রভুদ্বয়ের বিদিত করিতে পারে নাই;—করিবার অবসর পায় নাই।—সুতরাং, হঠাৎ একেবারে আদ্যোপান্ত কিরূপে তাহাদের গোচর করিবে, শুনিয়া তাহার প্রভুদ্বয়ই বা কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে,—তাহার প্রতি নিগ্রহ কি অনুগ্রহ প্রকাশ পাইবে,—সে প্রথমে তাহার কিছুই বুঝিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার উপস্থিত সাহস ও বুদ্ধি যেন তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল।—সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অর্দ্ধোক্তিতে সসম্ভ্রমে বলিল,—“আপনারা যে গৃহে তাকে রেখেছিলেন,—সে গৃহে সে নাই; আমি তাকে পাতালপুরের সব নীচের তলে রেখেছি।”

“বেশ;—বেশ;—সেই খানেই চল।—আমার বোধ হয়, তুমি তাই ভাল বুঝেছিলে;—সেই খানে রাখবার বোধ হয় কোন কারণ ঘটেছিল; যাহোক, কাল সব শুনবো;—এখন চল—পথ দেখিয়ে চল।—আলোটা এগিয়ে নাও;—না হয়, চাবি আলো, সব আমার ঠাঁই দাও——”

এই বলিয়া দস্যুপতি মহাবীর অবিরলালের হস্তের দিকে হস্ত-প্রসারণ করিল।

“আর একটা কয়েদী সে খানে আছে।” ভয়-জড়িত-স্বরে আবির-লাল পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়া রণবীরের মুখের দিকে সভয়ে একবার দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল।

আবীরলালের মুখভাব দেখিয়া রণবীর বুঝিতে পারিল যে, সে আরো কিছু বলিতে ইচ্ছা করে।—তখন রণবীর জ্যেষ্ঠের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিল—“লোকটা, বোধ হয়, আরো কিছু বোল্‌তে চায়।—”

“কি বল্‌বার আছে শীঘ্র বোলে যা।”—আবিরলালকে সম্বোধন করিয়া ব্যস্ততার সহিত মহাবীর কহিল,—“কি বল্‌বার আছে শীঘ্র বোলে যা।—যা ঘটেছে, সব শীঘ্র বোলে ফেল্;—ভয় নাই।—কিন্তু মিথ্যা

কোন কথা কইলে আর রক্ষা থাক্‌বে না। তাহোলে হাড়-মাংস টুকরো টুকরো কোরে ফেল্‌বো।”

“সেই ডাইনি মাগি—”

আবিরলালের কথায় বাধা দিয়া মহাবীর সচকিতে বলিয়া উঠিল, “ও—হো—হো! আমি এদ্দিন তার কথাটা একেবারে ভুলেই গিছলেম। কেন?—তার কি হয়েছে?”

আবিরলাল কহিল,—“বেটী দাগাবাজী কোত্তে গেছলো আমাদের সঙ্গে।—তাই আমি তাকে একটা কামরায় পুরে কয়েদ কোরে রেখেছি।”

“তা যদি কোরে থাকে, ঠিক হয়েছে;—বেশ কোরেছ।—বেটী আমার চুচক্ষের বিষ!—বেশ কোরেছ বেটীকে কয়েদ কোরেছ!”—আবির লালের কথায় এই প্রকার উত্তর প্রদান করিয়া, কনিষ্ঠ দস্যু রণবীর সবলে পর্ব্বততলে সক্রোধে এক পদাঘাত করিল।

অনন্তর আবিরলাল আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ পথ-প্রদর্শক হইয়া চলিল।—দস্যুসহোদরদ্বয় দেওয়ান দোলগোবিন্দকে লইয়া তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইল।—দেওয়ান চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু যেন স্বেচ্ছায় নহে;—ঠিক যন্ত্রচালিতের ন্যায় যাইতে লাগিল।—দস্যু-দিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অবধি তাহার আত্মাপুরুষ একেবারে উড়িয়া গিয়াছে।—সে যেন শূন্য দেহে যন্ত্রচালিতের ন্যায় দস্যুদ্বয়ের সহ গমন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা আবিরলালের সহিত কালীর মন্দিরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দস্যুপতি মহা-বীর কালিভক্ত ছিল।—সেই জন্য তাহাদের দুর্গমধ্যে এক মহাকালির মন্দির ছিল।—সেই মন্দির এই।—এই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাবীর মন্দির-প্রাচীরের একপার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ হস্ত ঘর্ষণ করিল।—অমনি মন্দির-প্রাচীরের সেই ভাগ এক উন্মুক্ত-দ্বারে পরিণত হইয়া গেল। সেই দ্বারের ভিতর দিয়া নীচে নামিবার একটী সংকীর্ণ সোপানাবলী ছিল।—তাহারা চার জনে ক্রমে ক্রমে সেই সোপানশ্রেণী অবলম্বনে নিম্নে নামিতে আরম্ভ করিল।—সোপানে পদার্পণ করিয়া মহাবীর কৌশল দ্বারা সেই গুপ্তদ্বার আবার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া দিল।

ক্রমে শতাধিক প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিয়া তাহারা এক বিস্তীর্ণ চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল।—চত্বরে অবতীর্ণ হইয়া মহাবীর সর্দ্দার এক হস্তে আবিরলালের নিকট হইতে আলোক গ্রহণ পূর্ব্বক অপর হস্তে দেওয়ান দোলগোবিন্দের হস্তধারণ করিয়া একটি অনতিক্ষুদ্র গহ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া কঠোর-গম্ভীর-শাসন-স্বরে দেওয়ানকে বলিল,—"ঐ দেখ!"

এই বলিয়া দস্যুপতি সেই ক্ষুদ্র গহ্বরের রেলিঙের ভিতর দিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে উদ্বেজিত দেওয়ানকে লোক-বিশেষকে দেখাইয়া দিল।

দেওয়ান দেখিল। দেখিবামাত্র যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে তাহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল।—একটা অস্ফুট অনুচ্চ চীৎকার-ধ্বনি তাহার সেই ভীতি-পাংশু-বদন-বিবর হইতে সহসা নির্গত হইয়া গেল।—দস্যুপতি আলোকটা অপেক্ষাকৃত ঋজুভাবে ধরিল।—সেই গহ্বরে আমাদের হতভাগিনী উন্মাদিনী অদ্য আবিরলালের করে বন্দিনী হইয়া এতাবৎকাল বাস করিতেছিল।—মহাবীরের হস্তস্থিত আলোকটা তাহার মুখের উপর গিয়া পড়িল।—দেওয়ান দোলগোবিন্দের বোধ হইল যেন পাগলিনী জ্বলন্ত চক্ষে তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে!—তাহার অন্তঃকরণ আলোড়িত হইয়া উঠিল। দেওয়ান সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল,—"ওঃ! বাবা!"

দেওয়ান দোলগোবিন্দের সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া আবিরলাল ও দস্যু-সহোদরদ্বয় তাহাদের হাস্যরোল সম্বরণ করিতে পারিল না। অনন্তর মহাবীরলাল কহিল,—"কেমন দেওয়ান, মাগীটাকে চেনো তো?—জান ত, এ বেটী কে?"

"ও পাপী আমাকে চেনে না।—কিন্তু, আমি ওকে চিনি;—বিলক্ষণ জানি;—ওর নাম দেওয়ান দোলগোবিন্দ দে।—সেই ঝড় বৃষ্টির রাত্রে—সেই গভীর নিশীথে—সেই ভীষণ বনপ্রদেশে—সেই সমাধি-স্তম্ভের চত্বরে আমিই ওকে ওর নাম কাণে কাণে বোলে দিই।"

দস্যুপতির বাক্যের পরিসমাপ্তি হইতে না হইতে ঘোর অট্টহাস্যে বিকট-স্বরে পাগলিনী আপনা আপনি এই কথাগুলি বলিয়া উঠিল।

এদিকে রণবীর অগ্রজকে সম্বোধন করত বিরক্তি সহকারে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল,—

"খালি কথা কাটাকাটী! —জ্ঞান নাই যে রাত বাড়্‌ছে? তার পর দাওয়ানকে আবার এই রাত্রে রাজবাটীতে পাঠাতে হবে; তা মনে নাই! খালি কথা কাটাকাটী—"

"বটে;—বটে!—আমার তা মনে নাই।"

অগ্রজকে এই কথা বলিয়া ভীল-দস্যু মহাবীর তৎক্ষণাৎ দেওয়ানের ভূজাকর্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে তৎপার্শ্ববর্ত্তী আর একটী গহ্বর-সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই দ্বিতীয় গহ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেওয়ান দোলগো[illegible] কথা সে শুনিল, [illegible] সে এ[illegible] সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেই [illegible] গহ্বরের [illegible] উপর [illegible] হইল

প্রায় এক ঘণ্টা পরে দেওয়ান দোলগোবিন্দ এবং [illegible] অশ্বারোহণে আনন্দপুরের সেই দুর্গম বন-পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে [illegible] আর একটী অশ্বারোহণে তাহার পথ-প্রদর্শক রক্ষক হইয়া গমন করিতেছে। ক্রমে যখন তাঁহারা রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের সমাধিস্তম্ভের সন্নিকটবর্ত্তী হইল, তখন দেবরাজ [illegible] কহিল "মাপ করিও দাওয়ান, আর যেতে পার্ব্বো না। এইখান থেকে বিদায়—

"বিদায়।"—দেওয়ান দোলগোবিন্দও—"বিদায়।"—এই বলিয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক আপন মনে পদব্রজে রাজবাটীর অভিমুখে চলিয়া গেল।—দেবরাজও দ্বিতীয় অশ্বটার বল্‌গা ধারণ-পূর্ব্বক কালি দুর্গের দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।